গৃহলক্ষ্মী

বা

আদর্শ-গৃহ

(সামাজিক নাটক)

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনয়—শনিবার, ৫ই আশ্বিন ১৩১৯ সাল

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব জীবনের শেষভাগে "গৃহলক্ষ্মী" লিখিতে আরম্ভ করেন ; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন এবং অন্যান্য নানা কারণ বশতঃ নাটকখানির চতুর্থ অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিয়া, রচনা স্থগিত রাখেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর পুস্তকখানি অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী দেখিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য পূজ্যপাদ পিতৃদেবের পিতৃব্যপুত্র আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু খুল্লতাত মহাশয়কে অনুরোধ করি এবং ইহারদ্বারা পঞ্চম অঙ্কটি লিখাইয়া লই। দেবেন্দ্র বাবুর শ্রম যে বিফল হয় নাই, অল্পসময়ের মধ্যে "গৃহলক্ষ্মী"র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এবং অভিনয়কালে দর্শকবৃন্দের উচ্চ প্রশংসালাভ করায় তাহা সুপ্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ঘর, বিষয় আশয় কোথায় কি আছে, বুঝে নেবে না ?

বিরজা। শুনছি নাকি খুড়ো-ভাইপোয় খরচপাতি নিয়ে খিটিমিটি হয় ?

তর। ধীরে সামনে সুমলে ঠেলে রাখতে চায়, আর ঠাকুরপোর দরাজ হাত।

উপেন্দ্র। তোমায় এ খবর কে দিলে ?

বিরজা। কেন, মোনা বল্লে—"বড় মা, জেঠামশাইকে ব'লো যে, বাবাতে ছোট মেসোতে বনবে না।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওদের খুড়ো-ভাইপোয় খরচ নিয়ে তর্ক হয়েছিল বটে। তা, মোনা কোথেকে জানলে,—ও ত ঘরে ব'সে পড়ছিল ?

বিরজা। কে, মোনা ? ও জানে না—তোমার সংসারে এমন কিছু কাজ আছে ? ও দাসীচাকর কি দিয়ে ভাত খাচ্ছে—জানে। (তরঙ্গিণীর প্রতি) এ দিকে ত তোমার বোনপো খোকার মতন বেড়ায় দেখতে পাও,—ও সব জানে—সব পারে। পাড়া-গুলোয় ত শুনেছি, ওর সঙ্গে কোন ছেলে পারে না ; সে দিন বাগান থেকে সেই কাৎলা মাছটা এনেছিল—কুটলে। সে দিন দুপুর বেলায় ব'সে আমার সুপুরী কুচিয়ে দিলে। আর এমন সুন্দর তোড়া, ও যে খিড়কীতে ফুলবাগান করেছে, সেই বাগান থেকে তোয়ের ক'রে এনে ছোটবউ আর বউমাকে দেয়—তোমায় আর কি বলবে। তোমার কাছে ভয়ে আসে না, পাছে তুমি বকো। আজ ছানার ডালনা খেলে, ও কার রান্না—ঐ মোনার। একটা উনুন কিনে এনেছে, আমার ঠেঙে আনাজ নিয়ে এক এক দিন রাঁধে।

উপে। তা তোমায় তোড়া এনে দেয় না ?

বিরজা। (হাসিয়া) একদিন এনেছিল, আমি বক্লুম, ঠাকুরপুজোর ফুল নষ্ট কল্লি। সেই হতক ও ঘরে দিয়ে আসে।

তর। ঠাকুরপুজোর ফুল নষ্ট করে কেন ?

উপেন্দ্র। ওঃ—বাবুগিরি কল্লান্ কচ্চে।

বিরজা। তাই বটে। ও কি কিছু নষ্ট করে ? তোমার বোনপো যে পাঁচবছরের ছেলেটি বাড়ীতে এসেছে সেই দিন থেকে কখন আমায় ক'রে বলেছে কি ছিমছাট বৌঝি ? বাগান থেকে জোড়া জোড়া ফুল আসছে, ও আপনি ফুলগাছ পুঁতে দুটো ফুলের তোড়া বাঁধে, তাই নষ্ট করে। তুমি মাঝে মাঝে ওকে গালাগাল শুনতে পাই। তোমার বোনপো নয়, আপনার বোনপো,—এমন ছেলে হয় !

উপেন্দ্র। ওর মতন ছেলে হাজারে একটা দেখতে পাই না। দাদা থাকলে এত দিন একে সাতটা পাস-টাস ক'রে দে কিছু করতেন।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। বাবা, হিসেবপত্র আমায় যা দেখতে বল্লেন, দেখছি, খরচের দায়ী আমি হব না।

উপেন্দ্র। কেন ?

নীরদ। আমি কাহাতক লুকিয়ে রাখবো ? ছোটকাকা দশ পনের হাজার টাকায় চেক্ কেটেছেন ; বল্লেন, দাদাকে বলিসনি। সে কাগজে জমা-খরচ করতে দেননি। কাল আমার সঙ্গে তর্ক কিসের ? উনি পাঁচ হাজার টাকার ফের চেক্ কাটতে চান, আমি চেক্-বই দিই নাই।

উপেন্দ্র। যা—যা—এখন যা।

নীরদ। আপনি একটা বিলি করুন, রোজ রোজ আমি ঝগড়া করতে পারবো না।

উপেন্দ্র। আচ্ছা—আচ্ছা—তা হবে।

[নীরদের প্রস্থান।

তর। তোমার ভয়ে আমি বলি নাই। ছোটবাবুর একটু বেচাল হয়েছে। ধীরে আমায় বলতো, আমি বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু এখন দেখতে পাই, দিন দিন রাত ক'রে আসে। ছোটবউ সামলায়, সেই জন্যই বামুনঠাকুরকে বলে,—"চ'লে যাও, আমি খাবার দেব।" বামুনঠাকুরের দোষ নাই। আজকাল কথা কারও শুনতে পাই, রোজ ঘ, কিছু খায় টায়।

বিরজা। এ কথাটি কেন মুখে গো দিয়ে চেপে রেখেছ দিদি ?

তর। কি করবো, ব'লে কে দোষী হবে বল ?

উপেন্দ্র। কিসের দোষ ? যদি তুমি এতটাই বুঝেছিলে, আমায় এত দিন বলা উচিত ছিল।

তর। বলবে আর কি, তুমি কি জান না,—না দেখতে পাও না ?

যোগেনকে ডাকতে পাঠালুম, সে-ও ফিরলো না। ক্রমে এ-সব কথায় রাত হয়ে গেল, আমি উঠবো মনে করছি, এমন সময় দেখি, শরৎ একলা এসে উপস্থিত হ'লো।—আমায় দেখে মুখ চোখ ঘুরালে। আমার কথার ভাল ক'রে জবাব দিলে না।

সরো। কেন, তার সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছিল?

শৈলেন্দ্র। না। শরৎ একটু ব'সেই কুমুদকে ডেকে বাইরে গেল। আমি কিছু বুঝতে পারলুম না। মিনিট দশ বাদে ছুঁড়ীর গলা শুনতে পেলুম, বলছে,—"আমি ইয়ার-বন্ধুকে বসতে দেব না? এতে তুমি না থাকো, যাও, চাইনে!" শরৎ বল্লে, "আচ্ছা, তাই।" আমি ব্যাপার কি জানতে উঠছি, এমন সময় কুমুদ ফিরে এসে আমার হাত ধ'রে বসালে।

সরো। কেন—ওদের কি হ'লো?

শৈলেন্দ্র। বলছি। শোনো,—কুমুদ বল্লে,—"দেখ ভাই, আমার অন্তরটা দেখো, তোমার সঙ্গে আগের আলাপ ছিল না, উনিই তোমার সঙ্গে ক'রে এনে আলাপ ক'রে দিয়েছেন। তুমি ভদ্রলোক এসেছ, আমি তোমায় খাতির ক'রে বসিয়েছি, এই আমার অপরাধ। বাবু তোমায় সন্দেহ ক'রে জবাব দিয়ে চ'লে গেলেন।" আমি বল্লুম, "আমায় সন্দেহ করেছে?" কুমুদ বল্লে,—"তা, নইলে আর বন্ধু কি? মনে করেছেন, এক শো টাকা ক'রে আমায় দিতেন তা না পেলে আমি আর খেতে পাব না; ঐ বন্ধু ঠাকুরের সুখ্যাতি গায়ে ধরে না। তোমার কথা একদিন বলেছিলুম ব'লে কত ঠাট্টা! আমার একটা পেট, আর দু'খানা কাপড়, অত ভয় ভাবিনি তার ধারি নে। ওর এক-শো টাকা তোমাদের জুতো কিনিয়ে দে আমি পাব।"

সরো। কেন, ও কি এক শো টাকা ক'রে দিত?

শৈলেন্দ্র। ও আর বেশী কি দিত,—গাইতে জানে, নাচতে জানে, সদাসিদে মেয়েমানুষ। আমারও শরতের উপর মন চ'টে গেল,—আমি তারে বল্লুম,—"তুমি শরৎকে আর আসতে দিয়ো না, তোমার খরচপাতি আমি দেব।" এই যাওয়া-আসা সুরু হ'লো। পাঁচ জন ইয়ারের খাতিরে একটু একটু মদও চলো। কাল বাগানে [illegible] হয়ে গিয়ে এই ঢলাঢলি।

সরো। তা বেড়ি পায়ে দিয়েছ কি?

শৈলেন্দ্র। বুঝতে পাচ্ছি না, একজনের জন্য মেরেছি।

সরো। তা তুমি তাকে কিছু টাকা দিয়ে দাও, আর সেখানে যেও না।

শৈলেন্দ্র। সে কথা আমি তারে বলেছিলুম, সে বল্লে,—"আমি তোমায় না দেখলে গলায় ছুরি দেব।" আর তার আটু-পাটু দেখে আমারও কতকটা টান হয়েছে।

সরো। তা তুমি তার বাড়ীতে এক আধবার যেও, কিন্তু মদ খেও না।

শৈলেন্দ্র। ওই ত হয়েছে মুস্কিল, তার বাড়ী গেলে পাঁচ জন যোটে, উপরোধ এড়ান যায় না, একটু একটু খেতে বেশী হয়ে যায়।

সরো। তা তুমি তাকে লুকিয়ে আমাদের বাড়ী এনো।

শৈলেন্দ্র। সে কি হয়?

সরো। কেন হবে না? আমি কাকেও বলবো না, আর আমি দোর বন্ধ ক'রে দেব, কেউ আমাদের মহলে আসতে পারবে না।

শৈলেন্দ্র। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, সে সত্যই আমায় না দেখলে মরবে? একদিনেই কি এত ভালবেসেছে?

সরো। তোমায় ভালবাসা ত বিচিত্র নয়, যে দেখবে, সেই ভালবাসবে।

শৈলেন্দ্র। এখানে আনলে তোমার মনে বিষ হবে না?

সরো। বিষ হবে? তুমি যদি দশটা বিয়ে করো, তা হ'লে কি তুমি আমার পর হবে?

শৈলেন্দ্র। সে-ও তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

সরো। তা বেশ, তুমি এনো।

শৈলেন্দ্র। তুমি আর একটি কাজ করতে পারো?

সরো। কেন পারবো না?

শৈলেন্দ্র। আমি আর এক বিপদে পড়েছি, ব্যাঙ্ক থেকে হাজার পনের টাকা বা'র ক'রে নিয়েছি। তা সব আমি খরচ করিনি, এক জন বন্ধুলোক বিপদে পড়েছিল, তারে জেলে নিয়ে যায়, তাইতে কতকটা ভাগ খরচ হয়েছে। আর কুমীর গয়না ছিল না, কতক-কতক গয়না গড়িয়ে দিয়েছি। আর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাগান-টাগান যেতেও কতক খরচ হয়েছে।

সরো। তা আর বিপদ কি? মেজ ঠাকুর কি সে টাকা দেবেন না?

হলো—তুমি ত ঘুরে ঘুরে পরের ভাল দেখেই বেড়াও।

হীরু। বড় আমুদে লোক, আমায় দেখলেই ঠাট্টা করেন।

(বিরক্তভাবে নীরদের প্রস্থানোদ্যোগ)

বৈদ্য। নীরো, বাড়ীর ভেতর যাচ্ছ, তোমার বাবাকে খবর দিও।

[নীরদের প্রস্থান।

হীরু। তা তোমায় দেখি নে যে ?

বৈদ্য। আর দেখবে কি ক'রে বল ? এ বাড়ীতে কি ঢোকবার যো আছে, ঢুকলে হিংসেয় বুকের ছাতি ফেটে যায় !

মন্মথ। কেন বৈদ্যনাথ বাবু—কেন বৈদ্যনাথ বাবু ?

বৈদ্য। ঐ জিজ্ঞাসা করো না ঘোষালকে ! ওর বরদাস্ত আছে, আমরা এত বরদাস্ত করতে পারি না। ঘোষাল, তোমার খুব বরদাস্ত,—তুমি, শুনতে পাই, দুবেলা এ বাড়ীতে এস।

মন্মথ। তা ওঁর অনুগ্রহ আছে। ছোট বাবুর সঙ্গে গাড়ী ক'রে নাওয়া আনা আছে।

বৈদ্য। অ্যা ! তুমি সং কখন্ করো ঘোষাল ! আর পরোপকারই বা ক'রে বেড়াও কখন ?

হীরু। বসো না—তামাক খাও না।

বৈদ্য। বস্‌বো কি, আগে খবরটা দাও, ভায়ে ভায়ে বাধ্‌বে ? কি বুঝছ ?

হীরু। সেইটে কি ভাল ?

বৈদ্য। ভাল নয় ?—সংসারটা ছারখারে যাবে,—আমরাও যেমন বাজার করি গামছা কাঁধে ক'রে, ওরাও তেমনি বাজার করবে, দেখে চক্ষু জড়াবে।

মন্মথ। না মশায়, উনি তেমন নয়, উনি মেটামেটি করতেই এসেছেন। তাই বলছিলেন, ছোট বাবু মেজো মেসোমশায়কে গালাগালি দিয়েছেন।

হীরু। দোষগুণ সব বলতে হয়—দোষগুণ সব বলতে হয়, নইলে মিট্‌বে কিসে ? আমি তো আর পরের কাছে বলতে যাই নি।

বৈদ্য। বলছিলে বই কি ! চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে সব পরিচয় দিচ্ছিলে, নইলে আমি আর শুনলুম কোথেকে যে, এদের সব বাধাবাধি হয়েছে।

হীরু। সে এঁদের এই পুরুত বলছিল। আমি তারে ধমকে দিলুম।

বৈদ্য। সে বল্‌বে কেন ? তুমি তাকে সাক্ষী মান্‌লে, সে বল্লে, আমি চালকলা বেঁধে খাই, অত খবর রাখি নে।

হীরু। নাও, বসো, আমি তোমার সঙ্গে ছড়া কাটতে পারবো না। আমি চল্লুম।

বৈদ্য। চল্লে কেন, ছোট বাবু কি বলেছে, উপেনকে ব'লে যাও। যা মুখে এসেছে—বলেছে, তুমি আর সইতে পারলে না, তাই উঠে চ'লে এসেছ—কি বল ?

মন্মথ। উনি যাচ্ছেন না, আপনি চ'লে গেলে, মেসো-মশায়ের কাছে আস্‌বেন এখন। আমি মেসো-মশায়কে বলবো—কি বলেন, ঘোষাল মশায় ?

হীরু। আমার আর কি, ভায়ে ভায়ে পীরিত-প্রণয় থাকে, দেখতে ভাল হয়।

বৈদ্য। কেন, ভায়ে ভায়ে বাদাবাদি ক'রে অরুচি হয়েছে না কি ? একটা তোমায় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, কোন্ দালালীতে সুবিধা বল দেখি ? মনে কচ্চি, পেন্সনটা নিয়ে সেই সুরু করবো। বেশ্যার দালালী সুবিধা, না হ্যাণ্ডনোটের দালালী সুবিধা, না মকদ্দমার দালালী সুবিধা ? তুমি পাকা লোক, তিন রকমই তো চালাচ্চ।

হীরু। নাও নাও, আমার তোমার মতন বকানো করবার সময় নাই।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

(নকুলানন্দ অবধূতের প্রবেশ)

অব। (হীরু ঘোষালকে ধরিয়া) কোথা যাও, শোনো—তোমার ভারী বিপদ দেখছি। সে দিন তুমি সন্ধ্যার সময় বটতলা দে' চ'লে যাচ্ছিলে, অমনি তোমায় ভূতো চাঁড়াল পেয়েছে।

হীরু। কি অবধূত—কি অবধূত—ক ছিলুম উড়লো ?

অব। ভূতো বস, তুই আমার হাত এড়াতে পারবি না, আমি তোরে ফু ফুঁয়ে তাড়াব।

বৈদ্য। তুমি তাড়াতে পারবে না—তুমি তাড়াতে পারবে না, ওরে আঁতুড়ে চাঁড়াল ভূতে পেয়েছে।

অব। তা হ'তে পারে, তবে সে ভূতের বাপ।

হীরু। নাও, ছাড়ো—ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

বৈদ্য। ছেড়ে দাও অবধূত, ওর এখন ঢের কাজ, ও এখন বিমলীর ছুক্‌রীর দালালী করতে যাবে।

। দেখ, ও রকম ঠাট্টা-তামাসা করো না, ও সব আমার ভাল লাগে না।

অব। না, ও বুড়ো হ্যাক্‌রার মট্‌কা ভাঙ্গবে।

হীরু। তোমায় আজ খুব দোক্তা কম হয়েছে, দেখতে পাচ্চি।

অব। চাঁড়ালের ভূত কি না, ভারী জোর ধরেছে, একটা ছাঁদন-দড়ি পেতুম, কেমন চাঁড়াল ভূত দেখতুম, তোমায় আড়কাটায় টাঙ্গাতুম।

মন্মথ। অবধূত মশায়, আমি আনচি।

হীরু। না বাবা, ও তামাসা নয়। কি জানি, ও গাঁজাখোর বেটা এখনই বেঁধে ফেল্‌তে পারে।

অব। হুঁ হুঁ—ভূতো—(মুখে ফুঁ দেওন)।

হীরু। দেখ দেখি, বেটা ফুঁ দিয়ে থুথুতে মুখটা ভরিয়ে দিলে।

অব। ব্যস, ঘোষাল, বেঁচে গেলে।

মন্মথ। না অবধূত মশাই, এখনো বেঁচে নাই, ভূতো ওর মাথায় চেপে আছে।

অব। তবে চট্‌ ক'রে হুবটা চোনা নিয়ে এসো দেখি, ওকে নাইয়ে দিই।

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। এই যে বদে, মরিস নি?

বৈদ্য। মরবো তো তোদের ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি দেখবে কে?

উপেন্দ্র। মন্মথ, দেখ তো ছোট বাবু কোথায়?

হীরু। তিনি অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছেন।

উপেন্দ্র। বটে! এই যে সকালে পা ছুঁয়ে মাপ চাইলে, বল্‌লে, আর বেরুব না।

অব। সেঁজো পেত্নীতে টেনেছে—সেঁজো পেত্নীতে টেনেছে—

বৈদ্য। অবধূত, সেঁজো পেত্নীতে কি ক'রে পেলে?

অব। ঐ ভূতো চাঁড়াল জুটিয়েছে।

বৈদ্য। ঠিক বলেছ অবধূত।

উপেন্দ্র। ভূতো চাঁড়াল কে?

বৈদ্য। কে হে ঘোষাল?

হীরু। এই দেখ দেখি মেজো বাবু,—এই গাঁজাখোর বেটা বল্‌ছে, আমায় ভূতো চাঁড়ালে পেয়েছে,—আমায় ছাঁদনদড়ী দে বাঁধতে চায়—আমার মাথায় চোনা ঢাল্‌তে চায়। আর বৈদ্যনাথ বাবু টোয়াচ্চেন।

উপেন্দ্র। ছেড়ে দাও অবধূত—ছেড়ে দাও।

অব। যা ভূতো, আজ হাত এড়ালি, তোর মাথা আমি মুড়োবো।

[হীরুর প্রস্থান।

উপেন্দ্র। কি হয়েছে বদ্দিনাথ?

বৈদ্য। ও ঠিক ঠিক বলে, বলে—ওরে চাঁড়াল ভূতে পেয়েছে।

উপেন্দ্র। কি অবধূত, তুমি সেঁজো পেত্নী ছাড়াতে পারো?

অব। বড় শক্ত পেত্নী। কামিক্ষে থেকে ডাকিনী আন্‌তে হয়।

বৈদ্য। কেন—তুমি ঝাড়াও না?

অব। না—ও বড় খারাপ—সে আমারও কাঁধে চাপবে।

উপেন্দ্র। মন্মথ, যা তো।

মন্মথ। আসুন বা অবধূত মশায়।

উপেন্দ্র। না না—থাক্‌ থাক্‌।

[মন্মথের প্রস্থান।

তবে কি অবধূত—তুমি সেঁজো পেত্নী ছাড়াতে পারো না?

অব। ও এ-পারে ছাড়বে না। গাঙ্গপারে গিয়ে গণ্ডী দিতে হয়, তবে ছাড়ে।

উপেন্দ্র। (বৈদ্যনাথের প্রতি) কিছু শুনেছ?

বৈদ্য। শুনেছি বৈ কি।

উপেন্দ্র। কি করি বল দেখি?

বৈদ্য। ফেরাতে হ'লে একেবারে লাগাম কস্‌লে ফিরবে না; একটু ছুটতে দিতে হবে।

উপেন্দ্র। তাই তো আমি কিছু বলি নি। বলি, একটু আধটু বেড়াক্‌-চেড়াক,—বেড়াক্‌। কিন্তু মদ ধরেছে—আর তো রক্ষে নাই। এরই মধ্যে হাজার পঁচিশ টাকা খরচ ক'রে ফেলেছে।

বৈদ্য। Double W—(woman and wine) এ তো সোজা নয়?

অব। সোজা!—একেবারে গাছে তুলে আছাড় দেবে।

বৈদ্য। তা তুমি ছাড়াতে পারবে না—তবে আর কি তুমি অবধূত?

অব। ও পেত্নী ছাড়ে পেত্নী দিয়ে। ভূতটুত হয়—জলবিছুটীতে যায়।

উপেন্দ্র। কি করা যায়? পাঁচশো টাকা ক'রে মাসহারা নিচ্ছে, তাতে চলে না, এত কি খরচ?

বৈদ্য। খরচ করলে খরচ কি? দাও দেখি তোমার বিষয়টা, তিন মাসে না ফুঁকে দিয়ে আবার দেনা ক'রে জেলে যেতে পারি? তোমার মতন তো রাত্রে দুজনকে ডেকে পোলাও খাওয়া নয়, আর ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিয়ে দুটো খোসগল্প ক'রে টাকাটা সিকেটা দেওয়াও নয়। একটা নামজাদা মেয়েমানুষ নীলামে ডেকে নিতে এক রাত্রে দশ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। খরচ করবে? তা বল—হীরে যোয়ানের মতন দু-একটা দালাল ধরিয়ে দিচ্ছি।

উপেন্দ্র। তা তুমি একটা পেত্নী যোগাড় করো।

অব। একটা কুনো পেত্নী মজবুত—পাই তবে তো। এ সেঁজো পেত্নীর হাত ছাড়াতে কুনো পেত্নী পারে, আর কারো সাধ্য নাই।

বৈদ্য। ও নেশার ঝোঁকে বলে ঠিক। তা তোমার হাতে ঢের যে পরী-টরী আছে শুনতে পাই, তারা কিছু করতে পারে না?

অব। ওরে বাপ রে—পরীর ঝাঁকে ফেলে,—তা হ'লে একেবারে উধাও ক'রে নিয়ে যাবে, ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খাওয়াবে।

উপেন্দ্র। দেখ, একবার ভাবি পৃথক্ ক'রে দিই, আবার ভাবি, আজ পৃথক্ ক'রে দেবো, কাল পথের ভিকিরী হবে।

অব। সেঁজো পেত্নীকে চার খাওয়াতে হয়। না—চার খাওয়ালে পেত্নী ঘাড়ে চাপবে। তবে অলকলতার শীটি আর কনক-ধুতরোর শেকড়—রুগী না গঙ্গা পার করলে উপায় নাই। বেটী গঙ্গা পেরুতে পারবে? পারে—পোল হয়েছে!

উপেন্দ্র। দেখ—ও কথা বলছে মন্দ নয়, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবো।

বৈদ্য। তবে কি?

অব। কি খেতে চায়—কুঁপোয় পূরে নে যেতে হয়।

উপেন্দ্র। কে সে বেটী, সন্ধান করতে পারলে না হয় কিছু টাকাকড়ি কবলাই।

বৈদ্য। কি অবধূত—কোন্ গাছের পেত্নী, সন্ধান করতে পারো?

অব। আমার কর্ম্ম নয়, ও ভূতো চাঁড়াল পারবে। ও পেত্নীকে বাগাতে পারবে না—ও পেত্নীকে বাগাতে পারবে না। ও সেঁজো পেত্নীর তিন পুরুরে একটা ভূত থাকে, সেই ভূতটো বেটীকে ঘোরায়, তাকে যদি দুধ-কলা দে বশ করতে পারো, তা হ'লে বাগলে বাগতে পারে।

বৈদ্য। এই যে অবধূত, সব জানো দেখছি!

অব। জানি নৈ কি—আগ জন্মে যখন রাজপুত্র ছিলুম, ঐ সেঁজো পেত্নীর ঝাঁকে পড়ি, দেখলুম, তিন প্রহর রাত্রিটিও হয়, সেই ভূতটা এসে সিস দেয়, আর বেটী অমনি ধড়মড়িয়ে উঠে "বাবা বাবা" ব'লে ছুটে যায়।

বৈদ্য। দেখ, মাথা খারাপ হয়ে এক রকম পাগলামো করে, কিন্তু ঠিক বলে। ও বেটীদের একজন ভালবাসার মানুষ থাকে, সেই বেটাকে যদি কিছু দিয়ে বশ করতে পারো, তা হ'লেও হ'তে পারে।

অব। উঁহু—গাঙ্গ পার করতে হবে—গাঙ্গ পার করতে হবে।

বৈদ্য। আজ চললুম।

উপেন্দ্র। যাবে কেন—একত্রে খাই গে এসো না।

বৈদ্য। না হে, আমি খেয়েছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

উপেন্দ্র। এস অবধূত, তুমি রাজপুত্রের আগের জন্মে কি ছিলে বলবে চল—শুনতে শুনতে খাই।

অব। না, সে জন্মে ছিলুম—কালপেঁচা। যার চালে গিয়ে বসতুম, তার ভিটেমাটী চাটি হ'তো। না—রাজপুত্রের পরের জন্মে—সেটা।

উপেন্দ্র। অবধূত, তোমায় একতাড়া তুরিতানন্দ পাঠিয়েছি, পেয়েছ?

অব। হ্যাঁ—তুসের গোল্লানন্দও ছিল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কুমুদিনীর বাটীর কক্ষ।

সতীশ, বিহারী, প্রমথ ও কুমুদিনী।

সতীশ। কই, এখনো যে বাবু আসে নি?

কুমু। বাবু আজ আসবেন না, আমার সেথায় যাবার হুকুম হয়েছে

সতীশ। যাবে না কি ?

কুমু। রাম ! আমি শরতাকে ব'লে পাঠিয়েছি, সে আসবে।

প্রমথ। অমন রোজ কর না, ধরা প'ড়ে যাবে। সে দিন রাত-দুপুরে চাবি ফেলে গেছি ব'লে এসেছিল —জান তো ?

কুমু। আমি সব দিক্ না সামলে কি শরতাকে আনি ? সদর দেওয়া থাকে, ওর সাড়া পেলেই শরতাকে ভাড়াটের ঘরে পাঠিয়ে দিই।

প্রমথ। আমায় কিছু জুয়েলারি কিনিয়ে দাও, তোমারই তো লাভ।

কুমু। আমি কি চেষ্টা করি নি ? আমি তারে রিঙ দেখিয়ে বলেছিলুম, "শরতার নূতন মেয়েমানুষ আমায় হীরের ঝাপটা দেখিয়ে গেল।" ও বলে, "আমি টাকা হাতে পাচ্ছি নে, দাদার সঙ্গে গোলমাল যাচ্ছে।"

প্রমথ। তা তোমার কি ? টাকার ভাবনা কি ? হ্যাণ্ডনোট কাটুক না, দশটা মহাজন মুখিয়ে আছে। এই বেলা কিছু হাতিয়ে নাও, বুঝলে ? হাতে থাকতে থাকতে বাগিয়ে নাও। মণি কীর্ত্তনী তার মেয়ে ফলীকে জোটাবার চেষ্টায় আছে। সে বেটী আড়চে, ঘরে মানুষ আনতে চায় না, নইলে এত দিন তোমার বেহাত হয়ে যেতো।

কুমু। তা হোক্, আমি আর পারি না। রোজ রোজ ঘ্যান্-ঘ্যানানি, ইয়ার-বন্ধু এলে বেজার, মুখোমুখি ক'রে থাকো!

বিহারী। আরে অত কেন ? শরতের কাছে তো পেটভাতা, কিছু বাগিয়ে নাও না, আর প্রায় তো দশটার পর চ'লে যাচ্ছে, তোমার তো কোন দিকে আটক নাই।

কুমু। এখন আর দশটা কি ? দুপুর, সাড়ে দুপুর— শরৎ ফিরে ফিরে যায়, আর আমার উপর রাগ করে।

বিহারী। তুমি বলতে পার না, মাছটা গেঁথে ছিপ হাতে দিয়েছ, খেলিয়ে তুলি।

সতীশ। শুনছি না কি—বাবু মদ ছাড়বেন ?

বিহারী। ঢের দেখেছি—যেতে দাও না আপনা আপনি। কুমুদবিবি এক গ্লাস হাতে ক'রে দিলেই তখনই মদ ছাড়া দেখতে পাবে।

কুমু। না না—ছাড়বে মনে করেছে—ছাড়ুক্। মদ খেলেই নানা রকম রিষ করে আর ঝগড়া করে।

প্রমথ। মদ ছাড়্‌বে কি ? তা হ'লে কি আর কিছু বাগাতে পারবে ? শুঁড়ী মামা আছে ব'লেই ক'রে খাচ্ছ, নইলে কি শুধু সাবানে আর ছেঁড়া চুলে খোঁপা বেঁধে চল্‌তো ?

কুমু। নে নে, কামদেব পুরুষ কি না। চুপ্ কর্— বুঝি আসছে। এসেই খানিক গজ গজ করবে।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

সতীশ। আসতে আজ্ঞা হয়, এত Late কেন, বিবি-সাহেব বলচে, হাজরে কাট্‌বো।

শৈলেন্দ্র। তোমায় গাড়ী পাঠিয়ে দিলুম—গেলে না কেন ?

কুমু। তোমার যেমন আক্কেল—কোথায় যাবো ? (বন্ধুগণের প্রতি) শোন ভাই, ওর বৈঠকখানায় যাই, আর ওর ভাই-ভাইপো আমায় দারোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দিন !

শৈলেন্দ্র। কি ! এত ভাই-ভাইপোর তোয়াক্কা রাখি নে।

কুমু। না—ভয়ে খুন হন, আর বলেন—তোয়াক্কা রাখি নে ! এত যদি, একটা জিনিস কিনে দিতে বল্লে—কেন বল "মেজদাদা টাকা আট্‌কেছে ?" মুখের সাপট এমন অনেকে করে !

(হীরু ঘোষাল ও শিবু উকীলের প্রবেশ)

হীরু। মশায় বিশ্বাস করেন না, এই শুনুন শিবু বাবুর ঠেঙে।

শিবু। কি বিবি সাহেব, ভাল আছেন তো ?

কুমু। যেমন পায়ে রেখেছেন।

শিবু। আমাদের পুঁটিমাছের প্রাণ, আপনাকে কি আমরা রাখতে পারি ? যে রাখবার, সে রেখেছে।

হীরু। থাক্ মশায়—কাজের কথা হোক্। আমি আনলুম, মক্কেল বসিয়ে রেখে চ'লে এসেছেন।

শিবু। হ্যাঁ হে, বিষয়টা পেলে, দাদার হাততোলার ভেতর রয়ে গেলে ? আবার যে নিতাই বাবু কি ডিড্ তোয়ের করছেন শুনচি।

শৈলেন্দ্র। কিসের ডিড্ ?

শিবু। সে যাই হোক্, আমাদের না দেখিয়ে খপ ক'রে একটা সই ক'রে ফেলো না।

হীরু। মশায়, অত শতর কাজ কি? ওর বিষয় ওকে কেন বা'র ক'রে দিন না?

শৈলেন্দ্র। মেজদাদা তো বল্‌ছেন।

হীরু। সে বল্‌ছেন মুখে, ছোট বাবুর সরল প্রাণ, তাই বুঝে গেছেন; অত বড় বিষয়টা নাড়চেন চাড়চেন—ওতে লাভ কত!

শৈলেন্দ্র। না না, উনি বল্‌ছেন—আমিই ঠেকুচ্চি। নানা ভঙ্গকট, আমি ম্যানেজ কর্‌তে পারবো না।

শিবু। ম্যানেজটা আর কি? বাঁধা বিষয়, আপনি না পারেন, একটা ম্যানেজার রাখুন, retired Sub Judge ঢের আছে। আর শুনতে পাই, দু তিন লাখ টাকা ব্যাঙ্কে বসিয়ে রেখেছেন, ও তো টাকা পুঁতে রাখার সঙ্গে সমান। আপনার কিছু কর্‌তে হবে না, সেই টাকা বা'র ক'রে দিন দেখি, আমি ছত্রিশ পারসেণ্ট সুদে খাটিয়ে দিচ্চি, সেই সুদ থেকেই আপনার আদ্দেক হাত-খরচ চ'লে যাবে।

শৈলেন্দ্র। অত সুদ থেকে গেলে সে টাকা আদায় হয় না, মেজদার কাছে দালাল এসেছিল, ঐ জন্যে দেন নাই।

শিবু। পার্টি বুঝে দিতে পারলে আদায় হয় না? আদায় হয় না হয়—সে আমি বুঝবো, আপনি টাকা বা'র ক'রে দিন।

শৈলেন্দ্র। মেজদা ঘরোয়া একটা পার্টিসন করতে চাচ্ছেন, তা আমি রাজী হই?

শিবু। না, ঘরোয়া করো না, তাতে ঠকবে।

হীরু। ঠকবার মত নবেই তো ঘরোয়া করতে যাচ্চেন।

শৈলেন্দ্র। না না, মেজদাদা সে মানুষ নয়।

শিবু। তাই তোমাদের বড় বউকে হাত-তোলার রেখেছেন। ওর life interestএ যে আয়, তা তোমার বড় দাদা মরা ইস্তক জমলে একটা বিষয় কেনা চল্‌তো। ঘরোয়া পার্টিসনে রাজী হবেন না,—ঘরোয়া পার্টিসনে রাজী হবেন না। আর নেহাৎ রাজী হন, আপনার পক্ষ থেকে একজন ল-ইয়ারকে দেখিয়ে নেবেন।

হীরু। আপনিই ল-ইয়ার, আবার কোথায় ল-ইয়ার খুঁজতে যাবেন?

শিবু। তার জন্যে আট্‌কাবে না। তবে দেখ, কিছুতে সই ক'রে যেন হাত-পা বাঁধা দিও না, সালিসি-নামাটা বুঝে সুঝে সই করো।

শৈলেন্দ্র। সে আপনাকে দেখিয়ে সই করবো।

শিবু। বেশ কথা, আমি চল্লুম, client বসিয়ে রেখে এসেছি।

[প্রস্থান।

বিহারী। তোমাদের তো মামলা-মকদ্দমা চুক্‌লো, এখন আমাদের কাছারী বসুক।

শৈলেন্দ্র। তোমরা ভাই আমোদ করো, আমি ওতে নেই। (কুমুদিনীর প্রতি) চলো—তয়ের হও।

কুমু। না, আমি গলাধাক্কা খেতে যাব না।

সতীশ। বাঃ! তুমি তো বেশ লোক হে! আপনি থাকবে না, মেয়েমানুষ নিয়ে চল্লে, তবে আমরা কাছারী করব কাকে নিয়ে?

হীরু। না না—যাও না কুমুদ, ওর কি একটা মতলব আছে।

কুমু। মতলব আর ছাই, মাথায় ভূত চেপেছে, আমি যাব না।

শৈলেন্দ্র। [illegible] হবে।

কুমু। আমি চল্লুম—তুমি বকো।

[কুমুদিনীর প্রস্থান।

শৈলেন্দ্র। কোথা যাও?—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

হীরু। দেখ, ব'লে কয়ে ওরে পাঠিয়ে দাও, মজা আছে।

সতীশ। ও আজ শরতাকে ব'লে পাঠিয়েছে, ও যাবে না।

হীরু। চলো চলো—বুঝিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়ে দিই। আজ গেলে রগড় বাধবে।

প্রমথ। দাঁড়াও বাবা—একটু টেনে নিই।

হীরু। নিয়েই এসো না।

[হীরু ঘোষালের প্রস্থান।

বিহারী। হীরে বেটা ওদের পথে না বসিয়ে ছাড়চে না।

সতীশ। আমাদেরই কোন্ পথে বস্‌তে বাকী! আর গোটা দুই ডিক্রীজারি হলেই ভদ্রাসনখানা গিয়েছে।

বিহারী। তুই যে বুঝে চল্লিনি?

সতীশ। আচ্ছা বাবা, দেখি, কত দিন বুঝে চলো। দেখ, একটা কথা ভাবচি—আমাদের যা হবার, তা ত হয়েছে, এটা কেন আর আমাদের সঙ্গে

মাথা মুড়োয়। যা হোক, দশ দিন টেঁকে থাকলে আমাদের চলবে।

প্রমথ। আরে নৈ নে—কাপ্তেন ঢের মিলবে, ঐ বই আর সহরে কাপ্তেন নাই?

সতীশ। সাদা লোকটা!

প্রমথ। রাঙ্গা সাদায় আমাদের কি এসে যায়! ঝাপ্‌টাটা গছাবো মনে করেছিলুম, তা কাল দেখা যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীর।

ফুলী।

(গীত)

হে দীনশরণ, বন্ধন-মোচন,
তাপে তাপ যার ত্রিতাপ-বারণ,
নিষ্ঠুরতা নয়, হে করুণাময়,
করুণা তোমার কলুষ-হরণ।
তোমারে পাসরি, ভবে ভ্রমি হরি,
বদ্ধ মায়া-ঘোরে মোহে ডুবে মরি,
ঘোর পাপ পঙ্কে কেমনে হে তরি,
বিনা পাপহারী পঙ্কজ-চরণ।
ভীষণ পাথার না করি বিচার,
সুখ-সাধে দুখ-সাগরে সাঁতার,
বাসনার ছলে উন্মাদ চীৎকার,
শাসন-মত্ততা দমন কারণ॥
জনম-মরণ নিয়ত ভ্রমণ,
অন্ধের নয়ন নহে নিমীলন,
নিবিড় তিমির তাহে আবরণ,
কভু নাহি পশে বিবেক-কিরণ,
অন্ধ আঁখি পায়—তোমার কৃপায়,
আলোক-ঝলকে আগে ব্যথা পায়,
অন্তর নির্ম্মল আলোক-প্রভায়,
তাপেতে কাঞ্চন উজ্জ্বল-বরণ॥

(মণি কীর্ত্তনীর প্রবেশ)

মণি। এই যে বাড়ী ছেড়ে এখানে এসে মোনা বাবুর বাঁধা গান গাওয়া হচ্চে। ভাখ—এখনও বোঝ—আজ যেন ঠ্যাকার ক'রে বাবুকে ঘরে আসতে দিচ্ছিস্ না, তার পর তোমায় রাজপুত্র এসে বে ক'রে নিয়ে যাবে, নয়! ওঃ, সাবিত্রী এসে জন্মেছে কি না, চারকাল সতী থাকবেন!

ফুলী। আচ্ছা আচ্ছা, তুই যা—

মণি। আচ্ছা, তুই অমন করিস্ কেন? তোরে মল্লিকবাড়ী কীর্ত্তন করতে নিয়ে গিয়েছিলুম। হীরু ঘোষাল বলে, মল্লিকদের ছেলে তোরে চার হাজার টাকা দিতে চায়, আর দুশো টাকা ক'রে মাসোহারা দিতে চায়। কদিন আমাদের বাড়ীর সামনে জুড়ী ক'রে ঘুরেছে—দেখেছি।

ফুলী। মা, তুমি এই গঙ্গার তীরে কি বলছ? তুমি কীর্ত্তন গাও, কৃষ্ণনাম করো, আর আপনার পেটের মেয়েকে এই সব কথা বলছ? তুমি আসরে গাও যে, ব্যভিচারিণীর উদ্ধার নাই, আর তুমি গঙ্গা-তীরে এই সব কথা বলছ? যাও, আমি দোরে দোরে গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে খাব। তুমি ও সব কথা যদি বল, তোমার বাড়ীতে থাকবো না।

মণি। ও লো, বুঝেছি লো, বুঝেছি। আমাদেরও তোদের বয়স ছিল, মোনা বাবুর পীরিতে পড়েছ, মোনা বাবুকে নিয়ে করবে—নয়?

ফুলী। সে যে বড় ভাগ্যিমানী, যে মাথা কেটে তপিস্যে করেছে, সে তার গলায় মালা দেবে। আমার যা জন্ম, আমি তার পা ধোয়াতেও পারি না।

মণি। আচ্ছা, তোর মল্লিকদের ছেলে পছন্দ না হয়, আরও তো সব ঘুরছে, তাদের ঘরে জায়গা দে। আর মোনা বাবুকে আন্‌তে চাস্, তা-ও আন্—আমি কিছু বলবো না।

ফুলী। মা, তুমি যদি ফের ও সব কথা বলবে, আমি গঙ্গায় গিয়ে উলবো।

মণি। তবে থাক্ এই গঙ্গাতীরে—আমার আর বাড়ী ঢুকিসনে।

ফুলী। মা, আশীর্ব্বাদ করো, মা গঙ্গা আমায় ... দেন।

মণি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অমন ঢের ঢং আমি জানি—আমায় আর শেখাতে হবে না। আমার এক কথা, যদি আমার মতে চলিস্, তবে বাড়ী ফিরিস্, নইলে এই গঙ্গাতীরেই থাক্—আর ভিক্ষে ক'রে খাস,—আমি তোরে বাড়ী ঢুকতে দেব না।

[প্রস্থান।

সেকে-পালিয়ে যাক্— ওর আর আমি মুখ দেখতে চাই নে। যা অদৃষ্টে থাকে, হবে।

বিরজা। মেজো বউ, ঘরে গিয়ে যা।

উপেন্দ্র। উঃ, এত বড় স্পর্দ্ধা—ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই।

তর। মিছে রেগে মাথা গরম কচ্চ কেন, সমস্ত রাত ঘুম হবে না। শোবে এসো।

উপেন্দ্র। যথেষ্ট হ'লো।

[তরঙ্গিণী ও উপেন্দ্রের প্রস্থান।

সরো। দিদি, আমার দশা কি হবে?

বিরজা। কেন দিদি, তুমি রাজলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী হয়েই থাক্‌বে।

সরো। তোমরা যে ভিন্ন ক'রে দেবে, আমি কোথায় দাঁড়াব?

বিরজা। ছোট বউ, কাকে ভিন্ন কর্‌বো? যে দিন আমার দেহ-প্রাণে ভিন্ন হবে, সে দিন শৈল আমার প্রাণ থেকে যাবে কি না, জানি না। তুই কি ভাবছিস্, শৈলেনের উপর আমি রেগেছি? ও নেশার ঝোঁকে বেরিয়ে যেতে বসেছে, সত্যি [illegible] গালাগালি দেয়, তা হ'লেও কি আমি [illegible] পারবো? তুই জানিস নি, কি ক'রে ওকে মানুষ করেছি। অসুখ হ'লে, কি [illegible]? শৈলেন আমার, আমি না খাইয়ে দিলে [illegible] খেতো না—রাত্রে [illegible] আমার আঁচলে মুখ লুকিয়ে [illegible] থাকতো। সেই শৈলেন আমার এমন হ'লো কেন?

সরো। ও দিদি, ওর অপরাধ নাই, আমি না বুঝে আস্‌তে বলেছিলুম। রোজ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, আমি মনে ভেবেছিলুম, ওকে আস্‌তে বলে থাকবে। আমায় মাপ করো দিদি। আমি এত হবে জানি নে। পুরুষমানুষ মনে ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম।

বিরজা। তোমার অপরাধ কি দিদি, তুমি সতীলক্ষ্মী, তুমি বেশ করেছ, কেঁদ না।

সরো। কি হবে দিদি?

বিরজা। রাধাবল্লভজী কি এমনই করবেন। শুধরে যাবে—ভাবিস্ নি, আয়, আমার ঘরে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের বহির্ব্বাটী।

উপেন্দ্র, নিতাই, শৈলেন্দ্র ও নীরদ।

শৈলেন্দ্র। নিতাই বাবু, আপনি মেজদাদাকে বলুন, আমায় মাপ করুন; আমি বড় হয়েছি বটে—কিন্তু বুদ্ধিতে বড় হই নি। আমি ছেলেবেলায় যেমন দুষ্টু ছিলাম, তেমনি আছি। ছেলেবেলায় ওরে দুষ্টুমি ক'রে কত গালাগালি দিয়েছি, তখন তো মাপ করেছেন—তবে এখন কেন আমাকে পৃথক্ ক'রে দিতে চাচ্ছেন? বিষয়কর্ম্ম তো আমায় শেখান নি, বিষয় পেলে তো আমি রাখতে পারব না।

নিতাই। তা বেশ, বিষয় যদি না তুমি manage কর্‌তে পারো, তোমার মেজদার উপর ভার দিও, আর তোমার মেজদার সঙ্গে সঙ্গে থেকে ক্রমে বুঝতে শেখো। তোমরা পৃথক্ হচ্ছ না, কার কি বিষয়, সেইটে ঠিক ক'রে নিচ্ছ! এ ভাল শৈলেন, আমি তোমাদের বন্ধু, আমি সৎপরামর্শ দিচ্ছি, তোমরা যেমন এক সংসারে এক অন্নে আছ, তেমনই থাকবে।

শৈলেন্দ্র। বিষয় বখরা না হ'লে কি নয়?

উপেন্দ্র। না, তোমার কি আছে না আছে—জেনে নাও। তুমি খরচ করতে গেলে আমি বাধা দিই; তুমি পাঁচজনের কথায় হয় তো মনে করো, বুঝি আমার কিছু তাতে লাভ আছে।

শৈলেন্দ্র। না মেজদা, আমি তা কখনো মনে করি না। খরচের টানাটানি হ'লে ছেলেবেলা যেমন কাঁদতুম, সেই রকম করি। তবে মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে কি ব'লে ফেলেছি, তা আমার মনে নাই। আমি বয়ে গেছি, আমায় শুধরে দাও, তা না হ'লে আমার সর্ব্বনাশ হবে। আমি কিছু জানিনি, শুনিনি, আমার হাতে বিষয় পড়লে দু'দিনে সব ঠেকিয়ে নেবে।

উপেন্দ্র। তুমি যাতে জানতে শুনতে পারো, সেই

জন্যে নীরেকে আর তোমাকে বিষয় দেখ্‌তে শুন্‌তে দিয়েছিলুম, তা তুমি বুঝে চল্লে কই ?

শৈলেন্দ্র। নিতাই বাবু, আপনি বলুন, উনি আমায় শেখান, ঐ নীরের সঙ্গে আমি পারি নে। ও টিপে টিপে বুড়ো পিতামহের মত কথা কয়, আমার সর্ব্বশরীর জ্ব'লে যায়।

নীরদ। কেন কাকা বাবু, আমি আপনার কখনো অসম্মান করি, তবে কেন বাবার কাছে এমন মিছে বল্‌ছেন ?

নিতাই। নীরদ, তুমি এখান থেকে যাও।

নীরদ। (উঠিয়া) আমি যাচ্ছি, কাকাবাবু অন্যায় বল্‌ছেন।—যেমন নিয়ম বাবা বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই নিয়মে আমি চলতে চেয়েছি—এই আমার দোষ। বাবার কাছে হিসেব নিয়ে আমায় যেতে হ'তো উনি তো যেতেন না।

শৈলেন্দ্র। নীরো, যাস,আমি তোর নামে লাগাই নি, তুই যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তিস, গালাগালি দিতিস, তাতে আমার কিছু হ'তো না। আমি বল্‌তুম, নীরো, আমার খরচটা না হ'লে চলবে না, তুই মেজদাদাকে ব'লে এটা পাশ ক'রে দিস।' তুই 'ন্যায্য—অন্যায্য—উচিত—অনুচিত' এই সব বল্‌তিস্—তাই তো আমার—

নীরদ। তাইতে বল্‌তেন,—"তোর তো বাপের বিষয় খরচ কচ্চি নে—

শৈলেন্দ্র। সেটা কি আমি সত্যি সত্যি বলেছি ? তা হ'লে ভয় ভয় ক'রে তোর কাছে চাইবো কেন ?

নীরদ। সত্যি মিথ্যে আমি জানি নে, সে আপনারা বুঝুন।

[প্রস্থান।

উপেন্দ্র। আমি বুঝ্‌ছি, তোমাদের দু'জনের বনবে না, কিন্তু আমি ত চিরদিন থাক্‌বো না ? তুমি তোমার বিষয় বিভাগ ক'রে নাও।

শৈলেন্দ্র। কি করতে হবে ?

নিতাই। এই মথুর বাবু,কুঞ্জ বাবু, ভবানীবাবু—এঁদের তিনজনের উপর তোমরা দু'ভাগে ভার দাও,এঁরা তোমাদের বিষয় বিভাগ ক'রে দেন।

শৈলেন্দ্র। যদি না করলে না হয়—তা দিন।

নিতাই। তবে এ মধ্যস্থনামা কাগজখানা তুমি নাও, প'ড়ে দেখো, এতে কি তোমার আপত্তি আছে,

শৈলেন্দ্র। আমার আর আপত্তি কি ? ছ বুঝি ? দিন—আমি সই ক'রে দিচ্ছি—

[সই করিয়া দেওন

নিতাই। দেখ, আর এক কথা বলি না : এতে সকল দিক্‌ ভাল হবে ; নীরো, তেমন নয় গো—তোমার ভাইপোর সঙ্গে বনে না, তোমার দাদার শরীরে তদ্রাভদ্র আছে ; আর যাই হোক্‌, নীরো ওঁর ছেলে, তোমার একটু সাবধান হয়েছে, নীরোর কথাই হয় তো ওঁর বেশী বিশ্বাস হবে,—হয় তো তোমার কি একটা বলবেন, তুমি সরল-প্রকৃতি, পাঁচজনের কথায় একদিন রাগ ক'রে কোন উকীলের হাতে গিয়ে পড়্‌বে, আর বিষয়টা ছারখার হবে যাবে। তুমি জানো না, দশ বেটা ঘুরছে—কিসে তোমাদের সর্ব্বনাশ করতে পারে।

শৈলেন্দ্র। মেজদাদা যা করতে, হয় করুন, কিন্তু আমায় পর করবেন না।

উপেন্দ্র। আমি তোমায় পর করবো ? তুমি কেন এমন হ'লে ? কেন এই ছাই খেতে শিখ্‌লে ? কেন তুমি ঘরের লক্ষ্মী ছেড়ে অনাচারী হ'লে ? আমি পর করবো !—শৈলেন—শৈলেন—তুই জানিস্‌ নি, তুই আমার কে ? আমার স্ত্রীপুত্র একদিকে—সর্ব্বস্ব একদিকে—তুই একদিকে ! তোর সঙ্গে পৃথক্‌ হবো—তোর সঙ্গে পৃথক্‌ হবো !

নিতাই। ও কি—ও কি,—উপেন—ঠাণ্ডা হও।

উপেন্দ্র। শৈলেন—শৈলেন—আমার মাথার ভেতর কেমন কচ্চে, আমি চল্লুম—আমার বুক আট্‌কে যাচ্ছে !

[প্রস্থান।

[শৈলেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।

(নেপথ্যে উপেন্দ্রের পতন-শব্দ)

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। ওরে শীগ্‌গির জল আন—শীগ্‌গির জল আন। নিতাই বাবু, শীগ্‌গির আসুন, মেজদা প'ড়ে গেছেন।

[নিতাইয়ের দ্রুত প্রস্থান।

জমা। দরোয়ান লোক কই আর নেই, আপনে গিয়া, দেউড়ি ছোড়কে ক্যায়সে যায়?

ফুলী। ওই তারা এলো-ব'লে, তুমি ফুল তোলো গে, আমি দাঁড়িয়ে আছি। এই তো বাবুদের বাগানে ঢুক্‌বে। কেউ এলে আমি তোমায় ডাক্‌বো।

জমা। আচ্ছা বেটী, জিতা রও—জিতা রও।

[জমাদারের প্রস্থান।

(হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। কি ফুলী, তোর বড় যে খারাপ, আমার কথা কানে কচ্ছিস্ নি। শুনলে এতদিন তে-তালায় থাক্‌তিস্, জুড়ী চ'ড়ে হাওয়া খেতিস্।

ফুলী। কই, তুমি পথ দেখাও দেখি, একজনের মানুষ জুটিয়ে দাও দেখি! দেখি—তার—কি ক'রে দাও?

হীরু। কে—কে—তোর মা ছুকরী এনেছে না কি? কে—কে?

ফুলী। এই জমাদারের মেয়ে!

হীরু। জমাদারের মেয়ে কি?

ফুলী। হ্যাঁ গো—দেশ থেকে এসেছে; রং যেন ফেটে পড়ছে—আমারই মতন বয়েস—মাথায় ঠিক আমার মত; আর কি নাক, কি মুখ, কি চোখ! আমি তার বাড়ীর খুঁজিও নই। এই জমাদারের কাছে এসেছিল! জমাদার বলে, তোর মাকে ব'লে ওর একটা হিল্লে ক'রে দিতে পারিস? আমি বল্লুম - হীরু ঘোষালকে ব'লবো।

হীরু। দূর; তোর মিছে কথা।

ফুলী। তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো না, মিছে কি সত্যি বুঝবে। আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্চি; ফুল তুল্‌তে গেছে।

[ফুলীর প্রস্থান।

হীরু। নবীন বাবুর হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষের উপর ঝোঁক; দেখি যদি হাতে লাগে!

(দূরে ফুলীর সহিত জমাদারের প্রবেশ)

ফুলী। আমি আর তোমার কাছে আসবো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমায় ও গালাগাল দিচ্ছে, আমারও গালাগাল দিচ্ছে।

জমা। কোন্ রে?

ফুলী। যাও, দেখতে পাবে এখন।

জমা। বেটী থোড়া দেওয়ানাকা মাফিক্! বহুত মিঠি পদ গাহা থি!

হীরু। জমাদার জী, সত্যি নাকি?

জমা। হ্যাঁ বাবু—

হীরু। তোমার মেয়ে?

জমা। হ্যাঁ বাবু—

হীরু। বড় চমৎকার দেখতে?

জমা। হাঁ বাবু—প্রতিমাকা মাফিক্ থি। ডর লাগতা বহুত!

হীরু। তোমার বহুত ভয় নাই; আমি আছি, ভয় কি?

জমা। কেয়া বলতে হো বাবু?

হীরু। তুমি তো একটি জামাই জোটাতে চাচ্ছ?

জমা। সো তো ঠিক হুয়া না, মর্ গিয়া—কেয়া করে!

হীরু। সে তোমার ভাবনা নেই! সে তোমার ভাবনা নেই, আমি তোমার ভাল জামাই জুটিয়ে দেবো! তোমার বেটীকে খুব বড়মানুষের কাছে রাখিয়ে দেব, তোমার বেটী খুব সুখে থাক্‌বে। তোমার দুঃখ ঘুচে যাবে, তুমি মাসোহারা পাবে। তোমার বেটীকে আমার দাও!

জমা। কেও শালে! মেরা বেটীকা পাশ তোম্‌কো ভেজতা হায়!

হীরু। আচ্ছা, আনো—আনো তোমার বেটীকে আনো!

জমা। এই তোম্‌কো ভেজ দেগা!

(হীরু ঘোষালের গলা টিপিয়া ধরণ)

হীরু। ওরে বাপ রে—খুন করলে রে—খুন করলে রে!

(স্নান করিয়া দরোয়ানদ্বয়ের প্রবেশ)

দরোয়ানদ্বয়। আরে কেয়া করো জমাদার—কেয়া করো জমাদার, মর্ যাগা—মর্ যাগা—

(হীরু ঘোষালকে ছাড়াইয়া দেওন)

(নীরদ, মন্মথ ও অন্যান্য ভৃত্যের প্রবেশ)

সকলে। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

জমা। শালেকা হাম বহু দেখেছে—

নীরদ। দরোয়ান, জমাদারকে নিয়ে যাও, কাকা

ফুলী। না।

মন্মথ। মিছে কথা কচ্ছিস্?

ফুলী। গলা কাট্লেও তোমার কাছে মিছে কথা কইবো না।

মন্মথ। আমি তাড়াতে চাই, তা তোর কি?

ফুলী। তুমি যা চাও, তা আমি করবো, তা বারণই করো, আর যাই করো।

মন্মথ। তোর পেটে পেটে এত, তা আমি জান্তুম না; ভালমানুষটির মতন থাকিস্!

ফুলী। জান্বে কোত্থেকে—তুমি তো আমাদের ঘরে জন্মাও নি! আমি সাপের ছানা, বিষদাঁতও উঠেছে—টের পেয়েছি। কিন্তু আমি কামড়াবো না। পারি যদি, কেউ কামড়ালে বিষ তুলে নেবো।

মন্মথ। আ মর্ ছুঁড়ি, তোর সব দুর্ব্বুদ্ধি জন্মেছে!

ফুলী। মর্বো!—তা দেখবে—কেমন ক'রে মরি।

মন্মথ। তুই যে বড় মা'র পায়ে ধ'রে, আমার সামনে ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে বলেছিস্ যে, কুপথগামী হবি নি?

ফুলী। তা তো হবোই না। তবে সাপের স্বভাব—ফণা ধরে—ফোঁস্ করে—না কামড়ালেই তো হ'লো?

মন্মথ। তুই অমন বুদ্ধি করিস্ তো আমার কাছে আসিস্ নি।

ফুলী। অমন বুদ্ধিও করবো, তোমার কাজ ক'রেও বেড়াবো।

মন্মথ। আর তোকে আমার কাজ করতে হবে না, দূর হ—

ফুলী। দূর বল্লেই কি দূর হব?—তা হব না।

[ফুলীর প্রস্থান।

মন্মথ। ওর মা ঠিক বলে, ও পাগল বটে! দুর্ব্বুদ্ধি কি বল্লে! ওর কি মন-টন খারাপ হয়েছে? এ দিকে তো চমৎকার বোঝে, চমৎকার লেখে! বড় মা বলেন—ও ছোটঘরের মেয়ে বটে, কিন্তু ও নির্ম্মল, ও ছেলেবেলা থেকে পাগলাটে, যা মুখে এলো, ব'লে গেল!

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার। ওহে—আর কি ভাবছ? তোমার মেসো-মশায় সেরে উঠেছেন। আমি তোমায় বলে-ছিলুম, জোলাপ খুললে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মন্মথ। মশায়, মশায়—আর কোন ভয় নাই?

ডাক্তার। না হে না, ও তোমার সাহেব ডাক্তার বলে—apoplexy—হেন-তেন,—ও একটু মাথা গরম হয়েছিল, আর কিছু নয়। আর তুমি তো জানো, অল্প অল্প কেসে তো বেশ diagonosis করো; মেসোমশায়ের বেলা সাহেবের কথায় ভড়কে গেলে কেন হে? তবে একটু ঠাণ্ডা রেখো, এখনি আবার তেড়ে বিষয়কর্ম্মে না লেগে যান।

মন্মথ। আর কোন ভয় নাই?

ডাক্তার। No—no—no—

[ডাক্তারের প্রস্থান।

মন্মথ। যাক্—একটা সমিস্যে কাট্লো, এখন বড় মা'র হাত ছাড়াতে পারলে হয়।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর।

বিরজা ও তরঙ্গিণী।

তর। দিদি, তুমি নীরেকেই দোষো, আজ ছোট বাবু নীরেকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে। অপরাধ এই—বামুনের ছেলে বাড়ীতে এসেছে, উনি ওঁর মেয়েমানুষ কি চিঠি লিখেছে, সেই রাগে তাকে জুতো মেরে বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দেবেন। নীরে দোষের মধ্যে বলেছে,—'বাড়ীতে এসেছেন, অপমান কচ্ছেন কেন?' এই নীরেকে ধ'রে চোরের মার!

বিরজা। চোরের মার নয়, আর এক মুখে যা শুনেছ, তাও নয়। হাজার হোক্ খুড়ো, তার খাতির বেশী, না ঐ ঘরভাঙ্গা বামুনের খাতির বেশী?

তর। তুমিই এক মুখে শুনে বলছ,—ঘরভাঙ্গা বামুন নয়, ঘরভাঙ্গা মোনা—ঐ তো সব ভাঙ্গাভাঙ্গি কচ্ছে।

বিরজা। ঐ ভাঙ্গাভাঙ্গি কচ্ছে? কথাটা যখন তুল্লে, তখন বলি,—এই নীরে আজ ক'দিন ধ'রে ঠেসিয়ে ঠেসিয়ে কথা বলছে, আজ তো শুনলুম—'জেতুড়ে টেঁতুড়ে' যাচ্ছে-তাই ব'লে গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় করতে চায়।

তর। তাই এসে তোমায় লাগিয়েছে বুঝি? ও ঝাড়ই এক আলাদা।

বিরজা। ও ঝাড় কি, তা তুমিই জানো, কিন্তু মোনা লাগাবার ছেলে নয়।

তর। নীরে বলেছে,—'ও বাড়ীতে থাকলে আমি বাড়ীতে থাকবো না!'

বিরজা। সে নীরে মরুক! ওকে যে ভেতুড়ে বল্‌বেন—তাড়াবেন, সে আমি থাকতে হবে না। বড়কর্ত্তা ওকে এনেছিল, ও বড়কর্ত্তার নাম—বড়কর্ত্তার বাড়ীতে থাকে। ও নীরের ভেতুড়ে নয়।

তর। ওঃ! তোমার যে মা'র চেয়ে দরদ! আমার বোন্‌পো, আমি এনেছিলুম, আমি যদি এখন না রাখি, তা বড়কর্ত্তারই কি, আর তোমারই কি?

বিরজা। বোনপো তোমার বটে, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে তুমি ওকে দেখে পারো। নীরে পড়া পারতো না, ফুল পাড়াতো, ও সব বলতো ব'লে সেই ইস্তক তোমাদের রাগ! এই যে মেজঠাকুরপোর অসুখে প্রাণমন উৎসর্গ ক'রে সমস্ত রাত জাগলে, সেটা হ'লো না—আর ও হ'লো ঘরভাঙ্গা!

তর। তুমি বড় কেঁদিয়ে শোনাও।

বিরজা। আমি কেঁদিয়ে শোনাই না—হক কথা বলি।

তর। হক কথা নয়—একচ'খো কথা কও। ওর টিপ্‌ নিতে ছোট বাবু নীরেকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিলে, আর মোনা হ'ল ভাল সো!

বিরজা। একচ'খো কথা কয়ে থাকি—কয়েছি, আর কথা বাড়াস নে।

তর। কথা বাড়াবাড়ি কি? ছোট বাবু যে মাত্‌লামো করবেন, ধ'রে মারবেন, আর মোনা তারে রোজ রোজ টোয়াবে, আর তুমি মোনাকে আগলে পড়বে, এ কেন সইব না?

বিরজা। কি—হয়েছে কি, কথাটা কি শুনি? ছোট বাবুর সঙ্গে পৃথক্ হবে? তা হও—মোনার কথা নিয়ে থেকো না।

সরো। ও দিদি—তোমার পায়ে পড়ি গো—তোমাদের পায়ে পড়ি গো!

বিরজা। নে নে সর্। (তরঙ্গিণীর প্রতি) পৃথক্ হ'তে চাও, পৃথক্ হও; হাঁড়ী আলাদা হয়, ভেয়ে ভেয়ে মুখ দেখাদেখি না থাকে, সে তোমরা বোঝ গে,—আমায় দেখিও না, আমায় টানাটানি কি?—সংসারটা বজায় থাকতো এই, না থাকে—আমার হাত কি?—বলতে এসেছ—তোমার নীরেকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে,—রাগের মাথায় একটা গায়ে হাত তুলেছে, সেইটে শুনে; আর নীরে যে চোগ্‌লা করেছে, নীরে আক পেড়ে কথা কয়েছে, যে হীরে ঘোষাল তোমার ঘরে আসে নি, দরোয়ান একা তোমার মাইনে খায় না,—এ সব দেইজিগিরি কথা শোন নি, এ সব দাবো নি, ছেলেকে একটা কথা ধমকে বলতে পারো নি,—মোনাকে তাড়াতে এসেছ—আর বখ্‌রা করতে এসেছ? তা ভাগ-বখ্‌রা করতে চাও—ভাগ-বখ্‌রা করো, আমারও ভাগ-বখ্‌রা ক'রে দিয়ো। তুমি ক'দিন ধ'রে থাকি ছোট বাবুর দোষই দেখাচ্চ! জোয়ানকি বয়সে মদ খায়, একটা কাজ ক'রে ফেলেছে; যদি তোমারই ছেলে করতো, তা হ'লে সইতো,—এ দেওর, তাই তোমার সইছে না।

তর। তুমি বড্ড কেঁটিয়ে বলো, কেন গা—কিসের এত ক্যাটক্যাটানি? ছোট বাবু না হ'লে সংসার না চলে, না চলুক, তোমার মেজ দেওর ব'লে আমাদের মা পোকে বা'র ক'রে দাও, আর তোমার মোনা আটকুড়ো ঘরের পো হয়ে থাকুক।

সরো। ও দিদি!—ও দিদি, তোমাদের পায়ে পড়ি।

বিরজা। নে, থাম্ ছুঁড়ি! (তরঙ্গিণীর প্রতি) কি বলি, কি বল্লি—মায়ে-পোয়ে চ'লে যাবে?

তর। যাব না তো কি? রাতদিন কে সইবে? আর তোমারই এত ঠেসিয়ে ঠেসিয়ে কথা কিসের? অত কথার আমি এলেকা রাখি নে।

বিরজা। মেজো বউ, বুঝলুম, আর মুখের ঝগড়ার কথা নয়; ঘর ভাঙ্গলো তো ভাঙ্গুক! তোমার যখন আমার সঙ্গেই বনচে না, আমার আর বনানর দরকার নাই; ওদের ভেয়ে-ভেয়ে একত্রে থাকুন আর ভিন্ন হোন, আমায় ভিন্ন ক'রে দাও।

তর। বলি, সে ভিন্ন করবার কর্ত্তা তো আর আমি নই।

বিরজা। তুমি বই আর কে? ওদের দু'ভেয়ের তো নিতাই উকীল এসে মিট্‌মাট্ ক'রে দিচ্ছিল, তোমার তর সচ্চে না। আমি বকাবকি করতে

চাই নে, যা ভাল হয় ভাই—তোমার ভাতারকে ডেকে করো।

। এর আর ভাল মন্দ কিসের? ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—আছেই। ছোট বাবু মারবেন, মাতলামো করবেন, ভদ্রলোক বাড়ী এলে তারে অপমান ক'রে তাড়াবেন, আমি বলি গে যে বড়গিন্নীর হুকুম, এ সব স'য়ে থাকতে পারো—থাকবে, নইলে যে যার পথ দেখ। ও মা, এত কিসের গা?

জা। যা করতে হয় করিস্, একদিনে পালাবে না, সবে ব্যামো থেকে সেরে উঠেছে, একটা কিচি-কিচি ক'রে ব্যামোটা বাড়াস্ নি—ভিন্ন হ'তে চাস্—আমি ব'লে ভিন্ন করে দেবো, দু'দিন সবুর কর।

। উঃ, কত দরদ!

[প্রস্থান।

। হ্যাঁ দিদি—তোমরা ভিন্ন হবে?

জা। না না—তুই এ সব কথা কিছু ছোট [illegible] বলিস্ নি।

। আমি বলছে—আমি তোমাদের দাসী দিদি! আমি তোমাদের পায়ে পায়ে থাকবো। দিদি, ছোট বাবু সংসারের কিছু জানে না, আমিও কিছু জানি নি; তুমি নীরোকে বোঝাও, আমাদের যেন ভিন্ন ক'রে না দেয়। আমি ছোট বাবুর পায়ে ধ'রে বলবো, নীরোকে কখনও আর কিছু বলবে না।

জা। না—না,—মা আমি নীরোকে বলবো, তুই কাঁদিস্ নি।

না। (পদধূলি গ্রহণ)

রজা। জন্ম এয়ো হও, ব্যাটা কোলে ক'রে রাজ-রাণী হয়ে ঘর-সংসার করো।

[সরোজিনীর প্রস্থান।

ছোঁড়া ছুঁড়ী দু'জনেই সংসারের ভালমন্দ কিছুই জানে না।

(মন্মথের প্রবেশ)

হ্যাঁরে খোকা, নীরো না কি তোকে ভেতুড়ে ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল?

মন্মথ। কে বল্লে বড় মা? নীরো'দা রাগলে অমন কত কি বলে, আমিও কত কি বলি। বড় মা, আমার এই টাকা ক'টা রাখো। (নোট প্রদান)

বিরজা। হ্যাঁরে, তুই টাকা কোথা পাস্? জলপানি থেকে জমাস্ না কি?

মন্মথ। না—না।

বিরজা। এ যে দু'হাজার টাকার দু'খানা নোট দেখছি! কোথায় পেলি?

মন্মথ। কেন, বড় মা—আমি যে ফুলের বাগিচা করেছি, ফুল বেচি, সাহেবেরা খুব পছন্দ করে, খুব দাম দিয়ে নেয়।

বিরজা। তা এ টাকা আমার কাছে রাখছিস্ কেন? ব্যাঙ্কে জমা দে না, সুদ পাবি।

মন্মথ। এখন ব্যাঙ্কে কোথায় রাখবো; আমার চাকরী হয়েছে, বড় মা!

বিরজা। কোথা?

মন্মথ। বিদেশে—আমি যাব।

বিরজা। বিদেশে—কোথা যাবি? বুঝেছি—বুঝেছি, নীরের কথায় অভিমান করেছিস্ বুঝি?

মন্মথ। না—বড় মা!

বিরজা। দেখ খোকা—আমার সঙ্গে মিছে কথা কস্ নি। খবরদার, যেতে পাবি নি, তুই কেন অভিমান করেছিস্? তুই কি ওদের খাস্, না ওদের বাড়ীতে থাকিস্? আমি তোর মা! তুই আমার কাছে থাকিস্। আর রাগ ক'রে যে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিস্, আমি বুড়ো মানুষ, যদি ব্যামো-স্যামো হয়, কে দেখবে? ওদের তো সব ভাগ-বখ্রা হ'তে চল্লো। আমায় দেখবে শুনবে কে? নে—নে—তুই রাগ করিস্ নি।

মন্মথ। বড় মা, তুমি যে আমার মা, তা কি আমি আজ জানি? আমার মা বেঁচে থাকলে এত স্নেহ করতেন কি না, জানি নে। যেথায় থাকি, এক দণ্ড কি তোমার খোঁজ না নিয়ে থাকবো আমি? আমার মনে হয়, মা ভগবতীর মূর্ত্তি তোমার মূর্ত্তি; তোমায় প্রণাম ক'রে যে কাজে যাই, সেই কাজ আমার পূর্ণ হয়।

বিরজা। নে নে ছোঁড়া, ট্যাপর-ট্যাপর কথা রাখ্, তোর কিসের অভিমান?

মন্মথ। বড় মা, এদের সংসার ভাঙ্গবে। তুমি আমায় রেখে কেন লোকের কাছে দোষী হবে? তোমার নামে যদি কোন কথা শুনতে হয়, আমার বুকে বজ্রাঘাত হবে। তুমি আমায় মানা করো না। তুমি আজই বুঝতে পারবে, কতদূর কি

তো আমি মর্ম্মে গেলাম, তোমাদের দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই; ভাল, কি করতে হবে বল।

তর। তা বেশ তো, তুমি পারো না—আমি না হয় ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ী যাই, এমন কি লোক যায় না? এখানে থেকে রোজ কচ্‌কচি, তুমিও বেজার হও।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ, আমায় শান্তিতে রেখে চ'লে যাবে—সোজা মীমাংসা করেছ, তার পর বাড়ী ঘর দোর বখ্‌রা হয়ে, মাঝে পাঁচিল উঠ্‌লে আসবে।

তর। তাগ বখ্‌রা হয়, বাড়ীর ভেতর পাঁচিল ওঠে, তার সঙ্গে আমার সুবাদ কি? আমি বারো-মাস ত্রিশদিন এই খোঁটা খেয়ে থাকবো, তা পারবো না।

নীরদ। আপনার অসুখ ব'লে সব কথা বলি নাই।

উপেন্দ্র। খুব অনুগ্রহ, সকল কথা খুলেই বল।

নীরদ। ছোটবাবু ভৈরবাকে হুকুম দিয়ে ঘোষাল-মশায়ের লাউ-মাচা ভেঙ্গে লাউ পেড়ে আনিয়েছেন, ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল; আমি আর কি বলবো!

উপেন্দ্র। কেন, ট্রেসপাসের নালিশ করতে বলো না।

নীরদ। আপনি আমার উপরেই রাগ কচ্ছেন, তা কি বলবো।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। মেজদা, দেখুন, আপনার ব্যামো ব'লে কোন কথা আমি আপনাকে জানাই নাই। নীরো রটাচ্ছে, আমি ভৈরবাকে হুকুম দিয়ে হীরু ঘোষালের লাউ-মাচা ভাঙ্গিয়েছি; ভৈরবা তার হাঁড়ী নষ্ট করেছে, এ সব কি বলুন?

উপেন্দ্র। আমি আর কি বলবো বল? আমার বলবার আর কিছু নাই।

(বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। থাক্—থাক্, আজ ও সব কথা থাক্ না শৈলেন! মাচা ভেঙ্গেছে, খুব করেছে, ও যা পারে করুক গে। হীরু ঘোষাল ভৈরবাকে আপনি সঙ্গে ক'রে নে গিয়ে মাচা ভাঙ্গিয়েছে।

তর। দিদি, হাত গোণো না কি—না গোনা বলেছে।

উপেন্দ্র। কেন, থাকবে কেন? সব মীমাংসা আজই ক'চ্ছি। শুনচি না কি তুমিও তোমার সব বুঝে-প'ড়ে নিতে চাও?

বিরজা। তুমি শান্ত হও; যে কথার মধ্যে কথা একটা হয়ে গেছে।

উপেন্দ্র। কেন, কথার পিঠে কথা কেন? এখন মিটেছে, তখন সব দিক্ মিটে যাক্!

শৈলেন্দ্র। নীরদ, তোমার কাছে কি অপরাধে অপরাধী আমি যে, এই অপবাদটা রটাচ্ছ? কত বড় কথাটা বল দেখি?

নীরদ। বড় ছোট কথা তো আমি জানি নি, যা সত্যি, তা বলেছি!

শৈলেন্দ্র। তুই ভাবি পাজি! আমায় কি করবি মনে করেছিস্? পৃথক্ ক'রে দিবি—দে। অত কানাকান্নি কচ্চিস্ কেন?

বিরজা। থাম্ না শৈলেন!

শৈলেন্দ্র। থাম্‌বো কি গো? শুনছি, হীরু ঘোষালকে ব'লে দিয়েছে, পুলিসে নালিশ করতে।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ নীরোদ।

নীরদ। উনি এখন কত রকম বলবেন! উনি আমার নামে কি না বলছেন!

শৈলেন্দ্র। কি কি, তোর নামে কি কি বলেছি বল?

নীরদ। আর কি বলবেন? বাবা কবে মরবেন, আমি টাঁকছি, আমি কার সঙ্গে ইসারা করি! আর কি ব'লে সন্তুষ্ট হন—হোন্। আমি সত্যপথ ধ'রে আছি, আমি তাতে ভয় করি না।

শৈলেন্দ্র। তোর আগাগোড়া মিছে।

নীরদ। আপনার মত অত শিক্ষা আমার নাই।

শৈলেন্দ্র। দেখ্ ছুঁচো, জুতো খাবি।

নীরদ। দেখুন—আমার অপরাধ দেখুন।

উপেন্দ্র। দু'জনের কাছেই যোড়হাত কচ্ছি, স্থির হও। সব বুঝেছি, যাতে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়—তা কচ্ছি।

শৈলেন্দ্র। কেন মেজদা—আমার কি অপরাধ হ'ল?

উপেন্দ্র। অপরাধ কারো নয়—অপরাধ আমার! এতদিন বুঝতে পারি নাই, তাই টানাটানি করেছি; তা দেখ বাবা নীরদ, শৈলেনের সঙ্গে আমি প্রাণ ধ'রে পৃথক্ হ'তে পারবো না, তুমিও এক ছেলে,—শ্রীগুরুও ত্যাগ করতে পারবো না। এত দিন শান্তিতে চ'লে এসেছে—তোমাদের ভাল লাগে নাই; মারামারি, দাঙ্গা, ফৌজদারী হাইকোর্ট করতে চাও, তার উপায় ক'রে দিই প্রাণ ভ'রে করো। দু' একদিন সবুর করো।

আমার যা আছে,তা তোমার নামে লিখে দিচ্ছি, তার পর তোমরা খুড়ো-ভাইপোয় ভাগ-বখ্‌রা ক'রে নাও, আমায় ছুটী দাও।

বিরজা। কেন, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? নিতাই তো ব'লে গেল, ভাগ-বখ্‌রা ক'রে দিচ্ছে। তোমার যে অসুখ বাড়বে, স্থির হও না!

উপেন্দ্র। আর আমায় কারো বন্দ করতে হবে না; বন্দের আর দরকার নাই। আমার এ যন্ত্রণা আর সহ্য হবে না। বউদিদি, তোমায়ও বল্‌ছি, বিষয় রইলো, আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি নে; তোমার আপনার কড়াগণ্ডা বুঝে নাও।

বিরজা। সে আমার যা হয় করবো, যা তা— কোরো না—

উপেন্দ্র। না, দেরী ক'রো না। শোনো নীরদ, ডাক্তারেরা হাওয়া বদলাতে যেতে বলছে। বিষয় আমার স্বোপার্জ্জিত রোজগারের নয়, বিষয় পৈতৃক, তুমি ওয়ারিসান, তোমায় লেখপড়া করে দিয়ে যাচ্ছি; তুমি যা ভালো, তাই করো। আমার খাবার মত আমি রাখছি, আর সব তোমায় দিচ্ছি। বড় বউদিদি, তোমারও গোছালো ক'রে নাও; [illegible] ক'রে নাও, তোমার দিব্যি আছে।

বিরজা। ছিঃ! দিব্যি দিও না।

উপেন্দ্র। একশোবার দিব্যি দেবো; নাও, সব বুঝে-সুঝে নিয়ে আমায় ছুটী দাও। দাদা ছুটী নিয়ে গেছে, আমিও ছুটী নিয়ে যাবো। নাও নাও, বুঝে-সুঝে নাও, এখনি নাও, দেরী করো না! না নাও, সকলকে খুন করবো; আমায় পাগল পেয়েছ—আমায় মাতাল মনে করেছ? সে জো নাই, আমি শক্ত আছি!

বিরজা। দেখ্‌—দেখ্‌—কি সর্ব্বনাশ হয় দেখ।

উপেন্দ্র। সর্ব্বনাশ হোক্‌—সর্ব্বনাশ হোক্‌, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্‌। দাদা আমায় বলেছে—উড়িয়ে-পুড়িয়ে দে, পথে পথে সব ভিক্ষা করুক। দাদা—দাদা—শৈলেনকে দূর ক'রে দাও, আমার নীরোকে সব দিয়ে যাও। শৈলেন আমার কে? ভাই বই তো নয়!—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই আছে! নীরে আমার আপনার, স্ত্রীপুত্র আপনার।

বিরজা। তোরা দেখছিস্‌ কি?—শীগ্‌গির ডাক্তার ডাকতে যা।

উপেন্দ্র। না না—ডাক্তার কেন—ডাক্তার কেন? উকীল ডাকো—আমি নিজেই যাচ্ছি। বাড়ীর মাঝখানে পাঁচিল তোল, পূজার দালান, তার— ভাগ—ভাগ—পাচ্ছিস্‌ নি! (মূর্চ্ছা)

(মন্মথের প্রবেশ)

মন্মথ। বড মা, তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ, এইটে হলো!

উপেন্দ্র। (উঠিয়া) বেশ হয়েছে—খুব হয়েছে—তোর কি—তোর কি!

মন্মথ। মাসীমা, ব্রাণ্ডীর বোতল কোথা? ইস্—নাড়ী যে ভারি ক্ষীণ! নীরো দাদা—শীগ্‌গির ডাক্তারকে খবর দিন—শীগ্‌গির ডাক্তারকে খবর দিন—

শৈলেন্দ্র। আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি—

[প্রস্থান।

মন্মথ। মেসোমশায়,—মেসোমশায়—একটু জল খান!

উপেন্দ্র। না না—জল খাবো না—জল খাবো না—এ বাড়ীতে জল খাওয়া আমার হয়েছে!

নীরদ। মন্মথ—মন্মথ! মদ দিও না, মদ দিও না—আরো গরম হবে।

মন্মথ। না, নীরো দাদা! আমি কি কচ্ছি, আমি জানি, মেডিকেল কলেজ আমায় সে অধিকার দিয়েছে।

(ডাক্তার ও শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

বিরজা। ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু—সর্ব্বনাশ হয়েছে। বুঝি ক'জনে মিলে মানুষটাকে আমরা আছড়ে মারলুম। আহা! সংসার নিয়ে পাগল, আমরা ওরে চিরদিন জ্বালালুম, শেষে প্রাণ নিতে বসেছি।

ডাক্তার। ঠাণ্ডা হোন্, ঠাণ্ডা হোন্—দেখতে দিন।

শৈলেন্দ্র। নীরো, বাবা—তোর হাতে ধরছি, তুই সব ভুলে যা, দাদা বেঁচে উঠুক, তুই বংশের এক ছেলে, তুই সর্ব্বস্ব নিস্, আমায় হাততোলার উপর রাখিস্। বড় বৌদিদি, কি করলুম—কি করলুম—কেন ঝগড়া করেছিলেম!

মন্মথ। আমি 30 drops ব্রাণ্ডী দিয়েছি।

ডাক্তার। আর এক ডোজ দাও, you have saved the patient's life, terrible nervous weakness, একটু stimulant ক'রে যাও, collapse না হয়ে পড়ে। সকলে ঘর থেকে

ম'রে যান। এ ঘরে আপনাদের কারো অধিকার নাই। মন্মথ থাক্বে, আর আমি যে nurse পাঠিয়ে দিচ্চি, সে থাকবে।

শৈলেন্দ্র। হাঁ ডাক্তার বাবু, ভয় নাই তো?

ডাক্তার। ভয় নাই আর কেন? রোগের চেয়ে তোমাদের ভয়! এই অবস্থায় খেয়োখেয়ি ক'রে যেন মানুষটাকে না মারো, একটু ঠাণ্ডায় থাক্‌তে দাও।

বিরজা। বাবা, বল বল—প্রাণটা পাবে তো?

ডাক্তার। উপস্থিত তো বিশেষ ভয়ের কারণ দেখছি নে। আর গোলযোগ কিছু না হয়।

উপেন্দ্র। ভয় নাই—ভয় নাই—মরবো না,—ম'লে এত দেখবে কে? ভয় নাই—ভয় নাই—

ডাক্তার। ঘুমের ওষুধটা দিয়ো হে।

তৃতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর।

উপেন্দ্র, বিরজা ও তরঙ্গিণী।

বিরজা। ডাক্তাররা বল্লে, তুমি বেড়িয়ে এস, তোমার প্রাণ থাক্‌লে সব বজায় থাক্‌বে। তুমি বেরিয়ে পড়, সংসারের যা হয় —হবে।

উপেন্দ্র। ডাক্তার তো বলছে, কিন্তু আমি তো না নিশ্চিন্ত হ'তে পারলে নয়। দাদার উইলমতে তোমার বিষয়ের আমি একজিকিউটার, তুমি যেন আমাদের মাথায় প'ড়ে, আমার হাততোলার উপর থেকে সংসারে বাঁদীর মত খাটছো কিন্তু আমি তো মনে-জ্ঞানে জানি, তোমার বিষয় তোমার, আমরা তার অধিকারী নই।

বিরজা। তোমার ঐ এক আজগুবি ভাবনা, আমার বিষয়ের আবার অধিকারী কে? আর কার সংসারে বাঁদীগিরি কচ্ছি? আমি হাতে তুলে দিলে তবে তোমরা খেতে পাও।

উপেন্দ্র। এই [illegible] আমায় নিশ্চিন্ত হ'তে বলছো, তুমি বিষ[illegible] তোমার এক টানাটানি কেন? তুমি এ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তীর্থধর্ম্ম কেন কর না?

বিরজা। তা চলো, কোথা বেড়াতে যাবে, আমি তোমায় রেখে আসি।

উপেন্দ্র। আমায় রেখে আস্‌বে, আমার মন রেখে আস্‌তে পারবে না। তুমি ঠিক অবস্থা বুঝতে পাচ্ছ না, তাই আমাকে বেড়াতে যেতে বলছ। আমি দেখছি, নীরের বুদ্ধি ভাল নয়; শৈলেনকে ওতে বনিয়ে থাক্‌তে পারবে না। ও আইন শিখেছে, খালি আইন তোলে। আর হীরু ঘোষালকে যদি সত্যি শৈলেনের নামে নালিশ করতে ব'লে থাকে, এ কি তুমি সহজ মনে কচ্ছ?

বিরজা। তুমি শৈলেনের জন্যে ভেবো না। ও কুচুটে-পনা জানে না; বয়েসদোষে খারাপ হয়ে পড়েছে, শুধরে যাবে; অমন হয়। এই তোমার ব্যামোর কদিন একবার বিকেলে ঘুরে আস্‌তো, একদিনও মদভাঙ্গ ছোঁয় নাই। আমার পায়ে ধ'রে কেঁদে বলেছে, দাদা যা করবেন করুন। ওর সরল প্রাণ। ও বলেছে—একটা ঝোঁকে পড়েছি, কাটাতে পাচ্ছি নি; যখন বুঝেছে, শুধ্‌রে যাবে।

উপেন্দ্র। তা হ'লে আমায় বেড়াতে যেতে হয় না, আমি আজই আরাম হই। আমি মনে করি, ওরে তফাৎ করি, কিন্তু আমি দেখতে পাই, ও সম্পূর্ণ আমার মুখ চেয়ে আছে।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

বিরজা। ঐ দেখ দেখি, তোর জন্যে তোর দাদা বেড়াতে যেতে পাচ্ছে না। বলে, তোতে নীরেতে ঝগড়া করবি, ও সেখানে নিশ্চিন্দি থাক্‌বে কি ক'রে?

শৈলেন। বড় বউ-দিদি, আমি আর কিছু করবো না; নীরে যা করে করুক, আমি আর কিছু বল্‌বো না।

উপেন্দ্র। তুমি কি বল?—তোমায় যে ভুলে পায়।

শৈলেন্দ্র। না মেজদা, আমি শোধরাবার চেষ্টা করবো। তবে আমায় মাসোহারা বাড়িয়ে দেন, আমার ওতে চলে না।

উপেন্দ্র। শৈলো, তুমি আমায় বিপদগ্রস্ত [illegible]

শৈলেন্দ্র। কেন মেজদা—কেন?

উপেন্দ্র। তোমার মাসহারা বাড়িয়ে দেবো, সে অ

সহজ কথা। সে তোমারই টাকা—তোমায় দেবো। তুমি খরচ ক'রে সর্ব্বস্ব ওড়াও, সে তোমারই যাবে। আমি তোমার এখন তোমায় দিয়ে এখনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। আমি অনেক দেখেছি—নিশ্চিন্ত হই; কিন্তু মনে করি, আর তোমার মাথায় আগুন জ্বলে। তুমি কিছুই বোঝ না, সংসারের কিছুই জানো না। [illegible] তুমি [illegible] ওড়াবে। এ অবস্থায় আমি কি করবো? আমি বিষম সঙ্কটে পড়েছি। অন্যের যেমন তাই হয়, তুমি যদি সেই রকম আমার হ'তে, চিন্তার কোন কারণ ছিল না। আমি বাড়িয়েছি বই নষ্ট করি নাই। আমি তোমাদের কড়ায়-গণ্ডায় বিষয় বুঝিয়ে দিতে এখনই পারি। —তুমি বুঝছ কি—আমার কি সঙ্কট?

বিরজা। না—না—ও বুঝেছে। বুঝে চলবে বই কি।

উপেন্দ্র। না বড়বউ, তুমি বোঝ না, তুমি মনে কচ্ছ—এমন নিরীহ মানুষটি সিদ্ধি খেলে নেশা হবে, এ সেই রকম, মনে করছ ছাড়া যায়—কিন্তু তা নয়। আমি সন্ধান নিয়েছি, ওর সব জুটেছে, যারা উচ্ছন্ন যেতে—এমন সব লোকের সঙ্গে ওর আলাপ। এখন কতদূর শৈলেন সামলে উঠতে পারবে, তা আমি জানি না। শোন শৈলেন, যদি ও সংসর্গ তুমি ত্যাগ না করো, একেবারে [illegible] করবো নয়, তা হ'লে তুমি সামলাতে পারবে। নচেৎ জেনো, তোমার [illegible] আর কোন উপায় নাই।

শৈলেন্দ্র। আপনি যা বলবেন, আমি তা করবো।

উপেন্দ্র। [illegible] দেখ—ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রো।

বিরজা। হ্যাঁগা, তুমি এমন বকছ কেন? [illegible] তো বলছে।

উপেন্দ্র। বড়বউ, দাদাকে দেখেছিলে—দেবতাকে দেখেছিলে! দাদার সঙ্গীদেরই জানো; [illegible] কির মতন সংসার মাথায় ক'রে আছ, খাওয়াচ্ছ, দিচ্ছ—লোকজনকে প্রতিপালন কচ্ছ,—এর বাইরে যে কি দৈত্যের সংসার আছে—তা জান না! কি পিশাচের নৃত্য, তা শুনলে তুমি কানে আঙুল দেবে। বেশ্যা, মাতাল কথায় শুনেছ, তারা কি পদার্থ যদি জানতে, তাদের কি কুহক, তা যদি তোমার ধারণা থাকতো, তা হ'লে শৈলেনের জন্যে আমারই মত ব্যাকুল হ'তে। তোমার শৈলেন ঘূর্ণিপাকে পড়েছে, তা থেকে তুলতে পারবো কি না, জানি না।

বিরজা। হ্যাঁ রে—কি করেছিস্?

উপেন্দ্র। ও জানে না কি করেছে—ও সরলপ্রকৃতি, কালসর্পকে বিশ্বাস করেছে, উচ্চ আমোদের আস্বাদ না পেয়ে, নীচ আমোদে রত হয়েছে। সর্ব্বগুণে বুঝেছে, জীবনের সার এই কুৎসিত আমোদ! শৈলেন, শোনো, আমি যা বলি, শুনবে?

শৈলেন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ, শুনবো।

উপেন্দ্র। দেখো, পেছোবে না।

শৈলেন্দ্র। আজ্ঞে না, আপনি যা বলবেন—শুনবো।

উপেন্দ্র। তবে প্রস্তুত হও; আজই আমি বেড়াতে যাবো, তুমি আমার সঙ্গে চলো। তুমি এই কোলকাতা সহর দেখেছ, আর তো কিছু দেখ নি? সংসার কি, দেখবে চলো। যে অর্থ তুমি ধুলো জ্ঞানে খরচ কচ্ছ, দেখবে—সেই অর্থে শত শত ব্যক্তির জীবন দান করতে পারবে। খরচ করতে চাও, চলো দেখাই যে—কত খরচ করবার জায়গা আছে। দেখবে কত দেখবার সুন্দর জিনিস আছে। প্রস্তুত হও, আমি গাড়ী রিজার্ভ করতে পাঠাচ্ছি।

শৈলেন্দ্র। আজই?

উপেন্দ্র। হাঁ—আজই—এখনই।

শৈলেন্দ্র। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

বিরজা। কি ভাবছ?

উপেন্দ্র। আজ তো গাড়ী রিজার্ভ হবে না, একদিন আগে নইলে হয় না। রিজার্ভ গাড়ীতে না গেলে শৈলেনের কষ্ট হবে। কিন্তু ওকে বাড়ীতে রাখতে আমার ভরসা হয় না, কখন ফুড়ুক্ ক'রে বেরিয়ে পড়বে। রাত হ'লে ওর মন আনচান করবে, লুকিয়ে পালাবে। আর তারা ফিরতে দেবে না।

বিরজা। কালকের দিনটে ভাল নয়—কাল ত্র্যহস্পর্শ।

উপেন্দ্র। সন্ধ্যের পর দিন ভাল আছে, আমি পাঁজী দেখেছি। ভাবছি, সেই সময় যাত্রা ক'রে সিঁথির বাগানে গিয়ে থাকবো। বন্ধুবান্ধব নিয়ে খাওয়া-দাওয়া ক'রে কাল ভাটার ট্রেনে বেরিয়ে যাব।

বিরজা। বেশ পরামর্শ ঠাউরেছ।

উপেন্দ্র। ও যাবে কি? আবার পাঁচজনের পরামর্শে মত বদ্‌লাবে না তো?

ভব। মত বদ্‌লিয়েই আছে, দেখ্‌লে না, গোঁজ গোঁজ ক'রে চ'লে গেল।

উপেন্দ্র। তা আমি তো চেষ্টা ক'রে দেখি।

বিরজা। এ দিক্‌কার বন্দোবস্ত কি করবে?

উপেন্দ্র। ভাবছি, নীরোর নামে মোক্তারনামা দিয়ে যাব, অবিশ্যি নিতাই উকীল সব করবে কম্মাবে বলেছে; কিন্তু তবু আমার নাম সই করবার ভার রইলো, ও কি করতে কি করবে, তাই ভাবছি।

বিরজা। কি—ও টাকাকড়ি নষ্ট করবে—ভাবছ?

উপেন্দ্র। যাক্—যা হবার হবে, আমি তো ওকে নিয়ে বেরিয়ে যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুমুদিনীর গৃহ।

কুমুদিনী ও শরৎ।

শরৎ। তোমরা যে ব'সে ব'সে রাত দুপুর পর্য্যন্ত ইয়ারকি দেবে, আর আমি ফিরে ফিরে যাবো, তা বাবা পোষাবে না।

কুমু। তুই তো জোটালি, আমি কি জুটুতে চেয়েছিলুম?

শরৎ। আমি জুটিয়েছিলুম—বড় দুঃখ করেছিলুম? জুটিয়েছিলুম—দু'পয়সা পাবে—রাত ৯টা ১০টার সময় বিদায় করবে। তা নয়, গলাগলি ইয়ারকি চালাবে। এক ঘুমের পর যে উঠে আসা, তা আমার পোষাবে না।

কুমু। তা এখন কি তুই ছেড়ে দিতে বলিস? তা চল্, কোথা নিয়ে যাবি চল্—এ বাড়ীতে থাকা চলবে না। আমি ছেড়ে দিলে মা তুলোভামাদি ঝগড়া করবে। এই মাসে প্রায় চার পাঁচ হাজার টাকার গয়না দেবার কথা; প্রণয়ভক্ত হীরের ব্যাপটাটা কিনে দেবে বলেছে।

শরৎ। চার পাঁচ হাজার! কই, [illegible] সে টাকা কে দেখি, আমার [illegible] রয়েছে।

কুমু। হ্যাঁ, হাতে টাকা পেলে তৃতীয় ঘরে গিয়ে ওঠো, তোমায় কি আমি চিনি নি! পরশার ঘরে ঝাঁটা মেরেছে, তাই আমার কাছে এসো, আমিই তোমার জন্যে মরি। তোমার কি আমার উপর মন আছে!

শরৎ। তবে কি বাবা, আমি রাস্তায় কার কি যাচ্চে, খুঁজবো, আর তুমি দোতালায় পাঁচ ইয়ার নিয়ে মজা ওড়াবে!

কুমু। তুই এই পুজোটা পর্য্যন্ত সবুর কর; আমি মাকে বুঝিয়ে ওকে ছেড়ে দিচ্চি।

শরৎ। আমি ছাড়তে বলছি নি বাবা! আমার মদভাঙের খরচটা জুটিও। পাঁচশো টাকা না পারো, বড় দেনায় জড়িয়ে পড়েছি, শ'দুই তিন টাকা জোগাড় ক'রে দাও। ধোবারই দেনা পাঁচশ টাকা হয়ে পড়েছে, চার আনা ক'রে কামিজটে কাচতে নেয়।

কুমু। আচ্ছা দেখি। আমার হাতে টাকা নেই।

শরৎ। তোমার একখানা গয়না দাও না, বাঁধা দিয়ে নিচ্চি। আমার বাবা স্পষ্ট কথা, ফাঁকা পীরিত তোমার সঙ্গে চল্‌বে না। তোমায় কাপ্তেন জুটিয়ে দিয়েছি, আমারও কিছু চাই। তা নইলে বাবা, আমিও আর এক বেটীকে বাগিয়ে-সাগিয়ে নেব!

কুমু। তা নেবে বই কি! তুই ভারি বেইমান! আমি ওর জন্যে মরি—আর আমার মুখের সামনে কথা শোনানো! তা যাস্—তোর যেথা ইচ্ছা যাস্! উনি না এলে আর আমার মুখে ভাত উঠবে না!

শরৎ। আচ্ছা বাবা, চল্লুম—এই পর্য্যন্ত। কো যদি ডাকতে পাঠাও, টের পাবে!

কুমু। আচ্ছা, যখন ডাকতে পাঠাবো তখন (বালা খুলিয়া) নে—এই নে, আর যদি কি চাইবি, তখন দেখবি।

শরৎ। এ বালা তো আমিই দিয়েছিলুম, এর জো আনা পেতল, এ বেচে আর কি হবে।

কুমু। তুই অমনিই বেইমান্! আর আমি কোথা কি পাব, রেখেছিস্ কি? এক এক ক'রে ত সবই নিয়েছিস্।

(হীরু খোবাজোর প্রবেশ)

হীরু। কিসের ঝগড়া? এ দিকে সর্ব্বনাশ।

(বিরজা ও তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

মেজ বউদিদি, আমি পাগল, আমি তোমায় কত কি বলেছি,—কিছু মনে করো না, তোমার নীরোও যেমন, আমিও তেমন।

তর। মনে আর কি করবো—মনে আর কি করবো? তুমি নেশার ঝোঁকে কি বলেছ—তা কি ধরি?

শৈলেন্দ্র। বড় বউদিদি, তুমি দাদাকে বলো, আমি একেবারে দু'মাস বেড়াতে পারবো না;

বিরজা। তা না পারিস্ নেই পারবি, তোর মেজদাদাকে এক জায়গায় রেখে ব্যবস্থা-টাবস্থা ক'রে চ'লে আস্বি। আর তোদের বাসা-টাসা ঠিক হ'লে, হয় তো আমিও ছোট বউকে নিয়ে যাবো।

শৈলেন্দ্র। মেজ বউদিদি, তুমি একে দেখো, ও ভারি বোকা, কিছু জানে না। ও আমায় একটা কথা বল্তে জানে না, আমি চ'লে গেলে কেঁদে কেঁদে মরবে। তুমি একে দেখো, বড় বউদিদি সংসার নিয়ে থাকেন। ও বড় দুঃখী, মেজো বউদিদি, ও বড় দুঃখী।

তর। দেখব না তো কি ভাসিয়ে দেবো?

শৈলেন্দ্র। তুমি কেঁদো না, তোমার কান্না দেখলে আমার রাগ হয়, বেড়াতে যাচ্ছি, ভালই তো হচ্চে। ও কিছু বোঝে না—কিছু বোঝে না।

বিরজা। তোমার দাদা গাড়ী জুততে বলেছেন, তুমি তোয়ের হয়ে এসো। সময় বয়ে যায়, যাত্রা করতে হবে।

শৈলেন্দ্র। তা আজ তো যাওয়া হ'লো না, আজ বাড়ীতে থাকলে কি হয়?

বিরজা। কা'ল দিনটা খারাপ, আজ ভাল দিন আছে, যাত্রা ক'রে ঠাঁই-নাড়া হয়ে বাগানে গিয়ে থাকো গে। আমরাও সব যাচ্ছি।

শৈলেন্দ্র। আমি চল্লুম।

[বিরজা ও তরঙ্গিণীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

(তরঙ্গিণীর ও বিরজার প্রস্থান, পশ্চাৎ সরোজিনীর বিরজার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ)

বিরজা। কি রে?

সরো। ও দিদি, আমার মন কেমন হয়ে গেল, তুমি ওরে যেতে দিও না।

বিরজা। হ্যাঁ রে, তুই এমন আল্‌বেড়ে কেন? ভাই-এর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে, যাক্ না কেন—শুধরে যাবে।

সরো। ও দিদি, আমার সর্ব্বনাশ হবে,—আমার এমনি মন হয়েছিল, সেই দিন হঠাৎ বাবা মলেন!

বিরজা। দেখ আবাগী, মুখে গোবর টিপে দেবো।

সরো। না দিদি, তুমি বকো না, আমার মন হু হু ক'রে কাঁদচে। কি হবে—কি হবে, মনে হচ্চে, সর্ব্বনাশ হবে কে বলচে।

বিরজা। চোপ্ বেহায়া, অমঙ্গল কথা মুখে আনিস্ নি। ওরা ঠাকুর প্রণাম করতে যাচ্ছে, আয়—ঠাকুর প্রণাম করবি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবমন্দিরের সম্মুখ।

নকুলানন্দ অবধূত।

(খাবার লইয়া ফুলীর প্রবেশ)

অব। কে রে বেটী, কে রে বেটী—

ফুলী। বাবা, বড় গিন্নী তোমায় এই রসগোল্লা পাঠিয়েছেন।

অব। খবরদার বেটী, মুখ সামলে কথা কস্।

ফুলী। কেন বাবা, কি হলো?

অব। আবার বেটী "বাবা!" তোমার মা গচাবে?

ফুলী। তবে তোমায় কি বল্বো?

অব। বল্বি ভৈরব! না, তা হ'লে ভৈরবীর ঝাঁক এসে ঘাড়ে পড়বে।

ফুলী। তা পড়লেই বা বাবা!

অব। বেটী, পড়লেই বা, সামলায় কে রে বেটী—সাম্লায় কে? আমি নন্দের গোপাল, হামা দিয়ে বেড়াব! বুঝলি?

ফুলী। হ্যাঁ, বুঝলুম বই কি বাবা—তুমি নন্দের গোপাল!

অব। না, তাতেও প্যাঁচ আছে। বৃন্দাবনে বাঁশী বাজাতে হবে, গোপিনী বেটীরা ধড়াখানাও কেড়ে নেবে।

ফুলী। তবে কি হবে?

অব। আমি কার্তিক হব, ময়ূর চ'ড়ে উড়বো।

ফুলী। সে-ও তো বিধবারা নিয়ে গিয়ে পুজো করবে?

অব। তাকে পারবো। পুজো পেয়ে "মা" ব'লে ফুরুক্ উড়বো।

ফুলী। বাবা---

অব। ফের বেটী বাবা—

ফুলী। খাবার কি ঘরে রাখবো?

অব। (গ্রহণ করিয়া) সে গোটাকতক তুলে দে, কুমারী-সেবা হোক্।

ফুলী। না বাবা, সে তখন এসে প্রসাদ পাব।

অব। তবে বেটী, তোর সেই নবমীর গানখানা শুনিয়ে যা।

ফুলীর গীত।

শিহরি মা মনে হ'লে, কাল সকালে গিরে যাবে।
মরি ত্রাসে কৈলাসে গো, কেমনে মা দিন কাটাবে॥
রবিশশী নাহি হেরে, দশ যেন রাবে ঘেরে,
ভূতদানা তার সদাই ফেরে, মুখপানে তার কেবা চাবে॥
ভিক্ষে ক'রে আন্‌লে পরে তবে হাঁড়ী চড়বে ঘরে,
মন বুঝাব কেমন ক'রে, কপালপোড়া কে ঘোচাবে।
আপন ঝোঁকে ক্ষেপা থাকে, মানুষ নয় বোঝাব কাকে,
সে দেখবে কি দেখবি তাকে,
নিত্যি ভাং ধুতুরা খাবে॥

ফুলী। (স্বগত) হীরে ঘোষাল কাকে সঙ্গে ক'রে আনছে। কি মতলব আঁটছে—লুকিয়ে শুনবো, (প্রকাশে) বাবা, এই মন্দিরটে সাফ করি, বিল্বপত্রটত্রগুলো ফেলে দিই।

(ফুলীর মন্দিরে প্রবেশ)

অব। বেটীর ডাকিনী অংশে জন্ম, না যোগিনী অংশে —না নায়িকা অংশে!

(শরৎ ও হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। তুমি এইখানে ব'সে আলাপ করো না, গাঁজা টাঁজা খাও না!

[হীরু ঘোষালের প্রস্থান।

অব। কে তুমি?

শরৎ। আমায় চেনেন না, অবধূত মশায়?

অব। চিনেছি, তুমি মুচি ভূতের বাচ্ছা—

শরৎ। অবধূত মশায়, একটা টিপ করি দাও।

অব। ও, টিপ তৈরি করবি? তুই নবমীর মাড়ি দেখছি, দেখি কেমন তুই মজবুত ভূত। তুই তৈরি কর, আমি ফেলারাছের দেকানটির সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি, সে এক আন টান টানে।

[প্রস্থান।

(নীরদ ও হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। এই শরৎ বাবু।

নীরদ। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি দেখ, সোনা কোথায়, সে যেন এদিকে না আসে।

হীরু। (স্বগত) বাবা, এ কি সর্বনাশ আমায় ছাপিয়ে! আমি শরৎ বেটার কাছে ঠিক বাঁধ কচ্চি!

নীরদ। যাও না, যাও না—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সোনা খালি আমায় তকে দিচ্চে, জানো?

হীরু। (স্বগত) আমিও তকে রইলুম।

[প্রস্থান।

নীরদ। (সমীপবর্ত্তী হইয়া) শরৎ বাবু!

শরৎ। কি নীরদ বাবু, আপনি আমায় ডেকেছেন?

নীরদ। হাঁ, আপনি আমার একটি কাজ কর্‌তে পারেন? আমি আপনাকে একশো টাকা দিই।

শরৎ। কথাটা কি ভেঙে বলুন?

নীরদ। আজ যদি কাকা বাবু কুমুদের বাড়ী ফেরেন, সেখানে একটা ঝগড়া ক'রে ফৌজদারী বাধাতে পারবেন?

শরৎ। বাবা, বড়মানুষের সঙ্গে কে লাগবে বল? শেষটা কি জেলে যাব?

নীরদ। তা যদি না যেতে হয়, আর উলটে কিছু আদায় করতে পারেন, তা হ'লে?

শরৎ। সে সব না বুঝে জবাব করতে পাচ্চি নে।

নীরদ। এমন যদি কাজ হয়, আপনি যদি প্যাঁচে পড়েন, আমিও প্যাঁচে পড়বো—তা হ'লে পারেন?

শরৎ। বাবা, যে রকম আঁচ দিচ্চ, এ তো একশো টাকার কাজ নয়। একটা গুরুতর রকম মতলব করেছ।

নীরদ। আপনি ঠিক ঠাওরেচেন—একশো টাকা বায়না।

শরৎ। বাবা, বেশী রকম উঠতে পারবো না। চাপড়টার উপর যদি দেখ জোরটা।

নীরদ। পাঁচ হাজার টাকা পেলেও নয় ?

শরৎ। কি—খুন-খারাপি রকম না কি ?

নীরদ। তা যদি হয় ?

শরৎ। না—ইয়ারকিটা আমটা দিয়ে বেড়াই, অতদূর উঠ্‌তে পারবো না।

নীরদ। কাজ খুব সোজা, আমি যা দেবার তা দেবো, আর আপনিও কাকা বাবুর ঠেঙে কিছু আদায় কর্‌তে পারবেন।

শরৎ। আচ্ছা, রকমটা কি শুনি ?

নীরদ। আপনাকে তো দেখলেই কাকা বাবু ঝগড়া করবেন। আপনি তাঁকে তেতে দেবেন দিয়ে—একটা রিভলভার দিচ্ছি, একটা ফাঁকা আওয়াজ গায়ে ছুড়বেন। আর আপনি পালিয়ে গিয়ে থানায় জানাবেন, আপনাকে খুন কর্‌তে এসেছিল।

শরৎ। এ অবধি এক রকম হ'তে পারে। এর কত দাম ?

নীরদ। কি চান ?

শরৎ। দু'হাজার।

নীরদ। আর যদি বারান্দা থেকে ফেলে দেন, তা হ'লে ক'হাজার ?

শরৎ। ও বাবা, খুন হবে যে ? বুড়ো লোক—যদি মারা যায় ?

নীরদ। আচ্ছা, একটা লাঠি-টাটি মেরে জখম করা ?

শরৎ। কত টাকা ?

নীরদ। পাঁচ হাজার ?

শরৎ। টাকা না নোট ?

নীরদ। নোট।

শরৎ। যদি নম্বর আটক করে ? যে দিকে দেখছি, পারো বাবা।

নীরদ। আমি নগদ টাকা দিয়ে নোট নিয়ে দেব। নইলে নোট পুড়িয়ে ফেলবেন। আমি পাঁচ হাজার টাকা পোড়াতে দিচ্ছি নি, কাজের জন্যই দিচ্ছি।

শরৎ। আচ্ছা বাবা, দেখি।

নীরদ। আপনার কোন ভয় নাই, এই রিভলভারের গায়ে দেখবেন, কাকা বাবুর নাম লেখা। কথাটা বুঝুন, উনি বেড়াতে যাচ্ছেন, আপনারা সুযোগ পেয়ে আমোদ কচ্ছেন। উনি সন্ধান পেয়ে রেগে রিভলভার নিয়ে খুন কর্‌তে গেছেন, দু'বার রিভলভার ছুড়েছেন। আপনি প্রাণের দায়ে পালাবার উপায় না পেয়ে ওঁরে মেরে পালিয়েছেন। তার পর attempted at murder-এর নালিশ করবেন, মানের দায়ে আমাদের টাকা দিয়ে মেটাতেই হবে।

শরৎ। বড় প্যাঁচোয়া কাজ বাবা! এতদূর কখন এগুই নি।

নীরদ। আমি আপনার পেছনে আছি, মামলা-মকদ্দমায় কখন আপনার টাকার অভাব হবে না।

শরৎ। আচ্ছা দেখি, দাও।

নীরদ। এই নিন, আর এই পাঁচ কেতার পাঁচ হাজার টাকার নোট।

[নোট দিয়া নীরদের প্রস্থান।

শরৎ। গাঁজাটা টেনে যাই—বড় আমাদের কাজ।

(প্রস্থানোদ্যত)

ফুলী। (স্বগত) কিছু তো বুঝতে পারলুম না, একে ভোলাতে পারবো না ?

(ফুলীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া কতকগুলি বিল্বপত্র শরতের গায়ে নিক্ষেপ)

শরৎ। কে বাবা! আমিত্ব পাষাণ ক'রে দিলে ?

ফুলী। কেন মশায়, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান না কি ?

শরৎ। কি কি, রকমখানা কি ?

ফুলী। আর আপনার সঙ্গে রকম কি বলুন—একটা ফুলের ঘা সয় না।

শরৎ। বাপ্ বেলপাতার ফুরি কি সয় ? আমিত্বটায় দাগ লেগে গেলো, টাটকা ফুল হয়, হৃদয়ে রাখি।

ফুলী। ইস্—আপনি রসিক বটে!

শরৎ। কোথায় থাকো চাঁদ ?

ফুলী। আপনার সঙ্গে থাকবো মনে কচ্ছি।

শরৎ। আমি কোন্ নারাজ ?

ফুলী। ও বাবুটি কে—কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন ?

শরৎ। কে—কোন্ বাবু ? তোমার অত খোঁজে কাজ কি ?

ফুলী। তবে বাবু ভেয়ের খোঁজ কারা করবে ?

শরৎ। কেন—আমায় পছন্দ নাই ?

ফুলী। আপনি ত আর যেচে কথা কন নি!

শরৎ। বাড়ী কোথায় ?

ফুলী। সঙ্গে আসুন—দেখবেন।

শরৎ। এখানে কি কচ্ছিলে?

ফুলী। এই বাবার কাছে হাত দেখাতে এসেছিলুম, উনি বড় গুণৎকার।

শরৎ। সত্যি নাকি?

ফুলী। পরখ ক'রে দেখুন না. উনি ঠিক ব'লে দেবেন, আপনি কি করতে এসেছেন, —ভাল হবে কি মন্দ হবে?

(অবধূতের প্রবেশ)

ফুলী। বাবা, এর হাতটা দেখ তো।

অব। ও মর্দ্দ'র বাচ্ছা বে, এই রক্তচন্দন বিবিপত্র গায়ে পড়েছে। একবার চোখাচোখি চা তো! ইস! একটা ঝনঝনে ভূত তোর পেটের ভেতর সেঁদিয়েছে। কটমটিয়ে চা, আমি এক টানে বা'র করি। (ইত্যবসরে ফুলীর শরতের পকেট হইতে রিভলভার তুলিয়া দেখন)

শরৎ। (চমকিত হইয়া) ইস্—তুই চোর না কি? পাহারাওয়ালা ধরিয়ে দেব জানিস?

ফুলী। চকচক কচ্ছিল, কি ও —তাই দেখছিলুম।

শরৎ। ছেলেদের জন্যে পুতুল কিনিছি।

[প্রস্থান।

ফুলী। (স্বগত) কিছু বুঝতে পারলুম না, শৈলেন বাবুর পিস্তল দেখলুম। কি ফন্দী করলে, ভাল বুঝতে পারলুম না। পেছু পেছু যাই, দেখি কোথায় চললো!

ফুলীর প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সিঁথির বাগানবাড়ী।

উপেন্দ্র।

উপেন্দ্র। ওঃ—উদ্বেগে সমস্ত রাত ঘুম হ'লো না। গাড়ীতে তুলতে পারলে তবে নিশ্চিন্ত। ও আমোদ-আহ্লাদ কিছু করে নাই, [illegible] আমার খালি মনে হচ্ছে, উঠে পালাবে [illegible] আর নেই—

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ

কে ও—শৈলেন? কোথায় যাচ্ছিস?

শৈলেন্দ্র। আমি আসছি।

উপেন্দ্র। আসছি কি—এখন সময় গাড়ীতে উঠতে হবে, আসছিস কি?

শৈলেন্দ্র। আমি এখনি আসছি, নৈলে সর্ব্বনাশ হবে।

উপেন্দ্র। সর্ব্বনাশ হবে কি রে?

শৈলেন্দ্র। সত্যি বলছি—সর্ব্বনাশ হবে।

উপেন্দ্র। তোর হাতে ও কি?

শৈলেন্দ্র। চিঠি। মেজদাদা, আমি এখনি আসছি।

উপেন্দ্র। দেখ, বুঝেছি, সে বেটী চিঠি লিখেছে, তাই যাচ্ছিস। যেতে পাবি নে।

শৈলেন্দ্র। আমি যাব, নইলে স্ত্রীহত্যা হবে। তুমি জানো না মেজদা, সে বড় একগুঁয়ে। সর্ব্বনাশ হবে, আফিং খাবে, নয় গলায় দড়ি দেবে।

উপেন্দ্র। হতভাগা, তোর লজ্জা-সরম কিছুই নাই।

শৈলেন্দ্র। মেজদা, সত্যি বলছি, আমি মদ খাব না। আমার না দেখতে পেলে সে মরবে, নিশ্চয় মরবে। একদিন ঝগড়া ক'রে আমার সামনে আফিং মুখে পুরেছিল, মুখ থেকে আঙ্গুল দিয়ে আফিং বা'র ক'রে দিয়েছি, আঙ্গুলে এখনো দাঁতের দাগ দেখ।

উপেন্দ্র। শোন শৈলেন, তুই বেড়াতে যাবি, তোকে বাধা দেবার জন্যে ছল ক'রে এই চিঠি লিখেছে। তুই যেতে পাবি নে, তা হ'লে তোর বেড়াতে যাওয়া হবে না।

শৈলেন্দ্র। আমি একবার যাবো, এখনি ফিরে আসবো।

উপেন্দ্র। আমি তোরে যেতে দেবো না।

শৈলেন্দ্র। আমি যাবই, আমি কারো কথা শুনবো না।

উপেন্দ্র। তুই পাগল হয়েছিস, আমি তোরে বেঁধে গাড়ীতে তুলবো।

শৈলেন্দ্র। না মেজদা, স্ত্রীহত্যা হবে, বাড়াবাড়ি করো না। তোমার মান থাকবে না, আমি যাবই।

উপেন্দ্র। শোন, যদি যাস, তা হ'লে এই পর্য্যন্ত, আজ থেকে তোর মুখ দেখবো না।

শৈলেন্দ্র। আমি তোমার পা ছুঁয়ে ব'লে যাচ্ছি, আমি এখনি ফিরে আসবো।

উপেন্দ্র। না, তুমি যেতে পাবে না। তুমি বুড়ো মদ্দ হয়েছ, আজও তুমি বেশ্যার ছল বোঝো না। যাও আমার [illegible]

শৈলেন। লজ্জা-ঘৃণা ত্যাগ ক'রে অনেক সয়েছি, আর সইবো না। যদি যাও, আর তুমি আমার ভাই নও।

শৈলেন্দ্র। না হয় নাই হবো, আমি যাবই।

উপেন্দ্র। আমি তোরে কিছুতে যেতে দেব না।

শৈলেন্দ্র। ছেড়ে দাও মেজদা—ছেড়ে দাও মেজদা, কেন অপমান হবে? আমি গোল্লায় যাই—মরি, তাতে তোমার কি? আমি তোমার কথায় থাকবো না, তুমি আমার কথায় থেকো না—

উপেন্দ্র। ছুঁচো, যা মনে আসে বলছিস্? নীরে, নীরে—

নীরদ। (প্রবেশ করিয়া) আজ্ঞে—আজ্ঞে—

উপেন্দ্র। দোর বন্ধ ক'রে দে তো।

শৈলেন্দ্র। খবরদার—খুন করবো—ছেড়ে দাও—

[লাঠি তুলিয়া উপেন্দ্রকে ধাক্কা দিয়া বেগে প্রস্থান।

(তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

উপেন্দ্র। অ্যাঁ—অ্যা—কি মনের ভ্রম!

(তরঙ্গিণীর কথা কহিবার উদ্যোগ ও নীরদের ইঙ্গিতে নীরব হওন)

(বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। কি গো—কি গো—হ'লো কি?

উপেন্দ্র। শৈলেন আমায় ধাক্কা মেরে চ'লে গেল।

বিরজা। তা যাক্—মরুক্ গে। তুমি বেরিয়ে পড়ো।

উপেন্দ্র। আর আমার দোষ না—আর আমার অপরাধ নাই। ও সত্যি সত্যিই খুন করতে পারে।

বিরজা। যাক্—যাক্—উচ্ছন্ন গিয়েছে, যাক্!

তর। লাঠি তুলেছিল!

উপেন্দ্র। যথেষ্ট হ'লো, হস্তমুদ্দ হ'লো! আমি কি নির্ব্বোধ, কি বোকা, আমি কার জন্য টানাটানি করি? আমি মরতে বসেছি, তবু ভাই ভাই কচ্চি। ছিঃ, ধিক্ আমায়! বড়বউ, সব আলাদা হওয়াই ঠিক। আমি কাশী যাচ্চি, নীরের নামে মোক্তারনামা দিয়েছি। নিতাই একটা ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে দিক, সম্মানে হয় ভালো, নৈলে যা হয় হবে।

বিরজা। সে যা হয় হবে—তুমি এসো। তুমি ও সব কিছু ভেবো না, আপনার শরীর রাখ, বেড়াতে যাও। ভাবছ কি—তুমিই বা কি করবে—আমিই বা কি করবো? ওর অদৃষ্টে যা আছে—হবে। ও কি না—খুন করবো বলে! আমি বলি—কাকে বলচে। দেখ, তুমি মন বেঁধে ওকে কুটো ছিঁড়ে ফেলে দাও। ও তোমার কুলাঙ্গার ভাই। ও তোমায় প্রাণে মারতে ব'সেছে!

উপেন্দ্র। আশ্চর্য্য—এমন ক'রে বয়ে যায়!

[প্রস্থান।

নীরদ। জ্যেঠাইমা, কাকা বাবু পাগল হয়েছেন। আমি শুনেছি, ওঁকে কি খাইয়ে এমন করেছে। ও ভাগ-বখরা ক'রে দেওয়া নয়—ভাগ-বখরা ক'রে দেওয়া নয়, ওঁকে মদ খাইয়ে সর্ব্বস্ব লিখে নিয়ে হাত-পা বন্ধ করা উচিত। বাবাকে বুঝিয়ে বল গে—ভাইয়ের খাতিরে আর না কোল্‌কাতায় থাকেন। ডাক্তার বলেছে—তা হ'লে আর বাঁচবেন না, আর বেড়াতে যাওয়া না বন্ধ হয়।

বিরজা। বেড়াতে যাবে বই কি, তুই সব ঠিক্‌ঠাক্ কর্।

নীরদ। উনি আবার না বেঁকেন।

বিরজা। না—আমি বেঁক্‌তে দেবো না। আহা! ভাই ভাই ক'রে প্রাণটা দিতে বসেছে। মেজবউ, বামুনকে বল—খানকতক লুচীটুচি ভেজে দিক্, আমি ওর কাছে যাই। ৮টার ভেতর ভাত খেয়ে যেতে পারবে না।

[প্রস্থান।

নীরদ। মা, তুমি ও সময় কথা কইতে যাচ্ছিলে? তা হ'লে ঐ ভেয়ের রাগ আমাদের উপর পড়্‌তো। তুমি কোন কথা কয়ো না, ওঁরা দেওর-ভেজে যা হয় করুন। এবার আর ঠিক হচ্ছে না! খুব বাড়াবাড়িই হয়ে গিয়েছে, লাঠি তুলেছিল।

তর। ওর কি হায়া আছে, লাঠি মারলে হায়া হ'তো? হতচ্ছাড়া মিন্‌সে, তাই ওর পিণ্ডি দেবে!

নীরদ। তুমি দেখ না মা, কি হয়?

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

(শ্যামার প্রবেশ)

নেমো। এত দেরীতে চিঠি পেলে যে?

শ্যামা। তোমাদের রাত্রি অবধি খাওয়া দাওয়া হ'লো,

মন্মথ। আমি নিতাই বাবুকে সমস্ত বল্লুম। শরৎও বেরুলো, সে বল্লে; আমি জেলে যাই আর যা হই, আমি সব খোলসা কথা বল্‌বো; এইতে নীরোদাদা টের পেলে আর সেই পাঁচ হাজার টাকা ছেড়ে দিয়ে আর কিছু ঘুস-ঘাস দিয়ে এক রকম তো মিটিয়ে রেখেছি। সে মিটে গিয়েছে।

বৈষ্ণ। তবে ?

মন্মথ। এই সব খবর পেয়ে মেসোমশায় কাশী থেকে এলেন, ভায়ের উপরেই রাগ কল্লেন। নীরোদাদার উপর সমস্ত দানপত্র ক'রে দিয়ে পার্টিসন স্যুট করতে ব'লে চ'লে গেলেন। সেই পার্টিসন্ স্যুট চলেছে।

বৈষ্ণ। আর নীরো যে শৈলেনের কাছে হ্যাণ্ডনোট কিনে নিয়েছে; সে কথাটা কি ?

মন্মথ। ছোট বাবু যখন শয্যাগত, তখন নীরোদাদার দরদ দেখে কে ? আমি রাত জাগি, আমায় উঠিয়ে দিয়ে উনি রাত জাগ্‌তে বসেন। সেই সময় ছোট বাবুর প্রিয় হয়ে, ছোট বাবু যে সব উনপাঁজুরে লোককে টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেই সব হ্যাণ্ড-নোট এন্‌ডোর্স ক'রে নিয়েছেন। আর এ সওয়ায় কতকগুলো ভুয়ো হ্যাণ্ডনোটও নীরোদাদা করে-ছিলেন, সেগুলোও এন্‌ডোর্স ক'রে নিয়েছেন। সব জড়িয়ে প্রায় লাখ টাকা; ছোট বাবুকে তার দাবী কচ্ছেন।

বৈষ্ণ। নিতাই কি বলে ?

মন্মথ। বলেন—শিবু উকীলকে দিয়ে সব ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে নিয়েছে, এখন আর উপায় কি ? এ দিকে সব টাকাকড়ি আটক করেছেন, পার্টিসন্ স্যুটের খরচায় সর্ব্বস্ব যেতে বসেছে, এখনো ছোট বাবুর শিবু উকীলকে বিশ্বাস। নীরোদাদা লাগিয়ে ভাজিয়ে আমার উপর আর বড়মার উপর ছোট বাবুর মন ভাঙ্গিয়েছে; তার ধারণা যে, আমরাই সব ভাঙচি দিয়ে মেসোমশাইকে খারাপ করেছি। নীরোদাদাকে খারাপ করেছি। এ ষড়্‌যন্ত্র যা—আমরা সব মিলে-জুলে কচ্ছি।

বৈষ্ণ। বড় বউঠাকরুণ কোথা ?

মন্মথ। তিনি মেসোমশায়ের সঙ্গে কাশীতে সেবা করতে গেছেন।

বৈষ্ণ। ইস্! একটা হয়ে গিয়েছে। আমি যখন ওয়ালটেয়ার বেড়াতে গেলেম, তখন বুঝি এর সূত্রপাত কিছু হয় নাই ?

মন্মথ। না, তার পরেই এই হাঙ্গাম।

বৈষ্ণ। এ সব খবর তুমি আমায় লেখ নাই কেন ?

মন্মথ। আপনি মরণাপন্ন, শরীর সারতে গিয়েছেন, আর তখন আমিও এত ফন্দিবাজী বুঝে উঠতে পারি নাই।

বৈষ্ণ। ওহে, তুমি এ বাড়ীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জানো না, তাই পত্র লেখ নাই। আমি মানুষ হয়েছি কার হাতে ? বড় বাবু আমায় মানুষ করেছেন। তোমার বড়মা যে চোখে উপেনকে দেখেন, সেই চোখে আমায় দেখেন। যাক্—যা হবার হয়েছে। কি করি বল দেখি ?

মন্মথ। আপনি ছোট বাবুর সঙ্গে দেখা করুন, ক'রে ওঁর চোখ ফুটিয়ে দেন।

বৈষ্ণ। ছোকরা এততেও বোঝে নাই। আচ্ছা, দেখি !

মন্মথ। মশায়, একটা কথা বলি, আমাকেও বিশ্বাস করবেন না।

বৈষ্ণ। কেন রে মূর্খ ?

মন্মথ। আপনি যে মোনা দেখে গিয়েছিলেন, আমি আর সে মোনা নেই—আমি আর সত্যবাদী নাই, আমি জালিয়াৎ—জোচ্চোর; হীরু ঘোষাল প্রভৃতি যত অসৎ লোক—আমার বন্ধু। আমার সম্বন্ধে যে অপবাদ শুনবেন—বিশ্বাস করবেন। আমি সকল কাজ করতে প্রস্তুত।

বৈষ্ণ। সে কি রে—কি বল্‌ছিস ? তোর কথা শুনেও আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছি নে।

মন্মথ। বিশ্বাস করুন।

বৈষ্ণ। এ দুর্ম্মতি তোমার কেন হ'লো ?

মন্মথ। কেন হ'লো ? বড় বাবু আমায় অনাথ অবস্থায় কুড়িয়ে এনেছিলেন। বড়মা'র স্নেহে আমি রাজ-পুত্রের ন্যায় কাটিয়েছি লেখাপড়া শিখেছি। আপনারা সকলে আমায় স্নেহ করেন—প্রশংসা করেন। আমি বড় বাবুর মৃত্যুশয্যার কাছে ছিলুম। যদিচ আমি তখনও বালক, তথাচ আমি তাঁর আন্তরিক মনোভাব বুঝতে পেরেছিলুম। তাঁর কায়মনোবাক্যে ইচ্ছা—যেন পিতৃপুরুষের গৌরব বজায় থাকে। তিনি সেই জন্য বড়মাকে তাঁর অংশ দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল যে,

পাছে তারে তারে ঝগড়া হয়ে সমস্ত নষ্ট হয়, বড়-মা'র অংশ থাকলে ঠাকুরের সেবা চলবে। বড়মাও স্বামীর আজ্ঞাপালনের জন্ত, সংসার বজায় রাখবার জন্ত আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ ক'রে আসিছিলেন। সেই সংসার নীরোদাদা জুচ্চুরি ক'রে ভাঙছেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, দেখবো ওঁর কতদূর জুচ্চুরি।

বৈদ্য। তুই ক্ষেপেছিস—ক্ষেপেছিস। ছোঁড়া—ঠাণ্ডা হ।

মন্মথ। আজ্ঞে না, আমি ক্ষেপি নি। অনেক রাত্রি জেগে চিন্তা করেছি। আপনি জানেন, অসৎমতি হৃদয়ে স্থান দেওয়া কি যন্ত্রণা—সেই দারুণ ভোগ ভোগ করেছি। সত্যে জলাঞ্জলি দিয়েছি। সদিচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়েছি। আমার এখন চিন্তা, কিসে নীরোদাদার সর্ব্বনাশ করবো।

বৈদ্য। মন্মথ, তুমি কি মনে করেছ,কোন কুকার্য্যের দ্বারা সৎকার্য্য হয়? আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছি। আমারও তোমার কথা শুনতে শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল, নীরোর মাথা কেটে ফেলি। তুমি স্থির হও, অধর্ম্মপথে চ'লো না।

মন্মথ। অধর্ম্মপথে চ'লে কি হবে? হয় তো আমার ফাঁসি হবে, হয় তো আমি বিপদগ্রস্ত হবো, হয় তো আমার এ জীবন বৃথা হবে! কিন্তু মশায়, বড়মা আমার গলা ধ'রে কেঁদেছেন, চক্ষের জল ফেলেছেন,—বলেছেন—সোনা, কি হবে। আমি পারবো—কি হয়, তোমায় ব্যস্ত হ'তে হবে না।

বৈদ্য। ও রে, শোন্ শোন্—

মন্মথ। না, আমি আর শুনবো না। আপনি ছোটবাবুকে নিয়ে উকীলের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেন।

বৈদ্য। আচ্ছা আচ্ছা, আমি নিতাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় করি। বলি যে—সব টাকাকড়ি আটক হয়েছে, আমি কিছু টাকা দিচ্ছি—যে, যদি কিছু সঙ্কট হয়, দেখ।

মন্মথ। না মশায়, আমি উপস্থিত সংসার একরকম চালাচ্ছি, আমার nursery থেকে প্রায় হাজার দশেক টাকা জমেছে, তা থেকে এখন চলবে। শেষ যা ব্যবস্থা হয় করবেন। [প্রস্থান।

বৈদ্য। ছোকরা ভারি রেগেছে, রাগ হ'তেই পারে, আমি কালীতে একবার উপেনের সঙ্গে দেখা করি।

(নিতাই উকীলের প্রবেশ)

হাঁ রে নিতে, কোলকেতায় ব'সে—এই সব দেখলি বুঝি?

নিতাই। দেখলুম বই কি—কি করবো বল? আমায় কি ঘেঁসতে দিলে? পুলিসকেস কাটিয়ে দিলুম। নীরো শৈলেনকে বোঝালে কি জানিস্? যে, আমি শৈলেনের বিপক্ষ হয়ে শৈলেনকে যে ব্যাটা লাঠি মেরেছিল—ঐ শরৎ না কি, তারে বাঁচিয়ে দিলুম। আর এখন তার ধারণা যে, আমি পরামর্শ দিয়ে এই পার্টিসন্ সুট্‌টা করিয়েছি।

বৈদ্য। তা এখন উপায় কি?

নিতাই। বড় বউঠাক্‌রুণের বিষয় কোম্পানী ক'রে নেওয়া—আর কোন উপায় নাই। তিনি এখন রাজী হ'লে হয়।

বৈদ্য। এখন শিবে ব্যাটার হাত থেকে শৈলেনকে বা'র করবার কি?

নিতাই। শৈলেন বোঝে তবে তো? আর শুধু বুঝলে হবে না, ওর cost না দিলে উকীল change হবে না।

বৈদ্য। তা দেখ—যা লাগে, আমি দিচ্ছি।

নিতাই। ও রে, সে তোর কেরাণীগিরি ক'রে টাকা জমিয়ে পার্টিসন্ সুটের খরচা দিতে পারবি নি। দেখ,—শৈলেনকে যদি বোঝাতে পারিস, তার পর যা করতে হয়, আমি করবো।

বৈদ্য। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

নিতাই। সেই দিক্ ঠিক কর্, আর বড় বউকেও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখা যাক—কতদূর হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীধাম—উপেন্দ্রের বাসাবাটী।

উপেন্দ্র ও বিরজা।

উপেন্দ্র। এ কি—বড় বউদিদি—এসেছ?—ব'সো।

বিরজা। না এসে কি করি বল? সর্ব্বনাশ হ'লো যে? এ যে মামলা-মোকদ্দমায় সব যেতে বসেছে।

উপেন্দ্র। যাওয়া কি ভাল নয়? থেকে কি হবে? মানুষকে বেচার জন্ত জলী করবে, জেলে টাকার

জন্ত বাপের কথা শুনবে না, কাকাকে বাঁধিয়ে দেবে,—স্ত্রী স্বামীকে দেখবে না, কিসে ছেলের সর্ব্বস্ব হবে—এই নিয়ে দিবারাত্র বিব্রত থাকবে! বেশ হচ্ছে, এ টাকা যাওয়াই ভাল। সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিলো, সে তো বেশ ছিলুম, চিন্তা ছিল না; স্ত্রী বশ ছিল, ছেলে বশ ছিল, ভাই বশ ছিল—

বিরজা। তা এখন কি মনে করেছ, এইখানে ব'সে থাকবে, আর সর্ব্বস্ব যাবে?

উপেন্দ্র। তা যাক্ না—আমার কি! সর্ব্বস্ব তো আর আমার নয়? যে দিন শুনলুম—বাড়ীতে ফৌজদারী—খুনে মকদ্দমা,—সেই দিন তো ছেলেকে দানপত্র লিখে সর্ব্বস্ব দিয়েছি, আর আমার কি আছে যে দেখবো?

বিরজা। কি হয়েছে—সব শুনেছ? শুনতে পাই তো, তুমি বাড়ী থেকে চিঠি এলে খোলো না—পড়ো না—অমনি ফেলে দাও।

উপেন্দ্র। শুনতে হবে না, শোনবার কিছু নাই। তবে যেন ভাড়া ক'রে এসেছ, না শুনিয়ে নিশ্চিন্ত হবে না; শোনাও! শোনাবে তো এই—মকদ্দমা রুজু হয়েছে, বিষয় বন্দক হচ্ছে, টাকাকড়ি পাঁচ ভূতে লুটে খাচ্ছে, শৈলেন আবার কোন্ মাগীর কাছে যাচ্ছে, আর একটা খুনোখুনি হাঙ্গাম বেধেছে, নীরো কাকাকে ফাঁসোবার চেষ্টায় আছে,—এই তো—না আর কিছু? এ সব তো শুনে এসেছি, কতক দেখেও এসেছি—আর নূতন কি শোনাবে?

বিরজা। তুমি রাগ ক'রেই সর্ব্বনাশ করলে, তোমার দোষেই সব গেল।

উপেন্দ্র। রাগ করবো না, স্থির থাকবো, বিষয়-আশয় বন্দোবস্ত করবো—এই বলছ? রাগ ক'রে আসি নি, আপনার ইজ্জৎ বাঁচাতে এসেছি! সেখানে থাকলে হয় তো অপঘাতে মরতে হ'তো। হয় ছেলে মারতো, নয় ভাই মারতো! নয় তো কলঙ্কের ভয়ে আত্মহত্যা করতে হ'তো!

বিরজা। কেন গো, কিসের কলঙ্ক—কিসের আত্মহত্যা?

উপেন্দ্র। কি—কি বল্লে—কিসের কলঙ্ক? তুমি কি দাদার স্ত্রী নও? তুমি কি সেই বড় বউদিদি নও? আর কি কেউ সেই রকম সেজে এসেছে? তুমি বলছ—কিসের কলঙ্ক? বেশ্যালয়ে খুনোখুনির মকদ্দমা আমাদের গুষ্টিতে হ'লো,—আর বলছ—কিসের কলঙ্ক?

বিরজা। তুমি সব শোনো নি, তুমি শৈলেনের উপর রাগ ক'রে নীরের নামে সব লিখে দিয়েছ। এ সব তোমার নীরের জোটাজোট—তা জানো?

উপেন্দ্র। জানতুম না—তাই শৈলেনের উপর রাগ ক'রে নীরের নামে সব লিখে দিয়েছি—সত্য, কিন্তু এখন দেখছি—খুব ভাল করেছি। যদি সত্য হয়—নীরে কাকাকে ফাঁসাবার জন্যে এত মতলব খাটিয়েছে, তা হ'লে বাপকে বিষ দিয়ে কর্ত্তা হ'তে চাইবে, এটা বড় বিচিত্র নয়। তাইতে তোমায় বললুম—কেন অপঘাতে মরবো, যার যা ইচ্ছে, করুক্—আমি নিশ্চিন্দি হয়ে কাশীবাস করতে এসেছি।

বিরজা। আমি বুড়ো মানুষ—কোথায় যাই?

উপেন্দ্র। কেন?—তোমার তো সর্ব্বস্ব রয়েছে, তুমি মামলা-মোকদ্দমা ক'রে কেয়ালো ক'রে নাও।

বিরজা। আমি বুড়ো বয়সে আদালতে দাঁড়াবো—কেয়ালো ক'রে নেব?

উপেন্দ্র। সে তোমার ইচ্ছে। আমি কিছু সঙ্গে নিয়ে আসি নি, বিষয় প'ড়ে রয়েছে। তুমি আপনার সম্পত্তি রক্ষা করো। পারো কিছু থাকবে—ঠাকুরসেবাটা চলবে। আমায় বলতে এসেছ—মিথ্যে, আমার তো হাত নাই। যদি আর এক দিন দেরীতে আসতে, তা হ'লে আমায় হেথা আর দেখতে পেতে না, আমি এখান থেকে চ'লে যেতেম; কোথায় যেতেম—খবর পেতে না,—আর যাবও, নইলে তো জ্বালাতনের হাত থেকে বাঁচবো না?

বিরজা। কেন? কেন?—আমি এসেছি ব'লে—তুমি জ্বালাতন হয়েছ?

উপেন্দ্র। তুমি একা নও, নীরদের গর্ভধারিণী কাল এসেছেন। কেন—জানো? আমি নীরদকে বিষয়-আশয় সব দিয়েছি, আমার নামে কিছু কোম্পানীর কাগজ আছে, আমার খরচ-পত্রের জন্ত সে আলাদা ক'রে রেখেছি; নীরদ বাবুর মোকদ্দমা-খরচায় টানাটানি হচ্ছে, সেই কাগজ ভাঙ্গাতে চান,—সেই জন্ত এসেছেন। কা'ল ঝগড়া ক'রে মাথা ধ'রে প'ড়ে আছেন, তাই এতক্ষণ উঠে এসে তোমায় গলাধাক্কা দেন নাই।

হীরু। আরে, এসো না, বল্‌ছি—গোটা কতক মেয়ে-মানুষ যোগাড় কর্‌তে হবে। ঐ মোনা একটা দাঁও খেলেছে, চলো না—শুন্‌বে।

শরৎ। চলো।

হীরু। গোটা আষ্টেক ছুঁড়ী যোগাড় করতে হবে।

শরৎ। তার আর ভাবনা কি? (কুমুদিনীর মাতার প্রতি) ওগো—আজ থেকে বিদেয় হলেম বাছা, আর তোমাদের বাড়ীতে আসছি না।

কুমু। কেন আস্‌বি নি—কেন আস্‌বি নি? আমি তোরে কি বলেছি?

শরৎ। কে বাবা এ কচ্‌কচির ভেতর আসে!

[হীরু ও শরতের প্রস্থান।

কুমু। (মায়ের প্রতি) দেখ্‌ হারামজাদী, শরত যদি না আসে, তোকে আমি বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেবো!

মাতা। তা দিবি বই কি,—তা না হ'লে পিরীত চল্‌বে কেমন ক'রে?

কুমু। তবে রে হারামজাদী! এই কাণা বৈরাগীকে নিয়ে তুমি পিরীত করো না? ঝাঁটা তোর মুখ ভেঙ্গে দেবো:

মাতা। তা দিবি বই কি; পোড়ারমুখী আর্শিতে নিজের মুখ দেখ্‌তে পাও না? "দাদ—দাদ" ব'লে আর কত দিন চল্‌বে! রং ঢাকা দিয়ে আর ক'দিন চাক্‌বি? যখন সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে বেরুবে, শরত কোথায় থাকে—দেখ্‌বো।

কুমু। দাদ নয় তো কি রে হারামজাদী, তোর চোখে আগুন লাগুক।

মাতা। তুই মর্—মর্,—তোর বাড়ী আমি থাক্‌তে চাই নে। [প্রস্থান।

কুমু। বেরো বেটী! [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শৈলেন্দ্রের কক্ষ।

শৈলেন্দ্র ও সরোজিনী।

শৈলেন্দ্র। আমিও পথে বস্‌লুম, তোমাকেও পথে বসালুম। নীরো আমার সর্ব্বনাশ করেছে।

সরো। তা তুমি ভেবো না, দিন এক রকম ক'রে যাবে। আমি রাঁধিবো বাড়বো—তোমার সেবা কর্‌বো—তোমার কোন কষ্ট হবে না। একখানি গাড়ী রেখো—বেড়াবে; একটা চাকর রেখো—বাইরের কাজকর্ম্ম কর্‌বে, তা হ'লে তোমার কষ্ট কি?

শৈলেন্দ্র। কি হয়েছে—তুমি জানো না, তাই বল্‌ছো কষ্ট কি? আমি পথে বসেছি।

সরো। কেন—কেন—তোমার তো বখ্‌রা আছে, বখ্‌রা ত' পাবে?

শৈলেন্দ্র। বখ্‌রা কবে হবে, তা জানি নি, এখন নীরের কাছে লাখের উপর দেনা হয়েছি, আমায় কবে জেলে দেয়।

সরো। কেন—তুমি তো এক পয়সাও ওর কাছে ধার করো নি, ওই বরং তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গিয়েছে।

শৈলেন্দ্র। কি করেছে জানো? আমায় তো ফন্দী ক'রে মদ খাওয়ালে। তার পর রাতদিন সেবা, খুনি মোকদ্দমা—আমার কাছে নাকে কেঁদে বল্‌তো, "কাকা বাবু, খুনি মোকদ্দমা, আমার কাছে টাকা নাই, বাবা টাকা দিতে চাচ্ছেন না, কি কর্‌বো?" আমি হাণ্ডনোটে ধার করতে চাইলুম, তা কি কর্‌লে জানো?

সরো। কি কর্‌লে?

শৈলেন্দ্র। শোন মত্‌লবখানা, আমায় বল্লে কি জানো? "আমি তোমার নামে কতকগুলো টাকা হ্যাণ্ডনোটে সুদে খাটিয়েছি; সেই হ্যাণ্ড-নোটগুলোর পিঠে তুমি সই ক'রে দাও, আর তোমার কাছে যারা ধার করেছে, তাদের হ্যাণ্ড-নোট যদি তোমার কাছে থাকে, তাতে সই ক'রে দাও, আমি সেইগুলো বাঁধা রেখে টাকা যোগাড় কচ্ছি।" আমি বিছানায় প'ড়ে, অত ফন্দী বুঝ্‌তে পারি নি—সই ক'রে দিয়েছি।

সরো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমায় উঠে যেতে বল্‌তো, কি সই কর্‌তে বটে। তা তাতে কি হয়?

শৈলেন্দ্র। সেই সমস্ত হ্যাণ্ডনোটের টাকা আমার কাছে আদায় কর্‌বে।

সরো। কি ক'রে?

শৈলেন্দ্র। বল্‌ছি, কিন্তু তুমি তা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। তবু—বল্‌ছি শোন—কত বড় ফন্দীটে শোন—

সরো। এর কি কোনই উপায় নেই?

শৈলেন্দ্র। কি করেছে শোন—বলেছিলুম যে, আমার নামে টাকা ধার দিয়েছে—সে মিছে কথা। গোটাকতক বয়াটে ছোঁড়া নিয়ে, তাদের কিছু কিছু দিয়ে হ্যাণ্ডনোট সই করিয়েছে। তাদের কাছে তো টাকা আদায় হবে না, ও এখন আদালতে বলতে চাচ্ছে যে, আমার কাছে যেন হ্যাণ্ডনোট কিনে নিয়েছে। তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পাচ্চে না, আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করবে। আমি সে টাকার জামিন হয়ে পড়েছি।

সরো। তুমি কি সে সব বেচেছ?

শৈলেন্দ্র। বেচবো কেন—বল্লুম তো—বুঝতে পারবে না। এই শিবু উকীলকে দিয়ে আমার ঠেঁয়ে একখানা চিঠি নিয়েছে, আমি যেন মোকদ্দমা-খরচার জন্যে হ্যাণ্ডনোটগুলো নীরোকে বেচেছি। মোনা আমায় বলেছিলো, আমি বিশ্বাস করি নাই, আজ নীরো উকীলের চিঠি দিয়েছে—সেই চিঠি প'ড়ে দেখি—এই সর্ব্বনাশ!

সরো। তুমি কি করবে মনে করেছ?

শৈলেন্দ্র। মনে করেছি, এ বাড়ীর অংশ বেচে এখান থেকে চ'লে যাব। নীরো দিন দিন আমাকে যে রকম বিপদে ফেলবার চেষ্টা কচ্ছে, তাতে আমার এখানে থাকতে সাহস হয় না। আমার Share বেচলে নগদ টাকা কিছু হাতে পাব, তাতে শিবু উকীলের courtএর দেনা কতক চুকবে, আর কিছু টাকা দিয়ে তালতলায় একখানি বাড়ী দেখে এসেছি, তোমার নামে কিনবো। সেইখানে গিয়ে থাকবো। তবে টাকাকড়ি সব আদালতে থেকে আটক হয়েছে। পেট চলবে কিসে, সেই এক ভাবনা।

সরো। আচ্ছা—আমার কত টাকার গয়না?

শৈলেন্দ্র। বেচলে হাজার পাঁচ ছয় হবে।

সরো। তাতে মুদিখানার দোকান হয় না?

শৈলেন্দ্র। এই যে তুমি একটা রোজগারের উপায় নিখেছ দেখ্‌চি।

সরো। কেন কেন—তাতে দোষ কি! আমি মোনার ঠেঁয়ে শুনেছি, খেটে খেতে দোষ নেই, মোনা মিথ্যে কথা কয় না।

শৈলেন্দ্র। তাই যে শেষে তোমাতে মুদিখানার দোকান ক'রে।

সরো। তুমি না পারো, কেন করবো?

শৈলেন্দ্র। তোমার কথা শুনে আমার বুক ফেটে যায়।

সরো। আমায় মাপ করো। আমি আর কিছু বলবো না।

শৈলেন্দ্র। শোন সরোজিনি; তোমার মত নির্গুণ স্ত্রী হয়, আমি স্বপ্নেও জানতেম না; আমি অন্ধ ছিলেম—বিশ্ব দেখি। এই সব আমারি দুর্দ্দৈব জুটেছে। এ দেখ আমার বাঁচবার জায়গা নেই। তুমি নির্ব্বাসনের যোগ্য, তোমায় আমি ফকির ক'রে পথে বসালুম। আমার দিব্‌।

সরো। কেন তুমি অমন কচ্চ—আমি তো পথে বসি নি! তুমি ভেব না, দিদি বলতেন, যেমন বলে,—সে ধর্মপথে থাকে, ধর্ম তার হাতে তুলে অন্ন জোটান। তুমি তো কখনও অধর্ম কর নি! আমিও অধর্ম করি নি,—আমি কখনও মিথ্যে কথা কই নি,—আমরা দুঃখ পাবো না, তুমি ভেবো না।

শৈলেন্দ্র। অধর্ম করি নি?—তোমায় ফেলে কাল-সাপিনীকে বুকে নিয়েছি; দেবতা সাক্ষী ক'রে তোমায় বিবাহ করেছি, তোমার ভার নেবো অঙ্গীকার করেছি, সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ হয়েছে,—আমি অধম, নীরোর চেয়েও অধম। নীরো আপনার স্বার্থ দেখে, আপনার স্ত্রীকে পথে বসায় না। আমি অলস, আমোদপ্রিয়। আমি তোমার সর্ব্বনাশের হেতু।

সরো। তুমি কেন এমন কচ্ছ, শুনেছি—বয়েসকালে এমন সবাই করে। দেখ, আমি কিছু মনে করি নি, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।

শৈলেন্দ্র। যদি আমায় কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, সকলের চেয়ে পাপী কে? আমি উত্তর দিই জানো—যে আমোদপ্রিয়, ব্যভিচারী সেই মহাপাপী! ব্যভিচারী চোর হয়, খুনে হয়, বংশের পিণ্ডলোপ করে, সন্তানকে রোগগ্রস্ত করে, নিজে কলুষিত হয়, স্ত্রীকে কলুষিত করে, সমাজকে কলুষিত করে, বংশের ধারা কলুষিত করে। কিন্তু আর উপায় নেই—আক্ষেপে ফিরবে না।

সরো। শোন, শোন, একটা উপায় ঠাউরেছি।

এসো এসো—রাধাবল্লভজীর কাছে চলো—আমরা দু'জনে রাধাবল্লভজীর কাছে দুঃখের কথা জানাই—রাধাবল্লভজী উপায় করবেন,—সত্যি বল্‌চি—সত্যি বল্‌চি। দিদি বল্‌তেন, শোন নি? আমাদের সব ঠকিয়ে নিয়েছিল, রাধাবল্লভজী আবার পাইয়ে দিয়েছেন। এসো—এসো।

[শৈলেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া—সরোজিনীর প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের বাটী।

নীরদ ও ফুলী।

নীরদ। শোন্—শোন্—

ফুলী। শুন্‌বো কি—তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে আসি কি না, তাই শুন্‌বো?

নীরদ। তবে কার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে এসো—মন্মথর সঙ্গে।

ফুলী। মন্মথর সঙ্গে—তার চাল নাই, চুলো নাই—মন্মথর সঙ্গে!

নীরদ। তবে কার সঙ্গে শুনি?

ফুলী। কেন, ছোট বাবুর সঙ্গে। যার তোমাদের বিষয়ের দু'বখরা। বড়গিন্নীর বিষয়ের এক বখরা। সে এখন তার মেয়েমানুষ ছেড়েছে, আমি যদি জুটতে পারি, মানুষ হয়ে যাবো।

নীরদ। হাঃ হাঃ—

ফুলী। হাস্‌লে যে?

নীরদ। ছোট বাবু পথে বসেছে—তার এ বাড়ীর অংশ আমি কিনেছি, তাকে এখান থেকে উঠে যেতে হবে।

ফুলী। উঠে যেতে হবে কেন? বড় মা'র বাড়ীর অংশ বড় মা তাকে দেবে।

নীরদ। তুই বুঝি তাই মনে করেছিস্? সে হবে না—সে হবে না। সে কাকা বাবুতে বড় মা'তে মনভাঙা-ভাঙি হয়ে গিয়েছে। আর বড়মা'র বিষয়?—সে এখন মোকদ্দমা চলুক, তার পর দেখা। বড় মা বাবাকে সব লিখে দিয়েছে।

ফুলী। লিখে দিয়েছে বই কি? আবার তোমার বাপ উল্টে তোমার বড় মাকে লিখে দিয়েছে।

নীরদ। তুই কি ক'রে জানলি? মন্মথ বলেছে বুঝি?

ফুলী। হাঁ, মন্মথ ত বলেছে।

নীরদ। এ সব কথা মন্মথর সঙ্গে হয় বুঝি?

ফুলী। হয় বই কি, সে যে আমার ভোলায়। বলে—আমি বড় মা'র বিষয় পাবো, তোরে দেবো। আমি সে ভোলবার মেয়ে নই। আমি একটা দাঁও মারব ব'লে এত দিন অপেক্ষা কচ্ছি, নইলে কত লোক সাধাসাধি কচ্ছে।

নীরদ। তাই ছোট বাবুর কাছে দাঁও মার্‌বে মনে করেছ? তা সে যো নাই—সে যো নাই—বাড়ী তো নিয়েইচি, আর মন্মথকে জিজ্ঞেস করিস্—আমি তার সব হ্যাণ্ডনোট এনডোর্স্ ক'রে নিয়ে তারে ভাসিয়েছি। তুই তো লেখা জানিস্—বুঝিস্ তো? আমি সেই হ্যাণ্ডনোটের টাকা তার কাছে আদায় করবো, বুঝেছিস্?

ফুলী। হ্যাঁ—হ্যাঁ শুনেছি বটে। আমি চল্লুম।

নীরদ। চল্লি কেন—চল্লি কেন—শোন্ না? তুই বড়মানুষ হ'তে চাস? আমার সঙ্গে আলাপ কর—আমি তোর ভাল ক'রে দেবো।

ফুলী। হাঁ, তুমি আমার ভাল করবে। তোমার শরীরে ভালবাসা আছে?

নীরদ। তুই যে বিশ্বাস করিস্ নি, আমি তোরে ভারি ভালবাসি, এক দিন যদি তোরে না দেখি, আমার প্রাণ কেমন করতে থাকে। সত্যি ফুলি, আমি তোর জন্যে মরি!

ফুলী। তুমি কারো জন্যে মরো না, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

নীরদ। কি হ'লে বিশ্বাস করিস্?

ফুলী। সত্যি কথাটি বলো দেখি, মন্মথর সঙ্গে বড় ক'রে আমার দম্ দিচ্চ কি না?

নীরদ। কি দম্ দিলুম?

ফুলী। কি দম্ দিলে? ছোট বাবু এমনি আল্গা, তোমার সব সই ক'রে দিলে—নয়? তোমার বাপ যে তোমায় ত্যেজ্য-পুত্তুর করবে—তুমি আমার ভাল ক'রে দেবে!

নীরদ। কে বল্লে রে—কে বল্লে রে?

ফুলী। সে যে বলুক; বড় মা আর কি করতে কাশী গিয়েছেন? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলুম,—[illegible]

—তিনি তো ফেরেন নাই। আমি ছোট বাবুর বাগানে চল্লুম।

নীরদ। চল্‌বি কেন—চল্‌বি কেন—শোন্ না। কি চাস্, বল না, আমি দিচ্চি।

ফুলী। তোমার কথায়ই আমার বিশ্বাস হয় না। তুমি কি কম দমটি আমায় দিচ্ছিলে।

নীরদ। তুই তবু বল্‌বি দম ?

ফুলী। দম নয় ?—আমি পড়্‌তে জানি, তুমি আমায় হ্যাণ্ডনোট দেখাতে পারো ?

নীরদ। দেখাতে পারি, তুই দাঁড়া।

ফুলী। অনেকক্ষণ কথা কচ্চি, আমি চল্লুম,—লোকে কি বল্‌বে! যদি দেখাতে পার, আর হাজার টাকা দাও,—তুমি যা বলো, শুনি।

নীরদ। আচ্ছা, আজ রাত্রে তুই আমাদের সিঁথির বাগানে যাস্, পেমো তোরে গাড়ী ক'রে নিয়ে যাবে। সেইখানে টাকা দেবো, আর হ্যাণ্ডনোট দেখাবো।

ফুলী। আমি সে মেয়ে নই, আমি কায়দার ভেতর যাব না। যদি আলাপ কর্‌তে চাও, তোমাদের শিবের মন্দিরে যে অতিথির ঘর আছে, সেখানে আলাপ কর্‌তে পারি—সেখানে লোকে দেখ্‌লেও আমায় কিছু বল্‌বে না, সেখানে হামেসা যাওয়া-আসা করি। আর তুমিও তো যাও, রাত ১০টার পর দেখা করবো।

নীরদ। এই কথা তো ?

ফুলী। আমার কথা ঠিক, তুমি ঠিক থাকলে হয়।

[ফুলীর প্রস্থান।

নীরদ। বেটীকে একবার বাগে পেলে হয়, বেটী ভারী পাজী। হ্যাণ্ডনোটগুলো দেখিয়ে বেটীর বিশ্বাস জন্মাবো; টাকা চাইলে বল্‌বো, উকীলকে দিতে হয়েছে, হাতে টাকা নাই, কা'ল দেবো। টাকা গো খানিক দিলেই বেটী বিশ্বাস করবে। বেটীর কি চমৎকার দু'টি ঢুলঢুলে চোখ!

(তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

কি মা, কি হ'লো ?

তর। [illegible] না। তার উপর তোমার বড় মা'র [illegible]—সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে চ'লে গেল। [illegible] বলে, কোথা রেল-গাড়ী ক'রে যাচ্ছে।

নীরদ। [illegible], আমি ঠিক ক'রে দিচ্চি। আমি পাগল হয়েছে ব'লে [illegible] লিখে রেখেছি, কা'ল আদালতে [illegible]।

তর। তুই [illegible] ক'রে [illegible]? কোম্পানীর কাগজগুলো যে [illegible] কি ক'রে বা'র করবি ?

নীরদ। সে [illegible] আছে। সে ঠিক হ'তে [illegible] পাগল সাব্যস্ত করতে হবে; [illegible] করে, তা হ'লে [illegible] নিতে পার্‌বে।

তর। [illegible] পাগল [illegible] কি হবে ?

নীরদ। [illegible] না—দানপত্র ফিরিয়ে দে গেছে। আমি বল্‌বো—পাগল হয়ে এই কাজ করেছেন, [illegible] বিশ্বাসও করবে, খামকা খামকা কেউ কিছু [illegible] দেয় ?

তর। ঠিক হয়—ঠিক হয়, যদি কর্‌তে পারিস্, তা হ'লে বড় গিন্নীর জব্দ হয়—খুব জব্দ হয়।

নীরদ। মা, তুমি [illegible] থেকে এসেছ, ঠাণ্ডা হও গে, আমি সব বলবো এখন।

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

টাকার ভারী দরকার। শিবু উকীল যদি মেজোকে রাগিয়ে শরতের হ্যাণ্ডনোট দু'খানা হাত কর্ত্তে পারে, তা হ'লে এক ঢিলে দুই পাখী,—ফাঁকতালে কিছু টাকা পাওয়া যায়,—আর শরতা ব্যাটাও একটু জব্দ হয়। পার্‌বো কি ? দেখা যাক্, বুদ্ধিবলে কি না হয়!

(হীরু ঘোষাল, মন্মথ ও শিবু উকীলের প্রবেশ)

মন্মথ। এই তো নীরোদা' রয়েছেন, কি বল্‌ছেন—বলুন ?

হীরু। তুমি তো ভারী বোকা, নগদ টাকা [illegible]—নিয়ে যাও না। তুমি কি শরতের কাছে কিছু আদায় কর্‌তে পার্‌বে ?

মন্মথ। না, পার্‌বো না—নীরোদাদা কাঁচা ছেলে কি না ? তাই টাকা দিয়ে শরতের হ্যাণ্ডনোট দু'খানা নিতে চাচ্চেন ? উনি [illegible] পেয়েছেন, [illegible] রিভারসন্ রাইটে [illegible] টাকার দাবী পেয়েছে, তবে হ্যাণ্ডনোট [illegible] চাচ্চ। [illegible] দু'খানা ছোটবাবুর কাছে বাগিয়ে এনডোর্স [illegible]

নিয়েছি, আমি ও দু'খানা দেবো না, আমি শরতের বাড়ী বেচে আদায় করবো।

শিবু। সে নানান্ নটখটি—তা জানো? মকদ্দমা ক'রে আদায় করা তোমার কর্ম্ম নয়। মকদ্দমা খরচা কত? বাড়ী পেয়েছে—স্বীকার করি। তুমি ডিক্রীজারি ক'রে, attach ক'রে, বেচে কিনে নিতে পারবে? সে খরচা জোটাতে পারবে? তার চেয়ে নগদ টাকা পাচ্ছ—নিয়ে নাও।

মন্মথ। কত টাকা দেবেন?

নীরদ। দু'হাজার টাকা নে।

মন্মথ। আমি ও পুড়িয়ে ফেলবো—দেবো না।

শিবু। আচ্ছা—আচ্ছা—চার হাজার টাকা নাও।

মন্মথ। পাঁচ হাজার টাকা দেন—অর্দ্ধেক ক'রে দেন!

শিবু। ওহে—দাও যে দাও—চার হাজার টাকা—ঢের হয়েছে। হাইকোর্ট সুট—পাঁচ সাত হাজার টাকা খরচা প'ড়ে যাবে—কোথায় পাবে?

হীরু। বোকা—বোকা,—বললে বুঝবে না—বললে বুঝবে না!

মন্মথ। আমি কিন্তু নগদ টাকা নেবো।

শিবু। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আমার আফিসে নিয়ে যেও।

মন্মথ। কখন্?

শিবু। কাল ১০টার সময়।

মন্মথ। আমি কিন্তু চেক-টেক নেবো না, নম্বরি নোটও নেবো না, নীরোদাদা আবার নোটের নম্বর আটক ক'রে দেবেন।

নীরদ। অ্যা—এমনি আর কি!

মন্মথ। না—তুমি সব পার। এই যে শরতাকে নোট দিয়েছিলে, তার নম্বর আটক ক'রে দিয়েছিলে।

নীরদ। সই ক'রে দিবি তো?

মন্মথ। না—তা কব্‌বো না।

শিবু। ও ছোটবাবুর Blank endorse আছে; সই করতে হবে না। তবে ঠিক রইল?

মন্মথ। হ্যাঁ।

[মন্মথের প্রস্থান।

নীরদ। কি, বুঝতে পারছি না, ব্যাপার কি?

শিবু। ব্যাপারটা কি জানেন, শরৎকে ছোট বাবু পাঁচ হাজার ক'রে দু'বারে দশ হাজার টাকা ধার দেন, সেই হ্যাণ্ডনোট মন্মথ কি জানি কি ক'রে সই ক'রে নিয়েছে।

নীরদ। তা হ'লে সব হ্যাণ্ডনোট ছোটকাকা আমায় সই ক'রে দেয় নি? কি পাজি দেখছ! আরও হ্যাণ্ডনোট ছিল!

শিবু। তাই তো দেখছি! তার পর শুনুন, এখন মোনা কি ক'রে সন্ধান করেছে, শরৎ তার মা'র বাপের বিষয় পেয়েছিলো, মা মারা গেছে, ও এখন সেই টাকা আদায় করতে আমার কাছে গিয়েছিল। আমি আপনাকে ব'লে গেলুম না, একটা দাঁও আছে? ও সেই দু'খানা হ্যাণ্ডনোট।

হীরু। শিবু বাবু, ঐ হ্যাণ্ডনোট দু'খানা পেয়েই নালিশ ক'রে দেবেন। শরতা বেটা নীরো বাবুকে যাচ্ছেতাই ব'লে গালাগাল দেয়। আবার আমায় বাগে পেলেই খুন করবো।

শিবু। ঐ বিষয়টা পেয়েছে কি না; তাইতে নগরচপর হচ্ছে। ঐ attachment before judgement ক'রে আমি শীল কচ্ছি। নীরো বাবু, কা'ল যেন টাকাটা পাই। তা না হ'লে ছোঁড়া আবার অন্য কোন উকীলের কাছে যাবে, সে নিজে খরচা দিয়ে ওর হয়ে মোকদ্দমা করবে।

নীরদ। শরতা ব্যাটাকে জব্দ করতে পারলে হয়, ব্যাটা আমায় ফাঁসাবার যোগাড় করেছিল।

হীরু। ও, পাজি যে কের! একবার বাড়ীখানা শীল করুন তো, তা হ'লে ব্যাটার একবার গাল বুঝি।

শিবু। এখনো কি? চেক একখানা দেবেন?

নীরদ। দেখি, অত টাকা ব্যাঙ্কে হবে কি?

[নীরদের প্রস্থান।

হীরু। শিবু বাবু, মোনা পাঁচশো দেবে বলেছে, আপনিও পাঁচশো দেবেন, শৈলেন বাবু ফেল্ হওয়া ইস্তক তেমন কোথাও কিছু হাত লাগছে না।

শিবু। আচ্ছা আচ্ছা, হবে, মকদ্দমাটা বাধাই না। নীরো বাবু বড় চালাক, কিছু আদায় করতে হবে।

হীরু। কি ক'রে—কি ক'রে?

শিবু। হাঁটাও না, আগে affidavit ক'রে [illegible]

হই, ঐ আস্‌ছে। (স্বগত) পার্টিসন্ সুট না মেটালে কিছুতেই ছাড়বো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অবধূত ও নীরদের প্রবেশ)

অব। এত রাত্রে কি করতে যাচ্ছ বাবাজী? আজ বড় ক্যাসাদ, স'রে পড়ো—আজ স'রে পড়ো—কা'ল দিনের বেলায় এসো।

নীরদ। দিনের বেলায় কুরসুং হোক্ না হোক্, না দেখলে শুনলে যে অতিথির ঘরগুলো প'ড়ে যাবে। আপনি শুন্ গে—আমি দেখে শুনে আজ চ'লে যাচ্ছি।

অব। সে কি?—তা কি হয়? চলো—আমি তোমার সঙ্গে যাই।

নীরদ। কেন—কেন—ভয় পাচ্ছেন অবধূত মশায়?

অব। আরে, আজ ঝ'াঁকে পরী উড়ে এসে ঐ বেল-গাছে বসেছে। বেক্ষদত্যির আজ বেটার বে—নাচ-গান করবে।

নীরদ। না না—আপনাকে যেতে হবে না—আপ-নাকে যেতে হবে না।

অব। সে কি?—তোমার মতলবটা কি? তুমি কি পরীর রাজ্যে উড়বে না কি?

নীরদ। (স্বগত) ভাল বেটা গাঁজাখোরের পাল্লায় পড়েছি। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ অবধূত মশায়, ভুলে গেছি—বড়মা কাশী থেকে এসে আপনাকে কেন ডেকেছেন, বলেছেন, এই রাত্রেই দেখা করতে।

অব। তুমি কেন বল্‌লে না—এ রাত্রে যাই কি ক'রে, আজ উপর রাত্রে বেক্ষদত্যির বেটার বে, আমায় পুরোহিতগিরি করতে হবে!

নীরদ। সে এসে করবেন এখন, সে এসে করবেন এখন।

অব। না—সেটা কি ভাল দেখায়? ও বেলগাছটিতে অনেক দিন আছে, অনেক দিনের আলাপ, মনে দুঃখু করবে, সে ভাল দেখায় না।

নীরদ। (স্বগত) এ ব্যাটাকে নিয়ে তো ভারি মুস্কিলে পড়লুম।

অব। বড় ধুমধামের বিয়ে, বুঝেছ? ডানা লুকিয়ে সব ঝম্ ঝম্ ক'রে পরী [illegible] যোলো। তারা সব খাওয়া-দাওয়া করবে। মোটা দশ মৌচাক ভেঙে নিয়ে গেছে, মধু খাবে।

নীরদ। পরীতে মধু খায় বুঝি?

অব। আর পাকা তেলাকুচো চোবে।

নীরদ। তা বে দেবেন, আপনি কি পাবেন?

অব। একটা মনসা কাঠের তাম্রকুণ্ড।

নীরদ। তবে যাচ্ছেন না যে?

অব। এই বাবাকে একটু তুরিতানন্দ দিয়ে, বাবা ঝিমুবে—আর আমি স'রে পড়্‌বো।

নীরদ। তবে তাই যান,—তবে তাই যান, আর দেরী করবেন না।

অব। দেখ,—তোমায় যদি ওড়ায়, তা হ'লে মন্দিরের চক্রটা ধরবে।

নীরদ। তাই করবো—তাই করবো।

অব। আর যদি ফুঁ ঝাড়ে, কাছা খুলে কাপড় ঝেড়ে পরবে।

নীরদ। যে আজ্ঞে, তাই করবো—তাই করবো।

অব। আর যদি কোন বেটী বে করতে চায়, তার মা বেটীর কান দুটো ধ'রে মুচড়ে দেবে। বুঝলে—আমি চল্লুম,—বাবাকে শয়ন দি গে। (অগ্রসর হইয়া) আর যদি মধু খাওয়াতে চায়—দুটো ঢেকুর তুলবে।

(অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দণ্ডায়মান)

নীরদ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করবো।

অব। আর শোনো—শোনো,—যদি বাসরঘরে বসায়, তুমি একটা দুটো উলটো ডিগ্‌বাজী খাবে।

নীরদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অব। আর দেখ—যদি চাঁদনাতলায় নিয়ে যায়—

নীরদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি আস্‌ছি—আমি আস্‌ছি—

অব। আচ্ছা, তুমি এসো। আমি শয়ন দি গে।

[অবধূতের প্রস্থান।

নীরদ। আপদ্ গেল।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

অতিথিশালার অভ্যন্তর।

ফুলী

ফুলী। এত দেরী কচ্ছে কেন? ঐ আস্‌ছে।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। [illegible]—ফুলী

ফুলী। হ্যাঁ, আজ থাক্—আমি চল্লুম। আমার বড় ভয় কচ্ছে, রাত দুপুর হ'লো—এখানে উপদেবতা আছে।

নীরদ। আর নে—ঢং করিস্ নে।

ফুলী। না না—আজ থাক্, কা'ল তখন সন্ধ্যে রাতে আস্‌বো। আমি একলা বসেছিলুম, কে যেন আশেপাশে কাঁদ্‌ছে।

নীরদ। আরে দূর—এই আলো আসলে সব দেখে যাবে। বাতাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিস্ নে?

ফুলী। না—আমার ভয় হচ্ছে।

নীরদ। তবে আমার বৈঠকখানায় চ।

ফুলী। বাপ্ রে! তা কি হয়—সবাই টের পাবে।

নীরদ। ভয় নাই—ভয় নাই—বোস।

(দেশলাই জ্বালিয়া বাতি প্রজ্বলিতকরণ)

তোর কপাল ফিরলো। আমি এই দেড়শো টাকা দিয়ে একটা ভাল বাড়ী ভাড়া করেছি, তোকে সেইখানে রাখবো, আর জিনিষপত্র খাট বিছানা সব ঠিক ক'রে দিয়েছি। দেখবি যেন ইন্দ্রালয়।

ফুলী। তুমি কখন্ করলে? ঐ তো তোমার মিছে কথা, এইতে আমার অবিশ্বাস হয়।

নীরদ। আর অবিশ্বাস কেন চাঁদ—আর অবিশ্বাস কেন? এই তোমায় হ্যাণ্ডনোট দেখাচ্ছি।

ফুলী। আমি এক এক ক'রে দেখবো, ছোট বাবুর সই চিনি, সই দেখবো। তুমি যে যার তার নামে হ্যাণ্ডনোট দেখালে, তা হবে না। আর আটখানা হ্যাণ্ডনোট আমি শুনেছি, আটখানা আমি গুণে দেখবো।

নীরদ। আচ্ছা—দেখ।

(হ্যাণ্ডনোট প্রদান)

ফুলী। হ্যাঁ—ছোট বাবুর সই বটে। এই একখানা—এই দু'খানা—

নীরদ। এই দেখ—এই দেখ—এই সাজিয়ে দিচ্ছি, দেখ, (তক্তপোষকরণ)।

ফুলী। (হ্যাণ্ডনোটগুলি লইয়া) এই তো হ্যাণ্ডনোট। টাকা কই?

নীরদ। আমি অনেক কথা রাখলুম। তুমি অনেক কথা রাখো। তার পর টাকা দিচ্ছি, টাকা কি ফাঁকি দেবো? এতেতেও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না? প্রাণ আমার, প্রাণ জুড়োও।

ফুলী। (অনুনাসিক স্বরে) ও নীরে—ও নীরে—নীরে—আমি [illegible] তোর [illegible] ভাঙ্গবো।

নীরদ। তুই [illegible]

(মুখোস পরিয়া বারাঙ্গনাদের প্রবেশ)

বারাঙ্গনাগণ। (অনুনাসিক স্বরে) ও নীরে—ও নীরে ও ফুলী নয়—ফুলী নয়, তোর ঘাড় ভাঙ্গবে।

নীরদ। অ্যাঁ—এ সব কি? ফুলী? [illegible]

বারাঙ্গনাগণ। (অনুনাসিক স্বরে) ও নীরে, তোর [illegible]

(নীরদকে বেষ্টন করিয়া বারাঙ্গনাদের গীত)

এইবার তোর ঘাড় [illegible] ;
[illegible] করে রাখবে [illegible]
[illegible] মা তাই আছে [illegible]
গান শোনাবে খোলা সুরে,
হাওয়া খাবি পেটটি পুরে,
দিনেরেতে তেপান্তরে বেড়াবি ঘুরে;
[illegible] সকালে সেওড়াতলে,
ঝুল খাবি খুব উঁচুতে ধাঁচে।
(ও নীরে—ও নীরে—ও নীরে!)

নীরদ। [illegible] খুন করলে!

([illegible] দিয়া গান)

([illegible] ফুলীর নোটগুলি [illegible])

ফুলী। [illegible]—ফুস্, হ্যাণ্ডনোট [illegible] পুড়ে হ'লো [illegible]

নীরদ। [illegible]—পুলিস, [illegible]

[illegible]

(শরতের প্রবেশ)

শরৎ। [illegible] এসেছি। [illegible]

নীরদ। ও বাপ রে—খুন করলে [illegible]

(নীরদ [illegible])

(অরবিন্দের প্রবেশ)

অর। ইস্ নীরদ, বাবাকে [illegible] থাও—ডিগবাজী খাও!

নীরদ। রক্ষে কর, রক্ষে কর, [illegible] খুন হ'লেম!

অর। চট ক'রে তোর [illegible]

নীরদ। [illegible] দিচ্ছি!

অব। ডাকাত কোথা—সব শরীর বাস্তা, পো উড়ে গেল।

নীরদ। ঐ কুলী! পাহারাওয়ালা ডাকো, বেটাকে বাঁধিয়ে দেবো।

অব। কুলীর মতন দেখেছ, সেই শরীর রাণী, এখনো তোমার ঘাড়ে ভর ক'রে রয়েছে।

নীরদ। তবে রে ব্যাটা গাঁজাখোর, তুমি এর ভিতর আছ?

অব। উঃ, বঙ্কার হয়েছে। শিকেয় দড়ি বেঁধে মাথায় কলসী কতক তোমার জল ঢালতে হবে।

নীরদ। সব ব্যাটাকে বাঁধিয়ে দেবো—সব ব্যাটাকে বাঁধিয়ে দেবো।

অব। হুঁ, বাঁধতে হবে, নইলে আজ খুনখারাপি করবে।

নীরদ। ওরে বাপ রে—শালা বাঁধতে চায় রে।

[প্রস্থান।

অব। দাঁড়াও, দাঁড়াও, তিন ফুঁয়ে তোমায় ঝেড়ে দিচ্ছি।

[অবধূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর।

বিরজা।

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

বিরজা। এ কি ঠাকুরপো! তুমি এমন হয়েছ কেন?

উপেন্দ্র। যা হবার, তা হয়েছি, পাগল হয়েছি—শোন নি?

বিরজা। পাগল হয়েছ কি?

উপেন্দ্র। কেন, শোন নি? নীরো আর গর্ভধারিণীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, আমি পাগল হয়েছি ব'লে, আদালতে দরখাস্ত করেছে। আমার খোরাকির কোম্পানীর কাগজ আটক করেছে। আমায় পাগল সাব্যস্ত করবে। নইলে সে কোম্পানীর কাগজ হাতে পাবে না, তোমার বিষয় হাত করতে পারে না। আমি পাগল না হ'লে, তোমার বিষয় যে তুমি পাবে।

বিরজা। অ্যাঁ, বল কি! কি সর্ব্বনেশে কথা! তুমি বসো—বসো।

উপেন্দ্র। আর বস্‌বো না, এ বাড়ীতে আমার স্থান নাই। এ বাড়ীতে থাক্‌লে আমায় গারদে দেবে, তাই পালাচ্ছি। বড় মনে সাধ ছিল, শৈলেনকে দেখবো;—সে তো এ বাড়ীতে নাই। যদি অপঘাতমৃত্যুর সাধ না থাকে—তুমিও পালাও।

বিরজা। তুমি স্থির হও—স্থির হও, কে তোমায় গারদে দেয় দেখি! তুমি নাও নি—খাও নি?

উপেন্দ্র। আর নাওয়া-খাওয়া, এখন যতদিন বাঁচি, ভিক্ষে ক'রে তো খেতে হবে। সর্ব্বস্ব আটক হয়েছে, ভিক্ষে ক'রে খাবো, নইলে কোথায় খাবো?

বিরজা। ছিঃ! ছিঃ! এমন সন্তানও জন্মায়!

উপেন্দ্র। ঠিক সন্তান, কলির সন্তান! আমি চল্লুম—আমি পালাই, আমার পায়ে বেড়ী দেবে—আমি [illegible] আর পাগল হয়েছি।

(তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

তর। এসো—এসো—ঘরে এসো,—আর শক্ত কাশিও না! ঘরে এসো—এখানে কি কচ্চ?

উপেন্দ্র। বেড়ী এনেছো! এইখানে পরিয়ে দাও! না, একটু দেরী করো, দুটো কথা কই!

তর। আর কথা কয় না; এসো এসো।

উপেন্দ্র। তুমি কি জাত? তোমার কোন ঘরে জন্ম? তুমি কি মানুষের ঘরে জন্মেছ? ঠিক বলো—ঠিক বলো। তোমার জোড়া পৃথিবীতে আছে! তোমার ভারে পৃথিবী কেঁপে যায় না!

তর। নীরো—নীরো! শীগ্‌গির আয়—শীগ্‌গির আয়, এখানে তোর জ্যেঠাই সোহাগ ক'রে পাগল ক্ষেপেছে!

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। জ্যেঠাইমা, তোমার সঙ্গে আমাদের সুবাদ কি? বাবাকে তো পাগল ক'রে সব লিখে নিয়েছ, আবার কেন? বাবা, আসুন—বাবা, আসুন!

উপেন্দ্র। ছুঁসনে—ছুঁসনে—গায়ে হাত দিস্‌নে। সবই তো হয়েছে, কেন নরহত্যা করাবি—কেন পুত্রহত্যা করাবি—কেন স্ত্রীহত্যা করাবি? স'রে যা!

তর। ও গো—উন্মাদ হয়ে ক্ষেপেচে! নীরো, তোর

তাহ্, লোক ডেকে, বেঁধে ফেলে যাব ; নইলে খুনোখুনি করবে, খুনোখুনি করবে।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ, খুনোখুনি করবো।

(তরঙ্গিণীর গলা টিপিয়া ধরণ)

নীরদ। খুন করলে, খুন করলে !

[দ্রুত প্রস্থান।

বিরজা। কি করো, কি করো, খুন হয়ে যাবে !

উপেন্দ্র। কিছু বলো না, বড় বৌদিদি, কিছু বলো না, এই জন্মেই সব হয়ে যাক্ ! (তরঙ্গিণীর প্রতি) এখনো মরিস্ নি !

(বৈদ্যনাথ, নিতাই ও মন্মথের প্রবেশ এবং তরঙ্গিণীকে মুক্তকরণ)

বৈদ্যনাথ। কি করো উপেন, কি করো ?

নিতাই। বড় বউদিদি, শীগ্‌গির জল আনো।

(বিরজার জল আনয়ন ও তরঙ্গিণীর মুখে দেওন)

বৈদ্যনাথ। এ কি উপেন, কি করলে ?

উপেন্দ্র। কি করেছি, পাগল হয়েছি, জানো না ? দেখে টের পাচ্ছ না ? কাজ দেখে বুঝতে পাচ্ছ না ?

তর। ও রে বাবা রে, খুন করেছে রে—

উপেন্দ্র। মরিস্ নি মরিস্ নি ? স্ত্রীহত্যা করা অদৃষ্টে নাই।

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

বৈদ্য। উপেন, উপেন, চ'লে এসো, চ'লে এসো।

উপেন। যাচ্ছি, রাস্তায় রাস্তায় তো ঘুরতেই হবে, ভিক্ষে ক'রে তো খেতেই হবে, আর তো উপায় নেই, আর তো উপায় নেই ! কুলের ধ্বজা পুত্রকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ফকির হয়েছি, তা কি শোন নি ?

নিতাই। এসো, এসো, রাস্তায় ঘুরবে কেন ? আমার বাড়ী নাই, বনের বাড়ী নাই ?

বৈদ্য। উপেন, চল চল।

উপেন্দ্র। তা, যাই, একবার শৈলেনকে আমায় দেখিও, যতক্ষণ তারে না দেখি, এ পাপ দেহে প্রাণ যাব্‌বে না। কিন্তু শীগ্‌গির দেখিও, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, এ পাপ-দেহে আর প্রাণ থাকতে চায় না।

বিরজা। ও মা, সার্জ্জন যে গো !

[অন্তরালে গমন।

উপেন। এই দেখ, আমার সুসন্তান দেখ, আমায় ধরিয়ে দেবার জন্ম সার্জ্জন এনেছে।

(ইন্‌স্পেক্টার ও পাহারাওয়ালাগণকে লইয়া নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। বিনোদ বাবু, বাঁধো—ধরো।

বিনোদ। কই, খুন কই ?

উপেন্দ্র। বাবা, ফাঁসী হবে না, ফাঁসী হবে না খুন হয় নাই, বেঁচে গিয়েছে—বেঁচে গিয়েছে !

নীরোদ। বিনোদ বাবু, ধরুন, গারদে নিয়ে যান খুনে হয়েছেন। মা, মা, এ দিকে এসো, সার্জ্জন সাহেবকে বলো।

(তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

তর। আর কি বলবো বাবা, আমায় খুন করেছিলো বাবা, আমার গলা টিপে ধরেছিলো বাবা !

নিতাই। বিনোদ, সব বুঝতে পেরেছ তো ?

বিনোদ। উপেন বাবু পাগল হয়েছেন না কি ?

তর। উন্মাদ হয়েছে, খুনে হয়েছে, আমায় খুন করতে করতে রেখেছে, বেটাকে শাসিয়েছে।

নীরদ। বিনোদ বাবু গারদে নিয়ে চলুন। ছাড়া থাকলে খুন করবেন !

নিতাই। বিনোদ, কিছু বুঝতে পাচ্ছ না ? চলো, সব বলছি।

বৈদ্য। (উপেন্দ্রের হাত ধরিয়া) চলো, চলো।

উপেন্দ্র। আহা, কুলতিলক, কুলতিলক, বংশ পবিত্র ক'রে জন্মেছ ! তুমি যে দিন জন্মাও, দাদা দেশে ঢাকঢোল বাজেন নাই, তুমিও খুব ঢাক ঢোল বাজালে। ধন্য তুমি, তোমার গর্ভধারিণী ধন্য, তোমার জন্মদাতা ধন্য ! তোমার চিন্তা নাই, আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না, তুমি দাঁড়িয়ে ভাবছ কেন ? মঙ্গল করো, পাগল গারদে দিও।

নীরদ। বিনোদ বাবু, পাগল হয়েছেন—বুঝতে পারছেন না ?

বিনোদ। পাগল হয়েছেন, না করেছেন, কিছু বুঝতে পারছি না। দেখে শুনে আমিই পাগল হবার যোগাড় হয়েছি।

রত্ন। নীরে, ভাল সার্জ্জন ডেকে নিয়ে আয়, ভাল সার্জ্জন ডেকে নিয়ে আয়!

বিনোদ। হ্যাঁ মা, তাই ডাকান, আমার সর্ব্ব নয়।

[ইন্‌স্পেক্টর ও পাহারাওয়ালাগণের প্রস্থান।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, মনে করেছিলুম, শ্বশুরের বংশ, ক্ষেমা ঘেন্না করবো। কিন্তু আর কারো মুখ চাব না। তুমি আদালত থেকে সিগ্‌গির হুকুম বা'র করো। দশ বচ্ছর হ'ল আমার এই দশা হয়েছে,—আমি বিষয় থেকে একটি পয়সা নিইনি। পেট-ভাতায় এদের সংসারে বাঁদীগিরি করছি। এখন কড়ায়-গণ্ডায় আমার ভাগের ভাগ বুঝে নেব।

বৈদ্য। চলো না হে—চলো না—

উপেন্দ্র। দাঁড়াও দাঁড়াও, বাছার মুখকান্তি দেখছি—চাঁদমুখ দেখছি,—আমার বংশের তিলককে দেখছি।

বৈদ্য। এসো-এসো।

নীরু। (তর্জ্জনীর প্রতি জনান্তিকে) মা, দেখ না, আমি যদি গারদে না দিই তো আমার নামই নয়!

উপেন্দ্র। মরি মরি নীরবচন্দ্র রে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রেজেষ্টারী আফিস।

সতীশ, শরৎ ও হীরু ঘোষাল।

সতীশ। বল কি? নীরে পাঁচশ হাজার টাকা দিয়ে—মেটালে না? জোচ্চোরী কেস! একেবারে যে চৌদ্দ বৎসর বনবাস? চাল জেলে যাবে?

হীরু। সব!

শরৎ। শুধু সব নয় বাবা—নিতাই উকীল, বড় বৌ'র বিষয় আদালত থেকে বা'র ক'রে নিয়েছে। বড় বৌ ঠাকরুণের বুকভাঙ্গা পণ—কড়ায়-গণ্ডায় ভাগের ভাগ বুঝে নেবেন। কম ত নয়, তিনি দশ বছর বিধবা হয়েছেন, বিষয় থেকে একটি পয়সা নেন্ নি, তাঁকে তাঁর দশ বৎসরের আয়ের ভাগ বুঝিয়ে দিতে খুড়ো-ভাইপোর জিভ বেরিয়ে পড়েছে। তাইতে নীরের হাতে নগদ যা কিছু ছিল, সব গেছে।

সতীশ। একটা বিষয় বাঁধা দিয়ে কেন দিচ্ছে না। পনর হাজার বই ত নয়?

হীরু। বুঝতে পাচ্ছে না, অত বুদ্ধি নাই। তুমি বুঝি আজকাল দালালী ধরেছ?

শরৎ। নিতাই উকীল কি সে যো রেখেছে? সহজে হস্তান্তর কর' যায়, এমন সব বিষয় ক্রোক্ করেছে।

সতীশ। তা হ'লে শিবু উকীল ত শৈলেনের কাছে ওঁকে পড়ুক?

শরৎ। তেমনি কাঁচা ছেলে কি না; শিবু উকীল কাকে পড়বে কি? শৈলেনকে কতুর করবে। শৈলেন দেনার জ্বালায় অস্থির হয়েছে, পাওনাদাররা তিষ্ঠুতে দিচ্ছে না, তাই মৎলব করেছে, তালতলার বাড়ীখানা বেচ্‌বে।

সতীশ। সেই বাড়ীর দলিল রেজেষ্টারী ক'রে নেবার জন্যে ত আমি এসেছি, আমার একজন আত্মীয় কিন্‌ছে।

শরৎ। বুঝে সুঝে কিনো, বাবা। ওর ভেতর গোল আছে। শৈলেন স্ত্রীধন ব'লে পরিবারকে দিয়ে বাড়ী বেচাচ্ছে, কিন্তু তা নয়, বাড়ী বেনামী। তার সব প্রমাণ শিবু উকীলের কাছে আছে। সেই প্রমাণের কাগজ-পত্তর হস্তগত করবার জন্যে, শৈলেন শিবু উকীলের কাছে হাঁটাহাঁটি কান্নাকাটি কচ্ছে—পায়ে পর্য্যন্ত ধরেছে।

হীরু। পায়েই ধরুক, আর মাথাই খুঁড়ুক, শিবু উকীল সেগুলোকে ইষ্ট-কবচ ক'রে রেখেছে।

শরৎ। আর এ দিকে শৈলেনকে বলছে—আমি costএর দরুণ যে টাকা পাব, তার একটা কিনারা ক'রে দাও! তোমার বড় বৌদিদি ম'লে তুমি তার অর্দ্ধেক বিষয় পাবে, সেই স্বত্ব আমায় লিখে দাও, তা হ'লে আর তালতলার বাড়ী নিয়ে কোন গোল করব না। শুন্‌ছি—আজ সেই স্বত্ব রেজেষ্টারী ক'রে নেবে।

সতীশ। তবে আর কি। তালতলার বাড়ী নিয়ে শিবু উকীল আর কোন গোল করবে না।

শরৎ। না। সাব—[illegible]। রেজেষ্টারেরে [illegible]

শেষে, শিবু উকীলের কাছে ঠেকেও যে তোর শিক্ষা হয় নি।

সতীশ। কি জানিস্, আমার খরচার বহর অমন ক'রে জড়িয়ে রেখেছিল। সেই costএর যখন কিনারা হচ্ছে, তখন আর শৈলেনের বাড়ী নেবে কেন?

শরৎ। কামড়ে কামড়ে ইট্-পাট্কেল খাবে ব'লে। বাড়ী, ঘর, দোর না খেলে ওর রাত্রে ঘুম হয় না।

সতীশ। কি ক'রে নেবে বল না, সব খরচাই যদি চুকল?

হীরু। তিনখানা হ্যাণ্ডনোট ডিক্রী ক'রে জীইয়ে রেখেছে—এক দিকে শৈলেন বড়বৌর স্বত্ব লিখে দেবে, আর এক দিক্ দিয়ে শিবু উকীল তাল-তলার বাড়ী attach করবে।

(শিবু উকীলের প্রবেশ)

শিবু। ওহে শরৎ, হীরু, তোমাদের দু'জনের এক-জনকে শৈলেনকে identify করতে হবে।

শরৎ। তা ত করব, কিন্তু এ দিকে যে নীরে সাফ্ জবাব দিয়ে গেল।

শিবু। পাগল আর কি! সাফ্ জবাব দেবে কি? ওর শাশুড়ীর হাতে টাকা আছে, আমি তার কাছে যেতে বলেছি।

হীরু। মশায়, ও সব মক্কথার পটি,—তুমি ভুলো না!

শিবু। পাগল হয়েছ? টাকা দিয়ে না মেটালে পলি-পোলাও খাবে যে? সে আমি ঠিক করেছি, তোমাদের ভাবনা নেই। টাকা দিয়ে মেটা-তেই হবে। কা'ল মকদ্দমা মুলতুবি নেব, তা হ'লেই টাকার যোগাড় হবে।

শরৎ। জজ যদি মুলতুবি না দেয়?

শিবু। দু'পক্ষ মিলে দরখাস্ত করব, postpone হ'তেই হবে। তোমরা থেকো, আমি আফিস-ঘর থেকে একটা কাজ সেরে আসছি। হাকিমও আসতে আর বেশী দেরী নাই।

সতীশ। শিবু বাবু, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

[উভয়ের প্রস্থান]

হীরু। যা বিধি যা হয় হবে। এখন একটা মাল হাতে এসেছে—বুঝলে গেরস্তর মেয়ে, সোয়ামী জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, মানুষ খুঁজছে—বেরিয়ে আসবে।

শরৎ। এ সব কথা কি তোমার বাড়ীতে এসে ব'লে গেল?

হীরু। কাজের কথায় ঠাট্টা নয়। কা'ল সন্ধ্যের পর গঙ্গার ধারে দেখা—চাদর মুড়ি দে, একলা ব'সে কাঁদছিল। আমি সব কথায় কথায় ভাব বুঝে নিলুম।

শরৎ। চেহারাখানা কি রকম দেখলে?

হীরু। বললুম, চাদর মুড়ি দিয়েছিল। সে আর দেখতে হবে না। যে মিষ্টি কথা কইলে, তাতেই বুঝ-লুম, একেবারে পরী না হোক্, সুন্দরী বটে। কা'ল তোমার মকদ্দমা, আমি পরশু গঙ্গার ধারে থাকতে বলেছি। একেবারে গয়নার বাক্স নিয়ে বেরিয়ে আসবে। তুমি রাজি না থাক,—বল, আমি অন্য লোক জোটাব।

শরৎ। আর কাজ কি তোমার অন্য লোক জুটিয়ে!

(শিবু উকীল, শৈলেন্দ্র ও সতীশের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। শিবু বাবু, আমি আপনার শরণাগত, প্রাণায়-গলায় হয়েছে, সামলাতে পারছি না। আমার রক্ষা করুন,—খেতে, বসতে, শুতে তাগাদা! এতদিন যাদের বিষয় দেখিয়ে রেখেছিলুম, নিতাই দা জোক দিতে তারা আর থামছে না। জীবনে সে সব কথা শুনি নি, তা শুনছি—হজম করছি। আপনি সহায় হয়ে আমার বাড়ীখানি বেচিয়ে দিন। দু'দিন একটু হাঁফ ছাড়বার সময় পাই। (সতীশের প্রতি) সতীশ, টাকা এনেছ ত ভাই?

শিবু। শৈলেন বাবু, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমার দলিলখানা রেজেষ্টী হয়ে যাক, তার পর যা বলেছি, তার নড়চড় হবে না।

সতীশ। না হে শৈলেন বাবু, আমি শিবু বাবুকে সে কথা জিজ্ঞাসা করেছি, উনি বলেছেন, কোন গোল হবে না। যে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে, তার গলায় কি কেউ ছুরি দেয়? উনি বলেছেন, ও বাড়ী তুমি স্বচ্ছন্দে কিনতে পার।

শৈলেন্দ্র। দেখ ভাই, শেষ যেন কোন গোল না হয়।

সতীশ। গোল কি? তুমি যাতে একটু ঠাণ্ডা হ'তে পার, আমি সেই চেষ্টা করব। আর শিবু বাবু আমায় কথা দিয়েছেন, কোন গোল করবেন না।

যাক্, এখন দুর্গা ব'লে ত ঝুলে পড়, তার পর যা বরাতে আছে হবে।

শৈলেন্দ্র। দেখুন, পাওনাদারদের এম্নি জোর তাগাদা, আজ বাড়ী বেচে টাকা পাব শুনেছে, তাই এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে।

(রেজিষ্ট্রার, কর্ম্মচারী প্রভৃতির প্রবেশ)

শিবু। আগে আমার দলিলখানা রেজেষ্টারি হয়ে যাক্।

(দলিল দাখিল করণ)

রেজি। কি দলিল?

শিবু। বলুন শৈলেন বাবু?

শৈলেন্দ্র। মর্টগেজ দলিল। বিরজা দাসীর অৰ্দ্ধেক সম্পত্তির আমি উত্তরাধিকারী। শিবু বাবু হ্যাণ্ড-নোটের দরুন আমার নিকট অনেক টাকা পান, সেই টাকার জন্য এই দলিল লিখে দিচ্ছি।

রেজি। সনাক্ত করবে কে?

শিবু। এই হীরু ঘোষাল।

রেজি। ঘোষাল মশায়ের দেখছি, এখানে মাসে দুই একবার যাওয়া আসা আছে।

হীরু। কি করি হুজুর! অনেকের সঙ্গে আলাপ, কারু কথা ঠেল্‌তে পারি না।

শিবু। হুজুর, এর সনাক্ত যদি গ্রহণ না করেন, আমার অপর লোক আছে।

রেজি। না না, উনিই করবেন। কেমন মশায়, আপনি একে চেনেন কি?

হীরু। আজ্ঞে, শৈলেন বাবুকে চিনি নি? চিনি বই কি?

রেজি। বেশ—সই করুন। (শৈলেন্দ্রের প্রতি) আপনিও সই করুন। (কর্ম্মচারীর প্রতি) নাও হে, এদের finger print নাও।

(জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

ভদ্র। কই হে সতীশ, কত দূর?

সতীশ। এই যে হচ্ছে। এই দলিলখানা হয়ে যাক্।

কর্ম্মচারী। (শিবুকে) এই নিন আপনার রসিদ নিন।

সতীশ। শৈলেন বাবু, দলিল present করুন।

রেজি। কি দলিল?

শৈলেন্দ্র। বিক্রয় কবালা। তালতলায় আমার স্ত্রীর একখানি বাড়ী আছে, তাঁর স্ত্রী-ধনসম্পত্তি ইনি কিনবেন।

শিবু। স্ত্রীধন-সম্পত্তি আপনি বিক্রয় করবার কে?

শৈলেন্দ্র। সরোজিনী আমার নামে বিক্রয় কবালা রেজেষ্টারী করবার power দিয়েছে, এই দেখুন।

শিবু। সরোজিনী দাসী এখানে উপস্থিত নাই, থাকলে হাকিমকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করতে বলতুম।

শৈলেন্দ্র। শিবু বাবু, আমায় দয়া করুন, রক্ষা করুন।

সতীশ। সে কি শিবু বাবু, তুমি এই আমার বাড়ের কোন খোঁজ নাই!

ভদ্রলোক। চুপ করো না—চুপ করো না—উনি কি বলেন—শোনা যাক্। কি হয়েছে মশায়?

শিবু। হবে আর কি? এ সব জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছেন!

শৈলেন্দ্র। শিবু বাবু, কি কথা ব'লে দয়ার উদ্রেক করতে হয়, জানি না। আপনার পায়ে ধরি, আমায় রক্ষা করুন।

শিবু। বটে, জুচ্চুরির আর জায়গা পাও নি? এটা আদালত—তা জান? এখানে এসেছ জুচ্চুরী করতে? তুমি পায়ে ধরছ ব'লে কি আমি অধর্ম্ম করব? নিরীহ ভদ্রলোককে ঠকাবে, দাঁড়িয়ে দেখব?

ভদ্র। মশায়, কি হয়েছে বলুন।

শিবু। ভাগিস্ আমি আদালতে উপস্থিত ছিলুম, কি হয়েছে, জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? জোচ্চোরে মিলে আপনার টাকা ঠকিয়ে নিচ্ছে।

ভদ্র। কেন মশায়?

শিবু। বাড়ী সরোজিনীর নয়, ইনি তাঁর নামে বেনামী করেছেন। তার ভেতরে অনেক গোল। আমার কাছে সব প্রমাণ আছে, দেখতে চান—আমার আফিসে যাবেন। আর কিন্‌তে ইচ্ছা হয় কিনুন কিন্তু রাখ্‌তে পারবেন না। আমার ডিক্রী আছে এর সম্পত্তি ক্রোক ক'রে নেব।

ভদ্র। বটে! বটে! (শৈলেনের প্রতি) ছি! ছি মশায়, আপনি ভদ্রলোক, এমন জুচ্চুরী মতলব করেন! (সতীশের প্রতি) সতীশ, তোমার উপর ভার দিয়েছিলুম। এই ভদ্রলোক না থাকলে ত ঠক্‌তুম!

শিবু। আপনি cheating charge আনেন, জেলে দিন, আমি সাক্ষী দেব।

শিবু। আর বাকি মশায়, আমি ও বাড়ী আর ফিরব না। সতীশ, এস বাড়ী যাই।

[শিবু উকীলের প্রস্থান।

সতীশ। তুমি যাও, আমি পরে দেখা ক'রে তোমায় সব বলব।

[ভদ্রলোকের প্রস্থান।

রেজি। ছিঃ! ছিঃ! শৈলেন বাবু, আপনি বড়ঘরের ছেলে, এ সব কি? সভ্যপথ, সদ্ব্যবহার—লোকে আপনাদের কাছে থেকে শিখবে, তা না আপনারাই পথ দেখাচ্চেন? আর যাঁদের রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে, তাঁরা অপেক্ষা করুন, আমার chamberএ একটি স্ত্রীলোক এসেছে, আমি তার দলিল রেজেষ্টী ক'রে আসি।

[রেজিষ্ট্রারের প্রস্থান।

১ম পাওনাদার। কি হ'ল মশায়? আমার টাকা পাব না! চুপ ক'রে রইলেন কেন? ব'লে এলেন যে—এইখানে সব চুকিয়ে দেবেন? এত দমবাজী?

শৈলেন্দ্র। হা ভগবান্!

২য় পাওনাদার। ও:—আবার ভগবান্ দেখান আছে! বলি, ধর্ম্মজ্ঞান আছে না কি?

সতীশ। মশায়, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা আর কেন দিচ্ছেন? ইনি জোচ্চোর নন, র'য়ে বসে নিন—আপনারা পাবেন।

৩য় পাওনাদার। আর পাবেন! এমন ঠকের পাল্লায় কখনো পড়ি নি! আর আছে কি?—পাব কি?

৪র্থ পাওনাদার। নাও নাও—যা পাও, ছাতা, চাদর কেড়ে নাও—ছাতা চাদর কেড়ে নাও।

সতীশ। মশায়, মাপ করুন। (শৈলেন্দ্রের প্রতি) চল, শৈলেন বাবু, বাড়ী চল।

১ম পাওনাদার। নিলেন হাতের সুখটা ক'রে নাও ত হে! দু'টো কান আচ্ছা ক'রে ম'লে দাও ত! টাকা যা পাব, তা ত দেখ্‌ছি।

সতীশ। শৈলেন, বাড়ী চল, তোমায় রেখে যাই, এ সব আর কি শুনবে? সময় বিগুণ হ'লে এমনি সব হয়।

শৈলেন। তাই ত—তাই ত—দুঃখ কি? কিছু না—কিছু না। এমনি হয়—এমনি হয়।

সতীশ। চল—বাড়ী যাই।

শৈলেন্দ্র। বাড়ী?—চল। এমনি হয়—এমনি হয়।

২য় পাওনাদার। চল হে, চল। টাকা ত কোঁচড় ভ'রে পাওয়া গেল।

সতীশ। আবার থমকে দাঁড়ালে কেন? ও সব আর কি শুনছ?

শৈলেন্দ্র। কিছু না—কিছু না, এমনি হয়,—এমনি হয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের বাটী।

বিরজা ও নিতাই।

নিতাই। বউদিদি, নীরে আর শৈলেনের উপর তুমি যে টাকার ডিক্রী পেয়েছ, তা সব টাকা নগদ দিতে পারবে না, ওদের বিষয় ক্রোক দিতে হবে। তা সব তোমার নামে কিনি?

বিরজা। ঠাকুরপো কি বলে?

নিতাই। সে বলে, তোমায় জিজ্ঞাসা করতে।

বিরজা। তুমি কি বল?

নিতাই। আমি ত তোমায় জিজ্ঞাসা করছি।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, তুমি শৈলেনের কাছে আর একবার যাও।

নিতাই। আমি আরও দশবার যেতে রাজি আছি; কিন্তু গেলে ফল কি? তার যে ধনুকভাঙ্গা পণ; বাড়ী বেচে গেছে, এ বাড়ীতে আর আসবে না। হাতে যা টাকা ছিল—গেছে, ছোট বউয়ের গহনা-পত্তর সব গেছে! চারদিকে দেনা; তবু কারুর সাহায্য ও নেবে না।

বিরজা। ঠাকুরপো, মাই দিয়ে মানুষ করেছি, আমি কি তার উপর রাগ ক'রে থাকতে পারি? এই অজগর পুরী, আমার মনে হয়, আমি শ্মশানে ব'সে আছি। আমি না বললে শৈলেন খেতে পারত না! সেই শৈলেন আমার পর হ'ল! ছোট বউ আচল পেতে ব'সে কিরতো; ঠাকুরপো রাগের মাথায় গেছে, আর তোর মুখদর্শন করব না। কাশী থেকে এসে আর তাদের এখানে

পেলুম না। আমার বুকে শেল বিঁধে রয়েছে। নিতাই ঠাকুরপো, তুমি আর একবার যাও।

নিতাই। আমি কালই যাব।

বিরজা। আর ঠাকুরপোকে বলো, আমি মেয়েমানুষ, আমার ঘাড়ে সব জমি ক'রে ফেলে দিয়ে পরের বাড়ী কি ব'সে থাকা ভাল?

নিতাই। পরের বাড়ী কি বউদিদি? আমাকে কি পর মনে কর, বড়দার সঙ্গে আমার কি সুবাদ ছিল, তা তুমি যত জান, তত আর কেউ জানে না। সে সব কথা কি ভুলে গিয়েছ?

বিরজা। ভুলিনি ভাই, কিন্তু কেন যে ভুলি নি, তা ত জানি না। আট বছরের মেয়ে, এদের সংসারে এলুন, তখন ভাল ক'রে হাত তুলে খেতে শিখি নি। মানুষ-মুনুষ ক'রে শ্বশুর শাশুড়ী আমার গলায় সংসার দিয়ে স্বর্গে গেলেন। বিষয় গেল, রাধাবল্লভজীর কৃপায় আবার ফিরে পেলে। তখনও দেখেছি, এখনও দেখছি।

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। বড় সু-খবর এনেছি, বড় সু-খবর এনেছি, বড় বউদিদি, সন্দেশ নিয়ে এসো! মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছ কি? মনে কচ্ছ, আমি পাগল? মেডিক্যাল বোর্ডে বারো জন সাহেব ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছে, আমি পাগল নই। তোমার নীরে আর আমাকে পাগল বলতে পাচ্ছে না।

নিতাই। কি শুনে তুমি অমন ছুটে এলে? একে ডাক্তার বলে, তোমার heart weak, কোন রকম উত্তেজনা, ভাবনা ভাল নয়।

উপেন্দ্র। চোপরাও, বক্তৃতা করিস্ কোর্টে।

বিরজা। স্থির হও, ঠাকুরপো স্থির হও! কি কথা-টাই বল না?

উপেন্দ্র। অতি সুসংবাদ,—অতি সুসংবাদ, কুলের তিলক তোমার নীরে।

বিরজা। স্থির হয়ে বল। ব'স ব'স, অত হাঁপিও না। নীরে আবার কি করেছে?

উপেন্দ্র। গুণধর বংশধর—জাল ক'রে হাজতে গেছে।

বিরজা। অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ!

নিতাই। তুমি কার কাছে শুনলে?

উপেন্দ্র। তোর মুহুরীর কাছে। বলে, জজ postpone দিলে না। ফৌজদারী সোপরদ্দ করবার হুকুম দিয়েছে। জামিন চাইলে, আদালতে কেউ জামিন হ'লো না। হাজতে নিয়ে গেছে, এ বংশের ছেলে জামিন পেলে না। স্বর্গের ধ্বজা আপনি নড়ে!

(উপেন্দ্রর কম্পন, বিরজার পাখা লইয়া ব্যজন)

বাতাস কচ্ছ কি? মরব না—নীরের ফাঁসী না দেখে মরব না।

নিতাই। জাল করলে ফাঁসী হয়, তোকে কোন্ উকীল বলেছে?

উপেন্দ্র। মহারাজ নন্দকুমারের হয়েছিল, নীরেরও হবে। ফকির হয়েছি—ফকির হয়েছি, নইলে আজ কালীঘাটে পূজো দিতুম। নিতে, চল্—কালীঘাটে যাই।

বিরজা। স্থির হও ঠাকুরপো—স্থির হও।

উপেন্দ্র। বাতাস ক'চ্ছ—মাথা ঠাণ্ডা করবে? চিরকাল তোমার ঐ একদশায় গেল। এখনো শিখলে না, এখনো পরের জন্যে মাথাব্যথা। মলে স্বভাব যায় না। সংসার বজায় করবে? মনে করেছ—আবার সব যেমন ছিল, তেমনি হবে? তোমার মরণ হয় না? তুমি মরবে কবে?

বিরজা। ঠাকুরপো, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, আমায় এখনি রেখে এসো, আমি আর সইতে পারি না। রাধাবল্লভ!

নিতাই। বউদিদি, তুমিও দেখছি যে পাগলের মত পাগলামি আরম্ভ করলে?

উপেন্দ্র। চোপ ইষ্টুপিড্, তুই না সঙ্গে ক'রে আমায় মেডিক্যাল বোর্ডে নিয়ে গিয়েছিলি?

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, কি হবে? আমায় নিয়ে চল, আমি জামিন হয়ে ছোঁড়াকে খালাস ক'রে আনি।

নিতাই। বউদিদি, তুমি না বল, আর কারো মুখ চাইবে না?

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, আমার শ্বশুরের বংশে কলঙ্ক হবে; তুমি যাতে জামিন হয়, কর।

উপেন্দ্র। কি, জামিনে খালাস করবে? খুন করব, কেটে কুচি কুচি ক'রে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব। নিজেকে কাট্‌বো। তোমায় কাট্‌বো। আর ঐ সর্ব্বনাশী মেজ বৌকে কাট্‌বো। জামিনে খালাস করবে? খবরদার! খুনোখুনি হবে, খুনোখুনি

হবে! জীবনে অনেক সাধ ছিল, দাদার নামে ডাক্তারখানা ক'রে দেবো, বড় বউদিদির নামে অতিথিশালা হবে, এমনি আরও কত কি! তখন পাগল ছিলুম, এখন ভাল হয়েছি, তাইতে ফকির করতে নীরদচন্দ্রকে বিষয় দিয়েছি! এখন দুটি সাধ আছে—নীরেন ফাঁসী দেখ্‌বো, আর—আর—আর শৈলেনকে একবার দেখবো। কি মমতা, কি মমতা! স্বহস্তে পুত্র বধ করা যায় না। ছোট ভাই লাঠি মারতে এলেও তাকে ভোলা যায় না।

বিরজা। ঠাকুরপো, চেঁচিও না, মেজবউ এখনি শুনতে পাবে।

উপেন্দ্র। আহা, কুললক্ষ্মী গো—কুললক্ষ্মী! আমাদের ছোটখাট সংসারে তেমন স্ফূর্ত্তি হলো না, একটা বড় রাজা-রাজড়ার ঘরে পড়তো ত রঙ্গিনী হবে নাচতো! সংহাররূপিণী! একটা বলি না নিয়ে ঠাণ্ডা হবে না। বড় ঘুম পাচ্চে, একটু ঘুমুই গে।

[উপেন্দ্রের প্রস্থান।

বিরজা। রাধাবল্লভ, আমার [illegible] দিলে! নিতাই ঠাকুরপো কি দেখছ, [illegible] নীরেকে খালাস ক'রে [illegible]। ঠাকুরপোকে আর তোমার বাড়ী যেতে দেব না। আমি না হ'লে ওকে কেউ ঠাণ্ডা করতে পারবে না। শেষ কি সত্যি পাগল হবে! এক একটা ধাক্কা আসে, আর এমনি হয়ে পড়ে। হ্যাঁ নিতাই ঠাকুরপো, হাকিমে জামিন ক'রে যেতে দেয় ত?

নিতাই। আহা, তা আর দেয় না!

বিরজা। তুমি কি এর কিছু জানতে না?

নিতাই। আমি ত আজ আদালতে বেরুই নি। শুনছিলুম—পনের হাজার টাকায় রফার কথা হচ্চে। তা তোমায় বলব মনে করেছিলুম।

বিরজা। যাও, যত টাকা লাগে, যা করতে হয়, নীরেকে খালাস ক'রে আন। নইলে তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না।

[নিতাইয়ের প্রস্থানোদ্যম।

দেখ, নীরেকে এনে আমায় এখান থেকে কোথাও পাঠিয়ে দাও, আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরব। আর পারিনে পারি না।

[নিতাইয়ের প্রস্থান।

(ফুলীর প্রবেশ)

ফুলী। বড় মা, তুমি তীর্থে [illegible] যাচ্ছ?

বিরজা। আর মা, [illegible] পাপে পরিপূর্ণ হয়েছে!

ফুলী। কোন্ তীর্থে [illegible] মা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বিরজা। তুই ছেলেমানুষ, [illegible] কি এরই মধ্যে তীর্থধর্ম্মের [illegible]

ফুলী। ও মা, এমন কথাও [illegible] ধর্ম্মকর্ম্মের আবার বয়স কি মা! [illegible] কি যমে ছাড়বে?

বিরজা। বালাই, ও কি কথা বলছিস?

ফুলী। বড় মা, আমি তীর্থ দেখতে [illegible]। কোলকাতার ভেতর আর তার আশে [illegible] তীর্থ আছে, নিত্য ঘুরে ঘুরে [illegible]!

বিরজা। ছুঁড়ী বেশ কথা কয়, আবার ঐ একটা পাগলামী ক'রে বসে! কোলকাতায় আবার তীর্থ কি—রে?

ফুলী। মা, তুমি দেখ নি,—কত তীর্থ আছে, একটি আছে—[illegible] তীর্থ, কাল দুপুর বেলায় তুমি যখন গঙ্গাস্নানে যাবে, তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনব।

বিরজা। [illegible] ফুলী, কাছে এমন তীর্থ [illegible], আমি নাম শুনি নাই! আচ্ছা, কাল তুই আসিস, আমি গিয়ে দেখে আসব। কই—ঠাকুরপো কোথায় গেল! মেজ বউ আবার [illegible] ক্ষ্যাপাচ্চে।

[প্রস্থান।

ফুলী। (স্বগতঃ) মনে হচ্চে যেন [illegible]—কোথায় যাই,—বড় মা যদি তীর্থে [illegible] যায়! মোনা বাবু "পাতকোর [illegible] কথা" বলেছিল। আমার মনে [illegible] পাতকোরাটিতে আমার [illegible] প্রাণটা যেন সাগরে গে মিশতে [illegible]।

(মন্মথের প্রবেশ)

মোনা বাবু, বড় মা [illegible] বয়স হয় নাই, কোন্ বয়সে ধর্ম্মকর্ম্ম করে মোনা বাবু?

মন্মথ। কেন—[illegible] এই সব ধর্ম্মকর্ম্ম না

পরের উপকার ক'রে বেড়াচ্ছিস্—দশজনে তোর কত সুখ্যাতি করে! তুই ত মনের সুখে আছিস্।

ফুলী। আছি, কিন্তু—

মন্মথ। আবার কিন্তু কি?

ফুলী। তোমায় কাছে মিছে কথা বল্‌বো না সোনা বাবু! পরের কাজ কর্‌তে কর্‌তে খুব সুখ হয়। কিন্তু—আমার কখন কখন মনে হয়, বুঝি ঐ সুখটুকু পাবার জন্যে পরের কাজে ঘুরি। মনে হয়—পরের হিত ক'রে বেড়াই—আমার ধর্ম্ম হবে ব'লে। সুখ হবে, ধর্ম্ম হবে—এ সব ত ব্যবসা, সোনা বাবু! মা'র কাছে থাকলে কুৎসিত ব্যবসা শিখ্‌তুম, তোমার কাছে একটা গৌরবের ব্যবসা শিখছি। সোনা বাবু, এর চেয়ে কি উঁচু কাজ নেই? থাকে যদি, আমায় শেখাও।

মন্মথ। আছে, তুই কি তা পারবি?

ফুলী। তুমি ব'লে দাও, পারি না পারি, চেষ্টা করব।

মন্মথ। তোকে শেখাব কি ক'রে?—আমি শুনেছি, বইয়ে পড়েছি—কিন্তু এখনও বুঝতে পারি নি। কেমন জানিস্? তুই না বল্লি পরের হিত করিস্, সুখ হয় ব'লে—ধর্ম্মলাভ হবে ব'লে? যখন এই সুখের প্রত্যাশাটুকু তোর মন থেকে যাবে, ধর্ম্মলাভের আশা বিসর্জ্জন দিতে পারবি, তখন আর তোর মনে ঐ 'কিন্তু'টুকু থাকবে না।

ফুলী। কি বল্‌ছ সোনা বাবু, বল—বল—

মন্মথ। বল্লুম ত, তুই এখন বুঝতে পারবি নি। শোন, তুই হীন কুলে বেশ্যার ঘরে জন্মেছিস্; শুনেছিস্—ব্যভিচারিণীর উদ্ধার নাই। তাই কুপথ ছেড়ে সুপথে এসেছিস্। লোকের হিত কর্‌লে ধর্ম্ম হয়, স্বর্গ হয়, এমনি আরো কত কি হয়, তাই করিস্। কিন্তু সহস্রবার বেশ্যাজন্ম হোক্, বিষ্ঠার কীট হই, নরকের কৃমি হয়ে থাকি, তবু লোকহিত করব, এই ভেবে যখন লোকহিত করতে পারবি, তখন আর কিন্তু থাকবে না; এর নাম আত্মবিসর্জ্জন—পরের জন্য আপনাকে বলি দেওয়া। এর চেয়ে উঁচু কাজ আর নাই—বুঝলি?

ফুলী। আত্মবিসর্জ্জন!—আপনাকে বলি দেওয়া! বুঝতে পারবো কি না, পরে বলব সোনা বাবু!

[এক দিক্ দিয়া ফুলী ও অন্য দিক্ দিয়া মন্মথের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শৈলেন্দ্রের ভাগতলার বাটী।

শৈলেন্দ্র ও সরোজিনী।

শৈলেন্দ্র। সরোজিনি, এখান থেকে এক জায়গায় যাব, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

সরো। তুমি সঙ্গে ক'রে আমায় যেখানে নিয়ে যাবে, আমি যাব।

শৈলেন্দ্র। তোমার ভয় করবে না?

সরো। তোমার সঙ্গে আমার ভয় কি? তোমার সঙ্গে যমের বাড়ী যেতে আমার ভয় নাই। ভয় করবে বল্‌ছ কেন? কোথায় যাবে?

শৈলেন্দ্র। কোথায় যাব? সে বড় চমৎকার স্থান। সেখানে পেটের ভাবনা ভাবতে হবে না, দেনার তাগাদা থাকবে না, কেউ জোচ্চোর ব'লে গাল দেবে না। এখানে দুশ্চিন্তায় চোখ বুজতে পারচো না, সেখানে গেলে ঘুম হবে। এমন ঘুমুবে যে, আর কেউ জাগাতে পারবে না।

সরো। তুমি কি বলচ? তোমার কথা শুনে যে আমার পেটের ভিতর হাত-পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে, তোমার হাতে ও কি?

শৈলেন্দ্র। এই সেই মহাঘুমের মহৌষধ। দরিদ্রের এমন বন্ধু আর নাই।

সরো। অ্যা—তুমি বিষ খাবে মনে করেছ?

শৈলেন্দ্র। বিষ কি? দুঃখের সাগর মন্থন ক'রে এই সুধা উঠেছে। তাপিতের এমন শান্তিদাতা আর নাই। যার অর্থ আছে, মান আছে, সুখ আছে, আশা আছে, সে বিষকে বিষ ব'লে শিউরে উঠবে, তুমি আমি ভয় করব কেন? এত যন্ত্রণায় তোমার মরতে ভয়?

সরো। ভয়? তোমার পায়ে মাথা রেখে মরব, সে ত আমার ভাগ্য! তুমি দাও, আমি হাসিমুখে খাচ্ছি। তুমি যে রকম ক'রে বল, আমি এখনি মরছি। কথার কথা নয়, সত্যি। তুমি কি শোন নি, সতীরা হাসতে হাসতে আগুনে পুড়ে মরত? মরতে আমি ভয় করি না। কিন্তু তোমার জন্য ভয় করি। জান না, আত্মঘাতী অনন্ত নরকে ডোবে?

সেপাহী। শৈলেন বাবু, বাড়ী আছেন? চাপরাস টাকার জন্য এসেছি। দেখেন কি না একটী

খোলসা জবাব দিন। মশায় বাড়ীতে আছেন, গলা পেয়েছি। এই কি ভদ্রলোকের ব্যাভার? সম্বচ্ছর ধ'রে পোষাক জুগিয়ে এলুম, আর এখন গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছেন? ভাল জোচ্চোরের পাল্লায় পড়া গেছে বাবা!

শৈলেন্দ্র। শুনচ কি? নরক কি এর চেয়ে বেশী? যে আগুনে এখানে পোড়াচ্ছে, সেখানে কি তেমন আগুন আছে? তুমি না খেতে পার, আমি খাই।

সরো। (শৈলেন্দ্রর হাত ধরিয়া বিষপানে নিরস্ত করিয়া) কি ব'লে তোমায় বোঝাব? তোমায় বোঝাবার মত কথা আমি জানি নি। শোন, আমি সতী, আমার কথা কখন মিথ্যা হবে না। তুমি অনেক সয়েছ, আর দু'দিন ধৈর্য্য ধর। ভগবান্ নিশ্চয় উপায় করবেন।

শৈলেন্দ্র। এখনও বলচ ভগবান্ উপায় করবেন? এখনও বলছো ধৈর্য্য ধর? ভগবান্ কার উপায় করেছেন? কত লক্ষপতি ভিখারী হচ্ছে, কত ক্রোরপতির সন্তান অনাথ হ'য়ে পথে পথে বেড়াচ্ছে, তোমার মত কত নির্ম্মল কুলবধূ পেটের তাড়নায় বেশ্যাবৃত্তি কচ্ছে। কার উপায় হচ্ছে, ত' আমার হবে? আপনি না উপায় করলে, উপায় হবে না। তোমার কথায় অনেক ধৈর্য্য ধরেছি, আর ভুলচি নি, হাত ছাড়, ভগবান্ হ'তে কোন উপায় হবে না! তাঁর দয়া নেই, তাঁর চেয়ে সয়তানের দয়া আছে, তাই কতজ্ঞদয়ের এই ঔষধ দিয়েছে। হাত ছাড়, তোমার প্রয়োজন থাকে, অন্য পথ দেখ। আমার পথ আমি চিনেছি।

সরো। এই পথ ছাড়া আর কি পথ দেখতে পাচ্ছ না?

শৈলেন্দ্র। আর কি পথ? বড়মানুষের ছেলে, চিরদিন ইয়ারকি দিয়ে কাটিয়েছি। লেখাপড়া শিখি নি, কাজকর্ম্ম জানি নি। বড় বউদিদি নিতাই দালালকে চার পাঁচ বার পাঠালেন, অভিমান ক'রে গেলুম না। মোনা দেনাপত্তর চুকিয়ে দিতে চাইলে, অপমান ক'রে তাড়ালুম, পাছে আমার কথা বড় বউদিদিকে বলে, তাই মুলী এলে গালাগালি দিয়ে তাড়াই। তোমার বাপের বাড়ী থেকে তিন চার বার ক'রে তোমায় নিতে এল, গেলে না; আর কি পথ আছে? পাড়ী থেকে ফেরা শুধুর মনে করলুম, শিবু উকীলের পায়ে পর্য্যন্ত ধরলুম, আদালতে জোচ্চোর ব'লে গাল দিলে। লোকের ভবিষ্যৎ আশা থাকে, তাই নিয়ে জীবনধারণ করে, আমার তাও নাই। বড় বউদিদির দিং-য়ের আমার উত্তরাধিকার শিবু উকীলকে লিখে দিয়ে এসেছি। সকল পথ বন্ধ হয়েছে, এখন এই মহাপথ মাত্র খোলা। তোমার যেতে ইচ্ছা হয়, চল; নইলে আমায় বাধা দিও না।

নেপথ্যে। শৈলেন বাবু, ভয় নাই, তামাসা করতে আসি নি, দোর খোল, একটা কথা কও।

শৈলেন। তোমার সাধ থাকে, এই সব উপহাস শোন, আমার হাত ছাড়। মনে করেছিলুম, তোমায় ফেলে পালাব না, তাই এত ক'রে বোঝালুম, তুমি বুঝলে না। হাত ছাড়, কখনো তোমার গায়ে হাত তুলি নি, কালসর্প নিয়ে খেলা কর না, হাত ছাড়।

সরো। তুমি মারো কাটো, যা ইচ্ছে কর, আমি কখনো তোমায় এ মহাপাতক করতে দেবো না। তুমি অনন্ত নরকে ডুবতে যাচ্ছ, আমি দাঁড়িয়ে দেখব? তবে আমি তোমার কিসের স্ত্রী?

নেপথ্যে। দরজা ভেঙ্গে ঢোক না।

(দ্বার ভঙ্গ করিয়া শিবু উকীল, আদালতের বেলিফ, পিয়াদা প্রভৃতির প্রবেশ)

শিবু। সব ঘরে চাবি দাও, আর সীল কর, কোন জিনিসপত্তর নিয়ে যেতে দিও না। এক কাপড়ে বা'র ক'রে দাও। (সরোজিনীকে দেখিয়া স্বগত) ওঃ, কি রূপ! কি চোখ! কি কপাল! কি ভুরু!

(সরোজিনীর দ্রুত গৃহে প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। কই গো, কোথায় গেলে? নরকের ভয় করছিলে না? এই দেখ, সব নরকের দূত; আর ঐ সাক্ষাৎ নরকের রাজা।

শিবু। বেলিফ, যে ঘরে ঐ মেয়েমানুষ লুকুলো, ঐ ঘরে আগে চাবি দাও।

(সরোজিনীর বাহিরে আগমন ও বেলিফের চাবি দেওয়া)

শৈলেন্দ্র। চল, এখন বুঝছ, কেন বিষ খেতে চাচ্ছিলুম? চল, এইবার গলায় ঝাঁপ দিই গে।

শিবু। কেন হে শৈলেন বাবু, বিষ খেতে যাবে কেন? গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে হবে কেন? তোমার এমন পরিবার থাকতে আবার ভাবনা?

শৈলেন্দ্র। Rascal!

(শিবু উকীলকে পদাঘাতকরণ)

শিবু। এই—পাকড়ো শালাকে!

১ম পিয়াদা। হুজ্জুতি করবে!

(প্রহার)

সরো। ওগো, মেরো না, মেরো না, তোমাদের পায়ে পড়ি! ছেড়ে দাও বাছা, আমরা চ'লে যাচ্ছি।

শিবু। কেন, চ'লে যেতে হবে কেন? তুমি আমায় হুকুম কর, আমি সবই ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাচ্ছি।

সরো। ভগবান্, কেন আমি স্বামীর কথা শুনে বিষপান করলুম না? পরপুরুষে আমায় কুচক্ষে দেখছে, ভগবান্, আমায় জরাগ্রস্ত কর। রাধা-বল্লভজী, তোমার মনে এই ছিল!

শিবু। বাড়ী কোন্ ছার, সুন্দরি, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি।

শৈলেন্দ্র। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, উঃ, প্রাণ কি বেরোবার নয়!

(পিয়াদাগণের শৈলেন্দ্রকে প্রহার)

সরো। কে আছ, খুন করলে, রক্ষা কর, রক্ষা কর, দেখবার কেউ নাই? রাধাবল্লভ!

(বিরজা ও তৎপশ্চাৎ কুলীর প্রবেশ)

বিরজা। শৈলেন, শৈলেন! ওগো কে তোমরা? কেন আমার বাছাকে ধরেছ? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

১ম পিয়াদা। (শৈলেন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া) আরে মায়ি, ছাড়িয়ে দাও, ছাড়িয়ে দাও! টেকা আনো, তবে তো ছাড়বে।

বিরজা। আমার সর্ব্বস্ব নাও, সর্ব্বস্ব নাও। ওগো তোমরা জানো, এ রাজার ছেলে, কপালদোষে ওর এই দশা। আহা, মেরেছে, মেরেছে? তোমাদের কি দয়ামায়া নেই! ওর যে ননীর গা। শৈলেন, শৈলেন, তুই আমার উপর অভিমান ক'রে খুন হ'তে বসেছিস্? কত টাকা চাও, আমি সর্ব্বস্ব দেব।

শিবু। কোথাকার ঝাড়াঝাড়ুনী মাগী এসে বলে, সর্ব্বস্ব দিচ্ছি। দূর ক'রে দাও মাগীকে! (সরোজিনীকে বিরজার নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া) সুন্দরি, তুমি কোথায় যাও? (অঞ্চল ধারণোদ্যোগ)

কুলী। আরে নরকের পিশাচ! আর এক পা এগুবি ত এই ছোরা তোর বুকে বসাব।

(ছোরা প্রদর্শন)

শিবু। আরে ম'লো, এ বেটী আবার ছোরা বা'র ক'রে ফেলে যে!

কুলী। শিবে, তুই আমায় চিনিস্ নি? তোদের মত বাঘভালুকের কাছে যখন যেতে হয়, তখন এই আমার সহায়!

(নিতাই উকীলের প্রবেশ)

নিতাই। বড় বউদিদি, কুলী, শিবু উকীল! এ সব কি ব্যাপার!

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, তুমি খুব সময়ে এসেছ, এদের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় ফেলে দাও।

নিতাই। কি হে শিবু? বেলিফ, এই দশটি টাকা নাও, তোমরা জল খেও; শিবু, এদের নিয়ে বাইরে দাঁড়াও গে, আমি যাচ্ছি।

[বেলিফ ও পিয়াদাগণের প্রস্থান।

শিবু। আমি বাড়ী সিজ্ (seize) করতে এসেছি, টাকা না পেলে যাব না। এরা সব এসে বে-আইনি ক'রে আমার বাধা দিচ্চে, আমি আদালত করব।

কুলী। আর ঐ পাষণ্ড কুলস্ত্রীর উপর অত্যাচার করতে যাচ্ছিল, আপনি ওকে বাঁধিয়ে দিন।

শিবু। মিথ্যাকথা, সাক্ষী কে?

কুলী। সাক্ষী ধর্ম্ম! সাক্ষী তোমার অন্তরাত্মা। আর সাক্ষী তোমারই ঐ সব লোক!

১ম পিয়াদা। (প্রবেশ করিয়া) হাঁ হাঁ, কর্ত্তা, আপনি চড়াও হইয়াছিলেন, বেইজ্জত করতি যাইছিলেন।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো! দাও, ওকে বাঁধিয়ে দাও, যেমন ক'রে পার, এর বিহিত কর।

নিতাই। তুমি বলবে, তবে করব? (শিবুর প্রতি)

শিবু, তোমায় একবার আমি দেখব। এখন দূর হও।

[শিবু উকীল ও পশ্চাৎ পিয়াদার প্রস্থান।

ফুলী। বড়মা, আমি যাই, আমার কাজ আছে।

[প্রস্থান।

বিরজা। ফুলী, তুই সত্যি বলেছিলি, যেখানে আমার শৈলেন, আবার ছোট বউ, সে আমার তীর্থের চেয়েও বেশী।

নিতাই। বউদিদি, তুমি এদের নিয়ে বাড়ী যাও, এখানকার যা করতে হবে, আমি সব কচ্ছি।

[প্রস্থান।

বিরজা। দিদি, চল। আমার লক্ষ্মী ঘরে নিয়ে যাই।

সরো। দিদি, আমি ত তোমার দাসী, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর।

বিরজা। শৈলেনকে? আমি যখন এসেছি, ওকে কান ধ'রে নিয়ে যাব। (শৈলেন্দ্রের প্রতি) নীরেকে বাড়ী বেচে অভিমান ক'রে যাস্ নি, সে বাড়ী ত আমি কিনেছি। আর আমার উপর রাগ? হ্যাঁ রে শৈলেন, কি দোষ তোদের কাছে করেছি যে, এই শাস্তিগুলো আমায় দিচ্ছিস্?

শৈলেন্দ্র। বড় বউদিদি, আমায় মার্জ্জনা কর।

বিরজা। চ—বাড়ী চ! এখানকার যা সব তোর দেনাপাওনা আছে, নিতাই ঠাকুরপো তা সব চুকিয়ে দেবে।

শৈলেন্দ্র। কিন্তু বউদিদি, তোমার ঋণ কেমন ক'রে শোধ যাবে? মা প্রসব করেছিলেন, তুমি মাই দিয়ে মানুষ করেছ; আমি অকৃতজ্ঞ, তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি। আমায় মার্জ্জনা কর। আমি বুঝতে পারি নি—আমি বর্ব্বর।

বিরজা। আশীর্ব্বাদ করি, ছেলে হোক, পালন করবার ব্যথা বুঝবি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গঙ্গা-তীর।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। দুনিয়া বিরূপ। শাশুড়ী বৌয়ের পায়ে ধ'রে কাঁদলুম, মোকাবার জন্য টাকা দিলে না। এখন ফৌজদারী সোপরদ্দ করলে। আদালতে কেউ জামিন হ'ল না। এ সব অনর্থের মূল সোনা। আর দোষ কার? ওরই বড় যত্নে জাল ডাণ্ডনোটের সৃষ্টি। জীবনে প্রতিপদে আমার কণ্টক হয়েছে। আর কি জন্য জীবন-ধারণ? জেলের জন্য? এ বংশে যা কখন হয় নি, তাই হবে? কখন না—কখন না! জামিনে খালাস,—এতেও বোধ হয়, সোনার কি অভিসন্ধি আছে। যে দিকে চাই—সেই দিকেই সোনা। কিন্তু সত্যি সোনাকে ত খুঁজে পাচ্ছি নি। কা'ল ফিরে এসেছি, আজ দেখি কি হয়! চল চল!

[প্রস্থান।

(ফুলীর প্রবেশ)

ফুলী। চল, চল। ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছি। বাঘের মত শীকার খুঁজে বেড়াচ্ছ। তোমার অন্তরের ছবি তোমার চোখে দেখতে পাচ্ছি, চল, চল।

[প্রস্থান।

(শরৎ ও হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

শরৎ। কই বাবা, তোমার বামহাতে মেয়েমানুষ?

হীরু। সে আসবে—আসবে। ভদ্রলোকের মেয়ে সন্ধ্যা না হ'লে বেরুতে পারে? একটু গা-ঢাকা হোক্, তবে ত আসবে। শোন, এই গৌর পর। আমি নৌকা ঠিক ক'রে আসছি। ও পারে নিয়ে গিয়ে এক রকম ক'রে গয়নার বাক্স নিয়ে আমরা সট্‌কাব। তার পর রেলে উঠে একেবারে দি-মান। বখরা কিন্তু যা বলেছি, আধা আধি। গেরস্তর মেয়ে, কখনও বাড়ীর বা'র হয় নি, আমাদের সন্ধান করতে পারবে না। তোমার নাম প্রেমচাঁদ, আর আমার নাম পেতো।

শরৎ। দেখ, আর গৌর নারাপারকে কাজ নাই। বিন্দির বাড়ীতে ঘর খালি আছে। সেইখানে নিয়ে গিয়ে তোলা যাক্। তোকে বেড়াচ্ছি, একটা আড্ডা বজায়

হীরু। তুমি ত দিদির বাড়ী নে গিয়ে তুলবে; দরকার হ'লে একখানি ক'রে গয়না বেচবে, আর তোমার বেশ চল্‌বে; তার পর আমার? দাঁরে, শৈলেন ফেল হওয়া ইস্তক একটা পয়সার মুখ দেখি নাই। দেনা হয়েছে, এখন দু'এক হাজার না হ'লে দাঁড়াতে পাচ্ছি নি।

শরৎ। দেখ, ভারি ফ্যাঁসাদে লোক।

হীরু। তোমার ভয় হয় চ'লে যাও, আমি অন্য লোক জোটাব।

শরৎ। (স্বগত) বটে! মেয়েমানুষটা আসুক আগে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাবা, গণ্ডা চারেক পয়সা দাও দিকিন্, হাত নেহাত খালি, ঝাঁ ক'রে একটু টেনে আসি। তুমি নৌকা ঠিক ক'রে এসো। কিন্তু বাবা, তুমি তো গোঁফ পরলে না?

হীরু। আমায় এই চেহারায় দেখেছে যে? দু'জনকে নূতন মানুষ দেখলে যাবে কেন? সে ঠিক হবে—ঠিক হবে, কিন্তু আদ্দেক বখরা।

(উভয় দিক্ দিয়া উভয়ের প্রস্থান।

(বাক্স-হস্তে কুমুদিনীর প্রবেশ)

কুমু। কত লোককে কাঁদিয়েছি, কত লোককে ঠকিয়েছি, কত সতীর মনে ব্যথা দিয়ে সোয়ামী ভুলিয়ে নিয়েছি। মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। মা পথে প'ড়ে মরেছে। আমার এ শাস্তি হবে না ত হবে কার? কি কুৎসিত রোগ, আমার আপনাকে আপনি ঘেন্না হয়, তা পরের দোষ কি? সব সয়, কিন্তু শরতা, হীরু ঘোষাল দেখা হ'লেই দূর দূর করে, সয় না। দিন-রাত সর্ব্বাঙ্গ যেমন জল্‌ছে, মনও তেমনি জলছে। কালসাপিনী আপনার বিষে কি আপনি এম্‌নি ক'রে জলে! দু'জনে মিলে, সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিলে, কেড়েকুড়ে নিলে, পথে বসালে, এখন কাছে গেলে, বেড়ায় দূর দূর করে। এ জ্বালা সয় না। দুজনকে জব্দ করতে পারি, তবে মনের জ্বালা একটু জুড়োয়। মা পতিতপাবনি, তোমার কূলে দাঁড়িয়ে পাপ চিন্তা কচ্ছি! মা, বর দাও—যেন মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, এই দু'জনের শাস্তি দেখে তোমার কোলে শুয়ে সব তাপ জুড়ুব। আশা কি পূর্ণ হবে না? হবে—আমার মন বলছে—হবে! এক টানে জোড়া কাৎলা গাথবো! এই বাক্স আমার টোপ। আর দু'চারখানা পাথর পুরি। তেমন ভারি হয় নি। গয়নাগাটি ত কিছু রাখো নি, সব নিয়েছ। এখন এই পাথর-কুচি নাও। আমার আপনা-আপনি হাসি পাচ্ছে। গেরস্তর মেয়ে—সোয়ামীর জালায় বেরিয়ে যাব। ঐ যে একজন আস্‌ছে, মুড়ি দিয়ে বসি। মড়া আবার গোঁফ পরেছে!

(চাদর মুড়ি দিয়া কুলবধূর ন্যায় উপবেশন)

(শরতের প্রবেশ)

শরৎ। (স্বগত) ও-পারে কিছুতেই নে যাওয়া হবে না। ঐ বিন্দির ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলব। হীরু ঘোষাল জোটালে, ওকে কিছু দেবো।

(অপর দিক্ দিয়া হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

হীরু। এই যে প্রেমচাঁদ বাবু এসেছেন। (জনান্তিকে) কেমন বাক্স হাতে, চাদর মুড়ি,—সব ঠিক-ঠাক পেলে ত? আদা-আদি চাই। (কুমুদিনীর প্রতি) এই নাও গো, খুব সুখে থাক্‌বে—খুব সুখে থাকবে। প্রেমচাঁদ বাবু ভারি সজ্জন। ও-পারে তোমার জন্য বাড়ী ঠিক করেছেন। গেরস্তর মত-নই থাক্‌বে।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) শেতল বাবু, ওঁর নামটি কি?

কুমু। (বিকৃতস্বরে) আমার নাম কেনা দাসী। যদি পায় রাখেন, আমি তাই হয়েই থাক্‌ব।

হীরু। শুনুন শুনুন, প্রেমচাঁদ বাবু, কেমন রসিক দেখুন। সত্যি কি তোমার নাম কেনা দাসী গা?

কুমু। (বিকৃতস্বরে) না, ও বল্‌ছিলুম। আমার নাম লক্ষ্মীমণি।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) শেতলবাবু, বলুন,—পায়ে রাখা কি বলছেন, আমি ওঁকে মাথার মণি ক'রে রাখব।

হীরু। হায় হায়—শোন গো শোন। তুমি যেমন রসিক, উনিও তেমনি। নৌকায় ব'সে সব রসিকতা হবে। চলুন প্রেমচাঁদ বাবু, নৌকায় ওঠা যাক্।

কুমু। (বিকৃতস্বরে) প্রেমচাঁদ বাবু, আমি গেরস্তর বউ, এ পথ কেমন জানি নি, বড় যন্ত্রণায় বেরিয়েছি, আপনার পায়ে ধরুচি, অবলাকে মজাবেন না।

(বাক্স রাখিয়া পলায়ন)

হীরু। (স্বগত) এই বেলা বাক্সটা হাতাই। (বাক্স তুলিয়া) ও, ভারি আছে—ভারি আছে।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) রাম—রাম, পা ছাড়ুন,আমি আপনার পায়ে ধরব, আপনি কেন ?

হীরু। বেশ হ'ল, গোড়াতেই একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল, চলুন—চলুন, শীগ্‌গির এখন নৌকায় ওঠা যাক্! এখানে আবার লোক জ'মে যাবে।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) দেখুন শেতল বাবু, আমি ঠাউরেছি, একে আর ওপারে নিয়ে যাব না, এই পারেই বাড়ী ঠিক করেছি। দু'জনে থাক্‌ব, কি বল গা ?

কুমু। (বিকৃতস্বরে) আমায় যেখানে রাখবেন, সেই-খানে থাক্‌ব।

হীরু। তা কি হয়—তা কি হয়! গোড়ায় কথার খেলাপ! তুমি চ'লে এস—চ'লে এস। (কুমুদিনীর হস্তধারণ)।

শরৎ। কই, নে যাও দেখি, তুমি কেমন নে যেতে পার ? ছাড় শালা হাত! (এক হস্তে কুমুদিনীকে ধরিয়া অপর হস্তে হীরুকে প্রহার।)

হীরু। ছাড় শালা হাত! (শরৎকে বাক্স দ্বারা প্রহার)।

শরৎ। চল গো চল আমার সঙ্গে! ও শালা চোর।

হীরু। আমার সঙ্গে চল, ও শালা গাঁটকাটা।

কুমু। পাহারাওলা, পাহারাওলা, আমার বাক্স কেড়ে নিচ্চে।

হীরু। আমাকে ফাঁকি দিয়ে গহনা নেবে! এই ফাঁকি দেওয়াচ্ছি। (গঙ্গায় বাক্স ফেলিয়া দেওন ও টানাটানিতে কুমুদের স্বরূপ প্রকাশ)।

উভয়ে। এ কে ? কুমী যে!

কুমু। হ্যাঁ হ্যাঁ কুমী, চিনেছিস্ বেইমান! পাহারা-ওলা, আমার বাক্স কেড়ে নিচ্চে।

(দুই দিক্ দিয়া দুইজন পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

১ম পাহা। গঙ্গাজীমে কেয়া ফেক্ দিয়া রে ?

কুমু। পাহারাওয়ালা সাহেব! এই দুই মিন্সে আমার বাক্স কেড়ে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। এই নাও সাহেব, এ আবার গোঁফ পরেছে।

(গোঁফ টানিয়া লওন)

শরৎ। আ: বেটী, মহাদেবীর রস দিয়ে মুখটা ভরিয়ে দিলে!

হীরু। আমার গা [illegible] দিয়েছে।

শরৎ। (স্বগত) তোমার [illegible] হয়েছে কি শালা! এ দিকে একটা [illegible] তার [illegible] দেখাচ্ছি। শালা [illegible] আমায় বাঁধিয়ে দাও!

১ম পাহা। শালা লোক পুরানা [illegible], মোচ চড়ায়কে আয়া। চল থানামে।

কুমু। পাহারাওয়ালা সাহেব, এরা বজ্জাত গাঁটকাটা! আমি ভিক্ষে শিক্ষে ক'রে যা কিছু জমিয়েছিলুম, নিয়ে মাসীর বাড়ী যাচ্ছিলুম। [illegible] বাক্স কেড়ে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। [illegible] নাম বলেছে শেতল, ওর নাম বলেছে প্রেমচাঁদ।

১ম পাহা। হাঁ—হাঁ—শেতল আউর প্রেমচাঁদ, পুরান বদমাস্। (২য় পাহারাওয়ালার প্রতি) নেই ভেইয়া ?

২য় পাহা। হাঁ—হাঁ—দোনোকো হুলিয়া হায়।

হীরু। আরে কোন্ শালা শেতল হায়—আমি হীরু ঘোষাল।

কুমু। ঐ শোনো, আবার বলছে হীরু ঘোষাল। তোমার আরও নাম আছে না কি ?

২য় পাহা। হাঁ হাঁ—ও শেতল হায়, হীরু হায়, [illegible] হায়, আর [illegible] পাঁচকড়ি হোতা হায়। শালা পুরানা বদমাস্।

১ম পাহা। আর এই শালা প্রেমচাঁদ, এক দফে হামারে [illegible] দিয়া থা, চল শালা থানামে।

(রুলের গুঁতা প্রদান)

হীরু। আরে থাম থাম, কথাটাই শোনো—

২য় পাহা। (রুলের গুঁতা দিয়া) থানামে চল শালা, থানামে সব বাত হোগা।

কুমু। সেলাম—সেলাম।

শরৎ। বেটি, তোর মনে [illegible] হাতে দড়ি দিলি ?

কুমু। চোর‍চোর, [illegible] এত ছিল ? [illegible] সর্ব্বনাশ [illegible] তোদের [illegible] পাপ বলেছে। [illegible] রাজার ঘর [illegible] নিরীহ [illegible]

অকূলে ভেসেছে। ঘৃণিত বেশ্যার সঙ্গে যারা প্রবঞ্চনা করে, জেল কি, নরকেও তাদের উপযুক্ত শাস্তি হয় না। তোরা হীন, ঘৃণিত, বেশ্যার চেয়েও অধম।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মন্মথর গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাড়ি।

চেয়ারে উপবিষ্ট অধ্যয়নরত মন্মথ।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। এই যে মন্মথ বাবু! আজ দু'দিন ধ'রে ফিরে ফিরে যাচ্ছি! একা যে? এ গুপ্ত বৃন্দাবনে রাসেশ্বরী কই? ফুলী কই?

মন্মথ। নীরোদা', তোমার মন বড় অপবিত্র! ফুলীর নাম তুমি মুখে এনো না, তা হ'লে তাকে কলঙ্ক স্পর্শ করবে।

নীরদ। আর তুমি এমন পবিত্র যে, তোমার স্পর্শে সে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। মরি মরি কলঙ্ক-ভঞ্জন চন্দ্রচূড় আমার! তা হবে না! তুমি যে সাধু, পরোপকারে রত, রাস্তা থেকে লোক তুলে নিয়ে সেবা কর, নিরন্নকে অন্ন দাও! ঠক্! ভণ্ড! পাপিষ্ঠ!

মন্মথ। নীরোদা'! আমি জাল ক'রেছিলুম বটে, কিন্তু সে আমার স্বার্থের জন্য নয়। তুমি স্বর্ণলোভে সংসারটাকে উচ্ছন্ন দিচ্ছিলে, বড়মা আমার গলা ধ'রে কেঁদে বলেছিলেন, "খোকা, কি হবে!" তাঁর সে ব্যাকুলতা আমাকে জ্ঞানশূন্য করেছিল। আমি সংকল্প করেছিলুম, তোমাকে কোন রকম বিপদে ফেলে, সর্ব্বগ্রাসী মকদ্দমার মুখ থেকে তোমাদের সংসারটা রক্ষা করব। তাই জাল হ্যাণ্ডনোট সৃষ্টি করেছিলুম। কুৎসিত চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেওয়া, কুসঙ্গে বেড়ান যে কি যন্ত্রণাদায়ক, তা তুমি বুঝতে পারবে না। যখনি কষ্ট হ'ত, বড় মা'র চোখের জল মনে পড়ত, আর আমি সব ভুলে যেতুম।

নীরদ। ব'লে যাও—ব'লে যাও—আমি স্থির হয়ে

মন্মথ। আমি ভেবেছিলুম, তুমি বিপদে পড়লে পার্টিশন স্যুট তুলে নেবে, সংসারটা বজায় হবে। কিন্তু সে দিক্ দিয়েই গেলে না। তবু আমি পিবু উকীলকে postponement নিতে বলেছিলুম। জজ দিলে না, সকল সঙ্কল্পই বিফল হ'ল।

নীরদ। কিন্তু আমার সঙ্কল্প বিফল হবে না। মৎলব করেছিলে, বড় মা'র বিষয় হাতে পেয়েছ, ছোট-কাকাকে এক রকম পেটভাতায় রাখলেই হবে, আর আমায় তাড়িয়ে সমস্ত বিষয়টা হাত ক'রে ফুলীকে নিয়ে মজা করবে। তুমি যে নিঃস্বার্থ—সাধু!—সয়তান!

মন্মথ। নীরোদা', আমি স্থির করেছি, কোর্টে গিয়ে বলব, আমিই তোমায় জব্দ করবার জন্যে জাল নোট তোমায় বেচেছি।

নীরদ। সাধু সাধু! ওঃ! আস্পর্দ্ধা স্পর্দ্ধা তোর! তুই এখনও আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিস্? লজ্জা কচ্ছে না? তুই কি মনে করেছিস, আমি তোর কথা বিশ্বাস করি? তুই ভেবেছিস্, এই স্তোক দিয়ে আমার হাত থেকে বেঁচে যাবি? মনের কোণেও স্থান দিস নি।

মন্মথ। তোমায় আর কি ক'রে বিশ্বাস করাব?

নীরদ। বিশ্বাস করব না, তোর কথা সত্য হ'লেও বিশ্বাস করব না। শোন, তোর সঙ্গে আমার অনেক দিনের দেনাপাওনা। আজ তারই হিসেব-নিকেশ করতে এসেছি। জানিস্ নি, বার বার আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিস? ছোট কাকাকে যখন খুনি মামলায় ফেলি, তুই তার উদ্ধারকর্ত্তা। ফের যখন ধার টাকার দায়ে ফেলুম, ফুলীকে দিয়ে নোট পুড়িয়ে তুই তাকে বাঁচালি, ফুলীকে পাছে আমি তোর কাছ থেকে নি, এই জন্য চক্রান্ত ক'রে আমায় দ্বীপান্তরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছিস্। ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের মুখ থেকে আহার কেড়ে নিয়ে ভেবেছিলি, তাকে পিঞ্জরে পুরবি। আজ আমার হাতে তোর নিস্তার নেই। মনে করেছিস্, তুই ফুলীকে নিয়ে রাসলীলা করবি, আর দ্বীপান্তরে ব'সে আমি সেই ছবি ধ্যান করব। তার আগে তোকে খুন করব।

মন্মথ। খুন করবে? তা হ'লে ত তুমি পরম বন্ধুর কাজ করবে। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করেছি।

কিন্তু এখনও বলছি, আমি নিজের স্বার্থের জন্য করি নি। রক্তমাখা ওঠবার আগে তুমি যদি আমার কথা শুনতে, পার্টিসন্ ছুট রক্ষা করতে, তা হ'লে তোমাকে হাজতে যেতে হ'ত না। আমাকেও অনুতাপে দগ্ধ হ'তে হ'ত না। নীরোদা', আমি অপরাধ করেছি, আমার মার্জ্জনা কর। যে দণ্ড দেবে দাও, আমি বুক পেতে নেব। মৃত্যু এখন আমার শাস্তি।

নীরদ। ফুলী। ফুলী! এখানে থাকতিস্ ত দেখতিস, তোর পেয়ারের মোনা বাবুকে কি ক'রে খুন করি।

(খুন করিতে অগ্রসর হওন ও ফুলীর পশ্চাৎ হইতে আসিয়া হস্তধারণ)

ফুলী। ফুলী—ফুলী, এই যে ফুলী! ফুলী বেঁচে থাকতে তুমি মোনা বাবুর গায়ে একটি আঁচড় দিতে পারবে না।

নীরদ। ফুলী, সর, বাধা দিস্ নি।

ফুলী। আজ দু'দিন তোমার পেছু পেছু ঘুরছি। তোমার চোখে তোমার অন্তরের অভিসন্ধি দেখেছি। আমি থাকতে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে না, মোনা বাবুকে মারতে পারবে না।

নীরদ। তবে তুমিই মর, মর, মর। (ফুলীকে অস্ত্রাঘাত ও ফুলীর পতন)।

মন্মথ। নীরোদা', কি করলে—কি করলে? নীরোদা', যে দণ্ড তুমি আমায় দিলে, এর কাছে প্রাণদণ্ড অতি তুচ্ছ! ফুলী, আমার প্রাণরক্ষা করবার জন্য, তোর অমূল্য জীবন তুই বিসর্জ্জন দিলি? আহা, নির্ম্মল কুসুমকলি! নীরোদা', তুমি দাঁড়িয়ে কেন? আমাকেও মার। এখন আমার প্রাণ-বধ করা করুণা। আত্মঘাতী হওয়া মহাপাপ! নীরোদা', আমায় মারো, জীবনে একটা ভাল কাজ করো। আমায় খুন করলে তোমার অশেষ পুণ্য হবে! মারো—মারো, দাঁড়িয়ে রৈলে কেন?

নীরদ। না, আর তোকে মারব না, তোকে কি দণ্ড দিয়েছি, আমি বুঝেছি, তুই বেঁচে থেকে জ্ব'লে মর।

মন্মথ। নীরোদা', শোনো, তুমি পালাও, শীগ্গির পালাও। ঐ ঘরে কাপড় আছে, এই রক্তমাখা কাপড়-জামা ছেড়ে তুমি পালাও।

নীরদ। তোর মতলব যাই হোক, আপাতত তোর কথা শুনব।

[নীরদের কক্ষাভিমুখে দ্রুত প্রস্থান।

মন্মথ। (নেপথ্যাভিমুখে) মালি, মালি, শীগ্গির পুলিশে খবর দে, খুন হয়েছে। আহা, মুখ যেন সজীব রয়েছে, যেন মহাধ্যানে মগ্ন! পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন! আমায় ভাল শিক্ষা দিয়ে গেল। আমি কথার কথা শিখিয়েছিলুম, ফুলী আমায় কাজে শেখালে!

(ইন্‌স্পেক্টার, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ)

ইন্স। এ কি!—কে এ কাজ করলে?

মন্মথ। আমি!

ইন্স। আপনি ফুলীকে হত্যা করেছেন?

মন্মথ। হ্যাঁ।

ইন্স। মন্মথ বাবু, এ কি সম্ভব?

মন্মথ। সবই সম্ভব। আমার অবাধ্য হয়েছিল, সেই রাগে মেরেছি।

ইন্স। এ কি—ন'ড়ে উঠলো কেন? চোখ মেলছে!

মন্মথ। ফুলী, ফুলী! ওঃ! মূর্চ্ছা হয়েছিল—বুঝতে পারি নি। একটু ব্রাণ্ডী দিই, যদি কিছু ফল হয়।

[প্রস্থান।

(নকুল অবধূতের প্রবেশ)

অব। আজ বাবার বিয়ে, দাও তোমার বাগান থেকে দু'টো নাগেশ্বর ফুল খেড়ে! (ফুলীকে দেখিয়া) এ বেটী এখানে প'ড়ে যে! রং মেখেছে, বাবার বিয়ে দেখতে যাবে বুঝি! তাই ত বটে, তাই ত বটে! ঐ যে সব ঝম্ ঝম্ ক'রে আসছে—যাচ্ছে।

ফুলী। (ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া) বাবা!

অব। বাবাই বল, আর বেটাই বল, বেটী, আজ আর তোর সঙ্গে ঝগড়া করব না।

(মন্মথের ব্রাণ্ডী লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

মন্মথ। ফুলী, খা!

ফুলী। মোনা বাবু, একটু জল দাও।

অব। খা বেটী, বাবার চরণামৃত খা, আমার কমণ্ডলুতে আছে।

(কমণ্ডলু হইতে চরণামৃত প্রদান)

ফুলী। বোনা বাবু, আমায় একটু তুলে ধরো, আমি গঙ্গা দেখবো।

অব। দেখবি বই কি রে বেটী,—দেখবি বই কি!

(গঙ্গাভিমুখী করিয়া ফুলীকে শয়ান করান)

ওঃ! তোকে আজ কোলে নেবে কি না! বেটীর হাত তুলে তুলে নাচন্ দেখ! ঐ দেখ বেটী, তোর মত সব আকাশ ছেয়ে এসেছে, তোকে নিয়ে যাবে ব'লে।

ইন্স। মা, এই গঙ্গা সাম্‌নে, তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। মা, কে তোমায় ছুরী মেরেছে?

ফুলী। নীরোদ বাবু!

ইন্স। অবধূত, শুন্‌লেন? বল্লে—নীরোদ বাবু! (জমাদারের প্রতি) জমাদার, নীরোদবাবুকে চেন; ঘাটে ঘাটে পাহারা বসিয়ে দেও, ষ্টেশনে ষ্টেশনে লোক রাখ, আসামী যদি পালায়, তুমি দায়ী। তাড়াতাড়ী করো।

[জমাদারের প্রস্থান।

কর্ত্তা কাপড়-চাদর প'রে তাড়াতাড়ি গিয়ে নীরদ বাবু আমায় ব'লে গেল,—"নশীরিতে খুন হয়েছে।" একজন এ বাড়ী সার্চ (search) কর, দু'জন পাহারায় এখানে মোতায়েন থাক—আমি চট্ ক'রে ম্যাজিষ্ট্রেটের অর্ডার নিয়ে আসছি।

মন্মথ। (জনান্তিকে) ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু, যাতে শেষ কার্য্যের কোন বিঘ্ন না হয়, একটু দেখবেন।

ইন্স। আপনারা গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে রাখবেন, আমি এলুম ব'লে।

[প্রস্থান।

অব। ঐ বেটী দেখ—তোর রথ এল! যা বেটী হর-গৌরী মিলন দেখ গে যা! বেটী নায়িকা ছিল কি না, বাবার মন্দিরে যখন যেত, পায়ে নূপুর বাজত—শুন্‌তুম। বেটী শাপভ্রষ্টা হয়ে বেশ্যার ঘরে জন্মেছিল। ওর মা কীর্ত্তন গাইত কি না! এ বেটী ত যখন বাবার কাছে কেঁদে কেঁদে গান করত, তখন দেখতুম, বাবার গা জলে ভেসে যাচ্ছে। ও বেটী না গেলে কি হর-গৌরীর মিলন হয়? দেখ্ বেটী, এই ফুল নিয়ে যা,—বাবাকে মাকে সাজাবি!

(ফুলীর গাত্রে ফুল ছড়াইয়া দেওন)

হরিনাম গান ক'রে তোর মা, তোর মত মেয়ে পেয়েছিল। হরিনাম শোন্ বেটী! (ফুল দিতে দিতে) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

ফুলী। আত্মবিসর্জ্জন! বোনা বাবু বুঝতে পেরেছ কি?

(মৃত্যু)

মন্মথ। ফুলী, ফুলী, সব ফুরুল!

অব। চল চল—মা গঙ্গা অধীর হয়েছে, বেটীকে তাঁর কোলে দিই গে চল! মিছে কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বেটী আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে!

[ফুলীকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

উপেন্দ্রের বাটীর কক্ষ।

বিরজা, নিতাই ও বৈদ্যনাথ।

নিতাই। বউদিদি, শিবু উকীলের নামে মকদ্দমা করলে, আদালতে পাঁচ রকমের লোক পাঁচ কথা কইবে, একটা কুৎসা রটনা হবে।

বিরজা। কি, শিবু উকীলকে ক্ষমা করবে? আমার কুলবধূর অপমান করেছে!

নিতাই। সে কি বল্‌তে এসেছে, তুমি শোনো, তার পর যা বল্‌বে—করব। (বৈদ্যনাথের প্রতি) যাও, শিবুকে নিয়ে আয়।

[বৈদ্যনাথের প্রস্থান।

(শিবু উকীলকে লইয়া বৈদ্যনাথের পুনঃপ্রবেশ এবং বিরজার অন্তরালে গমন)

শিবু! বউদিদি, এই দোরের পাশে আছেন, কি বল্‌বে বল।

শিবু। বউঠাকুরুণ, আমায় মার্জ্জনা করুন। আমি আপনিই আপনার দণ্ড গ্রহণ কচ্চি। আর কেন আদালতে আমার নামে নালিশ করবেন? বৈদ্যনাথ বাবু, হ্যাণ্ডনোট আমায় দেন। মা, আমি নিজে থেকে টাকা দিয়ে শৈলেন বাবুর

মকদ্দমা-খরচ রয়েছে। যত্নেন ভাই তত আমাকে এই পুরো আমলোটা দিয়ে গিয়েছিলেন। আপনার সামনে সে সব ছিঁড়ে ফেলছি। (তথাকরণ) আপনার অবর্তমানে উনি যে আপনার অর্দ্ধেক বিষয় পেতেন, তা আমায় লিখে দিয়েছিলেন। আমি তা রিকনভে (reconvey) ক'রে দিচ্ছি, এই নিন তার দলিল। (প্রদান) মা, আমি আর কলকাতায় থাকবো না, পশ্চিমে কোথাও প্র্যাকটিস করবো, আমায় দয়া ক'রে ছেড়ে দিন।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, তুমি না বলছিলে ওকে ক্ষমা করতে?

নিতাই। না, শিবু উকীলকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না।

বিরজা। না নিতাই ঠাকুরপো! (বৈদ্যনাথের প্রতি) বদি ঠাকুরপো, কি বল? শরণাগতকে পীড়ন করলে অধর্ম্ম হবে; রাধাবল্লভজী রাগ করবেন। আমার শ্বশুরের ভিটে থেকে কেউ কখনো মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে যায় নাই। তুমি ওঁর প্রাপ্য পাওনা ওঁকে চুকিয়ে দিও।

নিতাই। শিবু, কা'ল দেখা করো।

শিবু। এই দেবীকে আমি কটু কথা বলেছিলুম!

[প্রস্থান।

বৈদ্য। বউদিদি! উপেন কেমন আছে?

বিরজা। আর থাকাথাকি কি ভাই—সে মানুষ আর নেই। আর কেমন বিব্‌ভুল হয়েছে; কখন নিজেকে মনে করে ম'রে গেছে, কখন কখন একটু জ্ঞান হয়। একটা কাগজের টুপি হাতে ক'রে বেড়ায়। রাধাবল্লভজীর মনে কি আছে, জানি না। ওর ভরসা আর কিছু করি নে।

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। কে তোমরা! পালাও—পালাও। মায়ে-বেটায় আবার কি পরামর্শ কচ্ছে। যখনি অমনি ফুসুর-ফুসুর করে, তখনি দাউ দাউ ক'রে আগুন জ'লে ওঠে। পার্টিসন সুট হবার আগে অমনি ফিস্‌ফাস্ করত। পাগল ব'লে উপেনের পায়ে বেড়ি দেবার আগে, আবার অমনি ফিস্‌ফাস্ করেছিল। উপেন ম'রে বেঁচে গেল। কাল থেকে আবার ফুসফুস চলছে।

বিরজা। সত্যি,—কথা তো একেবারে পাগলামি নয়। কা'ল সন্ধ্যাবেলা নীচে হুড়দাড় হয়ে গেল। তার পর থেকে দু'জনে পরামর্শ চলেছে। ওঃ কিসের পরামর্শ গো? হাকিম থেকে ফিরে এসে অবধি গুম্ হয়ে রয়েছে। কারো সঙ্গে দেখা না, পরামর্শ না? সন্ধ্যে হ'লে একবার ক'রে দোর খুলে বেরোয়, কার কাছে যায়—কে জানে?

উপেন্দ্র। পালাও পালাও, মাগীটা বললে,—"নরবলি খাবো—খাবো।" ছোঁড়া বলছে,—"দেবো—দেবো।" উপেন ম'রে গিয়ে বেঁচে গেল। নইলে তাকে ধ'রেই বলি দিত।

নিতাই। উপেন, কি মরেছে—মরেছে বলচ? এই ত দিব্যি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছ। আমায় চিনতে পাচ্ছ না? আমি কে বল দেখি?

উপেন্দ্র। তোমায় চিনি, তুমি নিতাই উকীল। এই ব'সে আর এই তার বড় বউদিদি।

বৈদ্য। তবে বলছ—উপেন মরেছে?

উপেন্দ্র। মরেছে—মরেছে—উপেন মরেছে।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। আমার একটু তন্দ্রা এসেছে, আর অমনি চ'লে এসেছ? চল,—আমি বাতাস করি গে, একটু ঘুমাবে—চল। নিতাই দা, মেজদা খবরের কাগজে একটা বড় গাধার টুপি করেছেন, সেই স্কুলে যেমন মাথায় পরিয়ে দেয়,—সেইটে কখন কখন মাথায় দেন। আর বলেন—মামলা ক'রে এনাম পেয়েছি। বউদিদি, তুমি কি এই সব দেখতে আমায় বাড়ী আনলে? তুমি না বল্লে, তোকে দেখবার জন্য ঠাকুরপো প্রাণ রেখেছে। মেজদা, আমায় চিনতে পাচ্ছ না?

উপেন্দ্র। চিনেছি—চিনেছি—তুই শৈলেন। তুই লাঠি মেরে উপেনকে মেরে ফেলেছিলি। তোকে একটা পেত্নী ডাকলে, পেত্নীটা তোর ঘাড় ভেঙ্গেছে ব'লে উপেন তোকে ছেড়ে দিতে চায় নি। তুই লাঠি মেরে উপেনকে মেরে ফেলে চ'লে গেলি।

শৈলেন্দ্র। মেজদা, সত্যি তোমার পেত্নীতে পেয়েছিল। আমি বুঝতে পারি নি, আমায় মার্জ্জনা কর, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

উপেন্দ্র। শিক্ষা হয়েছে?

শৈলেন। মেজদা, তোমার মাথার চুল বিস্ত্রী হয়ে

গেছে, তোর তোর খ্যাতি হয়েছে, লম্পটে স্ত্রীকে অপমান করেছে। এতেও যদি শিক্ষা না হয়, তবে আর কিসে হবে, জানি নি।

উপেন্দ্র। বটে বটে!—এতদূর হয়ে গেছে! লম্পটে তোর স্ত্রীকে অপমান করেছে? তা বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে। কি বল্লি—কথাটা বুঝি। লম্পটে তোর স্ত্রীকে অপমান করেছে? তবে ত তোর খুব শিক্ষা হয়েছে। যাক্—তা বেশ হয়েছে। তোর ভাই উপেন বেঁচে থাকলে এতটা হ'ত না। তা, তুই ত তাকে লাঠি মেরে মেরে ফেল্লি! এখন আর কাঁদলে কি হবে? তা কাঁদ—কাঁদ—কাঁদলে অনেক জ্বালা জুড়োয়। আমার চোখে জল নেই,—চোখের জল সব আগুন হয়েছে, তাই সর্ব্বশরীর জ্বলছে!

ভৈরবেন্দ্র। নিতাই দা, কি কুলাঙ্গার জন্মেছিলুম। যুধিষ্ঠিরের মত ভাই আমার জন্য পাগল হ'ল!

উপেন্দ্র। চুপ কর, ভাইয়ের জন্য কাঁদিস নে। এখনি স্বামী-পোয়ে তোর পায়ে বেড়ি দিয়ে পাগলা গারদে পাঠাবে। উপেনকে পাঠাচ্ছিল,—মরেছে, তাই বেঁচে গেল।

ভৈর। উপেন, তুই ত যাস্ নি, এই ত বেঁচে আছিস।

উপেন্দ্র। না, না—মরেছে—মরেছে—তোমরা জান না। তার ছেলে দানসাগর করেছিল। তোমাদের বুঝি নিমন্ত্রণ করে নাই, খুব ঘটা ক'রে দানসাগর করেছিল। বাপের ছেলে—দানসাগর করবে না? বরোদার ছেলে,—দানসাগর করবে না? খুব নামজাদা হয়েছিল,—বড় বড় উকীল কাউন্সিল সব সভায় ছিল—কত আইনের বিচার ক'রে—খুব নজীর দেখে করেছে। বাটী, ঘটি, ঘড়া, গাড়ু, খাট, বিছানা, গাড়ী, জুড়ি, বাগান-বাড়ী সব দান করেছে। দুখানে অনেক পুণ্য, তাই তালুক-মুলুক পর্য্যন্ত দান করেছে। আর সোনা-রূপো মুঠো মুঠো দু'হাতে বিলিয়েছে। তার পর ভূরি ভোজন, খাদ্যতাং দীয়তাং ভুজ্যতাং—দীয়তাং ভুজ্যতাং—নেড়ে পেয়াদা পর্য্যন্ত বাদ যায় নি।

ভৈর। উপেন, কোথায় শ্রাদ্ধ হ'লো? তুইও যেমন—

উপেন্দ্র। কেন, হাইকোর্টে। করবে না—করবে না—বাপকে স্বর্গে দেবে না? বাপকে অম্বরে দান করলে, তার সঙ্গে এই মটুক দিলে। মটুক দিতে হয়। বাপ্ বে! দেবে না? এই দেখ—(পরিয়া) কেমন দেখাচ্ছে বল্ দেখি?

বিরজা। ঠাকুরপো, তোমার এই দশা চোখে দেখ্তে হ'ল!

উপেন্দ্র। বেঁচে থাক্লেই দেখ্তে হয়! অনেক দেখ্তে হয়, তাই উপেন মরেছে। নইলে তাইকে পথের ভিখারী দেখ্তে হ'ত, লম্পটের হাতে কুলবধূর অপমান দেখ্তে হ'ত, ছেলে জাল করেছে দেখ্তে হ'ত,—তাই মরেছে—উপেন তাই মরেছে।

(মন্মথের প্রবেশ)

মন্মথ। বড় মা, তোমার ফুলী ফুলের মত পুড়ে গেল।

সকলে। অ্যাঁ!—ফুলী পুড়ে মরেছে?

মন্মথ। খুন হয়েছে!

সকলে। কে খুন করলে?—কে খুন করলে?

মন্মথ। মা, ছুরি মেরেছে নীরোদা'; কিন্তু খুন করেছি আমি! মা, আমারই হীনকৌশলে জাল-মোকদ্দমার সৃষ্টি। তার জন্য নীরোদা'র ক্রোধ,—তার ফলে ফুলীর মৃত্যু।

উপেন্দ্র। কুলবধূর অপমান, নারীহত্যা! বেঁচে থাক্লে অনেক দেখ্তে হয়,—অনেক দেখ্তে হয়।

মন্মথ। মা, আমায় বিদায় দাও! আমি নর-সমাজে থাকবার যোগ্য নই,—আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! শুনেছি, ভগবান্ করুণাময়, তাঁর চরণ অবলম্বন করব—যদি শান্তি হয়।

বিরজা। সোনা, শোন্। তোর হৃদয়—নিঃস্বার্থ হৃদয়। তুই ভুল করেছিলি, অসৎ উপায় অবলম্বন করেছিলি। অসদুপায়ে সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ভগবান্ মন দেখেন, তোকে ক্ষমা করবেন। তুই যেমন তাঁর কাজ করছিস্, তেমনি কর—শান্তি পাবি।

(নীরদ, তৎপশ্চাৎ তরঙ্গিণী, তৎপশ্চাৎ ইন্‌স্পেক্টার, জমাদার, পাহারাওয়ালা প্রভৃতির প্রবেশ)

তর। ওগো—রক্ষা করো—রক্ষা করো, আমার নীরোকে পুলিশ ধরতে এসেছে।

ইন্স। In the name of the King, I arrest you for murder.

নীরদ। মিথ্যা কথা—এমাব কি? কার হুকুমে অন্দরে এসেছ?

ইন্দ্র। নীরদ বাবু, সতর্কতা অবলম্বন না ক'রে কি বাঘের ঘরে ঢুকেছি? এই দেখুন—ম্যাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট।

বিরজা। ওগো—ঠাকুরপোকে দেখ—ঠাকুরপোকে দেখ।

বৈদ্য ও নিতাই। উপেন, উপেন—

উপেন্দ্র। অনেক দেখ্‌তে হয়—অনেক দেখ্‌তে হয়। নির্ম্মল কুলে কুলস্ত্রীর অপমান, জাল, নারীহত্যা, অন্দরমহলে পুলিস, হাতে হাতকড়ি! অনেক দেখ্‌তে হয়! আরও দেখবার সথ আছে? আর কেন? চার পো পরিপূর্ণ হয়েছে—আর কেন? হৃদয় কি পাথরের চেয়েও কঠিন! ওঃ!—ওঃ!—(পতন)

সকলে। কি হ'লো—কি হ'লো—

বিরজা। ঠাকুরপো, আমি পতিপুত্রহীনা, আমার ভার কারে দিয়ে যাচ্ছ? যোনা, একবার তুই ঠাকুরপোকে বাঁচিয়েছিলি, এবার রক্ষা কর।

মন্মথ। (পরীক্ষা করিয়া) Terrible brain strain—blood vessel কেটে গিয়েছে, নাক দিয়ে রক্ত ছুটছে, আর আশা নাই, এইবার ফুরালো!

ভব। কি হ'লো—একদিনে পতি-পুত্র দুই-ই হারালুম? (পতন)

সকলে। কি হ'লো—কি হ'লো!

বৈদ্য। উপেন, ফেলে চ'লে গেলি। ভাই রে—

নিতাই। উপেন, উপেন—

বিরজা। ডেকো না, ডেকো না—বড় লেগেছে—একটু ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমুক। আর কেন? নিতাই ঠাকুরপো, তোমরা ওর বন্ধু ছিলে, এখন বন্ধুর যা শেষ কাজ, তা করো। আহা! রাজরাজেশ্বর—ধুলোয় প'ড়ে লোটাচ্ছে! শৈলেন ওঠ্—এ বংশের মান-মর্য্যাদা এখন তোর হাতে। সেজবৌ, ওঠ্, যা হয়েছে, আর ত উপায় নাই দিদি! নিতাই ঠাকুরপো, নীরে বংশের একমাত্র সন্তান, যাতে ফাঁসিটা রদ হয়, প্রাণপণ চেষ্টা কর, পিতৃপুরুষের জলগণ্ডূষ বজায় থাকবে।

নিতাই। বউদিদি, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার ধৈর্য্য! সংসারে কেমন ক'রে থাক্‌তে হয়, তুমি শেখালে! তোমার মত বধূই কুললক্ষ্মী—আদর্শ-গৃহিণী! সমাজের কল্যাণের জন্য বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তুমি বিরাজ করো!

যবনিকা

অশোক

(ঐতিহাসিক নাটক)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

চরিত্র

পুরুষ

বিন্দুসার ...	পাটলিপুত্রের সম্রাট।	ন্যগ্রোধ ...	সুসীমের পুত্র।
সুসীম ...	বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠপুত্র।	কল্লাটক ...	বিন্দুসারের মন্ত্রী।
অশোক ...	ঐ পুত্র (সুসীমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা)।	রাধাগুপ্ত ...	ঐ মন্ত্রী।
		আকালি ...	আবাসহীন দরিদ্র।
বীতাশোক ...	ঐ পুত্র (অশোকের সহোদর)।	উপগুপ্ত ...	বৌদ্ধ-গুরু।
কুনাল ...	অশোকের জ্যেষ্ঠপুত্র।	মার ...	পাপ-প্ররোচক (সয়তান)।
মহেন্দ্র ...	ঐ পুত্র (দেবীর গর্ভজাত)।	চণ্ডগিরিক ...	ঐ অনুচর।

তক্ষশিলার সভাপতি (পরে মন্ত্রী), সেনাপতি, ধর্ম্মযাজক ও সদস্যগণ; ধীবররাজ, চণ্ডাল-সর্দ্দার,
কলিঙ্গ-সৈনিক, জনৈক জৈন, আভীর, বেদেপালকারী, মার-দূত, ঘাতকদ্বয়, মার-অনুচর,
দ্বাররক্ষকদ্বয়, বৌদ্ধভিক্ষুগণ, রাজকর্ম্মচারিগণ, দূতগণ, রাজপ্রহরিগণ, সৈন্যগণ,
বিন্দুসারের সেবকগণ, রাজপারিষদগণ, অন্যান্য রাজাগণ, চণ্ডালগণ, সেনা-
নায়কগণ, সভাসদ্‌গণ, মার-অনুচরগণ, বৌদ্ধ উপাসকগণ, লোকগণ,
ব্রাহ্মণগণ, চণ্ডাল-বালকগণ, গ্রীক মিশর প্রভৃতি বিদেশীয়
রাজদূতগণ, বৌদ্ধগণ, নাগরিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

সুভদ্রাঙ্গী ...	বিন্দুসারের পত্নী।	কাঞ্চনমালা ...	কুনালের পত্নী।
চন্দ্রকলা ...	সুসীমের পত্নী।	চিত্তহরা ...	বারবিলাসিনী (পরে 'তিষ্যরক্ষিতা' নামে অশোক-পত্নী।
পদ্মাবতী ...	অশোকের পত্নী।		
দেবী ...	ঐ ২য়া পত্নী।		
সঙ্ঘমিত্রা ...	ঐ কন্যা (দেবীর গর্ভজাতা)।	তৃষ্ণা ...	মারের কন্যা।

চিত্তহরার পরিচারিকা, পদ্মাবতীর পরিচারিকা, চণ্ডাল পত্নী, আভীরপত্নী, জনৈক বৃদ্ধা,
দেবীর সহচরীগণ, নর্ত্তকীগণ, সঙ্ঘমিত্রার সহচরীগণ,
চণ্ডাল-বালিকাগণ ইত্যাদি।

অশোক

প্রস্তাবনা

হিমালয়স্থ গিরি-কন্দরের সম্মুখ।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ।

১ম বৌদ্ধ। এ কি, আজ নির্ম্মল হিমাদ্রিপ্রদেশে প্রকৃতির এরূপ ভাবান্তর কেন? যেন বায়ু কলুষিত, শুভ্র তুষাররাশি যেন মলিন, সূর্য্যালোক দীপ্তিহীন, সহসা একি পরিবর্ত্তন! অন্তর যেন ঘোর ভয়াক্রান্ত!

২য় বৌদ্ধ। আমরাও বার বার ধ্যানস্থ হবার চেষ্টা কচ্চি, কিন্তু মনের বিক্ষেপ কিছুতেই নিবারণ হচ্চে না। সমাধি ভঙ্গ হ'লে প্রভু এদিকে আসছেন—দেখছি।

(বৌদ্ধগুরু উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপগুপ্ত। বৎস, ধ্যানযোগে অদ্ভুত রহস্য অবগত হয়েছি। শ্রবণ করো—অচিরে যিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর হবেন, যিনি বুদ্ধদেবের পরম স্নেহের পাত্র, অশোক নামে সেই পুরুষপ্রবরকে দুরন্ত মার ছলনা করবে।

১ম বৌদ্ধ। প্রভু, দুরাচার মার কি এরূপ ক্ষমতাশালী?

উপগুপ্ত। বৎস, অবিদ্যাপুত্র মারের স্বভাব—অমঙ্গল সাধন। কিন্তু জগতের উৎপত্তি প্রেমে, প্রেমই জগতের ভিত্তি, সেই প্রেমে অমঙ্গল হ'তে শতগুণ মঙ্গল উৎপাদিত হয়। যেরূপ মহা দৈব-দুর্য্যোগান্তে বাহ্য প্রকৃতি সুন্দর ও নির্ম্মল হয়, সেইরূপ অন্তঃপ্রকৃতিও প্রবল অন্তর্বিপ্লবান্তে নির্ম্মল ভাব ধারণ করে। মারের প্রলোভনের অস্ত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। বাসনাপ্রভাবে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসে মানবদেহ গঠিত। এ নিমিত্ত মানব শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি দ্বারা প্রতারিত হয়। কিন্তু সেই প্রতারণাজনিত ঘোর অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হওয়ায় যন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে। ক্রমে তার উপলব্ধি জন্মে যে, নির্ব্বাণলাভ ব্যতীত যন্ত্রণার তাড়নায় পরিত্রাণ পাবার আর উপায় নাই, বাসনা বর্জ্জন পূর্ব্বক নির্ব্বাণ-পন্থা অবলম্বন করে; পরিশেষে প্রেমের দ্বারা সেই পরমার্থ লাভ হয়। মার কর্তৃক প্রলোভিত হয়ে বুদ্ধদেবের পরম স্নেহাস্পদ ভূপাল অচিরে নির্ব্বাণলুব্ধচিত্ত হবেন। দেখ দেখ—দুর্ম্মতি তার মায়াজাল বিস্তার করবার জন্য আমাদের নিকট আগমন কচ্চে। আমরা যাতে জগতের মঙ্গলকার্য্যে বিরত থাকি, সেই উপদেশ প্রদান করতে, এই তার বাসনা।

(মারের প্রবেশ)

মার। আমি বুদ্ধদেবের নিকট হ'তে আসছি। তাঁর ইচ্ছা, তোমরা সকলে যতদিন না শরীর পতন হয়, ধ্যানস্থ হয়ে কাল যাপন করো। আমারও বাসনা, এই নির্জ্জন প্রদেশে ধ্যাননিরত হও। আর আমার কার্য্যে প্রীতি নাই, আমার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্মও অচিরে নষ্ট হবে। বেদবর্জ্জিত ধর্ম্ম কখন চিরস্থায়ী হয় না। বুদ্ধদেব কেবল নিজ-পতাকে প্রতিষ্ঠাপন করেছেন বই তো নয়! দেখছ না তাঁর "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" লোপ হচ্চে। বুদ্ধ-অবতারের পূর্ব্বে যেরূপ পশুবলি, যাগযজ্ঞাদি হ'তো, সেইরূপই হচ্চে। তবে তোমরা কয়জন কেবল বুদ্ধদেবের কৃপায় নির্ব্বাণ লাভ করবে। কিন্তু তোমাদের পর যারা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করবে, তারা নিশ্চয় নরকগামী হবে। আমি কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ করেছি।

উপগুপ্ত। মার, যতদিন এ কল্প ক্ষয় না হয়, তুমি নিজ পাপতাপে দগ্ধ হবে। তুমি বুদ্ধদেবের নিকট অনুকম্পা প্রাপ্ত হয়েছ, কিন্তু যদ্যপি সেই

রাজাধিরাজ অশোককে প্রতারিত করতে অসমর্থ হও, তা হ'লে তুমি তাঁর দাসের ন্যায় আজ্ঞাপালনে বাধ্য হবে। যাও, দূর হও। আমাদের উপর তোমার অধিকার নাই, তুমি অবগত আছ, তোমার প্রতি শাসন-ক্ষমতা বুদ্ধদেব আমায় প্রদান করেছেন। যদ্যপি অচিরে এ স্থান পরিত্যাগ না কর, তোমার দণ্ড-বিধান করবো।

[মারের প্রস্থান।

১ম বৌদ্ধ। প্রভু, ব্রাহ্মণেরা যে বলে, বৌদ্ধধর্ম বিনষ্ট হবে, এ কি তাদের দর্পমাত্র?

উপগুপ্ত। বৎস, যদি বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত মর্ম অবগত হ'তে, তা হ'লে কদাচ এরূপ সন্দেহ তোমার হৃদয়ে উদিত হ'ত না। যতদিন ধরণী অধর্মে না পরিপূর্ণ হবে, ততদিন বৌদ্ধধর্মের বিনাশ নাই। জগতের সমস্ত ধর্মের সার মর্ম—'অহিংসা—সর্বভূতে আত্মজ্ঞান'। এই জগৎ-প্রেম লাভই সকল ধর্মের লক্ষণ, জগৎপ্রেমে আত্মবিসর্জন। ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মপ্রচার, হ'তে পারে কিন্তু সে ধর্ম—ধর্মের এই সারমর্ম বর্জিত, সে ধর্ম—ধর্ম নয়, ধর্মের নামে অধর্ম। চলো, আমাদের এক কার্য। ধরায় শান্তিদান—'অহিংসা পরম ধর্ম' প্রচার! সুসময় উদয় হয়েছে, বুদ্ধদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভবিষ্যদ্‌বাণী সকলে অবগত আছ যে, দুই শত বৎসর পরে তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম বিস্তারিত হবে, সেই দুই শত বৎসর গত। সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর আমাদের সহায় হবেন; আমাদের চির প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র নগরের বহির্দেশস্থ নিকুঞ্জ কুঞ্জ।

(মার ও চিত্তহরার প্রবেশ)

মার। কর যদি কার্য্য মম উপদেশ মত,
প্রেমে যদি নাহি হও রত,
চিরস্থায়ী রহিবে যৌবন;
আছিলে কুটীরবাসী,
স্বল্প পণে দেহ দান
ছিল তব জীবিকা-উপায়।
এবে আমার কৃপায়—
পাবে ধন পাবে জন পাবে সিংহাসন।
আসিছে সুসীম, তারে করহ ছলনা।

চিত্তহরা। ভুলাইতে বিধিমতে করিব যতন;
কিন্তু ভাবি মনে—
রাজ্যেশ্বর রাজার নন্দন
শত শত রূপবতী নারী, সদা আজ্ঞাকারী,
আপনারে ধন্য সেই মানে,
যে নারী যে দিনে পায় তার সেবিতে চরণ।

মার। চিন্তা নাহি করো
তুমি মম কন্যা আজি হ'তে;
তব হৃদে আমার আসন।
অবহেলে ঠেলি পায়
তব পায় ধরিবে নিশ্চয়,
হৃদে তুমি হানিবে কটাক্ষবাণ।
কোকিলের কুহুস্বর, কঠোর মানিবে
তব কণ্ঠস্বর যার শ্রবণে পশিবে,
স্পর্শি তব কায়,
কুসুম কঠিন হবে জ্ঞান;
নিয়ত তোমায় মাধুরীমালায়
ঘেরিয়ে রাখিব আমি।
বসি এই শুভ্র শিলাসনে,
কর গান আপনার মনে;
প্রেরিয়াছি অনুচরে আনিতে সুসীমে।

[মারের প্রস্থান।

(চিত্তহরার গীত)

যতনে থাকিতে কেন আপন দোষে।
যায় অকূলে ভেসে ম'জে প্রেম-রসে॥
পর আপন করে, কেন কাঁদিব তবে,
কুসুম প্রাণে ছিঃ ছিঃ এত কি স'বে;
পরে আপন ভেবে, মিছে ম'লে কি হবে,
পাব না যদি, কেন সহিব দুখ,
রহিব প্রণয়-বিষে বিষাদমুখী;

সাধে সাধে সেধে, পড়িয়া কাঁদে,
কেন মর্ম-অবশে পর-প্রেম-পরশে ?

(সুসীমের প্রবেশ)

সুসীম। কে তুমি রমণী, বসি একাকিনী
চালিছ স্বরলহরী বসিয়ে বিরলে ?
কাঁদাইয়ে কোন্ অভাগায়, এসেছ হেথায় ?
গৃহ কার অন্ধকার তোমার বিহনে ?
চাও বিনোদিনি, রাজার কুমার—
পরিচয় মাগে সবিনয়।

চিত্ত। আমি আপনি কাঁদি, কাঁদাই নি কারে,
আমি আপনি ফিরি, আলো আঁধারে ;
আমি আপনি আপন, নইতো আর' কার,
পরাব না পর্‌বো না প্রেম গলায় কারো হার ;
আমি মনের বেগে পণ করি কঠিন,
একলা হেসে একলা কেঁদে কাটিয়ে দেব দিন।
আমি কর্‌তে চুরি কুসুমের হাসি,
আমি আপন মনে সুখের সনে হই [illegible]বাসী।
জানি না তো প্রাণ আমার কি চায়,
মাখতে বুঝি চাঁদের কিরণ, ভাসতে মলয় বায় ;
চাই মেঘের কাছে কেড়ে নিতে দামিনীর মালায়,
মাধুরী দেখ্‌বো রেখে সোহাগের ডালায় ;
আমি কুরূপ দেখে অন্তরে ডরাই,
প্রাণ ঢেলে গান কর্‌তে আমি বিরলেতে যাই।

সুসীম। শীত-উষ্ণ দেশে, পর্বত প্রদেশে,
প্রান্তরে, সলিলে, ফোটে যে সুন্দর ফুল,
বিকশিত মম উপবনে।
ধরায় সুন্দর বস্তু, আছিল যথায়
একত্রিত সকল(ই) সে বনে,
সুকণ্ঠ বিহঙ্গ যত গায়, শাখী-শিরে,
বদ্ধ আছে সুবর্ণ-পিঞ্জরে ;
ধরণী-সাগর-গর্ভ করিয়ে মন্থন,
একত্রিত অমূল্য রতন ;
গজশিরে শুক্তির জঠরে
মুকুতা আছিল যত,—
একত্রিত সালয় বিতানে ;
সুমন্দ নির্ঝর-ঝঙ্কারে
উথলে সুরভি বারি পরশি গগন ;
খেলায় মলয় বায় সৌরভ তথায়
করে মৃদু কলধ্বনি প্রবাহিণী,
মম বিলাস আবাস [illegible] [illegible] তরে,
সুষমার সাগর মাঝারে [illegible] তোমারে,
এস সাধে [illegible]

চিত্ত। যেতে পারি, [illegible] হচ্ছে
—নাই ; কিন্তু আমি কুৎসিত [illegible] ।
আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই ; [illegible]
দোষে কোথাও স্থির হ'তে পারি না। এখানে
তো কেউ কুৎসিত নাই ?

সুসীম। সুন্দরি, আমার উপবন সুন্দরের আধার।
সুন্দর সুন্দরী কিঙ্কর কিঙ্করী ভিন্ন আমার
অপর পরিচারক পরিচারিকা নাই। কৃপা
ক'রে উপবনে এসো, দেখবে সকলই সুন্দর।
তুমি সৌন্দর্য্যের রাণি, আমার উপবনই তোমার
যোগ্য রাজ্য।

চিত্ত। দেখো,—আমায় তো প্রতারিত হবে না ?

সুসীম। প্রতারণা ? তুমি আমার হৃদয়ের রাণী,
তোমার সহিত প্রতারণা ?

চিত্ত। অনেক সুন্দর রাজকুমার, যদিচ তোমার মত
সুন্দর নয়, অমনি ক'রে আমায় সেধেছে ; অমনি
ক'রে আমায় ভুলিয়ে যে গিয়েছে ; কিন্তু কুৎসিত
দেখে [illegible] থেকে [illegible] এসেছি।
অনেক সাধ্য ক'রে প্রাণ দিতে [illegible], অনেকে
[illegible], কিন্তু দেখেছি,—বুঝেছি,—সে
[illegible]।

সুসীম। [illegible] তোমার [illegible], আমিও
তোমায় [illegible] ক'রে প্রাণ দিচ্ছি, [illegible]
[illegible] ; [illegible]
করো না।

চিত্ত। [illegible], প্রাণ দেওয়া—ও সব [illegible]
হয়েছে। সকলে মনে করেছিল, [illegible] ক'রে
নিয়ে সুদ্ধ দাসী ক'রে রাখবে ; হয়তো সভায়
যাবে, তার [illegible] দাসী [illegible] বসাবে।
আমি স্বাধীনা, স্বেচ্ছায় কেন দাসী [illegible]

সুসীম। তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী ! [illegible]
গৌরব প্রচারার্থ [illegible]
[illegible] ! [illegible] প্রদর্শন [illegible]
আমি তোমার [illegible]
স্থিত হব।

চিত্ত। আমার [illegible] দাসী বলবে না,

সুসীম। তবে [illegible]

হব, তুমিই আমার বামে ব'সে মুকুট ধারণ করবে। এই দেখ যুবরাজের মুকুট, যুবরাজের তরবারী—তোমার পায়ে রাখ্‌ছি।

(তদ্রূপ করিতে উদ্যত হওন)

(কহ্লাটকের প্রবেশ)

কহ্লাটক। কি করেন—কি করেন যুবরাজ! পাটলিপুত্রের যুবরাজের মুকুট, যুবরাজের তরবারী—এ অপরিচিতা নারীর পায়ে রাখ্‌বেন না।

চিত্ত। ইনি সত্যই বলেছেন—ইনি সত্যই বলেছেন, কি করেন যুবরাজ!

সুসীম। প্রাণেশ্বরি, বৃদ্ধ নির্ব্বোধের কথায় অভিমান কোরো না। মন্ত্রী, যাও,—যান, মহারাজকে পরামর্শ দিন, আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ কোরো না।

কহ্লাটক। যুবরাজ, মুকুটের অসম্মান, তরবারীর অপমান, আমি এ রাজসংসারে পালিত, আমার সম্মুখে করবেন না।

সুসীম। [অঙ্গুলির (মস্তকে) নিক্ষেপ পূর্ব্বক] তবে দূর হও!

কহ্লাটক। (স্বগত) বৃদ্ধ বয়সে এই অপমান সহ্য করতে হলো।

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। (স্বগত) এ কি, এ নির্জ্জন স্থানেও কি আমার অধিকার নাই,—এও কি যুবরাজের বিলাসস্থান।

চিত্ত। ওমা—ওমা—কি কুৎসিত গো। আমি এখানে থাকবো না—আমি এখানে থাকবো না।

(প্রস্থানোদ্যত হওন)

সুসীম। যেও না—যেও না, এখনি দূর ক'রে দিচ্ছি।

চিত্ত। আগে রাজ্যথেকে বিদায় ক'রে দাও, নইলে আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

[চিত্তহরার প্রস্থান।

সুসীম। যেও না—যেও না—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুসীমের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রী ম'শায়, একি! আপনি এরূপ অবস্থায় কেন?

কহ্লাটক। কুমার, আমার এই কষ্ট, তাই অপমানিত হ'তে হেথায় এসেছিলেম। দূত আমার নিকট প্রকাশ করে যে, যুবরাজ মত্ত হ'য়ে কোন বারবিলাসিনীতে আত্মসমর্পণ কচ্ছেন। আমি তাই নিবারণ করতে এসেছিলেম।

অশোক। আপনি কি যুবরাজের কার্য্যকলাপ পরিদর্শনের জন্য দূত নিযুক্ত করেন?

কহ্লাটক। না না, সে ব্যক্তি অপরিচিত, তার নিকটে কুৎসিত সংবাদ পেয়ে আমায় উপস্থিত হ'তে হয়েছে। চন্দ্রগুপ্তের অন্তঃপুরে বারবিলাসিনী প্রবেশ করবে, এইজন্য ব্যস্ত হয়ে তা নিবারণ করতে এসেছিলুম।

(কয়েকজন কর্ম্মচারীর আকালকে বন্ধন করিয়া লইয়া প্রবেশ)

কহ্লা। এ কে—এ?

কর্ম্মচারী। মন্ত্রী মহাশয়, এ ব্যক্তি চোর,—দুইবার রাজদণ্ডে কোড়া প্রহারে দণ্ডিত হয়েছে।

কহ্লা। কি করেছে?

আকাল। তোমাদের কষ্ট পেতে হবে না, আমিই বল্‌ছি। (মন্ত্রীর প্রতি) আমি চোর নই, চোর কি এঁরা ধরেন? আমি সৌখিন, আমি কেমন অট্টালিকায় শুতে পারি না, ছেলেবেলাকার অভ্যেস, রাস্তায় জঙ্গলে একধারে প'ড়ে থাকি, এই প্রধান দোষ; আর দ্বিতীয় দোষ—ক্ষীর সর নবনী আমার পেটে সয় না, তাই ভিক্ষান্নের চেষ্টা করি।

অশোক। তোমার এ দশা কেন?

আকাল। বল্লুম তো—সব; এই আপনি রাজকুমার হয়ে গদীর না ব'সে বনে-বাদাড়ে একলা ঘোরেন কেন? তা যখন মন্ত্রী-ম'শায় আছেন, আর আপনিও উপস্থিত আছেন, যে ব্যক্তি কোড়া প্রহার করে, তাকে বরাবর কেমন হুকুম দেবেন, হাত টাটাবে; প্রহরীদের হুকুম দেন, গর্দ্দানটা কেটে ফেলুক,—ওদেরও আমোদ হবে, আমিও নিস্তার পাব।

অশোক। ওদের আমোদ হবে কেন?

আকাল। আজ্ঞে পাঁঠা কেটে ঢোল ঢাক বাজায়, কাঁচা মানুষের মাথা কেটে একটু আমোদ করবে না? এঁরা যেদিন হবে কাকেও মু।

আমিও কি তাহাদের মধ্যে একজন !
হেন হীন প্রকৃতির কুৎসিত আধার
যদ্যপি শরীর মম—
এখনি বর্জ্জন প্রয়োজন।
কিন্তু কভু নয়,—
হেন নীচাশয় হৃদয় নহেক মম !
একি উত্তেজনা !
সসাগরা ধরণী কামনা—
নিরন্তর অন্তরে আমার,
কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত ;
পিতৃঘৃণা কুৎসিত বলিয়ে,
মাতৃস্নেহে নহি অধিকারী,
উচ্চ কর্ম্মচারিগণে করে অবহেলা.
মাত্র মাতৃবস্ত্র জ্ঞান হয় পক্ষ মম,
মনোভাব রাজ-ডরে প্রকাশিতে নারে।
কিন্তু উপেক্ষায় শতগুণে বৃদ্ধি উত্তেজনা।
একচ্ছত্র রাজদণ্ড করিব ধারণ,
উচ্চ আশ হৃদয়ে বিফল কভু নয় ;
নহে মম সামান্য জীবন,
নহি আমি সামান্য মানব,
জগতে নরশ্রেষ্ঠ নিশ্চয় মানিবে।

(বিন্দুসার, শুভদ্রাঙ্গী, সুসীম, কল্লাটক ও রাধাগুপ্তের প্রবেশ)

সুসীম। (অঙ্গুলিতে বিন্দুসারকে স্পর্শ করিয়া লতাগৃহান্তরে অশোককে দেখাইয়া) ওই —

বিন্দু। (শুভদ্রাঙ্গীর প্রতি) দেখ,—তোমার অশোকের যেরূপ আকার, সেইরূপ প্রকার! অতি সামান্য প্রজাকেও উৎসব-দর্শনে আমি অধিকার প্রদান করেছি। অশোকও উপস্থিত থাকলে আমি বিশেষ আপত্তি করতেম না, বরং উৎসব-দর্শনেচ্ছু ক'লে আমি ভাবতেম যে, অশোকের কিঞ্চিৎ মনুষ্যত্ব আছে। কল্লাটক ও রাধাগুপ্ত অশোককে উৎসবস্থলে উপস্থিত হ'তে উপদেশ দিয়েছিল, কিন্তু সে উপদেশ উপেক্ষা ক'রে এই নির্জ্জন প্রদেশে শিশুর ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন কর্চ্চে। ধিক্‌! কি মহাপাতকে এই হীন সন্তান আমার বংশে জন্মগ্রহণ করেছে! (অশোকের প্রতি) অশোক, তুমি যদি উৎসব-দর্শনে ইচ্ছুক, সভাস্থলে উপস্থিত না হয়ে এ স্থানে কেন গুপ্তভাবে অবস্থান কর্চ্চ? মন্ত্রীরা তো তোমায় যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

অশোক। উৎসব-দর্শন-ইচ্ছা নাহি মহীপাল,
ঘৃণা মম উৎসব-দর্শনে।

বিন্দুসার। তবে কেন চোরের মত একদৃষ্টে উৎসব লক্ষ্য কর্চ্চ?

অশোক। দেখিতেছি কত হীন মানব-হৃদয়!
হীন কার্য্য কত প্রিয় তার,
মনুষ্যত্ব কিরূপ করেছে পরিহার।
দেখুন সম্রাট—
হেন শক্তি নরের শরীরে,
যাহে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি
দাস সম আজ্ঞায় চালিত।
কিন্তু সেই মহাশক্তি উপেক্ষা করিয়ে
সপ্ত দিবারাত্র আজি বিলাসে নিরত,
যাহে চিত্ত পশু সম হয় অবনত।

বিন্দু। আরে মূঢ়, মনুষ্যত্ব কেবল তোমার আছে, আর এ রাজ্যে কারো মনুষ্যত্ব নাই?

অশোক। মহারাজ, দাসের মনুষ্যত্ব আছে বা না আছে, পরীক্ষা করুন।

বিন্দু। বিনাশ তোমার হীন বিবেচনা হয়! তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত, এত আছ কি?

অশোক। মহারাজ, আরও বিস্মিত হচ্চি, তক্ষশিলায় বিদ্রোহ, আর রাজধানীতে অকারণ উৎসব। কোন নূতন রাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই, রাজপুরে কোন রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করে নাই, কোন দেব-দেবীর পূজা নাই, কেবল উৎসবের নিমিত্ত উৎসব, যে উৎসবে নর্ত্তকীরা প্রধান। (জানু পাতিয়া) ধরণীশ্বর, এই নিমিত্তই এই উৎসবের প্রতি আমার ঘৃণা।

বিন্দু। তোমার উৎসবের প্রতি ঘৃণা নয়, ঘৃণা আমার প্রতি!

অশোক। না মহারাজ, আমার ঘৃণা হীন পারিষদের প্রতি, ঘৃণা হীন প্রজাবর্গের প্রতি, যাদের উত্তেজনায় এই উৎসবকার্য্যে মহারাজ অনুমতি দিয়েছেন। এ উৎসবে তারা রাজভক্তি প্রদর্শন কচ্চে না, মনুষ্যত্বহীন বিলাসীরা রাজসম্মান ভাণে আপনাদিগের বিলাস-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত কচ্চিল। তক্ষশিলায় বিদ্রোহ, সে বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত কারো উদ্যোগ নাই। পিতাবন্ধ

রাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত-স্থাপিত এই বিরাট সাম্রাজ্য যে অঙ্গহীন হচ্ছে, এর প্রতি কারো লক্ষ্য নাই। তক্ষশিলা যদি দমিত না হয়, তক্ষশিলার যদি রাজশাসন খলিত হয়, দিন দিন অপরাপর প্রদেশও পাটলিপুত্রের সিংহাসন উপেক্ষা করতে উত্তেজিত হবে, তক্ষশিলাবাসীর সকলেই অনুকরণ করবে।

বিন্দু। দেখ রাজ্ঞি, বর্বরের স্পর্দ্ধা দেখ,—অগ্নি-বেষ্টিত সম্রাট্‌কে কদাচার, কুরূপ, বামুন—উপদেশ প্রদান কচ্চে!

অশোক। মহারাজ, দাস তো কোন নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করে নাই।

বিন্দু। তুমি তক্ষশিলা দমন করবার নিমিত্ত প্রস্তুত না কি?

অশোক। মাত্র রাজাজ্ঞার অপেক্ষা।

সুসীম। (জনান্তিকে বিন্দুসারের প্রতি) বাবা, অশোককে পাঠিয়ে দিন না, তা হ'লে আপনার আপদ সহজেই চুকে যায়।

বিন্দু। আমার আজ্ঞার অপেক্ষা? আজ্ঞা দিলুম, তক্ষশিলা দমন করো।

অশোক। সৈন্য সজ্জিত হ'তে আদেশ প্রদান করুন।

বিন্দু। তোমার সৈন্য তুমি বেছে নাও; এ হীন প্রদেশ, হীনচেতা লোক—বিলাসরত, এ প্রদেশের সৈন্য তোমার ন্যায় বীরপুরুষের যোগ্য নয়।

অশোক। তবে আমি একা তক্ষশিলা প্রদেশ জয় করবো এইরূপ কি রাজাদেশ?

বিন্দু। আদেশ তুমিই প্রার্থী।

সুভদ্রা। দুখিনীর সন্তানকে কি বিসর্জ্জন দেবেন মহারাজ?

বিন্দু। রাজ্ঞি, আজ আবার কি নূতন কৌশল? তোমার পুত্র কি তক্ষশিলা-দমনে একা অগ্রসর হবে বিবেচনা করেছ? তুমি কি বোঝো না যে, এই দাম্ভিকের শুধু আমার অবমাননা করবার নিমিত্ত? (অশোকের প্রতি) বীরপুরুষ, বীরত্ব প্রকাশ করো, ইতস্ততঃ কেন? তক্ষশিলা জয় ক'রে এসো, আমি তোমায় সিংহাসন প্রদান করবো। অপেক্ষা কেন?

অশোক। মাতৃ-আজ্ঞার অপেক্ষায় রয়েছি মহারাজ।

বিন্দু। হাঁ হাঁ, মাতৃ আজ্ঞা ব্যতীত গমন করতে পারবে না, তোমার সমীর বীর্য। তোমার পিতার আজ্ঞা পেলে,—তক্ষশিলা জয় না করে নগরপ্রবেশ করো না।

[অশোক, সুভদ্রাঙ্গী, সঙ্গেটিকা ও রাধাগুপ্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

অশোক। মহারাণি, রাজাজ্ঞা পালন করি, অনুমতি দিন।

সুভদ্রা। বৎস, অস্ত্রযুক্ত হও, রাজ-আজ্ঞা পালন করো।

রাধাগুপ্ত। মা, মার্জ্জনা করুন, মহারাজ যেরূপ কঠোর পিতা, আপনিও কি সেইরূপ কঠোরা জননী?

সুভদ্রা। না রাধাগুপ্ত, আমি কঠোরা জননী নই। বৎস, তোমরা অশোকের প্রকৃতি জানো না, আমি অনুমতি না দিলে যদি অশোকের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, অশোক দেহের মমতা এখনি পরিত্যাগ করবে।

অশোক। মা মা, তুমি রোদন করো না, আমি তোমার আশীর্ব্বাদে জয়ী হয়ে প্রত্যাগমন করবো, শান্ত হও।

সুভদ্রা। বৎস,

শান্ত হ'তে কাহারে করিছ অনুরোধ?
কিরূপে করিব শান্ত অশান্ত হৃদয়!
নহ নারী,
কিরূপে বুঝিবে তুমি মায়ের বেদনা?
অশোকের সম পুত্র করো নি প্রসব,
দাও নাই অশোক নন্দনে বিসর্জ্জন,
শান্ত হ'তে অনুরোধ কর সে কারণ।
বুঝি না জানিতে মোরে মমতা-বর্জ্জিত,
বুঝি বা ভাবিতে মম আদরের ত্রুটি;
কিন্তু শোনো বৎস,
আজি করি মনোভাব প্রকাশ তোমায়,
রাজরাজেশ্বর পদ লভিবে অশোক,
দৈবজ্ঞের গণনা এরূপ;
স্নেহ-দৃষ্টে চাহিলে তোমার পানে
পাছে তুব হয় অকল্যাণ,
সেহেতু প্রকাশ নাহি করি স্নেহ।
অজানিত ত্রুর ...

সেই পুত্র অন্তরের নিধি—
শত্রুমাঝে অসহায় করিব প্রেরণ,
শান্ত কে করিবে বৎস, জননীর মন ?
অশোক। মা গো, দৈবজ্ঞগণের, ভিক্ষুর বচন,
মম হৃদয়ের উত্তেজনা—
অবশ্য হইব মাতা রাজরাজেশ্বর,
তব আশীর্ব্বাদে আমি হব সর্ব্বজয়ী।

[প্রণাম পূর্ব্বক অশোকের প্রস্থান।

সুভদ্রা। করুণা-আকর যেই দেবতামণ্ডল
অনাথের নাথ চিরদিন,—
রক্ষা করো অনাথ নন্দনে।

[সুভদ্রাঙ্গীর প্রস্থান।

রাধাগুপ্ত। মহাশয়, সর্ব্বনাশ হ'লো, কি উপায়ে রাজকুমারকে রক্ষা করা যায় ?

কল্লাটক। চলো, দ্রুতগামী দূত প্রেরণ ক'রে কুমারকে রাজ্যপ্রান্তে কোন নির্জ্জন স্থানে আবদ্ধ রাখা যাক্। এ ব্যতীত তো অপর উপায় দেখি না। মহারাজ দিবারাত্র এই যোগ্য পুত্রের মৃত্যু-কামনা করেন। দেখলে না, এই পুত্র বিসর্জ্জন দিয়ে মহারাজ পরম আহ্লাদিত। সতর্কভাবে কার্য্য করা উচিত, নচেৎ আমাদের অমঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ।

(অগ্রে অশোক পশ্চাৎ বীতশোকের প্রবেশ)

বীতশোক। দাদা, কোথা যাও ?

অশোক। রাজাদেশ-পালনে।

বীত। তোমার স্ত্রীপুত্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করলে না ?

অশোক। সে অবকাশ নাই।

বীত। দাদা, তুমি ত বড় কঠিন ?

অশোক। কর্ত্তব্যের পথ তো কোমল নয় বীতশোক ? তুমি আমার হ'য়ে আমার স্ত্রীপুত্রদের ব'লো যে, আমার স্নেহের অভাব নয়, তবে রাজকার্য্য বড় কঠোর।

বীত। আমি কি ক'রে বলবো, আমি তো তোমার সঙ্গে যাব। রাজাদেশ পালন যদি তোমার কর্ত্তব্য হয়, আমি তোমার কনিষ্ঠ, তোমার অনুগমন করা আমার কর্ত্তব্য।

অশোক। না বীতশোক, তুমি ফিরে যাও, আমাদের মা বড় দুখিনী, আমার অদর্শনে কাতরা হবেন, তুমি সান্ত্বনা ক'রো।

বীত। দাদা, তুমি আমায় কর্ত্তব্যপালনে শিক্ষা দিয়েছ, কিন্তু সে শিক্ষার পরীক্ষাগ্রহণ কই কচ্চ ? তুমি একাকী অসহায় শত্রুমাঝে গমন করবে, আমি তোমার কনিষ্ঠ সহোদর, রাজগৃহে রাজভোগে অবস্থান করবো ?

অশোক। চিন্তা দূরে কর উচ্চাশয়,
জেনো মম কোন কার্য্যে নাহি পরাজয়।
বিশাল সাম্রাজ্যপতি করিয়ে আমায়
প্রেরিয়াছে অদৃষ্ট ধরায় ;
না ধরে ধরণী-বক্ষ হেন কোন জন,
শত্রুশির যা হইবে সম্মুখে আমার।
নাহি অসি তীক্ষ্ণধার পিধানে কাহার
দেবতা-গঠিত অঙ্গে করিবে প্রবেশ,
দেব প্রিয়দর্শী আমি জানিহ নিশ্চয়।
নিশ্চিন্ত হইয়ে করো জননীর সেবা ;
ভ্রাতা বলি আলিঙ্গনে পুনঃ সম্ভাষিব।

বীত। হেন দেবকার্য্যে যদি তব আগমন,
তবে কি কারণ,
কনিষ্ঠ তোমার,
তাহে করহ বঞ্চন ?
তব উচ্চ গৌরবের অংশ মাত্র দানে
আজি যদি করহ বঞ্চনা,
কর মানা সাথী হইবারে,—
যেই দেবকার্য্যে তুমি ধরণীমণ্ডলে,
সেই দেবগণে আমি কহি সাক্ষী করি,
তব মহাকার্য্যে হব নিশ্চয় সহায়।
নাহি মম তব সম উচ্চ অভিলাষ,
জ্যেষ্ঠ-সেবা একমাত্র পিয়াস হৃদয়ে !

অশোক। কর তবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সেবা মম,
মাতার নয়ন-ধার করহ মোচন।

বীত। পিতাধিক আজ্ঞা তব লঙ্ঘিতে না পারি,
কিন্তু তব আজি নিষ্ঠুরতা ;

নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করি সম্মুখে তোমার,
তব কার্য্যে ছার দেহ করিব বর্জ্জন।

[অগ্রে অশোক পরে বীতশোকের অপরদিকে
প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর—সুভদ্রাঙ্গীর মহল।

সুভদ্রাঙ্গী ও পদ্মাবতী।

পদ্মাবতী। মা মা, কি হবে? মহারাজ প্রভুকে বর্জ্জন করেছেন। নগরে প্রবেশ নিষেধ, কি হবে মা, কি হবে?

সুভদ্রা। আমরা দীনা রমণী, আমরা কি করবো মা? দীননাথকে ডাকো, আর ত উপায় নাই।

পদ্মাবতী। মা, তোমার শ্রীমুখে শ্রবণ করেছি, তুমি ব্রাহ্মণকুমারী, কোন মহাপুরুষ গণনা করেন যে, তোমার গর্ভে রাজচক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করবেন, সেই জন্যই তোমার পিতা তোমাকে রাজপুরে রেখে যান। তোমার অসামান্য সৌন্দর্য্য-দর্শনে ঈর্ষ্যায় রাজ্ঞীগণ তোমায় হীন ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্ত করেছিলেন। পুত্র-আশায় সে সমস্ত তুমি সহ্য ক'রে রাজকৃপায় পাটরাণী হয়েছিলে। সর্ব্ব সুলক্ষণ ও রাজচক্রবর্ত্তীর জটিলচিহ্নযুক্ত পুত্র প্রসব করেছ। তবে এ পরিণাম কেন মা? সকলি কি বিফল হ'লো?

সুভদ্রা। আমি বুদ্ধিহীনা অবলা, আমি কি বলবো মা? দেবতার যেরূপ ইচ্ছা, তাই পূর্ণ হবে।

(প্রহরিগণ সহ বিন্দুসারের প্রবেশ)

মহারাজ, রাজ-অন্তঃপুরে রাজন্মুখে অস্ত্রধারী প্রহরী কি সাহসে উপস্থিত?

বিন্দু। কর্ত্তব্য পালনে; যে নাস্তিক—পিতা ও রাজাকে উপেক্ষা ক'রে রাজ-অন্তঃপুরে লুক্কায়িত আছে, তার অন্বেষণে। তোমার অশোক কোথায়?

সুভদ্রা। আমা অপেক্ষা মহারাজ তো অশোকের অবস্থা অবগত। অশোক রাজ-আজ্ঞায় তক্ষশিলায় যাত্রা করেছে।

বিন্দু। কুৎসিতা নাপিতিনি, আর ক্ষৌরকার্য্যে আমাকে প্রতারিত করতে পারবে না! তোমার পৈশাচিক মোহিনীতে আর আমি ভুলবো না। যদি নিজের মঙ্গল, কনিষ্ঠ পুত্রের মঙ্গল, পুত্রবধূ, পৌত্রের মঙ্গল কামনা থাকে, অশোককে প্রহরীর হস্তে অর্পণ করো।

সুভদ্রা। মহারাজ, মঙ্গল বা অমঙ্গল হোক, পতি-সম্মুখে কখনো এ জিহ্বায় মিথ্যা উচ্চারিত হয় নাই। অশোকের পাটলিপুত্র রাজবংশে জন্ম, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হ'লে সে প্রাণত্যাগ করতো, কদাচ রাজাদেশ লঙ্ঘন ক'রে আমার অনুরোধেও অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাকতে সম্মত হতো না। অন্তঃপুরে অহেতু রাজ-অনুচর প্রবেশ করেছে।

বিন্দু। সত্যবাদিনি, অশোক অন্তঃপুরে নাই? উত্তম। কনিষ্ঠপুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রকে লয়ে এই প্রহরীর সহিত অন্তঃপুর পরিত্যাগ ক'রে গমন করো। রাজাদেশে এখনি পুরী দগ্ধ হবে।

সুভদ্রা। প্রভু, প্রহরিবেষ্টিত হয়ে পুত্রবধূর সহিত কোথায় যাব?

পদ্মাবতী। কেন মা, রাজরাণী যথায় যাবেন, তাঁর দাসীও তথায় তাঁর সেবার নিমিত্ত থাকবে। কেন বিমর্ষ হচ্ছেন? শ্রীরামচন্দ্র যখন জানকী বর্জ্জন করেছিলেন, তখন তপোবনে তো তাঁর স্থান হয়েছিল, তাঁর শিশুদুটিও দেবতার কৃপায় পালিত হয়েছিল;—দেবতার কৃপায় আমাদেরও স্থান হবে।

বিন্দু। হ্যাঁ,—কারাগারে।

পদ্মা। যে আজ্ঞে মহারাজ!

বিন্দু। রাজ্ঞি, তোমার পুত্রবধূও তোমার ন্যায় দাম্ভিকা!

(বীতশোক ও কুনালের প্রবেশ)

বীতশোক, শুনেছি তুমি মহারাজ্ঞী তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর লুক্কায়িত করেছ?

বীতশোক। মহারাজ, যুবরাজ অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাকতে পারে, সিংহ শিবিরে থাকবে? তিনি তক্ষশিলায় গমন করেছেন, আমি তাঁর নিকট বিদায় লয়ে আসছি।

বিন্দু। কুনাল, তুমি বালক—তোমার পিতা

কোথায় ? সত্য বলো, আমি অঙ্গীকার কচ্চি, তার প্রাণবধ করবো না।

কুনাল। মহারাজ, পিতা যদি অন্তঃপুরে থাকতেন, কদাচ তাঁর অপরাধে তাঁর মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী,পুত্র রাজকোপে পতিত হচ্ছেন দেখে উদাসীন থাকতেন না, রাজসম্মুখে নিশ্চয় উপস্থিত হতেন।

বিন্দু। খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়েই রাজসম্মুখে নিজ নিজ স্বাধীনচিত্তের পরিচয় দিতে প্রস্তুত দেখ্‌ছি। যাও, সকলে রক্ষীর সহিত গমন করো। (প্রহরীর প্রতি) সর্দ্দার—

সর্দ্দার-প্রহরী। মহারাজাধিরাজ—

বিন্দু। যে পুরে নন্দবংশীয় রমণীগণ আবদ্ধ ছিলেন, তথায় লয়ে যাও। সতর্ক প্রহরী যেন কাকেও সে পুরে প্রবেশ করতে না দেয়। দুইজন প্রহরী এ গৃহে অগ্নি প্রদান করো। প্রত্যেক বস্তু ভস্মসাৎ ক'রে আমায় সংবাদ দেবে।

প্রহরী। রাজমাতা, দাস আজ্ঞা-অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

সুভদ্রা। চলো বাবা।

[প্রহরিগণ সহ সুভদ্রাঙ্গী, পদ্মাবতী, বীতশোক ও কুনালের প্রস্থান।

বিন্দু। (অপর প্রহরিদ্বয়ের প্রতি) গৃহে অগ্নি প্রদান করো।

[বিন্দুসারের প্রস্থান।

১ম প্রহরী। আয় রে, পোড়াবার আগে সিন্দুক-পেঁড়ায় কি পাই দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মায়া-কানন।

(মার ও তৃষার প্রবেশ)

তৃষা। পিতা, মর্ম্ম তব বুঝিবারে নারি,
কি কারণ মায়া-বন করেছ সৃজন ?
কহ তুমি অশোকের অরি,
কি হেতু না সংহার তাহারে ?
পরিবর্ত্তে তার—
সসাগরা ধরা-অধিকার
অর্পিবে তাহারে, যে জন নিয়ম শত্রু তব।

মার। শুনো করো বিচার,
আজন্মাবধি কার্য্যে রত রত।
অরি—বুদ্ধ মম, চাহে
অহিংসা তাহার ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
কিন্তু আমি অশোকে অর্পিলে অধিকার,
নররক্ত-স্রোতে সিক্ত হবে ধরাতল,
বৌদ্ধধর্ম্ম যাবে রসাতলে।

তৃষা। দয়াবান্ অশোক দেখেছি পরীক্ষিয়া,
হেন নরহত্যাকারী সে কেমনে হইবে ?

মার। অবস্থায় হবে দয়া ঘোর নির্দ্দয়তা,
পিতৃ-ঘৃণা,
ভ্রাতা, যার বার বার রক্ষিল জীবন,
করিতেছে মরণ-কামনা অশোকের,
নির্ব্বাসিত তাহারি কৌশলে।
মাতা, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র কারাগারবাসী,
পিতৃরাজ্যে উপহাসভাজন সবার,
ঘৃণ্য লোকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বলি।
হেন অবস্থা-পীড়নে, এক বুদ্ধ বিনা
কাহার হৃদয়ে আর দয়া পাবে স্থান ?
উল্লাস আমার—
বৌদ্ধধর্ম্ম যাবে ছারখার,
কিন্তু মম অরি নহে অশোক কুমার।
এস, হই অন্তর্দ্ধান—
বিষ উপদেশ এবে কি কার্য্য তোমার।

[মার ও তৃষার প্রস্থান।

(অশোক ও তৎপশ্চাৎ আকালের প্রবেশ)

অশোক। কে তুই ?

আকাল। এই পত্র দিতে এসেছি।

অশোক। কার পত্র ?

আকাল। দেখ্‌তে চাও না শুন্‌তে চাও ?

অশোক। কি দেখবো ?

আকাল। এই পত্র দেখ্‌বে।

অশোক। (পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া) যাও, মন্ত্রী মহাশয়কে আমার নমস্কার জানিয়ে ব'লো, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্র বন্দী, এ অবস্থায় তাঁর বন্ধুগৃহে লুকাইত থাকবার জন্য অশোক জন্মগ্রহণ করে নাই। অচিরে তক্ষশিলায় অধিকার স্থাপন ক'রে মাতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্রের কারামোচন করবে।

আকাল। তোমারই সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পাবার ইচ্ছা হচ্ছে।
অশোক। তুই কে?
আকাল। তোমারই মত রাজরাজেশ্বর, দেখ্তে পাচ্ছ না?
অশোক। তুমি সেই আকাল না?
আকাল। সে যবে ছিলুম, তবে ছিলুম। এখন রাজার চাল চেলে দু'পা ছাঁকিয়ে বরাবর এসেছি।
অশোক। তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করো?
আকাল। করি।
অশোক। প্রাণের ভয় করো না?
আকাল। গোড়া থেকে সেটা তো বড় দেখেন নি।
অশোক। যাও।
আকাল। যাবার বড় ইচ্ছা নাই।
অশোক। তবে থাক।
আকাল। থাকবারও বড় ইচ্ছা নাই।
অশোক। তবে কি ইচ্ছা?
আকাল। রাস্তায় একলা শুলুম, এসে জুড়িদার পেলুম; দু'জনে গলাগাছা ক'রে ঘুমিয়ে পড়্বো।
অশোক। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে?
আকাল। সখ হয়েছে বটে।
অশোক। পারবে?
আকাল। পারা তো বড় ভারি কাজ দেখ্ছি নে। দু'পায়ে চলা, যা কিছু জোগাড় ক'রে খাওয়া, আর বনে-বাদাড়ে এক পাশে প'ড়ে থাকা।
অশোক। আমি দস্যু।
আকাল। আমায় কিসে শান্ত-শিষ্ট দেখলে?
অশোক। আমার সঙ্গে থাকতে চাও কেন?
আকাল। গেরো; আর বাক্যব্যয় কেন?—অনেক তো কথা কাটাকাটি হ'লো, এখন চলো না—কোথায় যাবে। চুটি খাবার-দাবার ইচ্ছে থাকে তো বলো, জোগাড় ক'রে দেখি।
অশোক। যাও, আমার সঙ্গ ত্যাগ করো। তোমার মনোভাব আমি বুঝেছি, তুমি আমার সামান্য উপকার ভোল নাই; তুমি কৃতজ্ঞ, সেই জন্য তোমার সঙ্গে ব্যঙ্গ-পরিহাস করেছি। যাও, আমার নিকট থেকো না; আমি দানব, আমার দেহে অস্থি নাই, মাংস নাই, রক্ত নাই, কেবল আপাদমস্তক নিষ্ঠুরতাপূর্ণ; তুমি রাজপুর থেকে আসছ, তুমি কি শোন নাই—আমি সংসার-পরিত্যক্ত, সংসারকে প্রতিশোধ দেব—এই নিমিত্ত জীবিত?
আকাল। আমিও সংসারে এতদিন কার-কারবার করলুম, আমারও তো সংসারে দেনা-পাওনা আছে; যদি শোধবোধ করতে হয়, তোমার মতন একজন মহাজন খাড়া না ক'রে কি ক'রে কার-কারবার চালাবো?
অশোক। পারবে?
আকাল। পরখ ক'রে দেখ।
অশোক। (সহসা উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) দেখ, দেখ, কি আশ্চর্য্য, এ কি আমার চক্ষের ভ্রম! কি দেখছি, মেঘের উপর ঘোটকারোহণ ক'রে কে আসছে! এ অরণ্য কি কোন উপদেবতার আবাসস্থান! (আকালের প্রতি) তুমি স'রে যাও, তুমি এ স্থানে থাকলে তোমার কোন অমঙ্গল হ'তে পারে।
আকাল। আমারও আপনার মত চারদিকে মঙ্গল ছড়াছড়ি! একটু অমঙ্গলের তার পেলে মুখ বদল হবে।
(আকাশ হইতে অশ্বারোহণে মারের ভূতলে অবতরণ)
মার। তুমি না সংসারকে প্রতিশোধ দেবে মনে কচ্ছ?
অশোক। যদি করি?
মার। আমার সাহায্য ব্যতীত পারবে না।
অশোক। আমি কারও সাহায্য-প্রার্থী নই।
মার। আমার অধীনতা স্বীকার করো, নচেৎ এখনি প্রাণ হারাবে।
অশোক। অধীনতা স্বীকার অপেক্ষা প্রাণত্যাগ কষ্টকর হবে না।
মার। আমি তোমায় সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর করবো।
অশোক। সে আধিপত্য আমার ইচ্ছা বটে, কিন্তু তুমি যে সে আধিপত্য দিতে শক্তিমান, এরূপ আমার ধারণা জন্মে নাই। মার তুমি কুহকী, এই পরিচয় পেয়েছি।
মার। কর কি, কুহকি-জ্ঞানে উপেক্ষা আমায়?
জান কি কে আমি ভূমণ্ডলে?
পূর্ণ আধিপত্য মম প্রকৃত 'পরে;

আজ্ঞায় আমার—
অট্টালিকা আকাশ স্পর্শিবে,
মলয় মারুত ঘোর ঝটিকা বাহিবে ;
অগ্নিরাশি প্রজ্জলিত হইবে তুষারে,
উথলিবে সাগর-সলিল—
করিবারে ধরা আচ্ছাদন,
সেবিবে রজনী, কাঁপিবে ধরণী—
এখনি ইঙ্গিতে মম ;
তোমা প্রতি হয়েছি সদয়,
তাই দাঁড়াতে আশ্রয়
আগমন হেথা মম !
ইচ্ছা তব তক্ষশিলা করিতে দমন,
কিন্তু, একাকী কিরূপে কার্য্য করিবে সাধন ?
হের—
সৃজি এ কাননে সৈন্য সাহায্যে তোমার ;
যত বৃক্ষ লক্ষ্য হয় তব—
অস্ত্রধারী মানব হইবে ।
এ আজ্ঞা স্মরণ্য আমার—

(বৃক্ষশ্রেণীর সৈন্যশ্রেণীরূপে পরিণত হওন)

অশোক। শক্তিশালী তুমি করি অবশ্য স্বীকার,
কিন্তু আমি পিতার আজ্ঞায়
আসিয়াছি একাকী দমিতে তক্ষশিলা ;
ভাগ্যমাত্র সহায় আমার,
পরীক্ষিব ভাগ্যে আছে কিবা ;
না লব সাহায্য কারো অধীনতা করি ।
রুষ্ট বা তুষ্ট হও—তাহা নাহি গণি,
জীবনে প্রতিজ্ঞা মম হবে না লঙ্ঘন ।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

মায়াকাননের পরিবর্তে প্রান্তর ।

অশোক। কি আশ্চর্য্য,—
বন পরিবর্ত্তে হেরি বিস্তৃত প্রান্তর !
ভোজবিদ্যাবিশারদ হবে কোন জন ।
কিন্তু কিবা প্রয়োজনে
এসেছিল মম সন্নিধানে ?
সসাগরা ধরাপতি আমি—
হেন বা বুঝিল বিজ্ঞাবলে ।
যে হয় সে হয়—
হইব ধরণীপতি নাহিক সংশয় ।
বেগবান্ নদে কেবা রোধে,
কে বারে উত্তমশীল পুরুষের গতি !
তক্ষশিলা নিশ্চয় করিব অধিকার ।

[অশোকের প্রস্থান ।

আকাল। চলো, আমিও পেছু নিলুম ।

[আকালের পশ্চাৎ প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্ত ।

(মায় ও তৃষার প্রবেশ)

তৃষা। পিতা, কার্য্য তব বুঝিবারে নারি !
অধীনতা অস্বীকার করিল অশোক,
তবু হেরি—
আনন্দ-উৎফুল্ল তব বদনমণ্ডল !

মায়। রাজ্যলিপ্সা মনে জাগে যার,
মুখে অধীনতা মম করি অস্বীকার
নিস্তার কি পায় সেই জন ?
অধীনতা অস্বীকার করিয়ে আমার
[illegible]
মানব বা দৈবশক্তি কিছু না মানিলে,
হবে নিজ ইচ্ছায় চালিত,
জান না কি স্বেচ্ছাচারী ক্রীতদাস মম
তক্ষশিলা আধিপত্য করিয়া গ্রহণ
না মানিবে পিতার শাসন,
সাম্রাজ্যে হইবে ঘোর বিদ্রোহ উদয় ।
এবে কার্য্য তব—
কলঙ্কিত করিতে অশোকে ।
উজ্জয়িনীবাসী কোন ধনাঢ্য বণিক,
একমাত্র কন্যা তার পরমা রূপসী ।
উচ্চ আশ বণিক-হৃদয়ে—
চাহে কোন উচ্চ বংশে অর্পিতে নন্দিনী ।
অশোকের সনে যদি পার মিলাইতে,
পরিণয় হয় যদি অশোকের সনে,
রাজকুল কলঙ্কিত হবে—
ঘৃণিত হইবে তার ক্ষত্রিয়-সমাজে !
দুর্দান্ত অশোক কভু ঘৃণা নাহি সবে,
ক্ষত্রিয়গণ সনে বিবাদ বাধিবে
ক্ষত্রবংশ ক্ষয় হবে তায় ।

পার যদি কোন মতে এ কার্য্য সাধিতে,
মহা তুষ্ট হব তব প্রতি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

তক্ষশিলা—মন্ত্রণাকক্ষ।

সভাপতি, সেনাপতি, ধর্ম্মযাজক ও সদস্যগণ।

সভাপতি। এখন কি উপায়? আমি নিশ্চয় সংবাদ পেলেম, আমাদের শাসনের নিমিত্ত পাটলিপুত্র হ'তে রাজপুত্র প্রেরিত হয়েছে। পাটলিপুত্রের অসংখ্য সেনা কিরূপে নিবারণ করবো?

সেনাপতি। কেন চিন্তিত হচ্ছেন? এ বন্ধুর প্রদেশে পাটলিপুত্রের সেনার যুদ্ধ অসম্ভব। বীরপ্রসবিনী তক্ষশিলার জনে জনে—সহস্র যোদ্ধার সম্মুখীন হ'তে সমর্থ। চিন্তা দূর করুন, অস্ত্র সহকারী সেনাপতি সৈন্য পরিচালনা ক'রে সেনার মনোভাব অবগত হবেন। যতদূর আমার ধারণা, প্রত্যেক সেনা মরণ সঙ্কল্প ক'রে যুদ্ধে প্রবেশ করবে। স্ত্রৈণ বিন্দুসার রাজার সুখ-লালিত সেনাগণ কদাচ আমাদের সমকক্ষ হবে না।

১ম কর্ম্মচারী। তবে কি আপনার যুদ্ধ পণ?

ধর্ম্মযাজক। অবশ্য, তোমরা বীরপুত্র—বীর; রা[illegible] তোমাদের জাতিধর্ম্ম; রাজ্যশাসনে অশক্ত স্ত্রৈণ সম্রাটের অধীনতা স্বীকারে কেন কলঙ্ক গ্রহণ করবে? যে পর্য্যন্ত তক্ষশিলার উপযুক্ত রাজা নির্ণীত না হয়, আসুন, আমরা সিংহাসনে রাজমুকুট স্থাপন ক'রে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করি।

সভাপতি। সেইরূপই হোক।

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। সভাপতি মহাশয়, নিবেদন,—এক দেবমূর্ত্তি বীরপুরুষ সভার আগমন কচ্ছেন।

সভাপতি। তিনি যিনিই হোন, কিম্বা অনুমতিতে রক্ষীরা কেন তাঁরে নগরে প্রবেশ করতে দিয়েছে?

দূত। তাঁরে নিবারণ করতে কেউ সাহস করে নাই। দুর্গ-সমীপে যখন সেই বীরপুরুষ উপস্থিত, সহকারী সেনাপতি সৈন্য পরিচালনা কচ্ছিলেন। যুদ্ধ[illegible] সজ্জিত সেনাগণ [illegible] হয়ে তাঁরে পথ প্রদান করেছেন।

সভাপতি। কে সে?

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। তোমাদের রাজা—শাসনকর্ত্তা—রাজ্যে সুনিয়ম স্থাপনের নিমিত্ত আমি আগত। প্রজারা যাতে পুত্রের ন্যায় পালিত হয়, উচ্চ-নীচ প্রজার প্রতি যাতে সমভাবে ন্যায়বৃষ্টি স্থাপিত হয়, রাজ্য যাতে ধনধান্যে পূর্ণ হয়, যাতে দীনতা রাজ্যে না থাকে,—সেই রাজকার্য্য-সাধনের জন্য আমি উপস্থিত। অবনতমস্তকে আমার শাসনাধীন হও। যদি কেহ বিরূপ থাক, নিজ ইষ্টদেবকে স্মরণ কর,—রাজদণ্ডে যমপুরে প্রেরিত হবে।

সভাপতি। আপনি একা আমাদের শাসন করবেন?

অশোক। আমি একা—আমি একাই শত সহস্র। অর্ব্বাচীন সভাপতি, সসাগরা ধরণীর অধিপতি তোমার সম্মুখে—এ তোমার উপলব্ধি হচ্ছে না? শীঘ্র আসন পরিত্যাগ ক'রে রাজ-সম্মানের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হও। রাজপুত্র অশোক সসাগরা ধরণী শাসন করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে।

ধর্ম্মযাজক। সত্য—সত্য—সত্য,—কুমার অশোক আমাদের রাজা, যে দুর্দ্দান্তপ্রতাপ নির্ভীকহৃদয় বীরপুরুষ একাকী তক্ষশিলায় প্রবেশ ক'রে তক্ষশিলার শাসনসভায় রাজসিংহাসনে উপবেশনের নিমিত্ত উপস্থিত, যে রাজলক্ষ্মীর বরপুত্র, রাজলক্ষ্মীর উত্তেজনায় অমিত শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করেছেন, আমি তক্ষশিলার পুরোহিত, আমি সেই রাজাধিরাজকে তক্ষশিলার অধিপতিরূপে বরণ করলেম।

(পটপরিবর্ত্তন)

রাজসভা।

মহারাজ, এই রাজমুকুট ধারণ ক'রে সিংহাসনে উপবেশন করুন।

(অশোকের সিংহাসনে উপবেশন)

ধর্ম্মযাজক। সভাপতির [illegible] আমি পুষ্পহার এনেছিলেম, মহারাজের [illegible] প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করি। (রাজকণ্ঠে ফুল-হার প্রদান)

দিয়া) জয় মহারাজাধিরাজ কুমার অশোকের জয় !

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ কুমার অশোকের জয় !
জয় তক্ষশিলার অধীশ্বর কুমার অশোকের জয় !
জয় রাজলক্ষ্মীর বরপুত্র কুমার অশোকের জয় !

অশোক। শুন শুন তক্ষশিলা-মুখ্যাত্রগণ,
পুত্রের স্থানীয় আজি তোমরা সকলে।
যোগ্যপুত্র রহে যথা পিতৃকার্য্যে রত,
রাজ্যের মঙ্গল হোক হৃদয়ের ব্রত।
জনে জনে পরিচয় প্রদান সংসারে,
রাজকার্য্যে সুনিপুণ কিরূপ সকলে।
সভাপতি—

সভাপতি। মহারাজ—

অশোক। আজি হ'তে মন্ত্রিপদ তব !
সেনাপতি—

সেনাপতি। মহারাজ—

অশোক। সৈন্যভার তোমায় অর্পিত,
যেবা যেই কার্য্যে যোগ্য মন্ত্রী মহাশয়,
সেই কার্য্যে তাহারে করুন নির্ব্বাচিত।

সকলে। জয় তক্ষশিলা অধীশ্বরের জয় !

অশোক। মন্ত্রিবর, তক্ষশিলার রাজসিংহাসন যে এরূপ অমূল্য রত্নাদিখচিত ও রাজমুকুট যে এরূপ রাজন্যবৃন্দের ঈর্ষা-উৎপাদনকারী, আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলেম না।

সভাপতি (মন্ত্রী)। মহারাজ, এই আমাদের ক্ষোভের কারণ ছিল, পাটলিপুত্র আমাদের অবস্থা অবগত নয়। আমাদের রাজকোষ অর্থপূর্ণ। তক্ষশিলার চতুষ্পাঠী বোধ হয়, পাটলিপুত্র ব্যতীত সকল স্থানে বিখ্যাত। মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যভুক্ত হয়ে আমরা যে সাম্রাজ্যবিস্তারের সাহায্য করেছি, ইহা পাটলিপুত্র যে বিস্মৃত হয়েছেন, ইহাই আমাদের ক্ষোভের কারণ ছিল। আজ রাজকুমারকে মহারাজ অশোক আমাদের সেই ক্ষোভ নিবারণ করেছেন।

(সহচরীগণ সহ দেবীর প্রবেশ)

অশোক। মন্ত্রিবর, কে এ সুন্দরী ? দরবারে কি আবেদন জিজ্ঞাসা করুন।

সভাপতি। মহারাজ, এরা আমার পরিচিতা নয়, বোধ হয় উজ্জয়িনীবাসী।

অশোক। উজ্জয়িনীবাসী—হেথায় কি নিমিত্ত ?

দেবী। মহারাজ, অনুমতি হয়, দাসী রাজপদে তার প্রার্থনা জ্ঞাপন করে।

অশোক। সুন্দরি, তোমার আবেদন শ্রবণে আমি প্রস্তুত, সিংহাসনের নিকট অগ্রসর হও।

দেবী। মহারাজ, দাসী উজ্জয়িনী-নিবাসিনী, বহুযত্নে রত্নহার প্রস্তুত করেছে ;—মহারাজ অশোকের উপযুক্ত কি না, জানবার নিমিত্ত সভায় দণ্ডায়মান।

অশোক। শ্রদ্ধার উপহার আমাদের সর্ব্বদাই আদরের।

দেবী। তবে দাসীর আবেদন পূর্ণ হো'ক। রাজকণ্ঠে এ রত্নহার কিরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, দর্শন ক'রে দাসী চরিতার্থ হবে,—রাজপদে দাসীর এই নিবেদন।

অশোক। ভাল সুন্দরী, তোমার সম্মুখেই আমি এই মালা ধারণ করবো।

দেবী। তবে ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'রে মালা গ্রহণ করুন।

[রাজকণ্ঠে রত্নহার প্রদান।

ধর্ম্মযাজক। জয় রাজদম্পতীর জয় ! তক্ষশিলাবাসী জয়ধ্বনি করো, মহারাজের উপযুক্ত মহারাণী আমরা প্রাপ্ত হলেম।

সকলে। জয় রাজদম্পতীর জয় !

দেবী। হে তক্ষশিলাবাসী, আমি আমার ইষ্টদেবের পদদেশে মাল্য প্রদান করেছি। আজ নূতন নয়, বহুদিন আমি আমার হৃদয়েশ্বরকে বরণ করেছি, কিন্তু আমার স্থান রাজ-শ্রীচরণে—সিংহাসনে নয়। দাসী হীনকুলোদ্ভবা বণিককুমারী, মহারাজের গুণগ্রাম-শ্রবণে মুগ্ধা, মহারাজ আমার প্রাণেশ্বর, কিন্তু আমি সেবিকা—দাসী মাত্র।

সভাপতি। জননি—রাজরাজেশ্বরি, আপনি এই গুণগ্রাম ভূষিত মহারাজের বামে বসবার উপযুক্ত।

ধর্ম্মযাজক। মন্ত্রী মশায় যথার্থ আজ্ঞা করেছেন।

অশোক। একি, আমার পত্নী আছেন, আমি রাজ-আজ্ঞায় তক্ষশিলায় আগত। তোমরা এ কিরূপ বলছ ?

ধর্ম্মযাজক। এ সাধ্বী যখন রাজকণ্ঠে মালা প্রদানে সাহস ক'রেছেন, যে নর-শার্দ্দূলের নিকট

তক্ষশিলাবাসী নতশির, সে মহারাজের রাণীর যোগ্যা যদি তিনি না হন, তবে ত্রিভুবনে মহারাজের যোগ্যা নারীরত্ন নাই। মাঙ্গা প্রদানে তক্ষশিলার নিয়মানুসারে ইনি রাজপত্নী। মহারাজ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণ আপনাকে দান কচ্চেন, ব্রাহ্মণের দান উপেক্ষা করবেন না।

[সকলের জানু পাতিয়া উপবেশন।

সভাপতি। (জানু পাতিয়া করযোড়ে) দাসগণেরও এই প্রার্থনা, রাজ্ঞীকে সিংহাসনে স্থান দেন।

অশোক। আমি প্রজাগণের বাধ্য। এস প্রিয়ে, সিংহাসনে উপবেশন করো।

দেবী। মহারাজ, আমি দাসী,—সিংহাসনে আমার স্থান নয়, আমার স্থান চরণতলে। আমি উচ্চাভিলাষিনী নই, প্রাণেশ্বরের সেবা-প্রয়াসী। মাতার আজ্ঞায় যখন পিতার সহিত দেশভ্রমণে বহির্গত হই, মহারাজ তক্ষশিলায় গমন কচ্ছেন, কোন এক পরিব্রাজিকার নিকট সংবাদ পেয়ে, মহারাজকে দর্শন করতে পথিমধ্যে অবস্থান করি। তেজঃপুঞ্জ মহামূর্ত্তি দর্শনেই আত্মসমর্পণ করেছি। পদসেবার কামনা—সিংহাসন-প্রত্যাশায় নয়।

অশোক। তুমি আমার সিংহাসনের অনুপযুক্তা নও; যদি তুমি সিংহাসনে উপবেশন করতে অসম্মতা হও, আমি সিংহাসন হ'তে অবতরণ ক'রে তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হচ্ছি। তোমার প্রেমহার বিনিময়ের উপযুক্ত রত্ন আমার নাই। তবে কুসুমরত্ন দেবপ্রিয়, এই কুসুমরত্নে গ্রথিত রাজ্যগলদেশের মালা তোমায় অর্পণ করলেম।

সকলে। জয় রাজদম্পতীর জয়।

সহচরীগণের গীত।

চাঁদধরা ফাঁদ পেতেছিল, যতনে মালা গেঁথে।
ধরতে গিয়ে প'ড়লো ধরা, চাঁদ ধ'রেছে বুক পেতে।
কিনেছে বিকিয়ে গিয়ে, ধরেছে ধরা দিয়ে,
এ সাধের খেলা দিয়ে-নিয়ে, নয় শুধু নিয়ে;
দিয়েছে তাই পেয়েছে,
কোমল-কঠিন এক হয়েছে,
দুই ধারা এক স্রোতে চলে,
ডুবেছে প্রাণ তাঁর মেয়ে

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজসভা।

কল্লাটক ও রাধাগুপ্ত।

কল্লাটক। সেই দিনই রাজবৈদ্য বলেছিলেন, যদিচ পক্ষাঘাতে এবার নিস্তার পেলেন, অচিরে জীবনলীলা সংবরণ করতে হবে নিশ্চয়।

রাধা। কিন্তু আজ কয়দিন মহারাজকে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হচ্চে না? চ'লে ফিরে বেড়াচ্চেন?

কল্লাটক। বৈদ্য বল্লেন, এ বায়ুপ্রভাবে, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায়। বহুদিন আর এ অবস্থায় অতিবাহিত হবে না।

রাধা। এখন কি কর্ত্তব্য বিবেচনা কচ্চেন? কুমার অশোক তো আজও উপস্থিত হলেন না। যুবরাজ সুসীমও তক্ষশিলা পরিত্যাগ করেছেন, সংবাদ পেলেম। তিনি উপস্থিত হ'লে মহারাজ তাঁরেই সিংহাসন অর্পণ করবেন—সেই জন্যই ভারতের সমস্ত করপ্রদ রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তাঁর অভিপ্রায়—নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে যুবরাজকে সিংহাসন প্রদান করেন।

কল্লা। আমি এই আশঙ্কায় কৌশলে যুবরাজকে তক্ষশিলায় প্রেরণ করেছিলেম।

রাধা। আপনার অদ্ভুত কৌশল।

কল্লা। এতে আমার প্রশংসা নাই। তক্ষশিলার গোলাপকুঞ্জ বর্ণনশ্রবণে সেই বারবিলাসিনী মুগ্ধা হবে যুবরাজকে তক্ষশিলার ভারগ্রহণে উত্তেজিত করে। সেই বারবিলাসিনীর সন্তোষের জন্য মহারাজের শত অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে, তিনি তক্ষশিলার অধিকার কুমার অশোকের নিকট হ'তে গ্রহণ করেছেন এবং কুমার অশোকও সেই কারণে উজ্জয়িনীতে প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু আমাদের পত্র প্রাপ্ত হয়েছেন—সংবাদ দিয়েছেন; এবং পর দিনই উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করবেন প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আজও কি নিমিত্ত উপস্থিত হচ্চেন না, বলতে পাচ্ছি না। পথে কি কোন বাধা প্রাপ্ত হয়েছেন? এই যে কুমার—

(অশোকের প্রবেশ)

কুমার কুসুম—আপনাকে বিশ্রামের সময় দিতেও আমরা অসমর্থ। শুনছি—যুবরাজ সুসীম আগত প্রায়।

অশোক। পিতা কেমন আছেন?

কহ্লন। তাঁর অবস্থা শোচনীয়। রাজমুকুট সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক রাজকার্য্য আমরাই নির্ব্বাহ কচ্চি। যদি যুবরাজ সুসীম নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ বেশ্যার অনুরোধে, আপনার ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে তক্ষশিলায় না গমন করতেন, এতদিন রাজ্য-শাসনের ভার তাঁর উপরেই অর্পিত হ'ত। মহারাজ আপনার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন যে, তক্ষশিলা জয় করলে সিংহাসন আপনাকে অর্পণ করবেন। আপনি মহারাজের নিকট সেই প্রার্থনা করেন—আমাদের আবেদন। যুবরাজ সুসীম অধিকার প্রাপ্ত হলে অচিরে এই বিপুল সাম্রাজ্য ছারেখারে যাবে।

অশোক। মন্ত্রিবর, আমি পুত্র—মহারাজের আজ্ঞা-পালন করা আমার কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যপালনে রাজ-ইচ্ছায় তক্ষশিলার সিংহাসন যুবরাজকে অর্পণ ক'রে উজ্জয়িনীতে আমি গমন করেছিলেম, কেবল আপনাদের অনুরোধে নয়। মহারাজ আমায় সিংহাসন দেবেন—প্রতিশ্রুত ছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁর অনিচ্ছায় সিংহাসন গ্রহণ করতে আমি অসম্মত।

কহ্লন। আপনি যদি এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, আমাদের আর উপায়ান্তর নাই। আপনার পিতা সত্যভ্রষ্ট হবেন, আপনার মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সকলে একরূপ চির-কারাবদ্ধ থাকবেন। আমরা রাজকার্য্যে বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত, আমাদের জীবন সংহার হবে, ব্যভিচার রাজপুরে বিরাজ করবে, বেশ্যার পদার্পণে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন কলুষিত হবে। অধর্ম্মের প্রভাবে ধর্ম্ম পুণ্যভূমি পরিত্যাগ করবেন,—অপহরণ সতীত্বনাশ, নিরীহ ব্যক্তির প্রাণসংহার—রাজপ্রিয় ব্যভিচারী কর্ম্মচারীর নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য হবে। এ সকলে যদি আপনি উদাসীন হন, তা হ'লে জানবেন যে, পুণ্যভূমি দেব-কোপে অভিশাপগ্রস্ত, ব্যক্তি সিংহাসনে একচ্ছত্র রাজা উপবেশন করবেন, সেই একচ্ছত্র রাজ্যেশ্বর

কুমার অশোক—এ সাধু-প্রচারিত প্রবাদ মিথ্যা। সমস্ত মিথ্যা—চন্দ্রসূর্য্যতারকামালার রীতি মিথ্যা, শ্যামা মেদিনীর শোভা মিথ্যা, দিবারাত্র মিথ্যা। অধর্ম্মের অধিকারই একমাত্র সত্য।

অশোক। যদি সত্যই এরূপ অবস্থা হয়, আপনি রাজনীতিবিশারদ—জগৎপূজ্য চাণক্যের শিষ্য, চলুন—আমরা রাজার নিকট তক্ষশিলার অধিকার লয়ে স্বজনে তথায় বাস করি। রাজার যেরূপ ইচ্ছা, রাজ্যভার তাঁরেই অর্পণ করুন।

কহ্লন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য ছারখার হবে, আর আপনি উদাসীন থাকবেন?

অশোক। মন্ত্রিবর, কঠিন সমস্যা, কিন্তু আমি নিরুপায়, আমি মাতার নিকট পিতৃ-আজ্ঞা পালনে প্রতিশ্রুত।

নেপথ্যে বিন্দু। না না—আমি একবার সুসীম এলো কি না দেখ্‌বো। সে এসেছে—সে এসেছে, আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছি।

(দেহরক্ষকগণের সাহায্যে বিন্দুসারের প্রবেশ)

অশোক। পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন।

বিন্দু। কে তুই? দূর হ,—আজও তোর মৃত্যু হ'লো না! তুই অস্পৃশ্য, তোর মাতা অস্পৃশ্য—তোর ছায়া অস্পৃশ্য দূর হ,—দূর হ,—

অশোক। পিতা, যদি আমি আপনার বিরক্তি-ভাজন, সন্তানের একমাত্র প্রার্থনা গ্রাহ্য করুন। উজ্জয়িনী বা তক্ষশিলার চির-অধিকার আমার উপর অর্পণ করুন। আমি তথায় আমার মাতা, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন লয়ে বাস করি, আর আপনার সম্মুখীন হয়ে বিরক্তিভাজন হব না।

বিন্দু। তোরে তক্ষশিলার অধিকার দেবো! এ সাম্রাজ্যের একখণ্ড তুমি তোরে দেবো না। আত্মীয়স্বজন নিয়ে তক্ষশিলায় বাস করবে? তোমার আত্মীয়-স্বজন কারাগারে, তাদের অগ্নি-দগ্ধ ক'রে বধ করতে আজ্ঞা দেবো।

অশোক। আমার স্বজন—মহারাজেরও স্বজন, তাঁদের প্রতি কঠোর আজ্ঞায় রাজ্যের কলঙ্ক ঘোষণা হবে।

বিন্দু। রাজ্য ছারেখারে যাক্, সিংহাসন ভগ্ন হোক্, সমুদ্রে পৃথিবী গ্রাস করুক, দিক্ দাহ হোক্। দূর হ,—দূর হ,—

অশোক। পিতা, যদি ধর্ম্ম থাকে, যদি জ্যোতিষবাক্য সত্য হয়, যদি আমার নির্ম্মল অন্তরের উত্তেজনা না বিফল হয়, আপনি সীমান্ত রাজ্যের অধিকার দিতে অসম্মত হচ্চেন, আমি এই পাটলিপুত্রের অধীশ্বর হব নিশ্চয়।

বিন্দু। অধীশ্বর হবে—অধীশ্বর হবে?—দূর হ'—তুই আবার নগরে প্রবেশ ক'রেছিস, তোর যে প্রাণবধের আজ্ঞা দিই নাই, এই তোর প্রতি যথেষ্ট ক্ষমা! কুষ্ঠরোগী, নাগ-তিনীপুত্র, দূর হ, —দূর হ,—

[দেহরক্ষকগণ সহ বিন্দুসারের প্রস্থান।

অশোক। কোথা ধর্ম্ম! নামে মাত্র আছ কি জগতে?
ভাগ্যহীন বহুজনে ধরে এ ধরণী;
কিন্তু অতি দীন জন,
পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিত নহেক কদাচন!
আত্মহত্যা উপায় কি মম?
বিদ্রোহী হৃদয়—
এত অপমানে ধৈর্য্য না ধরিতে পারে।
মাতৃ-স্নেহ, মাতৃবাক্য স্মরণ কেবল,
নহে প্রজ্বলিত কোপানলে—
ভস্মসাৎ করিতাম এ পাপ সংসার—
যেন এ পাপ ধরায়,
পিতা পুত্র পুনর্ব্বার সম্বন্ধ না হয়।
আজীবন পশু বা মানবে
সমভাবে করিয়াছি দয়া বিতরণ,—
কিন্তু এবে রাখি যদি এ ঘৃণ্য জীবন,
স্তম্ভিত করিব ধরা নিষ্ঠুর আচারে।
দেখিব দেখিব—
প্রবল শোণিত-স্রোতে তিতি' বসুমতী
হয় বা না হয় তার আচার বর্জ্জন।

কল্লাটক। কুমার, আজ কি নিমিত্ত ইতস্ততঃ কচ্চেন? শাস্ত্রের বচন—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"।

অশোক। সত্য।

(বেগে বিন্দুসারের দেহরক্ষকের প্রবেশ)

দেহরক্ষক। রাজকুমার, অবধান, মহারাজ মানবলীলা সম্বরণ করেছেন।

কল্লাটক। সে কি?

দেহরক্ষক। মহারাজ শয্যা হ'তে নিদ্রাকে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে "সুসীম, সুসীম" ব'লে চীৎকার করলেন। অকস্মাৎ শোণিত বমন হয়ে প্রাণবায়ু নির্গত হ'লো।

অশোক। এও আমার কঠোর শিক্ষার অন্তর্গত। আমিই এক প্রকার পিতার মৃত্যুর হেতু। আমি ভাগ্যবান্ বা অভাগা জানি না, কিন্তু রাজ্য-গ্রহণ আমার নিশ্চয় সঙ্কল্প।

কল্লাটক। মহারাজ, সিংহাসন গ্রহণ করুন, রাজ-সিংহাসন কখন রাজাশূন্য থাকে না।

[অশোকের সিংহাসন স্পর্শ করণ

কল্লাটক ও রাধাগুপ্ত। (অশোকের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিয়া) জয়, মহারাজ অশোকের জয়!

রাধা। কিন্তু বড় কার্য্য সম্মুখে; অনেক রাজ-অমাত্য এবং সেনাপতি প্রভৃতি অনেক কর্ম্মাধ্যক্ষ কুমার সুসীমের পক্ষ। তাঁরা সকলেই কুমার সুসীমকে রাজা করবার জন্য উদ্যোগী হবে, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, এজন্য আমাদের বিশেষ যত্ন আবশ্যক।

অশোক। যুবরাজের পক্ষে সেনাপতি ব্যতীত আর কে?

কল্লাটক। মহারাজ, তাঁর যুবরাজ বলবেন না, তিনি তক্ষশিলা যাত্রার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়ে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া উপেক্ষা করেছিলেন। এখন যুবরাজ নির্দ্দেশ করবার ভার মহারাজের।

(কয়েকজন রাজ পারিষদের প্রবেশ)

১ম পারিষদ। মন্ত্রী মহাশয়, সংবাদ কি সত্য?

২য় পরি। এ কি, সিংহাসনে কুমার অশোক কি নিমিত্ত?

রাধাগুপ্ত। আপনারা তো জানেন, সিংহাসন রাজশূন্য থাকে না।

১ম পারি। সিংহাসন যুবরাজ সুসীমের।

কল্লাটক। তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন নাই। তিনি যৌবরাজ্যে উপেক্ষা ক'রে মহারাজের অপ্রোরোচনায় তক্ষশিলায় গমন করেছিলেন। গত মহারাজ [illegible] স্বরূপ [illegible] বলতেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি যুবরাজ নন

১ম পারি। অন্যায় বলচেন, উনি মহারাজ-পরিত্যক্ত পুত্র।

অশোক। না, আমি তক্ষশিলাজয়ী; পিতৃসত্যে আমারই সিংহাসন।

২য় পারি। আমরা তা স্বীকার করি না।

অশোক। অস্বীকারের ফল মৃত্যু!

পারিষদগণ। না, রাজদ্রোহীর—মৃত্যু।

(অসি নিষ্কাশন)

(সেনাগণ সহ আকালের প্রবেশ)

আকাল। আরে সভাসদ ম'শায়েরা, তাও কি হয়! আমরা যে সব এ দিক্ ও দিক্ ছিলুম। মহারাজের তলোয়ারখানা অনেক কাটাকুটি ক'রে হয় তো ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

অশোক। সত্য, আমার অসি বীরের নিমিত্ত, এ সকল কাপুরুষ বধের নিমিত্ত নয়। এদের কারাগারে লয়ে যাও। (মন্ত্রিদ্বয়ের প্রতি) মহাশয়, স্বরূপ বলেছেন, অনেক কার্য্য—বিশ্রামের অবসর নাই; আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তদেশস্থ শিবির-অভ্যন্তর

স্বনীম, চিত্রলেখা ও নর্ত্তকীগণ।

(নর্ত্তকীগণের গীত)

ক'সো আদরে বাসে, এসে মধু যামিনী।
দলকো আদর করে, পাশে ব'সে কামিনী।
প্রেমিক-প্রাণে কত পিয়াস জাগে,
চোখে চোখে কথা, প্রাণে সোহাগ মাগে;
ধরা কুসুমালিনী নিশা শশিশালিনী॥
সুখের নিশি, খেলো মদন-রতি,
সুখের নিশি, খেলো যুবা-যুবতী,
সুখের রাতি, খেলো প্রমোদে মাতি,
প্রমোদে কলিকা কোলে মৃদুহাসিনী॥

স্বনীম। যা যা, তোদের আর গাইতে হবে না, চলে যা।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

স্বনীম। কেন, শোনো না, কি বলবে?

চিত্র। যাও যুবরাজ! তক্ষশিলার গোলাপকুঞ্জ আমার মনে পড়েছে, আর আমার কিছু ভাল লাগছে না।

স্বনীম। কিন্তু আমার তো ভাল লাগছে?

চিত্র। তোমার নীরস প্রাণ, তাই তোমার ভাল লাগছে।

স্বনীম। তুমি গোলাপকুঞ্জ ত্যাগ ক'রে এসেছ, কিন্তু আমার গোলাপকুঞ্জ আমার সঙ্গে; তোমার যৌবন-প্রফুল্ল উপবন, গোলাপকুঞ্জ তোমার কপালে, গোলাপকুঞ্জ তোমার অধরে, কুসুম-রাশির উপর ঊষার আভার ন্যায় তোমার বর্ণ-আভা প্রভাত-সমীরে ঈষৎ আন্দোলিত সরোবর-তরঙ্গের ন্যায় তোমার অঙ্গ-তরঙ্গ। তুমি যেখানে, সেইখানেই আমার নন্দনকানন।

চিত্র। এখন আর তুমি আমার কোন কথাই শোন না। কেন বল দেখি, এত তাড়াতাড়ি তক্ষশিলা ত্যাগ ক'রে এলে?

স্বনীম। না না—বোলো না, কেন চিন্তিত হচ্চ? পিতা শীঘ্রই মরবেন, পত্র লিখেছেন। আমায় সিংহাসন দেবার অপেক্ষায় বহু যত্নে প্রাণবায়ু বহির্গত হ'তে দেন নাই। কেবল সিংহাসন গ্রহণের বিলম্বমাত্র। রাজমুকুট ধারণ ক'রেই আজ্ঞা দেবো, পাটলিপুত্রের পরিবর্ত্তে তক্ষশিলায় রাজধানী হবে।

চিত্র। তুমি যেমন ঐ বুড়োর কথায় বিশ্বাস করো! এই তো পক্ষাঘাতে আজ ক'বছর পড়েছে, এই আজ মরে কাল মরে বরাবর শুনছি। তুমি যখন তক্ষশিলায় যেতে চেয়েছিলে, বুড়োর তোমার হাতে ধ'রে কান্না, "যেও না স্বনীম, গেলে আর দেখা হবে না!" সে তো আজ বছর ফিরতে গেল, কই ম'লো?

স্বনীম। না না, অবস্থা বড় শোচনীয়, দিন দিন মন্দ হয়ে আসছে, রাজবৈদ্য স্বয়ং আমায় পত্র লিখেছেন। তা না হ'লে কি আমি তক্ষশিলা ছেড়ে আসতুম।

চিত্র। আর কতদিন তাঁবুতে তাঁবুতে থাকতে হবে?

স্বনীম। নিকটেই এসেছি, পাটলিপুত্র আরও দু দিনের পথ।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। মহারাজ, পাটলিপুত্র থেকে দূত এসেছে। শুনলুম বড় কুসংবাদ।

চিত্ত। তারে এইখানেই ডাক, বুড়ো ম'লো কি না শুনি।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

বুড়ো যদি ম'রে থাকে, তোমায় কিন্তু তিন দিনের ভেতর তক্ষশিলায় ফিরতে হবে। মাথায় মুকুট পরার যা দেরী, তার দেরী করতে পাবে না।

(আকালের প্রবেশ ও ক্রন্দন)

সুসীম। কি হ'য়েছে—তুমি রোদন ক'চ্চ কেন ?

আকাল। মহারাজ ম'রেছে।

চিত্ত। খুব ক'রেছে।

আকাল। অমনি থামকা খুব ক'রবে? এত অন্যায় সয়! (ক্রন্দন) বুড়ো হ'লে কি একটু আক্কেল থাকতে নাই। মলেই হলো! একটু তর করতে নাই! এইখানে যুবরাজের তাঁবু, আর বেহায়া বুড়ো সেইখানে ফুট মলি!

সুসীম। পিতা মরেছেন ?

আকাল। খুব মরেছেন, মুখে রক্ত উঠে মরেছেন।

সুসীম। আমার রাজ্য দিয়ে গেছেন ?

আকাল। তা বুড়ো তার তর করলে তবে? থামকা মলো। আর সেইতে গো—সেইটে, রাণীমাসী, যেটাকে দেখে ডরাও, সেই সিংহাসনে চেপে বসেছে! কি হবে গো—কি হবে। (ক্রন্দন)

সুসীম। কে সিংহাসনে বসেছে ?

আকাল। কে বল না গো মাসীরাণী? বট—না নিম না—অশ্বথ ?—ঐ যে কি একটা নাম বলে—

সুসীম। অশোক সিংহাসনে বসেছে ?

আকাল। বসলো আর সাথে ঐ বুড়োর আক্কেলে!

সুসীম। তার পর ?

আকাল। আমি ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদলুম।

সুসীম। আমি যুবরাজ থাকতে অশোক সিংহাসনে বসলো! কেউ কোন আপত্তি করলে না ?

আকাল। আপত্তি করবে?—ঐ দুটো বুড়ো থেমটা নাচ নাচলে গো!

চিত্ত। বুড়ো কে ?

আকাল। তুমি রাণীমাসী, থাকো থাকো আকাল, এই একটার নাম কালাটোকা না কি ?

সুসীম। কজনাটি ?

আকাল। [illegible] মরাটা।

সুসীম। সেনাপতি কিছু বল্লেন না ?

আকাল। বল্লে না, খুব বল্লে—[illegible] আমার কানে কানে বল্লে।

সুসীম। কি বল্লে ?

আকাল। তাইতো গো, কি [illegible] ?

চিত্ত। বল্লে তোর গুষ্টির পিণ্ডি।

আকাল। না, ও কথা তো [illegible]—

সুসীম। আমায় যেতে বলেছে ?

আকাল। হ্যাঁ, এসেই [illegible]। যেতে বলেছে, পিণ্ডি নয়—পিণ্ডি নয়,—যেতে বলেছে।

চিত্ত। তুমিও যেমন যুবরাজ, তোমার সেনাপতিও তেমনি! বোকা লোক, কিছু বলতে পারে না, একে পাঠিয়েছে।

আকাল। বলতে পারে না! একবার হুঁস করে বলি। রাণী মাসী, এই রাতারাতি যুবরাজকে নিয়ে আমার সঙ্গে চলো। একেবারে গিয়ে পড়ো—আর যায় কোথা, টকাটক্ শির ওড়াও—

সুসীম। আমার সৈন্যসামন্ত সব সজ্জিত হ'তে বলি কতক লোকজন পেছিয়ে রয়েছে, কাল সকালে উপস্থিত হবে। আমি কাল যুদ্ধযাত্রা করবো।

আকাল। তবেই যোগাড় করলে!

সুসীম। সেনাপতি আমায় একা যেতে ব'লেছে না কি ?

আকাল। তবে আর মজা হবে কি? [illegible] তোমরা রাতারাতি ছোড়ে গে ব'সবে রাণীমাসী অমনি "জয় মহারাজ সুসীমের জয়" হল্লা ক'রে টকাটক মাথা ওড়াবো। আমি কিন্তু সেই বুড়ো ছুঁচোর গর্দানা গিয়ে ধরবো। ছাড়বো [illegible]—তবে আর রাগ প'ড়বে কিসে ?

চিত্ত। চলো—চলো যুবরাজ—

আকাল। আরে এসো না [illegible]—কি [illegible] মহারাজ? [illegible] ক'রেছে [illegible] কেউ যেতে পারবে না, আমি [illegible] নিয়ে ছুট ক'রে [illegible]।

সুসীম। চলো, আমি [illegible] হ'তে দেখবে [illegible] তোমায় [illegible], তখনি তোমায় [illegible] বধ ক'রবো।

আকাল। মহারাজ আর দেখবেন কি, আমি রাণী-মাসীর মুক্তার মালা মাথায় জড়িয়ে নাচবো।

সুসীম। চলো, আমার ইচ্ছায় অশোক নির্ব্বাসিত হয়েছিল, তার মাতা, পত্নী প্রভৃতি কারাবাসে। আবার আমার উপেক্ষা! এবার অশোকের সহিত তার সপরিবারকে অগ্নি দিয়ে বিনাশ করবো, চলো—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র নগরের পূর্ব্ব তোরণ।

অগ্নি অঙ্গার ও খদিরপূর্ণ পরিখা,—

তদুপরি অশোক-মূর্ত্তি।

কল্লটিক ও রাধাগুপ্ত।

রাধাগুপ্ত। জাতি-সমরের শিল্পী! দেখুন—এক দিনে কি সুন্দর মহারাজের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেছে, প্রকৃত যেন মহারাজ অশোক দাঁড়িয়ে আছেন ব'লে ভ্রম হয়। পরিখার নীচে অগ্নিকুণ্ড রেখে কি সুন্দর আচ্ছাদন দিয়েছে। দিনমানে যেন [illegible] আমার অনুভব হয়েছিল।

কল্লটিক। কিন্তু সুসীম কি এত অর্ব্বাচীন হবে? যে ব্যক্তির অগ্রে প্রধাবিত হয়ে এই পথে আসবে।

রাধা। আপনি চিন্তা দূর করুন, যে অতি চতুর, সুসীম যেরূপ অর্ব্বাচীন, সে ব্যক্তি নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবে। চলুন আমরা অস্ত্রাগারে যাই।

কল্লা। কিন্তু তা হোক, সেনাপতি ও সৈন্যেরা তার বশীভূত; সুসীমের সেনাপতির এখনো অন্তরের ভাব প্রকাশ করে নাই। সুসীমের সৈন্য নিকটস্থ হ'লেই সে তার স্বরূপ ব্যক্ত করবে। উজ্জয়িনীর কতজন সৈন্যমাত্র আমাদের সহায়।

রাধা। চলুন, অদ্যই সেই উজ্জয়িনীর সৈন্য দ্বারা পাটলিপুত্রের সৈন্যগণকে অস্ত্রহীন করবার চেষ্টা করা যাক। এ সময়ে সকলেই প্রায় নিদ্রিত, সকলেই অসতর্কভাবে অবস্থান করে। আমরা গোপনে অস্ত্রাগার অধিকার করি, তা হ'লে সকল কার্য্য সফল হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সুসীম, চিত্তহরা ও আকালের প্রবেশ)

আকাল। রাণী মাসী—রাণী মাসী,—চেনো তো—ঐ অশোক, পেছু ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ কোথাও নাই (সুসীমের প্রতি) যুবরাজ—যুবরাজ, লাফ দিয়ে প'ড়ে গর্দ্দানটা কেটে ফেলো।

সুসীম। চুপ! (অশোকের মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া) আরে নাপতিনী-পুত্র, শমন দর্শন কর। (বেগে ধাবমান) আগুন আগুন, পুড়ে মলুম।

(পরিখায় পতন)

চিত্ত। একি হলো!

আকাল। পুড়ে মচ্চে আর কি?

চিত্ত। অঁ্যা!

আকাল। আ কি! তুমিও ঝাঁপ দিয়ে দেখ না, বেশ গনগনে আগুন।

চিত্ত। প্রতারণা—প্রতারণা।

আকাল। ঠিক বুঝেছ মাসী!

চিত্ত। দোহাই বাবা, দোহাই বোনপো, আমায় কিছু বলো না। আমার সব গয়নাগাঁটী তোমায় খুলে দিচ্চি।

আকাল। আর খুলবে কেন? সাজগোজ ক'রে আছো, ঝাঁপ দিয়ে সহ-মরণে যাও না! তা কি করবে দেখ, আমি চল্লুম। এক একবার বোনপো ব'লে মনে করো।

[আকালের প্রস্থান।

চিত্ত। হায় হায় কি হলো, আমি এখন কোথায় যাব!

(মারের প্রবেশ)

মার। চিন্তা কর দূর, কি ভয় তোমার?
সর্ব্বদা রয়েছি আমি তোমার রক্ষণে।
এক কার্য্য করেছ সাধন,
অন্য কার্য্য করহ গ্রহণ।
তুমি প্রিয় তনয়া আমার
মম বাঞ্ছা সম্পূরণ হবে তোমা হ'তে।

চিত্ত। কে তুমি? এই ত আমায় পথে বসিয়েছ। এখনি প্রাণবধ হ'তো; কি জানি কেন সে আমায় বধ করে নাই। হয় তো শত্রুপক্ষীয় কেউ দেখলেই আমার প্রাণবধ হবে। আমি বেশ ছিলুম, কেন তুমি আমার প্রতারণা ক'রে আমার মা'র কাছ থেকে নিয়ে এলে?

মার। কেবা আমি পরিচয় চাহ সুলোচনে ?
বহু নামে পরিচিত আমি,
ধরণী আমার লীলাভূমি,
নর-নারী-হৃদিমাঝে অট্টালিকা মম।
শুন সুকেশিনি,
কেহ কহে সয়তান আমায়,
মার নামে পরিচিত বৌদ্ধের নিকটে,
ওই নামে জৈন করে সম্ভাষণ,
হিন্দুগণে অবিদ্যা মায়ার পুত্র জানে।
মমাশ্রয় গ্রহণ যে করে,
নারী কিম্বা নরে,—
অতুল ঐশ্বর্য্য করি তাহারে প্রদান।
ধন, জন, মান—
সংসারে প্রধান কহে লোকে।
আত্মা মোরে করেছ বিক্রয়,
সর্ব্বত্র হইবে তব জয়।
এসো, আছে অন্য বহু কাজ।

চিত্ত। আর আমার তোমায় বিশ্বাস নাই; এই তো তুমি আশা দিয়ে নিরাশ করেছ। এখনি কে আমার প্রাণবধ করবে! ভাগ্যিস্, সে আমায় বধ করে নাই, অন্য কেউ দেখতে পেলে আমার প্রাণ নেবে। আমার উপর মন্ত্রীদের রাগ, অশোকের রাগ, আমায় ধরতে পারলে আর আমার নিস্তার নাই।

মার। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার কথা কেন অবিশ্বাস কচ্চ? আমার মতাবলম্বী হয়ে একটা রাজ্যক্রয় করবার বস্তু পেয়েছ। আমি তোমায় মিথ্যা বলি নাই। তুমি পাটরাণী হবে বলেছি; সুসীমের রাজরাণী হবে, এ কথা তুমি আমার মুখে শোনো নাই। বলেছি, তুমি সাম্রাজ্যেশ্বরী হবে, তোমায় অচিরে অশোকের বামে বসাবো।

চিত্ত। সে আমায় পেলেই তো কেটে ফেল্‌বে।

মার। না, তোমায় রূপে মুগ্ধ হবে।

চিত্ত। তাই যদি হয়, ও মা, তোমার কথা, ঐ কুরূপ কুপুরুষকে নিয়ে থাকার চেয়ে আমার মরণ ভাল। কুনাল রাজা হ'তো, তার রাণী হওয়ার সুখ ছিল। আঃ, মরি মরি কি দুটি চক্ষু—যেন কুনাল পাখী! আমি তোমার কথা শুনবো না, আমি [illegible] রাণী হ'তে চাই নি, আমি যেখানে ছিলুম—সেই [illegible] থানে যাব। সুসীমের কাছে যা পেয়েছি, তাতে আমার এ জন্মটা [illegible] কেটে যাবে।

মার। অবাধ্য হয়ো না, অবাধ্য হ'লে ধনরত্ন কিছুই থাকবে না। যে [illegible] ছিলে, সেই কুটীরবাসিনী পুনর্ব্বার হবে। আমার [illegible] বিনিময়ে অতি কুরূপ পুরুষকেও দেহ বিক্রয় করতে হবে, এখন রাজ্যেশ্বরের প্রতি তোমার ঘৃণা! রাজরাণী হ'লে কুনালকে ইচ্ছা করো, [illegible] বশীভূত করতে পারবে;—নচেৎ আমার কোপে সর্ব্বস্ব নষ্ট হবে।

চিত্ত। ও মা, সে তোমার অশোককে আমি কেমন ক'রে বশ করবো?

মার। তার উপায় আমি করবো। এসো আমার সঙ্গে।

চিত্ত। কোথায় যাব?

মার। পুষ্পবনে নানা আনন্দে দিনযাপন করবে, সঙ্গীত-ধ্বনিতে তোমার শ্রবণ তৃপ্ত হবে, সুন্দর দৃশ্যে নয়ন রঞ্জিত হবে, সুস্বাদ দ্রব্যে দেহ পুষ্ট হবে, সুরভি-কুসুমশয্যায় নিদ্রা যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজ-সভা।

অশোক, কহ্লাটক, রাধাগুপ্ত, অন্যান্য রাজগণ, সভাসদ্ ও প্রহরিগণ।

কহ্লাটক। সমাগত ভারতের রাজেন্দ্রমণ্ডল;
একমাত্র অনাগত কলিঙ্গ-ঈশ্বর,
ফিরেছেন রাজ্যমুখে অর্দ্ধ পথে আসি।
দম্ভভরে দূত তার দিল সমাচার,
করপ্রদ রাজা নন অশোক রাজার।
নির্ব্বাচিত যুবরাজ কুমার সুসীম
সখ্যতায় আবদ্ধ ছিলেন তাঁর সনে।
পিতৃদ্রোহী ভ্রাতৃদ্রোহী, তারে কদাচন
সম্রাট্-সম্মান নাহি করিবে প্রদান।

১ম রাজা। মন্ত্রী মহাশয়, কলিঙ্গপতির [illegible] দাম্ভিকতা, আমি [illegible] সমাগত রাজেন্দ্র[illegible] মুখপাত্র হবে মহারাজ [illegible] অশোককে অবনত মস্তকে সম্রাট্ ব'লে অভিবাদন কচ্চি। জয় মহারাজ [illegible] অশোকের জয়।

(মারের প্রবেশ)

কহ্লা। আপনি কে?

মার। আমি মহারাজের নিমিত্ত উপঢৌকন আনয়ন করেছি। মহারাজ কৃপায় গ্রহণ করুন।

[উপঢৌকন সম্মুখে স্থাপন।

অশোক। আপনি কে? এ সকল বহুমূল্য উপঢৌকন! এ সকল আপনি কোথায় পেলেন?

মার। মহারাজের সহিত আমি পরিচিত, মহারাজের বস্তুই মহারাজকে অর্পণ কচ্চি। আর আমার করযোড়ে প্রার্থনা, মহারাজ আমায় দাস ব'লে গ্রহণ করুন।

অশোক। আপনি সেই বাজীকর, যার সহিত প্রান্তরে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

মার। হাঁ মহারাজ, যেরূপ ভবিষ্যৎ গণনা ছিল—তা সত্য, পরীক্ষায় আমার প্রতীতি জন্মেছে। আপনার চির অধীন, তাই অধীনতা স্বীকার করতে উপস্থিত।

কহ্লা। আপনি কে, তার তো পরিচয় দিলেন না।

মার। অগ্রে মহারাজের পরিচয় শুনুন, মহারাজ, আপনি ত্রিদিবেশ্বর ইন্দ্র, পৃথিবী পাপ পরিপূর্ণ, এই পাপ-দমনের নিমিত্ত নররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। নরদেহ-ধারণে মোহাচ্ছন্ন, সে নিমিত্ত আপনার পূর্ব্বস্মৃতি অপহৃত, আপনার চিরদাস আজ্ঞাবহন করতে উপস্থিত।

রাধা। আপনি কে, পরিচয় দিন?

মার। আমি দেব-শিল্পী, সুরপুরে আমার নাম ময়, দেবরাজের কার্য্যে ধরায় উপস্থিত। রাজদর্শনে আমারও পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত।

কহ্লা। আপনি কিসের প্রাণ কি বলছেন?

মার। আপনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজমন্ত্রী, আমি মিথ্যা বা সত্যবাদী পরীক্ষা করুন। আমি ভূত ভবিষ্যৎ অবগত।

কহ্লা। আচ্ছা ভবিষ্যদ্বার্ত্তা কি বলুন?

মার। মুহূর্ত্ত মধ্যে মহারাজের জীবন সংহারার্থে কোন বিপক্ষ তীর নিক্ষেপ করবে, কিন্তু মহারাজের দেবত্বপ্রভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

(অকস্মাৎ অশোকের মস্তকের উপর দিয়া তীরের গমন)

নেপথ্যে। ধর ধর—

অশোক। বোধ হয়, তুমিই সেই তীর-নিক্ষেপকারীর উপদেষ্টা।

মার। সমস্ত শ্রবণ করুন, পরে আমায় যেরূপ বিবেচনা করেন, করবেন। আমার প্রতি দোষারোপ করবেন না। মহারাজের শত্রুর উপদেশে এ তীর নিক্ষিপ্ত। যুবরাজ সুসীমের পত্নী পূর্ণগর্ভবতী, তাঁরই সন্তানকে সিংহাসন প্রদানের জন্য তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

(তীরন্দাজকে ধৃত করিয়া রাজপ্রহরিদ্বয়ের প্রবেশ)

অশোক। তুমি তীর নিক্ষেপ করেছ?

তীরন্দাজ। হাঁ, রাজদ্রোহীর বিনাশার্থে।

অশোক। কার উপদেশে?

তীর। সে কথার উত্তর আমার নিকট প্রাপ্ত হবেন না।

কহ্লা। যন্ত্রণায় তোমার জিহ্বার সত্য বাক্য নিঃসৃত হবে।

তীর। পরীক্ষায় বুঝবেন—কদাচ না।

অশোক। এরে কারাগারে লয়ে যাও।

[তীরন্দাজকে লইয়া প্রহরিদ্বয়ের প্রস্থান।

মার। মন্ত্রী মহাশয়, আমার প্রতি সন্দেহ দূর করুন। আরও ভবিষ্যৎ গণনা শুনুন, মহারাজ মাতৃবিয়োগজনিত শোক-সন্তপ্ত হবেন; রাজপত্নী অদর্শন হবেন; রাজপুত্র রাজপ্রসাদ উপেক্ষা করবেন; সুসীম-পত্নীর গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যদি জীবিত থাকে, সে মহারাজাধিরাজ অশোকের উপর আধিপত্য প্রচার করবে।

নেপথ্যে। রাজমাতা আসছেন, রাজমাতা আসছেন—

(সুভদ্রাঙ্গীর প্রবেশ)

সুভদ্রাঙ্গী। অশোক, দৈবজ্ঞ-গণন পূর্ণ আজি,
তোমারে নেহারি সিংহাসনে,
এ সংসারে আর স্থান নাহিক আমার।
রাজ্যেশ্বর দেখিতে তোমায়,
প্রাণবায়ু আছে মম কায়;
সেই সাধে রাজগৃহে আগমন মম,
সেই বাসনায় আছি এ ধরায়,
সেই হেতু পতি-সনে চিতা-আরোহণে
করি নাই একত্র গমন।

আজি পূর্ণ মনস্কাম
মস্তকে ধরি পতির পাদুকা—
পতি-পদ সেবিবারে করিব প্রয়াণ।

অশোক। কেন গো জননি, কেন কহ
নিদারুণ বাণী,
রাজগৃহে চিরদিন তুমি মা দুখিনী,
সন্তানের সুখ-কামনায়
কত মাতা সহেছ লাঞ্ছনা।
দুর্দ্দিন হয়েছে গত আগত সুদিন,
কেন মাতা, কেন তবে স্নেহ পরিহরি
সন্তাপিত পুত্রেরে ত্যজিয়ে
চাহ চিতে দেহ বিসর্জ্জন।
সয়েছ মা বিস্তর আমার তরে,
দেখে যাও সুখী কর দিন।

সুভদ্রা। ধর বৎস বাক্য মম, তুমি সুপণ্ডিত,
সংস্কার হৃদয়ে সবার—
ব্রাহ্মণ-কুমারী আমি, রাজভোগ হেতু
আসি রাজপুরে বরেছি রাজারে,
ক্ষৌরকার্য্যে ভুলাইয়ে নৃপতির মন
প্রতিষ্ঠিত মহিষীর পদে।
সাধুর কথায়, রাজ্যেশ্বর পুত্র-কামনায়,
আসিয়াছি রাজপুরে প্রত্যয় না কবে।
সে প্রত্যয় করিতে স্থাপন,
মাতার কলঙ্ক তব মোচন কারণ,
সতীর কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে সাধন,
ভোগ-দেহ ভস্মীভূত করিব চিতায়।
নহ তুমি অবাধ্য কুমার,
মাতৃ-মহাকার্য্যে বাধা করো না প্রদান।

[সুভদ্রাঙ্গীর প্রস্থান।

অশোক। মা মা—

[অশোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

কহ্লা। অকস্মাৎ কি দুর্দ্দৈব! সভাভঙ্গ হোক, রাজন্য-
বর্গ নিজ নিজ স্থানে বিরাম লাভ করুন।

[কহ্লাটক, রাধাগুপ্ত ও মার ব্যতীত
সকলের প্রস্থান।

আপনি কে? কিরূপে এ সকল সংবাদ অবগত?

মার। আমি আপনাকে পরিচয় দিয়েছি, কিন্তু আমি
যে সত্য ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান অবগত, [illegible] অন্তর
আপনার অজ্ঞ নাই। যে শিল্পী মহারাজ
অশোকের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে যুবরাজ সুসীমকে
প্রতারিত করেছিল, আমিই সেই শিল্পী।
আমি মহারাজের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমার
বাক্যে অবিশ্বাস করেন করুন, কিন্তু আপনারা
রাজনীতিজ্ঞ, সুসীমের পুত্র জীবিত থাকলে
বিদ্রোহের মূল উৎপাটিত হবে না।

[মারের প্রস্থান।

রাধা। মহাশয়, এ ব্যক্তি যেই হোক, এ কথা সত্য
যে, সুসীমের পুত্রসন্তান যদ্যপি জন্মগ্রহণ করে,
তারে রাজ্য-প্রদানের জন্য অনেকেই উদ্যোগী
হবে। মহারাজ সম্মত হবেন না—আমাদের
কর্ত্তব্য, গোপনে এর মূলোচ্ছেদন করা।
দেখুন—বিবেচনা করুন।

কহ্লা। রাজকার্য্যে দয়া বা নিষ্ঠুরতা উভয়ই
পরিহার্য্য।

রাধা। সত্য, কিন্তু কৌশলে রাজ-অনুমতি গ্রহণ
প্রয়োজন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজ-অন্তঃপুর।

পদ্মাবতী, দেবী, কুনাল, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা।

কুনাল। মা, মা, আমি আর এক মা পেয়েছি;
আমি ভাই পেয়েছি, ভগ্নী পেয়েছি, দেখ মা, দেখ
—আমার নূতন মা কেমন! কেমন চাঁদপানা
ভাই, কেমন চাঁদপানা ভগ্নী! মহেন্দ্র, সঙ্ঘমিত্রা,
—মাকে গান শোনাও?

গীত।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা।—
নর-দেহে তবে কেন এসেছি ভবে,
যদি ভালবাসা নরে বিলাতে নারি।
আছে মানব-হৃদয়, তবে দিব পরিচয়
অনাথে হৃদে যদি ধরিতে পারি॥

কুনাল (আকুল হিয়া)—
মিছার এ ছার শরীর ধারণ
করি অনাথ [illegible]
সফল হবে এ নর-জনম।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা।—

হেরি দুখ নিশিদিন, যদি রহি উদাসীন,
মুছাতে নয়ন-বারি নারি যতনে।
কর বিফলে দোলে, কেন চরণ চলে,
জন-হিতব্রত যদি না থাকে মনে।

কুনাল (আকর দিয়া)।—

স'হে ত্রিতাপ দহন,
কেন মানব দেহ করবো বহন;

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা।—

আত্ম-প্রসাদ, যদি নাহি করি সাধ,
শুধু দেহে ফিরি কি ফল আশে।
জন জন মান বিনা আত্মপ্রদান
প্রয়োজন কিবা এই পান্থবাসে।

কুনাল (আকর দিয়া)।—

আত্মপ্রসাদ আত্মদানে—
শান্তিদেবী বসেন প্রাণে।

পদ্মাবতী। দিদি, কে তুমি?

দেবী। রাজরাণি, তুমি আমার দিদি, আমি তোমার দাসী। আমি বণিককন্যা, সাধুর আদেশে মহাভাগ্য মহারাজের গলায় মাল্য প্রদান করেছি। মহারাজের ঔরসে এই পুত্রকন্যা।

পদ্মা। দিদি, দিদি—আমার পরম আনন্দের দিন, আজ আমি ভগ্নী পেলেম, আমার একটি সন্তান ছিল, তিনটি হ'ল।

দেবী। না রাজরাণি, আমি তোমার ভগ্নীসম্বোধনের যোগ্য নই, আমি ও আমার সন্তানেরা রাজপুর-বাসী হবার যোগ্য নয়। আমি পবিত্র রাজরাণী দর্শনে জীবন সার্থক করবো, পুত্রকন্যা পবিত্র পদধূলি গ্রহণ করবে, সেই বাসনায় হেথায় উপস্থিত হয়েছি।

পদ্মা। কেন দিদি, কেন, তুমি রাজগৃহের যোগ্য নও কেন? দুই ভগ্নীতে একত্র থাকবো, রাজপুত্র,—রাজকন্যার ন্যায় তোমার কন্যাপুত্র প্রতিপালিত হবে।

দেবী। দিদি, আমার কন্যাপুত্র ভোগের জন্য জন্ম-গ্রহণ করে নাই; বরং ভূমিশয়নে অভ্যস্ত, ফলমূল আহারে তৃপ্ত, রাজভোগ আমাদের নিষেধ। এ বালক-বালিকার পালনভার আমার, সেই নিমিত্তই সংসারে আমার স্থান।

পদ্মা। আহা দিদি, কেন এ কঠিন পণ করেছ? রাজগৃহ আলো-করা বালক-বালিকাকে কেন সন্ন্যাসীর ন্যায় দীক্ষিত কচ্চ? তুমি স্বয়ং রাজ-সিংহাসনের উপযুক্ত, কি নিমিত্ত সকল সুখে বর্জ্জিতা হচ্চ? তোমার কথায় আমার চোখে জল আসছে।

দেবী। কেন দিদি, দুঃখিত হচ্চ? তোমার আশীর্ব্বাদে আমার মত ভাগ্যবতী ধরণীতে জন্মগ্রহণ করে না। আমি বামন হয়ে চন্দ্র স্পর্শ করেছি, প্রেমসুধা পান করেছি, দেবকার্য্যে সন্তান উৎসর্গ করেছি।

পদ্মা। ভগ্নি, তুমি কি মহারাজের আদেশ মত সকল ভোগে বঞ্চিত হয়েছ, পুত্র-কন্যাকে বঞ্চিত করেছ?

দেবী। না ভগ্নি, মহারাজ পুনঃ পুনঃ আমাদের রাজ-গৃহে অবস্থান করতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু এ মঙ্গলময় সাধুর কৃপায় এই দুটি রত্ন লাভ করেছি, তাঁরই আদেশে মহারাজের পদে মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'রে সেই সাধুর ইচ্ছামত জীবন যাপন কচ্চি। কন্যা ভূমিষ্ঠা হবার পর আর রাজদর্শন আমার ঘটে নাই। আমি মহারাজের অজ্ঞাতস্থানে কুটীরবাসিনী ছিলেম। যদিচ আমি মহারাজের গলে মাল্যদান করেছি, তথাপি আমি রাজনীতি অনুসারে বিবাহিতা নই। আমি রাজপুরবাসিনী হ'লে মহারাজের কলঙ্ক হবে।

পদ্মা। তুমি দেবী, কলঙ্ক তোমায় স্পর্শ করে না। তোমায় গৃহে স্থান দিলে গৃহ পবিত্র হয়। তুমি স্বেচ্ছায় কেন ভোগসুখে বঞ্চিত হচ্চ?

দেবী। ভগ্নি, সেই সাধুর উপদেশে আমার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে যে, আত্মত্যাগই পরম ভোগ, অপর সকল ভোগ কণ্টকমিশ্রিত।

পদ্মা। ধন্য তোমার সাধু, ধন্য তোমার মমতাবর্জ্জিত হৃদয়, ধন্য তোমার আত্মত্যাগ।

দেবী। দিদি, আমার আত্মত্যাগ অতি সামান্য, আমি সেই সাধুর নিকটই শুনেছি, তোমার স্বার্থ-ত্যাগে পৃথিবী চমকিত হবে, তোমার আত্মত্যাগে রাজ্যের কলুষ নাশ হবে। আত্মত্যাগ-বলে স্বামীকে লয়ে অক্ষয় স্বর্গভোগ করবে। দিদি, আমি আসি, আমার পুত্রকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করো, যেন এদের দ্বারা দেবকার্য্য সিদ্ধ

পদ্মা। দিদি, একান্ত থাকবে না?

দেবী। [illegible] এ আমার স্থান নয়।

কুনাল। [illegible], আমার তোমাদের সঙ্গী করবে না? আমি কবে অমনি ক'রে গান ক'রে বেড়াব মা?

দেবী। বাবা, মনোবাঞ্ছা দেবতা পূর্ণ করেন। তুমি রাজ্যেশ্বর, রাজগৃহে থাক।

[পদ্মাবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পদ্মা। আত্মত্যাগই পরম ভোগ, যাতে রাজভোগ উপেক্ষা করে! আশ্চর্য্য রমণী—আশ্চর্য্য স্বার্থ-ত্যাগিনী—আশ্চর্য্য কুমার-কুমারী!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। রাণী মা, রাণী মা, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। যেমন তোমাদের দু'পায়ে থেঁৎলেছে, তেমনি পেটে-পোয়ে অপঘাতে মরবে!

পদ্মা। কে—কে?

পরি। কে আর! আপনি অক্কা পেয়েছে, মাগও আজ পেটে-পোয়ে মারা যাবে।

পদ্মা। কি হয়েছে?

পরি। সেনাপতি বিদ্রোহ করেছিল না? সেই রাগে মহারাজ হুকুম দিয়েছেন যে, সুসীমের যে যেখানে আছে, বধ করো। আজ রাত্রেই নাক নাড়া দেওয়া ঘুচে যাবে। মনে করেছিলেন, পেটের ছেলে হোক মেয়ে হোক, রাজসিংহাসনে বসাবেন।—

পদ্মা। তুই কোথায় সংবাদ পেলি?

পরি। কেন, মন্ত্রী মশায় টাকা দিয়ে তার দাসীদের বলেছে, আজ রাত্রে দোর খুলে রেখে স'রে থাকিস্। যারা মারতে যাবে, তাদের একজন আমার মামাতো ভাই, আমায় ছবহু সে সব খবর বলেছে। দেখ না মা, রক্তে নদী ব'য়ে যাবে। যে যেখানে শত্রু আছে, কাটা পড়বে।

পদ্মা। তুই এখন যা, আমি পূজাগৃহে থাকবো, কেউ না আমায় বিরক্ত করে।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

বুঝি আমার আত্মত্যাগের সময় উপস্থিত। পতির মহাপাপ-কার্য্য অবশ্য নিবারণ করবো। এতে তাঁর কোপে পতিতা হই, পরিত্যক্তা হই, আমার প্রাণবধ হয়, তথাপি আমি এই নিষ্ঠুর কার্য্য লিপ্ত হ'তে দেবো না। আমি সহধর্ম্মিণী, পতির কল্যাণসাধন আমার কর্ত্তব্য; কর্ত্তব্যকার্য্যে কখনও পরাঙ্মুখ হই নাই। কর্ত্তব্য কার্য্যে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অপমানের জন্য কারাবাসিনী হয়েছি; আজ [illegible] কর্ত্তব্যের দিন, এ আমার ভাগ্য!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—চন্দ্রবদনার কক্ষ।

চন্দ্রকলা।

চন্দ্রকলা। এ কি, পুরী—শূন্য! দাস-দাসীরা চ'লে গেছে, আজ সকলেই কথার অবাধ্য হয়েছিল। আমায় কি বধ করবে? অশোক কি এত নিষ্ঠুর! আমায় বধ করুক, তাতে আমি দুঃখিত নই; যখন আমি পতিহারা, আমার আর জীবনের মমতা কি? কিন্তু আমার গর্ভের সন্তানের কি উপায় হবে? ভেবেছিলুম, সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্রের মুখ দেখে সকল দুঃখ নিবারণ হবে। আমার পুত্রমুখ দর্শন করবেন আশায় মৃত্যুশয্যায়ও আমার শ্বশুরের কত আহ্লাদ, আমি আসন্নমাত্র উৎসবের আজ্ঞা দিলেন। সেই শ্বশুর আমার নাই। অভাগার জীবনরক্ষা কিরূপে করবো? কোথায় যাব? চতুর্দ্দিকে রাজপ্রহরী; পালাবার তো পথ নাই। কি হবে, কি হবে,—ভগবান্, রক্ষা করো!

(বেগে পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। দিদি দিদি, এই বস্ত্র পরিধান করো, শীঘ্র চ'লে এসো।

চন্দ্র। কে তুমি?

পদ্মা। আমায় চিনতে পাচ্চ না দিদি?

চন্দ্র। কে পদ্মাবতী? এ বেশে কেন?

পদ্মা। তুমিও বেশ পরিবর্ত্তন করো। [illegible] বস্ত্র পরিধান করতে [illegible] ক'রো না, বিলম্ব করলে গর্ভস্থ সন্তান [illegible] না, তোমার মৃত্যুর সহিত তোমার সন্তান [illegible] হবে।

চন্দ্র। অশোক [illegible] কঠিন, আমার স্বামীর প্রাণ বধে ক্ষান্ত হলো না?

পদ্মা। কথার সময় নাই, সত্বর হও।

চন্দ্র। কোথায় যাব?

পদ্মা। নগর পরিত্যাগ ক'রে যাই চল। নগরে রাজচরের দৃষ্টিপথ থেকে লুক্কায়িত থাকতে পারবে না।

চন্দ্র। নগরদ্বার সতর্ক প্রহরিবেষ্টিত, কিরূপে বহির্গত হব?

পদ্মা। এই সময় চণ্ডালেরা কার্য্য অবসানে গৃহে প্রত্যাগমন করে, আমরাও তাদের সঙ্গে বহির্গত হব। সেইজন্যে এ বেশ পরিবর্ত্তন করতে বলছি, এসো, শীঘ্র এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দুই জন ঘাতকের প্রবেশ)

১ম ঘাতক। এ কোন মাগী-টাগী দিয়ে বিষ খাওয়াতে হয়, মন্ত্রীর যেমন কাজ, আমাদের মণ্ডা ছুঁড়োকে পাঠিয়েছে।

২য় ঘাতক। আরে জানিস্ নে, স্বনীম যেমন ছিল, এ রাণীটে তেমন নয়—এর সব রক্ষকেরা বশ।

১ম ঘাতক। দূর ভেড়ো, এর আবার রক্ষক কোথায়? যমালয়ে এসে রক্ষা করবে। তাদের কি একজনও বেঁচে আছে? ঐ ভূতের দলে আমিও এসেছিনুম; মজাসে টক্ টক্ করে গর্দ্দানা ওড়ালুম।

২য় ঘাতক। তবে যে একে মারতে কেঁদুমাড় কচ্ছিস?

১ম ঘাতক। আরে ছ্যা, মেয়েমানুষকে মারবো কি?

২য় ঘাতক। আরে বুঝিস নি, এও এক মারতে মজা আছে রে—মজা আছে। "বাবা মেরো না—মেরো না"—ব'লে হাতযোড় করতে থাকে, অমনি বুকে ছুরি বসিয়ে দিলুম, ধড়ফড় করতে লাগলো। এক এক বেটা মরবার সময় গাল দেয়, শুনতে ভারি মিষ্টি।

১ম ঘাতক। আরে দেখ, আমাদের মারবার আগে বুঝি কেউ কাজ সেরে গিয়েছে। এই যে গহনা-গাঁটি, কাপড়-চোপড় সব প'ড়ে রয়েছে।

২য় ঘাতক। তোর যদি এক কানাকড়ি বুদ্ধি থাকে! কাজ সেরে গেলে গহনা কাপড়-চোপড় সব ছেড়ে যেতো? মাগী আমাদের দম দেবার জন্যে কাপড়-চোপড় ফেলে কোথায় লুকিয়েছে। আয়, খুঁজি আয়।

১ম ঘাতক। রাণীর বেশ ত থাকলে [illegible] ক'রে?

২য় ঘাতক। তাকা আর কি! দরোজা [illegible] যাকে পাবো তাকে কাটবো।

১ম ঘাতক। আরে সব দোর খোলা, কোথায় চ'লে গেল, না কি?

২য় ঘাতক। মর ভেড়ো, বাঁদী বেটাকে দোর খুলে রাখতে মন্ত্রী মশায় বলে নাই? মর, ভুলে যাস্ কেন?

১ম ঘাতক। আর, তবে কোথায় গেল দেখি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বনপথ।

পদ্মাবতী ও সদ্যঃপ্রসূতা চন্দ্রকলা।

পদ্মাবতী। দিদি, জল খাও।

চন্দ্রকলা। (জলপান করিয়া) আঃ—

পদ্মা। দিদি, দেখ—একবার ছেলের মুখপানে চেয়ে দেখ—কি ভুবন-উজ্জ্বল সন্তান প্রসব করেছ দেখ।

চন্দ্র। দেখেছি, আর আমার ছেলে নয়। ছেলের মুখ দেখে আমার অনেক সাধ উঠেছিল;—কোলে করবো—স্তন্যপান করাবো, চাঁদমুখে হাসি দেখে প্রাণ জুড়াবো, কিন্তু সে সকল সাধ আমি তোমায় দিয়ে গেলুম। অনাথাকে তুমি দেখো, আমার দেখবার সময় নাই।

পদ্মা। দিদি, তুমি প্রসব-যাতনায় কাতর হয়েছ, এখনই সবল হবে।

চন্দ্র। দিদি, আর আমি কাতর নই,—গর্ভরক্ষার জন্য কাতর হয়েছিলুম, পুত্র প্রসব করেছি, তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নারীরূপা দেবীকে দিয়ে যাচ্ছি। পরকালের ভয় আর আমার নাই। তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—যখন তোমার আমি কৃপাভাজন হয়েছি, তখন নারায়ণও আমায় কৃপা করবেন। তুমি বলো, আমার ছেলে তোমার হ'লো,—এই সংবাদ শোনবার জন্য আমার প্রাণবায়ু বেরোয় নাই।

পদ্মা। দিদি, কেন অমন কচ্ছ, তুমি এখনই ভাল হবে।

চণ্ডাল-পত্নী। সর্দ্দার, ইটা জাগিয়ে দেনা।

চণ্ডাল। দূর খাকী, হামি লোক ছোঁলে কেমন ধারা! তুই দেখ ছিস্ না হামি কি হামার বেটীকে হামার হাড়ীর ভাত খিলাবো! বেটী বাঁচলে, হামারা বুড়া-বুড়ী মিলে বেটীর সাথ খাব। এ বেটি, এখন কিছু রি, তুই খাতা না?

চণ্ডাল-পত্নী। এর আর মন্দা করতে পারবি, কাটি-কুটা ছাপায়ে দে, বেটী হামার জালান ক'রে দেবে কি-

(কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রবেশ)

১ম বৌদ্ধ। এই সেই শিশু! (পদ্মাবতীর প্রতি) মা, উদ্বিগ্ন হয়ো না, আমরাই শবদেহ সৎকারের নিমিত্ত আগমন করেছি। (চণ্ডাল-সর্দ্দারের প্রতি) সর্দ্দার, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে এঁরে নিয়ে যাও, আমাদের তো জানো।

চণ্ডাল। ভিক্ষু বাবারা এয়েছে, মুদ্দার কাম হবে। চল বেটি চল, তোর বাপের ঘরে থাক্‌বি চল।

[বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১ম বৌদ্ধ। (চন্দ্রকলার মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া) ইনি মহাপুরুষের গর্ভধারিণী। গুরুদেব উপগুপ্তের আজ্ঞা, কোন পবিত্র স্থানে এঁর সৎকার্য্য সম্পন্ন হবে। চলো, আমরা মৃতদেহ লয়ে যাই।

[মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

দুর্গ-সম্মুখস্থ প্রান্তর।

অশোক, রাধাগুপ্ত, সেনানায়কগণ,

সভাসদ্‌গণ ও সৈন্যগণ।

অশোক। হে তক্ষশিলাবাসী বীরগণ! হে উজ্জয়িনী-বাসী যোদ্ধৃবর্গ, তোমাদের অসীম সাহসে পাটলি-পুত্রের সেনা নিরস্ত হয়েছে, বিদ্রোহী সেনাপতি হত হয়েছে। এক্ষণে তোমরা জনে জনে নিজ নিজ দলবলে মমতাশূন্য হয়ে চতুর্দ্দিকে শত্রু সংহার করো। যে সুসীমের পক্ষ, তারে সবংশে নিধন করো; এতে বালক, বৃদ্ধ, নারীর বধে ঘৃণা ক'রো না।

সেনানায়কগণ। জয় রাজাধিরাজ অশোকের জয়!

অশোক। যাও,—বনে, গুপ্তস্থানে, যেখানে শত্রু লুক্কায়িত,—সেইখানে অনুসন্ধান ক'রে বধ করো। যাও, চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করো।

সেনানায়কগণ। জয় মহারাজ অশোকের জয়!

[সেনানায়কগণের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রী, সুসীম-পত্নীর সংবাদ পেয়েছ?

রাধাগুপ্ত। না মহারাজ, তাঁরে কেউ অনুসন্ধান ক'রে পায় নাই।

অশোক। কোন্ অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করেছিলে? পুনর্ব্বার অনুসন্ধান কর্‌তে বলো, কোথাও লুক্কায়িত আছে।

রাধা। মহারাজ, সর্ব্বস্থান অনুসন্ধান করা হয়েছে, কোথাও তাঁর নিদর্শন নাই।

অশোক। নগর-দ্বারে সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত করো; কোনরূপ ছদ্মবেশে লুক্কায়িত ভাবে না পলায়ন করে।

রাধা। মহারাজ, সতর্ক প্রহরীই আছে।

অশোক। গত রাত্রে কে নগরের বাহিরে গিয়েছে, সংবাদ গ্রহণ করেছ?

রাধা। রাজমাতার সহমরণ-উৎসবে যে সকল চণ্ডালেরা পথ পরিষ্কৃত করেছিল, তারাই কেবল রাজাদেশে নগর পরিত্যাগ ক'রে যায়, অপর জনপ্রাণী নগরের বাহিরে যেতে পারে নাই।

অশোক। তাদের সহিত রমণী ছিল?

রাধা। আজ্ঞে, তারা নর-নারীতেই কার্য্য করে।

অশোক। তাদের মধ্যে অনুসন্ধান করতে দূত প্রেরণ করো।

রাধা। মহারাজের অভিপ্রায় মত কার্য্য হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অশোক। তবে কোথায় গেল?

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীতশোক। মহারাজ, অন্তঃপুর হ'তে মহারাণী কোথায় গিয়েছেন।

অশোক। সে কি, কোথায় গেল—অনুসন্ধান করো।

বীত। চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান ক'রে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অশোক। উনি নিশ্চয়ই শত্রু কর্তৃক নিহত হয়েছে।

বীত। মহারাজ, তার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।

অশোক। জানো না, নিশ্চয় শত্রুর কার্য্য। নিশ্চয়ই শত্রু—চতুর্দ্দিকে শত্রু। রাজ-আজ্ঞা প্রচার করো, যদি কল্য প্রাতে রাজরাণীর কোন না সংবাদ পাওয়া যায়, সমস্ত পাটলিপুত্র ভস্ম হবে। এখনো রাজ্যে শত্রু লুকায়িত আছে। যতদিন না তারা সমূলে নির্ম্মূল হয়, দোষী নির্দ্দোষ বিচার নাই, সকলের প্রাণ সংহার হবে। যাও, আজ্ঞা প্রচার করো; যাও—কি নিমিত্ত দণ্ডায়মান?

বীত। মহারাজ, সকল কার্য্য সকলের দ্বারা সম্ভব নয়, দাস এ কার্য্যে অপরাগ।

অশোক। তুমিও শত্রু, তোমার প্রাণ বিনাশ হবে।

বীত। আমি শত্রু নই, আমি রাজভৃত্য—রাজদাস। কিন্তু নিরীহ ব্যক্তির প্রাণবিনাশ যে ন্যায়সঙ্গত নয়, এ কথা মৃত্যু উপেক্ষা ক'রেও মহারাজকে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করবো।

অশোক। বীতশোক, আমায় তুমি কঠিন ব'লে তিরস্কার কচ্ছ,—তুমিও ক্ষত্রিণীর পুত্র সত্য, কিন্তু আমার ন্যায় কঠিন শিক্ষালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হও নাই। নির্দ্দয় শিক্ষক তোমায় দীক্ষাদান করেন নাই। যাও মন্ত্রী, আজ্ঞা প্রচার করো।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

(আকালের প্রবেশ)

আকাল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

আকাল। একটা জিনিস খুঁজতে।

অশোক। কি জিনিস?

আকাল। মহারাজের মেজাজ।

অশোক। আকাল, তা আর খুঁজে পাবে না—

ঘোর হৃদয়বাটিকা উড়ায়েছে স্বভাব আমার,

ঘোর ঘূর্ণবায়ু,

প্রলয় উত্তাপে বায়ু অতীব প্রবল,

বহিবে তুমুল ঝড়,

বারিধারা সম হবে শোণিতবর্ষণ,

তবে শান্ত হবে এ ঝটিকা,

নহে, মহামার,

নিস্তার নাহিক আর কার;

সহিয়াছি বিস্তর পীড়ন,

পীড়নে করিব আর শাসন স্থাপন।

(মারের প্রবেশ)

মার। জয় নরদেহী দেবরাজের জয়।

আকাল। বাবা, দানব না দত্যি যে তুমি হও, মহারাজকে সহস্রলোচন ইন্দ্রটা ক'রো না। মাথায় গায়ে লোচনের উপর রাজপোষাক রাজমুকুট প'রে মহারাজ চোখ করকরানিতে অস্থির হবেন।

মার। সপ্তসূর্য্যসমপ্রভাব জয় মহারাজ অশোকের জয়।

আকাল। দোহাই বাবা, সূর্য্যি দেবতাটাও ছাড়ান দাও। সূর্য্যি হ'লে মহারাজের সমস্ত দিন রোদে ঘুরে মাথা ধরবে। আর গোটা দুই দেবতা ছেড়ে—এই চন্দ্রটা, তা হ'লে রাত্রে ঘুরতে হবে, আর কলায় কলায় ক্ষইতে হবে; আর পবনটা—তা হ'লে সৃষ্টির লোককে বাতাস ক'রে সারা হবেন—এই গোটা চার দেবতা ছাড়ান দিয়ে মহারাজকে তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে যেটা ইচ্ছা হয় ক'রে দাও।

মার। তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করো?

আকাল। বলি, তোমার আক্কেলে।

মার। মহারাজ, দেখুন—আমার সমস্ত গণনাই সত্য। দেখুন—রাজরাণী নিরুদ্দেশ, আর গণনাও যে সত্য, তা অচিরে জানবেন।

(কুনালের প্রবেশ)

অশোক। কুনাল, তুমি মলিন কেন? তুমি কি তোমার মাতৃ-অদর্শনে বিষণ্ণ হয়েছ? শীঘ্র রাজদূত শত্রুর অভিসন্ধি ভেদ ক'রে তোমার মাতাকে উদ্ধার করবে। তুমি যে রাজ্য-প্রসাদ প্রার্থনা করো, যে রাজ্যভার গ্রহণে অভিলাষী—এই দণ্ডে তা প্রদত্ত হবে।

কুনাল। মহারাজ, আমি রাজ্য-প্রার্থী নই। মহারাজ রাজ্যভার প্রদান করলে, সে ভার আমি শ্রীচরণে পুনরর্পণ করবো। স্বর্গগত রাজমাতার উপদেশে দাসের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে যে, মানবের মার্জ্জনাই একমাত্র রত্ন। আমি নিশ্চয় শ্রীচরণে নিবেদন কচ্ছি, জননী কোন মঙ্গলকার্য্যে আত্মগোপন করেছেন। মহারাজ তক্ষশিলায় গমনাবধি, মহারাজের মঙ্গলকামনায় অনশনে, অর্দ্ধাশনে দেবকার্য্যে নিযুক্তা থাকতেন। কেবল রাজমাতার সেবার জন্য একবার দেব-মন্দির হ'তে বহির্গত হতেন।

অশোক। আমার মঙ্গলকামনায়? তাই আত্ম-গোপন।

কুনাল। হ্যাঁ মহারাজ, রাজ্যে যেরূপ অনিষ্ট উৎপন্ন হচ্ছে, রাজ্যের মঙ্গলকামনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

অশোক। কুনাল, তুমি রাজমাতার পরম আদরের ছিলে, তোমার ও তোমার পিতৃব্যের ভার চিতারোহণকালীন তিনি আমার উপর অর্পণ করেন। সেইজন্য রাজ-কোপে তোমাদের উভয়েরই নিস্তার, কিন্তু আমার অনুমতি ব্যতীত যদি তোমার মাতা আত্মগোপন ক'রে থাকেন, তা হ'লে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। যাও, আমার সম্মুখে অবস্থান ক'রো না।

কুনাল। মহারাজ, দাস তো রাজ-প্রসাদ প্রাপ্ত হয় নাই?

অশোক। হাঁ, আমি প্রতিশ্রুত, কি প্রসাদ বল?

কুনাল। মহারাজ, নিরীহ পাটলিপুত্রের প্রজাবর্গের প্রাণনাশের যে কঠিন আজ্ঞা প্রচার হয়েছে, তা প্রত্যাহার করুন।

অশোক। তোমার পিতার বাক্য লঙ্ঘন হয় না। রাজপ্রসাদ স্বরূপ আদেশ প্রত্যাহার করবো, কিন্তু তোমার জননীর প্রাণবধ হবে।

কুনাল। মহারাজ, যদি শত সহস্র ব্যক্তির জীবন রক্ষা হয়, জননী হাস্যমুখে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করবেন।

[প্রণাম করিয়া কুনালের প্রস্থান।

মার। মহারাজ, সুবিচার করুন, আমার সমস্ত গণনা সত্য কি না বলুন? দেখুন, আপনার পত্নী নিরুদ্দেশ, পুত্র রাজ-প্রসাদ স্বরূপ রাজ-অবাধ্য হয়ে উপেক্ষা করলে। যদি সত্য হয়, আমার কথায় প্রত্যয় করুন, আপনি ইন্দ্র, পাপের দণ্ডবিধানের জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন।

অশোক। হ্যাঁ, আমি ইন্দ্র; কিরূপে পাপের দণ্ডবিধান করবো, সে পরামর্শ প্রদান করো।

আকাল। মহারাজ, দাসের মিনতি, দানবের কথায় প্রত্যয় করবেন না; দানব সত্য ব'লে প্রতারিত করে।

অশোক। আকাল, স্মরণ করো, যখন প্রবাসে তুমি আমার সাথী হও, আমি তোমায় নিষেধ করেছিলেম,—তুমি কি জান না, আমিও দানব, দানবের পরামর্শ অবশ্য গ্রহণ করবো। (মারের প্রতি) কি পরামর্শ বলো? অগ্রে বল, রাজমহিষী কোথায়?

মার। মহারাজ, রাজরাণী মহারাজের কোন বলবান্ শত্রুর শক্তিতে আচ্ছাদিত। শক্তি ভেদ করবার আমার সামর্থ্য নাই, তথায় আমার দৃষ্টি অন্ধ।

অশোক। কে আমার শত্রু জানো?

মার। বুদ্ধ।

অশোক। কোথায় সে শত্রু?

মার। মহারাজ, সে শত্রু ইচ্ছায় আকারধারী, ইচ্ছায় নিরাকার হ'তে পারে। তাঁর সহিত শত্রুতার একমাত্র উপায় হিংসা। মার্জনা রাজ-হৃদয় হ'তে একেবারে পরিত্যাগ করুন, নর-হিংসায় দৃঢ় হোন, তা হ'লে সে ক্ষুব্ধ হবে।

অশোক। আমি দৃঢ়সংকল্প।

মার। মহারাজ, আপনি যে ইন্দ্র, তার আর এক প্রমাণ প্রদান করি। আজ্ঞা দেন, এই মুহূর্তে প্রান্তর বিস্তৃত হ্রদরূপে পরিণত হবে, হ্রদ-বক্ষে সুন্দর পুরী নির্মিত হবে, সেই পুরীতে পাপীর প্রলোভনের নিমিত্ত অপ্সরাগণের নৃত্য-গীত হবে। প্রলোভিত হয়ে যে ব্যক্তি সেই পুরীতে প্রবেশ করবে, জানবেন সে পাপী, রক্ষকের প্রতি আজ্ঞা দেবেন, তার যেন প্রাণ বধ হয়।

অশোক। কই, তোমার বর্ণনা অনুসারে পুরী নির্মিত হোক।

(প্রবল ঝটিকা এবং মেঘমালার আবির্ভাব)

সকলে। এ কি প্রলয় অন্ধকার!

[অশোক, মার ও আকাল ব্যতীত সকলের পলায়ন।

আকাল। দেখি বেটা দানব তোর কীর্ত্তিটে, একটা প্রাণ বই তো নয়।

মার। মহারাজ, চিন্তিত হবেন না; আপনি মেঘ-বাহন, মেঘদল আপনার পূজার নিমিত্ত উপস্থিত।

অশোক। না না, তিলমাত্র নহিক চিন্তিত,—

কর ঘোর প্রলয় গর্জ্জন মেঘদল,
করি নিজ হৃদয়ের ছায়া দরশন;
বহ বহ প্রবল পবন,
প্রবল ঝটিকা যথা—
আলোড়িত করিছে অন্তর,
আলোড়ন কর ধরাতল।

চূর্ণ কর সুন্দর যেথায় আছে যথা,
ধ্বংস হোক মানবমণ্ডল,
মম কোপানল অনুরূপ প্রলয় দাহিনী
সহস্র দলকে নলি উগার প্রলয় ধারা,
বজ্র হৃদয়ের মম হেরি ছায়ারূপ।

(সহসা ঝটিকা ও মেঘমালার অন্তর্দ্ধান এবং প্রান্তর হ্রদে পরিণত হওন, হ্রদমধ্যে দৃশ্যমান পুরী)

(চণ্ডগিরিকের প্রবেশ)

মার। মহারাজ, আমার এই ব্যক্তিকে পুরীরক্ষক নিযুক্ত করুন। আজ্ঞা দেন, যে পুরীতে প্রবেশ করবে, তার প্রাণ বধ করবে।

অশোক। যাও, সাবধানে পুরী রক্ষা করো; কোন প্রবেষ্টা যেন না বহির্গত হয়।

মার। মহারাজ, এইবার কলিঙ্গ-দমনের নিমিত্ত শীঘ্র প্রস্তুত হউন। কলিঙ্গরাজের এতদূর দম্ভ যে, সে স্বয়ং সম্রাট ব'লে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না!

অশোক। কলিঙ্গের অবজ্ঞা আমি বিস্মৃত হব না, কিন্তু অগ্রে গৃহশত্রু দমন করি। নিশ্চয় জেনো, কলিঙ্গ আমার কোপে ভস্মসাৎ হবে।

মার। শুনুন মহারাজ, অপ্সরাগণের সঙ্গীতে, বাঁশীর রবে হরিণ যেমন মুগ্ধ হয়, পতঙ্গ যেমন অগ্নি-অভিমুখী হয়, পাপীরা সেইরূপ মুগ্ধ হয়ে পুরীতে প্রবেশ করবে।

(পুরীমধ্যে মার-সঙ্গিনীগণের নৃত্য-গীত)

এসেছি বড় সাধ ক'রে।
করি গান মনের টানে, শোনাই যার
মনে ধরে॥
যে বোঝে বেদনা, তার থাকবো কেনা,
সদাই বাসনা,
গানে জানাই ব্যথিত জনে,
কত ব্যথা অন্তরে॥
দরদী বিনে, দরদ কে জানে—
বে-দরদীর দরদ নাই প্রাণে;
ব্যথার ব্যথিত হ'লে পরে,
ব্যথায় ব্যথা নেয় হরে॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কলিঙ্গ — দুর্গ-সম্মুখ।

অশোক, সেনানায়ক ও সৈন্যগণ।

অশোক। হের শূন্য দুর্গ, প্রাচীরে নাহিক আর অরি
শূন্য রাজপুরী, শূন্য এ নগরী,
কিন্তু নহে শ্রম অবসান।
কলিঙ্গ-ঈশ্বর—গর্ব্বিত বর্ব্বর
মম দুর্গ করেছে আশ্রয়;—
এখনো আশ্বাস তার মনে,
সুবিশাল পরিখা বেষ্টিত
আক্রমণ রোধিবে আমার;
কি আশ্চর্য্য, এত দিনে তবো
নাই জ্ঞান—
বজ্রধারী-অরি-অস্ত্রে চূর্ণ হয় মেরু।

১ম সেনানায়ক। হের মহারাজ,
মেঘাকার ধূমরাশি উঠিছে দূরে।

অশোক। বুঝি কলিঙ্গের মম [illegible],
নেহে পরিখার সনে অগ্নির আশ্রয়।
যাও কেহ আন সংবাদ।

২য় সেনানায়ক। একাকী আসিছে এক
সৈনিক
হইতে শত্রুপক্ষ বুঝি বা বাসনা।

(কলিঙ্গ-সৈনিকের প্রবেশ)

কলিঙ্গ-সৈনিক। আরে পামর, অরে নরাধম, [illegible] তোর আস্ফালন; তোর অধীনস্থ সীমান্ত [illegible] আহত [illegible] সম্মুখে [illegible] করেছেন। তোর দানবীয় কার্য্যে [illegible] তুচ্ছ একমাত্র আমিই [illegible]। [illegible] গর্ব্ব করিস নে। [illegible] পরাক্রম [illegible], কিন্তু কলিঙ্গ-গৌরব ক্ষুণ্ণ নয়। [illegible] বিক্রমের পরিচয় পেয়েছি [illegible], তুই আপনাকে ইন্দ্র [illegible]। যদি [illegible] হয়, একাকী আমার [illegible] যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ, যদি পরাজিত হই, [illegible] তোরে ইন্দ্র ব'লে স্বীকা

করবো ; নচেৎ ভীরু কুক্কুর নামে জগতে তোর প্রচার হবে।

[অশোকের সহিত যুদ্ধান্তে কলিঙ্গ-সৈনিকের পতন।

অশোক। টেনে ফেল দূরে,
কুক্কুরের ভক্ষ্য হোক রসনা উহার,
কুণ্ঠিত নহিক আর প্রতিজ্ঞা-পালনে
ভস্মসাৎ কলিঙ্গ হইবে।
যাও চতুর্দ্দিকে—
হন হন কর বধ যথা পাও যারে।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ করহ সংহার,
অগ্নি দাও প্রতি ঘরে ঘরে,
প্রজ্বলিত শিখা দৃষ্ট হোক দূরদেশে,
রণশ্রম শান্তি কর শোণিত-প্রবাহে।

[অশোকের প্রস্থান।

১ম সেনানায়ক। মহারাজের এ কি কঠিন আজ্ঞা! শত্রু পরাজিত, কালব্যাপী যুদ্ধে প্রজা নিপীড়িত, তাদের হত্যা করা বীরের কার্য্য নয়।

২য় সেনানায়ক। মহাশয় কি রাজকোপে হত হ'তে প্রস্তুত? উনি স্বয়ং ভ্রমণ ক'রে দেখ্‌বেন, দয়ায় কেহ তাঁর কার্য্য অবহেলা করে কি না! মহারাজের কঠিন আজ্ঞা-পালনে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! কিন্তু রাজাজ্ঞাবাহী হব প্রতিজ্ঞা ক'রে অবধারণ করেছি, আমরা অনন্যোপায়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নর-শোণিত-প্লাবিত ও শবদেহাচ্ছাদিত কলিঙ্গ নগর।

(অনুচরগণ সহ মারের প্রবেশ)

মার। হের ওরে বোধহীনগণে,
কি কারণে অশোকে করেছি রাজেশ্বর!
হের স্থলে স্থলে স্তূপাকার শব,
মাংসাহারী ধ্বস্ত দেহ ল'য়ে,
শৃগালের আনন্দের রোল দিবানিশি,
লক্‌লকে অগ্নি জিহ্বা গগনমণ্ডলে!
শুন চারিদিকে রোদনের ধ্বনি,
নরস্রোত ধায় স্থলপথে,
কেহ অনাহারে পথে প'ড়ে মরে—
জীবিত আহত দেহ টানিছে শৃগাল,
তথাপিও নহে শান্ত শাণিত আয়ুধ,
বধে বৃদ্ধ-বালক-বনিতা।
টল টল আরক্ত মেদিনী রক্তধারে।
নাচ গাও—আজি মহা আনন্দ উৎসব,
বুদ্ধ পরাভব—
জয়ধ্বনি তোলো সবে মিলি।

সকলে। জয় জয় হৃঙ্কতিজনক—
জয় জয় লোকক্ষয়কারী।

(সকলের গীত)

হিংসা দ্বেষে ধরা পূর্ণ হবে,
সমর ঘোর খর শোণিত ব'য়ে
ব্যাপিবে দশদিশি হাহা রবে,
জয় জয় জয়—বোধিসত্ত্ব পরাজয়!
পর-ঈর্ষা-রত—নর-হৃদয়-ব্রত,
অনলে গরলে হবে সলিলে হত,
গুপ্ত তীক্ষ্ণ ছুরি খেলিবে শত;
মারে পরাজয় কে করে কবে,
এ বিশাল ভবে—কি ভয় ভবে?
জয় জয় জয় অভয় অভয়—
বৌদ্ধধর্ম্ম পাবে লয়।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কলিঙ্গ—অশোকের শিবির।

অশোক ও আকাল।

অশোক। আছিলাম দীন, ঘৃণ্য,
স্বদেশ-তাড়িত,
এবে অদৃষ্ট প্রভাবে আমি ভারত-ঈশ্বর!
সুমেরু কুমেরু মম শাসন-অধীন,
বিশাল কলিঙ্গ রাজ্য মম করতল।
দানব শাসন মানে অধীনে আমার,
নির্ম্মাণ করেছে পুরী ইন্দ্রের সমান।
সত্য যদি ইন্দ্রের না হই অবতার—
ইন্দ্র যথা স্বর্গপুরে অমর প্রধান,
ধরায় নাহিক কেহ আমার সমান।

পণ মম অবশ্য করিব সম্পূরণ,
আধিপত্য করিব স্থাপন—
স্থলে জলে পবনে গগনে।
জলচর ভূচর খেচর—
আনত মস্তকে মোরে পূজিবে সকলে।

আকাল। হাঁ, মহারাজের যে একাধিপত্য—তা ঠিক। স্থল—নর-অস্থিতে সাদা, জল—নর-শোণিতে আরক্ত, গগনে হাহাকার ধ্বনি উঠ্‌ছে, আর গৃহ দগ্ধ হয়ে সেই আলোকে জগৎকে দেখাচ্ছে—আপনার কি বিস্তৃত আধিপত্য! বাকী ছিলেন সূর্য্যদেব, তিনি আপনার কলঙ্ক-ছায়ায় মুখ ঢাকা দেলেন।

অশোক। কি, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার দর্পচূর্ণ কর্‌বো না? যে, সমস্ত রাজন্যবর্গের সম্মুখে আমায় উপেক্ষা করেছে, তার দণ্ডবিধানে পরাঙ্মুখ হব?

আকাল। তাও কি হয়, তাতে যে পুরুষার্থে বাধা হ'তে হবে। লক্ষ লক্ষ লোক অস্ত্রের দ্বারা বধ, দুর্ভিক্ষে বধ, অগ্নিদগ্ধ হয়ে বধ, জলমগ্ন হয়ে বধ, বনে বন্যপশু কর্তৃক বধ, এ যে না কর্‌তে পার্‌লে, সে কি রাজা! রাজাকে লোকে দেখ্‌বে কেমন—যেন যমের মাসতুতো ভাই। কবে মর্‌বে—তাই আবাল-বৃদ্ধ কামনা কর্‌বে। যে দেশে আপনার মত তেজীয়ান্ রাজা থাক্‌বে, সে দেশের লোক পাখীর গান শুনবে না, ফুল ফোটা দেখ্‌বে না, ঘরে বাস কর্‌বে না, মাঠ থেকে শস্য কেটে এনে রাঁধবে না,—তা না হ'লে আর স্থলে জলে পবনে অধিকার বিস্তার কি হ'লো? পাখী প্রাণভয়ে সাগর-পারে পালাবে, ফুলের মুখ পুড়ে ছাই হবে, মাঠে লাঙ্গলই পড়বে না—তা শস্য হবে কি? আর প্রজার ঘর পুড়ে যাবে, দিব্বি নীল আকাশের তলায় সুখে মহানিদ্রায় শয়ন কর্‌বে!

অশোক। কিছু কঠোর আজ্ঞা প্রচার করেছি সত্য। যদি প্রজারা বশ্যতা স্বীকার কর্‌তো, এরূপ কঠোর আজ্ঞা দিতেম না। মূঢ়েরা বুঝতে পারে নাই, আমি কে?

আকাল। মহারাজ, আগে আমরাই বুঝতে পারি নাই, এখন ক্রমে বুঝ্‌ছি।

অশোক। কি বুঝ্‌ছিস—আমি ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী নই?

আকাল। আছে তা জানি নে, তবে শুনেছি, ইন্দ্র—অসুরারি, আপনি অসুরের সখা।

অশোক। অসুরের সখা!

আকাল। মহারাজ দেবলোচন হ'তে চাচ্ছেন, কিন্তু দুটি চক্ষু যা আছে, তাও অন্ধ। [illegible], যার কুহকে রাজ্য মধ্যে অকস্মাৎ হ্রদ হয়, হ্রদ-মধ্যে স্বর্ণ-নির্ম্মিত পুরী হয়, যার যানে শত যোজন এক দিনে আসা যায়, মহারাজ, সে মানুষ হ'তেও দানব! দানবের প্ররোচনায় এ রাজ্য ছারখার করেছেন। এর নাম আধিপত্য নয়—এর নাম সংহার।

অশোক। না, এখন আমি রণশ্রান্ত, নিদ্রা যাব।

আকাল। যে আজ্ঞে।

[আকালের প্রস্থান।

অশোক। মস্তিষ্ক উত্তপ্ত—নহি নিদ্রা আকর্ষিত.
পটুয়া-চিত্রিত দৃশ্যপটে যে প্রকার
শত শত দৃশ্য ভাসে দর্শক সম্মুখে,
সেই মত এই কার্য্যক্রিয়া—
আসিছে ভীষণ দৃশ্য মনশ্চক্ষে মম!
সত্য কথা, অধিকার বিস্তার এ নয়,—
[illegible] নর মন [illegible];
[illegible]
[illegible]
ভীষণ—ভীষণ দৃশ্য জাগে [illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]।

[শয়ন।

(অকস্মাৎ উত্থিত হইয়া) একি—একি—চতুর্দ্দিকে আমার মূর্ত্তি! আমি—আমি লক্ষ লক্ষ আমি! ছায়া নয়—জীবিত মূর্ত্তি! মুণ্ডহীন, অঙ্গহীন, দীন, ক্ষীণ—ভিক্ষাপাত্র লয়ে ভিক্ষা কচ্ছি! শত শত আমি—কোটি কোটি আমি! আমার সন্তান অনাথ—আমার পত্নী অনাথ—আমারই পুত্রেরা পথে পথে ভিক্ষা কচ্ছে, দুর্ভিক্ষে অন্নাভাবে মর্‌ছে! একি—একি! আকাল—

(আকালের পুনঃ প্রবেশ)

তুই কোথায় ছিলি?

আকাল। আজ্ঞে, শিবিরের এক পাশে।

অশোক। কেন ?

আকাল। কে জানে, বার বার ভাবি, মহারাজের কাছ থেকে পালাই, কে যেন আবার টেনে আনে।

অশোক। আকাল, আমার মস্তিষ্ক দগ্ধ হচ্ছে।

আকাল। এই ক'দিন ব'সে জেগে দিচ্ছেন, ফুটবে না।

অশোক। কত রাত্রি ?

আকাল। অরুণ উদয় হয়েছে।

(নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি)

ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জ্বালি,
পরম রতন দিব শান্তি ঢালি,
চির শান্তি—শান্তি—শান্তি !

অশোক। কে ও—কে ও—কারা গান গেয়ে যাচ্ছে! ডাকো ডাকো—

[আকালের প্রস্থান।

এই তো আমি জাগ্রত! তথাপি তো দূরে ছায়ার ন্যায় সেই ভীষণ দৃশ্য! সেই কোটি কোটি আমি—শত প্রকারে দুঃখভোগ করছি! নিশ্চয় আমি দানব দ্বারা অধিকৃত হয়েছি। হায় হায়—আমি তো এমন ছিলেম না! বাল্যকালে ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রাণবিনাশ দেখে আমার প্রাণে ব্যথা লাগ্‌তো, তৃণের উপর পদবিক্ষেপ করতে মনে হ'তো, তাদের ব্যথা লাগ্‌বে! কি নিষ্ঠুরতা আমার প্রাণে প্রবেশ করলে! আকাল সত্য বলেছে—নিশ্চয় সে দানব—তার দানব-প্রকৃতি আমায় আশ্রয় করেছে। পিতার বর্জ্জন, নগরের ঘৃণা, অনাথ দীন অবস্থায় একাকী পথে পথে ভ্রমণ—তাতেও আমি শান্তিচ্যুত হই নাই।—কি দগ্ধ—কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

(উপগুপ্ত, অন্যান্য ও বৌদ্ধ
ভিক্ষুগণের প্রবেশ)

তোমরা কি গান কচ্ছিলে—গান করো।

(ভিক্ষুগণের গীত)

ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জ্বালি,
পরম রতন দিব শান্তি ঢালি,
চির শান্তি—শান্তি—শান্তি !
বন্ধু কবি বরি হৃদয়ে অহি,
কেন দংশন-তাড়ন নিয়ত সহি,
একি ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—ভ্রান্তি !
ভ্রান্তচিত নাহি বাহিরে অরি,
অন্তরে রাখিয়াছ আদর করি,
ঠেকিয়ে শেখ, অরি বিবেকে দেখ,
আসিয়ে ভবে, যদি মানব হবে,
বিমল হৃদে হের শান্তি,
অমৃতময় কিবা কান্তি,
কিবা কান্তি—কান্তি—কান্তি !

অশোক। আবার—

উপগুপ্ত। কি মহারাজ ?

অশোক। তোমরা কে ?

উপ। আমরা বৌদ্ধ, বুদ্ধদেবের উপাসক।

অশোক। বুদ্ধদেব কে ?

উপ। নির্ম্মল হৃদয় ব্যতীত কে তিনি, বোঝা যায় না।

অশোক। ইস্—কি ভীষণ!

উপ। কি মহারাজ ?

অশোক। বল্‌তে পারো, আমি তন্দ্রা-আকর্ষিত হয়ে ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি,—জাগ্রত অবস্থাতেও যেন সেই স্বপ্নের ছায়া দেখ্‌ছি। আমার যেন কোটি কোটি মূর্ত্তি হয়েছে,—কেউ মস্তকহীন, কেউ অঙ্গহীন, কেউ বা দীনদরিদ্র বুভুক্ষু, কারো স্ত্রী-পুত্র অন্নাভাবে মরছে, কারো গৃহ দগ্ধ, গৃহাগ্নে আত্মীয় স্বজন দগ্ধ,—এ কি ভীষণ স্বপ্ন!

উপ। স্বপ্ন নয়—সত্য মহারাজ, দৃশ্য সম্পূর্ণ সত্য।

অশোক। সত্য—সত্য—সত্য কি ?

উপ। মহারাজ, যত কোটি আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখেছেন, তত কোটিবার আপনাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। কলিঙ্গে যত ব্যক্তি আপনার পীড়নে হত হয়েছে, তাদের এক এক জনের যন্ত্রণা এক এক জন্মে ভোগ ক'রে প্রতি জীবন অবসান হবে।

অশোক। কেন—কেন—মিথ্যা কথা!

উপ। মিথ্যা নয় মহারাজ!—
শুন, বুঝ—কর্ম্মের প্রভাব,
কর্ম্মের প্রভাবে—
কর্ম্মমত দেহ ধরে জীবে,
ভোগে হয় কর্ম্ম অবসান।
আনি এ কলিঙ্গপুরী করেছ শ্মশান,

তোমার আজ্ঞায়—
অস্ত্রে যায় মৃত যে সকলে—
সেই অস্ত্র অলক্ষ্য নিয়মে
স্পর্শিয়াছে তোমার অন্তরে !
দুষ্ট সংস্কারে—
বিজড়িত করিয়াছে অন্তর তোমার ;
যতবধি কর্ম্মফল না হবে নির্ব্বাণ,
উৎকট কর্ম্মের ফল অবশ্য ফলিবে,
দেহ ধরি পুনঃ পুনঃ অবশ্য ভুঞ্জিবে,—
নিজ ভবিষ্যৎ ছবি দেখায় অন্তর !

অশোক। একি—একি !—
তবে আছে কি উপায় !
কর্ম্মভোগে কিসে আমি পাইব নিস্তার ?

উপ। কথঞ্চিৎ কর্ম্মনাশ বশে হয় সুধী,
যতদিন দেহে রহে প্রাণ,
সৎকর্ম্ম যদ্যপি রাজা কর অনুষ্ঠান,
হ'তে পারে এক দেশে দণ্ড দুষ্কর্ম্মের।
দিয়ে আত্ম-বিসর্জ্জন—
লহ যদি বুদ্ধের শরণ,
দুষ্কর্ম্মের বহু অংশ হইবে মোচন।
কিন্তু তুমি সসাগরা পতি,
আত্মত্যাগ কতদূর সম্ভব তোমায়,
মনে মনে বুঝ মহারাজ !
চাহ তুমি জলে স্থলে শূন্যে অধিকার,
সেই অধিকার নাহি জন্মে হয় বলে,
প্রেম মাত্র মূলমন্ত্র বিশ্ব-অধিকারে।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

অশোক। কোথায় যান—কোথায় যান, আমায় পরিত্যাগ ক'রে যাবেন না, আমি আপনাদের দাস।

উপ। হবে ভূপ স্বদেশে গমন,
কার্য্যে দেখা হবে আমার সহিত।

[বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সহ উপগুপ্তের প্রস্থান।

আকাল। মহারাজ, উপেক্ষা করবেন না, অদ্যই যাত্রা করুন।

অশোক। আকাল, তুমি আমার হৃদ্‌বন্ধু—তুমি আমার উপদেষ্টা ; চলো, আমি স্বয়ং স্বদেশ-যাত্রার আজ্ঞা দিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

[illegible] দৃশ্য।

ন্যগ্রোধ। [illegible]
—দানি
কহিলেন [illegible]
"হে বৎস, সমাপ্ত অধ্যয়ন [illegible]
[illegible] শিরোধার্য্য মম,
বাক্যে তাঁর করিলে বিশ্বাস—
জ্ঞানজ্যোতি অবশ্য প্রকাশ
হইবে নাশিতে মম অজ্ঞান-তিমির।
কেন মা গো,
এ শুভ সংবাদে তব চক্ষে হেরি নীর ?

পদ্মা। বৎস, আছি প্রতিশ্রুত তব গুরুর নিকটে
যেই দিন সম্পূর্ণ হইবে অধ্যয়ন—
তোমারে গুরুর কার্য্যে করিব অর্পণ।
কাঁদে প্রাণ সে দিন স্মরিয়ে,
কেমনে বিদায় দিব তোরে—
ভীষণ সংসারক্ষেত্র-সমর-অঙ্গনে :

ন্যগ্রোধ। মা গো, জন্ম জন্ম তপস্যা করিয়ে,
গুরুপদ একান্ত সেবিলে—
ভাগ্যবানে হয় গুরু-কার্য্য-অধিকারী।
মহাকার্য্যে নন্দনে অর্পিবে
কেন মা বিষাদ ভাব মনে,
যেন ভাগ্যোদয় বহু পুণ্যে হয়,
সকলি তো জানো মাতা।

পদ্মা। আরে আরে অভাগী-নন্দন,
গর্ভে তোরে করি নি ধারণ,
এ কঠিন পণ বুঝি করেছি সে হেতু।
নহে হায়, আপন কুমারে
[illegible]
[illegible] পরকার্য্যে [illegible]

ন্যগ্রোধ। কহ মা গো, [illegible]
কহ তবে কোথা [illegible]

পদ্মা। রাজবংশে [illegible]
পাটলিপুত্রের [illegible]
সুসীম নামেতে [illegible]—
তুমি তাঁর [illegible]।

ন্যগ্রোধ। [illegible] কহ গো জননি,

বনে কি কারণে চণ্ডালের সনে
পালিত হইল এ অধম ?
পান্না। নিদারুণ বিবরণ শুন যাদুমণি,
ভ্রাতৃবধে তব পিতা হত,
গর্ভস্থ সে কালে তুমি ;
করিতে সে বংশোচ্ছেদ হইল মনন,
জানিলাম করিয়া কল্পনা—
রজনীতে বধিবারে তোমায় মাতায়।
চণ্ডালের বেশে মিশি চণ্ডালের দলে,
নর-নারী যাহারা সকলে
যেতেছিল রাজপথ-মার্জ্জন-কারণ ;
মিশি সেই চণ্ডালের দলে,
ভুলাইয়ে সতর্ক প্রহরী,
ত্যজি রাজপুরী
লইয়ে মাতারে তব করিনু পয়ান।
পথিশ্রমে ক্লান্ত মাতা তব
সমাগত হইল মরণ,
পুত্রমুখ অভাগিনী হেরিল বারেক,
কাতরে তোমারে—সঁপি মম করে
পরলোকগত অভাগিনী।
ন্যগ্রোধ। জীবনদায়িনী ধাত্রী কে তুমি জননি ?
পান্না। যার সনে দ্বন্দ্বে তব পিতার নিধন
দুহিতা তাঁহার আমি শুনহ কুমার।
ন্যগ্রোধ। রাজরাণী কানন-বাসিনী !
কষ্টই সহেছ এই অনাথ-কারণে !
পিতৃবাসে কি কারণে কর নি গমন ?
কেন বা জননী সনে করিলে পয়াণ ?
পান্না। ভ্রূণহত্যা নারীহত্যা এ অতি পাতকে
ত্যজিলাম রাজপুরী রক্ষিতে পতিরে,
সঁপি তোরে কারে, গৃহে যাব ফিরে ?
রাজার কুমারে
কেমনে চণ্ডালে দিব করিতে পালন ?
সে কারণে আছি এ অজ্ঞাতবাসে—
সদা শঙ্কা চিতে যদি কোনমতে
গুপ্তচরে জানে এ সন্ধান,
নিশ্চয় বধিবে তব প্রাণ
চণ্ডালের সনে মিশে আছি সে কারণে।
ন্যগ্রোধ। জগদ্ধাত্রী ধাত্রী-মা আমার,
যদি হয় সম্ভব কখনো
সাধ্যমত আংশিক শোধিতে,
বহু জন্মজন্মান্তরে—
তিল মাত্র ঋণ তব নাহি হবে শোধ।
মহা তপস্বিনী তুমি, বিনা তপস্যায়
আত্মজয় হেন কার সম্ভব সংসারে ;
ধরো মা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।
পান্না। হও বৎস, গুরু-কার্য্য উদ্ধারে সক্ষম,
আশীর্ব্বাদ অধিক না জানে ধাত্রী তোর।
ন্যগ্রোধ। মা গো, চণ্ডালের বসতি এ বনে,
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সাধু সদাশয়
আমার শিক্ষার হেতু কোথায় পাইলে ?
কেমনে এ দাস তাঁর কৃপার ভাজন ?
পান্না। পেয়েছি তাঁহারে বৎস, তাঁহার কৃপায়,
যবে বৃক্ষমূলে তোরে লয়ে কোলে
আঁখি জলে বক্ষ ভেসে যায়,
হেরিলাম তেজঃপুঞ্জ কায়,—
মধুর বচনে সম্ভাষি দাসীরে
কহিলেন মহামতি,—
"ভাগ্যবতি, সম্বর ক্রন্দন,
তব আত্ম-বিসর্জ্জনে
জগজ্জনে মহা গুণগাথা
কীর্ত্তিময়ী ধরায় রহিবে চিরকালে।
এই কুমারের ভার দেবতার,
আসিয়াছে দাস তাঁর শিশুর রক্ষণে।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হবেন নন্দন,
দেবতার কার্য্যে পুত্রে কর সমর্পণ !
শুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞানবান হইবে কুমার,
দেবকার্য্যে সাধিতে করহ অঙ্গীকার।"
পণে বদ্ধ সাধুর নিকটে,
জানি সে তখন, হৃৎপিণ্ড করিয়া ছেদন
সংসার-পাথারে ফেলে দিতে হবে তোরে।
ন্যগ্রোধ। মাতঃ, সম্বর ক্রন্দন,
দেবকার্য্যে জন্ম যদি— সার্থক জীবন !
সার্থক পালন—
সার্থক জননি তব আত্মবিসর্জ্জন,
নারীরূপে দেবী তুমি ধরণীমাঝারে !

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপগুপ্ত। রাখ পণ, সমর্পণ করহ নন্দন,—
শুন সাধ্বি, কিবা মহা উচ্চ প্রয়োজন—
মহা পাপে লিপ্ত তব পতি

সিক্ত ক্ষিতি শোণিত-ধারায়
নিষ্ঠুর আচারে তার।
নিম্মিত সুন্দর পুরী প্রান্তর-মাঝারে,
নৃত্যগীত হয় অবিরত,
মুগ্ধচিত্ত জনে যে প্রবেশে
তারি প্রাণ নাশে—
হত্যাকারী রাজচরগণে।
কত শত জীবন সংহার
অহর্নিশি হয় অনিবার।
কুমার তোমার—
হত্যাকাণ্ড করিবে বারণ।
নিষ্ঠুর আজ্ঞায় ভগ্ন কলিঙ্গ-নগর।
নিরন্তর ঘোর পাপ-ক্রিয়া
দমিত হইবে এই বালক-প্রভাবে।
হবে ভূপতির মহা কল্যাণ-সাধন,
পাপলিপ্ত মন বুঝিবে দুর্নীতাচার তার,
প্রায়শ্চিত্ত কার্য্য হবে ভবে
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" দেশে দেশে গা'বে
"জয় বুদ্ধদেব" উচ্চে হইবে ধ্বনিত,
শান্তিময় ধর্ম্মের বন্ধনে
একচ্ছত্র ধর্ম্মরাজ্য হইবে ধরায়।

পদ্মা। হীনবুদ্ধি রমণীরে করহ মার্জ্জনা,
নহে আজ (ও) অতীত শৈশব
কাননিবাসী শিশু ছিল অধ্যয়নে,
কেমনে সংসার-রণে করিবে প্রবেশ
অধর্ম্ম-বিনাশে শান্তি করিবে স্থাপন ?
শান্ত করো—আকুল পরাণ।

উপ। যোগবলে দিব্য দৃষ্টি দিতেছি কুমারে
সর্ব্বজ্ঞ হইবে যেই দৃশ্য দরশনে।
স্পর্শ করো বালকে মা সাধ্বী ভাগ্যবতী,
যেই দৃশ্য নেহার ধরায়
হইয়াছে, হয় যাহা, হবে ভবিষ্যতে,
আছে, হয়, হইবে অঙ্কিত ব্যোমপটে,
নর-চক্ষু অগোচর তাহা—
কভু হেরে ভাগ্যবান জন।

[পট পরিবর্ত্তন)

দৃশ্য—আকাশমণ্ডল :

[পাত্র হস্তে বুদ্ধদেবের প্রবেশ ও কূপ হইতে জল উত্তোলনকারিণী জনেক স্ত্রীলোকের নিকট মধুর দোকানের সন্ধান গ্রহণ। স্ত্রীলোকের অদূরে মধুর দোকান দেখাইয়া দেওন। বুদ্ধদেবের মধুর দোকানের সম্মুখে গমন এবং মধু প্রার্থনা। মধুবিক্রেতার বুদ্ধদেবকে পাত্র পূর্ণ করিয়া মধুদান। মধুবিক্রেতার অপর দুই ভ্রাতার প্রবেশ এবং বুদ্ধদেবকে মধু লইতে দেখিয়া এক ভ্রাতার বুদ্ধদেবকে তিরস্কার করণ ও অন্য ভ্রাতার ক্রোধে বুদ্ধদেবকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিবার প্রস্তাব। বুদ্ধদেবের সকলকে আশীর্ব্বাদ করণ,—ভ্রাতৃত্রয়ের বুদ্ধদেবের পদতলে পতিত হওন।]

উপগুপ্ত। দেখ চেয়ে—পাত্র লয়ে করে
মধু হেতু কে আসে নগরে,—
হের কে রমণী, মহাপুরুষে দেখায়
কোথা মধুবিক্রেতা আলয়।
হের ভিক্ষু ভিক্ষা করে মধু—
হের মধুব্যবসায়ী—
পাত্র পূর্ণ করে মধুদানে।
হের দুই ভ্রাতা তার,—
এক ভ্রাতা সাধুরে করিছে তিরস্কার,
ফেলিতে সাগরে ধ'রে কহে অন্য জন।
হেরি নিত্য নির্ব্বিকার নরের আচার,
আশীর্ব্বাদ করিছেন তিন জনে ;—
পেয়ে দিব্য জ্ঞান
সাধুর সম্মান করিতেছে ভ্রাতৃত্রয়।

(পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য)

মধুদাতা,—রাজ্যেশ্বর অশোক নামেতে ;
তুমি ওই মধুময়ী দেবকার্য্যে অশোক-গৃহিণী
ফেলিতে সাগরে তাঁরে যাঁহার কল্পনা,
পুণ্যভূমি ভারত ত্যজিয়ে সাগর মাঝারে—
লঙ্কাধামে সিংহাসনে বসে সেই জন ;
করি তিরস্কার
চণ্ডাল আবাসে স্থান হয়েছে তোমার ;
কিন্তু আত্ম-তিরস্কার [illegible]
দিব্য জ্ঞানার্জ্জনে, [illegible]

লয়েছ কার্য্যের ভার চরণে মাগিয়ে ;
আশৈশব নহ তুমি সংসার-পীড়িত।
ভোগের কামনা ছিল অপার দোঁহার,
ভোগ হেতু দগ্ধ হয় সংসার-কটাহে।
কিন্তু অচিরে সে মধুদাতা—মধুদান ক'রে,
বুদ্ধ-প্রতিনিধিরূপে—
বিস্তীর্ণ ধরায়, শান্তি-রাজ্য করিবে স্থাপন ;
বুদ্ধ দরশন বিফল না হবে।
অধিকার লঙ্কায় যাঁহার,
মহাকার্য্যে সে-ও হবে প্রধান সহায়।

স্রোধ। বুদ্ধদেব দেছেন দর্শন,
খুলেছে নয়ন—খুলেছে নয়ন—
বুঝিয়াছি কিবা হেতু জনম গ্রহণ।
জগদ্ধাত্রী মাতা তব সার্থক পালন,
কার্য্যে যাই—প্রণাম চরণে।

পদ্মা। যাও বৎস, ধরার কল্যাণে ;
কিন্তু কাঁদে প্রাণ,
রমণীর সহজাত মায়ার বন্ধনে।

উপ। শোক মঙ্গলদায়িনি,
মঙ্গল, মঙ্গল হেতু জনম তোমার,
চণ্ডালগণে জ্ঞানদান হেতু
অরণ্যবাসিনী তুমি পতিতহারিণি!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

হ্রদমধ্যস্থ মায়াপুরীর সম্মুখ।

মার অনুচর দ্বাররক্ষকদ্বয়।

১ম রক্ষক। এতদিনে মারের রাজ্য পরিপূর্ণ হয়ে গেল, কত সহস্র লোক বধ করেছি। প্রভুর ইচ্ছা—পৃথিবীর সমস্ত লোক তাঁর নরকে স্থান পায়।

২য় রক্ষক। অশোক রাজা থাকতে তা হবে, ওই এক ঝাঁক লোক আসছে। ওরা গান কচ্চে না কেন ?

(সেতু পার হইয়া লোকগণের প্রবেশ)

১ম লোক। কি চমৎকার পুরী, যেন ইন্দ্রভবন।

২য় লোক। কত হীরেমোতি, যেন চাঁদ-সূর্য্যি-তারা সব ঝক্ ঝক্ কচ্চে।

৩য় লোক। থাকের একটা কান কেটে বেচ্‌লে রাজ্য কেনা যায়।

(পুরীর ভিতর হইতে নর্ত্তকীগণের আগমন)

নৃত্য গীত।

সাধ সদা তারে হৃদয়ে ধরি।
যেই যতন জানে তারে যতন করি॥
নীরস প্রাণে কেবা আদর জানে,
জীবন যৌবন কি ফল দানে
এ তো মন না মানে ;
আপন আপনি রহি মানে,
রসিক বিনে সহিব দহিব কত অভিমানে,
কি কাজ মেনে প্রেম-জালে ফাঁস যতনে পরি॥

১ম নর্ত্তকী। আসুন না, আসুন না, আনন্দ কর্‌বেন—আসুন, কারো মানা নাই। মহারাজ সকলের আনন্দের জন্য আনন্দভবন প্রস্তুত করেছেন।

৩য় লোক। ভাই, আমি যাব না, আমার কেমন গা ছম্ ছম্ কচ্চে। দেখ্—এ কোন মায়া—এমন কি পুরী হয়! এখন আমার মনে হয়, আমাদের গ্রামে যারা এই পুরী দেখ্‌তে এসেছিল, তারা তো কেউ ফেরে নাই।

১ম লোক। তুমি থাকো থাকো—চমকে ওঠো। এ আজব সহর, কত সব শোভা দেখে বেড়াচ্চে। চল না, যাওয়া যাক্।

(লোকগণের পুরীপ্রবেশের উপক্রম)

(বেগে স্যগ্রোধের প্রবেশ)

স্যগ্রোধ। যেও না, এ মায়াপুরী, গেলে প্রাণবধ হবে। আমায় স্পর্শ ক'রে দেখ, এরা সব মারের কিঙ্কর কিঙ্করী। দেখো—পুরী মন্ত্র-নির্ম্মিত নয়, নারকীমায়ায় নির্ম্মিত। ওরা সুন্দরী নয়, নরকের পিশাচিনী।

লোকগণ। (স্যগ্রোধকে স্পর্শ করিয়া) ওরে বাপ্ রে—

[লোকগণের পলায়ন।

১ম রক্ষক। (অন্যদিকে ২য় রক্ষকের প্রতি) দেখ, লোকগুলো সব কি মন্ত্রণা দিয়ে ওদের সব তাড়ালে। বেটাকে ডেকে ভাজতে হবে। (প্রকাশ্যে) আসুন, আসুন—

ন্যগ্রোধ। চলো, তোমাদের আমি চিনি।

২য় রক্ষক। (অন্যদিকে) ওরে, ছোঁড়া কি বলে রে?

১ম রক্ষক। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) গাও গাও, থাম্‌লে কেন?

নর্ত্তকীগণ। না না, আমরা গাইতে পারবো না, আমাদের প্রাণ ছটফট কচ্চে। কে এ, কে এলো?

১ম রক্ষক। রও, কি মন্ত্র জানে, ওর মন্ত্র বা'র কচ্চি।

২য় রক্ষক। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) গাও না, গাও না—অমন কচ্চ কেন?

নর্ত্তকীগণ। না না, গাইতে পারবো না, স্বর বন্ধ হয়ে গেছে।

[ন্যগ্রোধের পুরীমধ্যে প্রস্থান এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

পুরী-অভ্যন্তর

চণ্ডগিরিক।

(ন্যগ্রোধকে লইয়া দ্বার-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম রক্ষক। সর্দ্দার সর্দ্দার, এই ছোঁড়া—লোক ভাংচি দিচ্ছিল, কি পরামর্শ দিচ্ছিল, সব পালাল।

চণ্ডগিরিক। দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেল্।

(রক্ষকগণের তদ্রূপ করিবার চেষ্টা করণ)

১ম রক্ষক। সর্দ্দার, সর্দ্দার—বর্শা ভেঙ্গে গেল।

চণ্ড। কোথাকার ভাঙ্গা বর্শা এনেছিস্?

[ন্যগ্রোধকে খড়্গাঘাত করণ ও খড়্গ ভঙ্গ হওন।

বটে বটে, বুজরুকি শিখেছ, তোমার বুজরুকি ভাঙ্‌চি। নিয়ে আয় তো—তপ্ত তেলের কড়ায় ফেল্‌তো।

[রক্ষকগণের ন্যগ্রোধকে তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করণ।

(তৈলকটাহ হইতে পদ্ম প্রকাশিত হওন ও তদুপরি ন্যগ্রোধের পুনঃ উত্থান)

সকলে। ওরে বাপ রে—পা জ্বলে গেল রে, গা জ্বলে গেল রে—পালা পালা।

[সকলের পলায়ন

(পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য)

(রক্ষকগণের বেগে প্রবেশ

রক্ষকগণ। ওরে বাপ, রে—পুড়ে মলুম রে—

নর্ত্তকীগণ। কি রে, কি রে?

রক্ষকগণ। পালা পালা—এখনি পুড়ে মর্‌বি।

[সকলের পলায়ন

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজপ্রাসাদ।

অশোক।

অশোক। মিথ্যা স্বপ্ন, উৎসাহিত যদিও হৃদয়, [illegible]

[illegible] সংসার [illegible]

[illegible] কল্পিত জানি।

আত্মজ্ঞান জানি মাত্র ভিক্ষুর সদনে,

আত্মত্যাগী কে আর ধরায়,

সংসার অসার

নাহি কোন প্রিয় বস্তু যার

আত্মত্যাগ [illegible] তার উদর পূরণে।

[illegible] জীবন,

[illegible] বাঞ্ছিত [illegible] নিজ প্রয়োজন,

চাহে মান, আধিপত্য সবার উপর।

[illegible] কই তার বচন মহান,

কোথা উপদেষ্টা মম!

আত্মত্যাগ—আত্মত্যাগ—বাক্য [illegible],

দেখি কেবা আত্মত্যাগী আছে এ [illegible]!

আত্মত্যাগ নাহি হেরি প্রকৃতির রীতি,

পশুপক্ষী জলচর [illegible]

আত্মপুষ্টি নিরন্তর করিছে সাধন।

আমি এই সসাগরা [illegible] ঈশ্বর,

ত্যজি ভোগ, [illegible] আধিপত্য ত্যজি

পীত বস্ত্র করি [illegible]

প্রতারকবৃন্দ [illegible] ভাটিছে।

(কহলাটকের প্রবেশ)

কহ মন্ত্রী,
গুরুতর রাজকার্য্য কিবা উপস্থিত—
যাহে বিনাদেশে আসিয়াছ রাজ-দরশনে ?

কহলা। বার্দ্ধক্যে হয়েছি প্রভু, আশায় নিরাশ,
হেরি আপনারে সিংহাসনোপরে
কত সাধ উঠেছিল মনে,
ভাবিয়াছিলাম চন্দ্রগুপ্তের আসনে
অধিষ্ঠিত দুষ্টহন্তা শিষ্টের পালক,
রামরাজ্য যথা প্রজা আনন্দে রহিবে।
কিন্তু নৃপ তব ব্যবহার,
শেল সম বাজে এই বৃদ্ধের হৃদয়ে।

অশোক। করি বহু মার্জ্জনা তোমায়,
সেই হেতু শুনি বহু অনুচিত বাণী,
কহ কোন্ কার্য্য অন্যায্য আমার ?
রাজ-কার্য্য দুষ্টের দমন ;
সেই কার্য্যে বার বার বাদী তোমা দোঁহে—
তুমি আর রাধাগুপ্ত প্রতিকার্য্য মম
অন্যায় বলিয়া নিত্য কর আলোচনা।

কহলা। নাহি নৃপ মার্জ্জনা প্রার্থনা,
কি কার্য্য অন্যায্য হেন তব কার্য্য সম ?
কি গ্লানি, কি পৈশাচিক বলে
নির্ম্মিত হয়েছে পুরী রতনমালায়,
কি জানি কি পৈশাচিক বলে
শুভক্ষণে হৃদের উদয়—
নরহত্যা নিত্য শত সে পিশাচালয়ে !
পুরীর সৌন্দর্য্যে যেবা হয় আকর্ষিত,
প্রবেশিলে ঘাতক সংহারে তার প্রাণ !
এ কি প্রলোভন—নরহত্যার কারণ !
নরনাথ, বৃদ্ধ তোমা পাশে করযোড়ে
কলঙ্ক করহ দূর ভগ্ন করি পুরী।
উচ্চ বংশে জনম তোমার,
উচ্চ কীর্ত্তি করহ প্রচার,
হোক ধরা প্রেমের আগার তব।

অশোক। বুঝিলাম উপদেশ তব,
নাশিব সুন্দরী পুরী দেবের বাঞ্ছিত।
মম ডরে প্রকম্পিত দেশ দেশান্তর,
দূর হ'তে উপহার করিছে প্রেরণ ;—
সিরিয়া, মিশর, গ্রীক, এপিরাস,
গান্ধার, তাতার, লঙ্কা সদা সশঙ্কিত ;
মম পূজার কারণ
প্রতিনিধি করিছে প্রেরণ।
তব বাক্যে আধিপত্য দিয়ে বিসর্জ্জন
প্রেমরাজ্য করিব স্থাপন,—
হব যার ভীরুজ্ঞানে উপেক্ষা ভাজন।
ভিক্ষুর নিকট হ'তে আনি উপদেশ
রোধিছ শ্রবণ-পথ মম।
শুন মন্ত্রী, নরনারী অলস যে জন
নিজ কার্য্য করিয়ে বর্জ্জন
আকর্ষিত হয় পুরীসন্দর্শন হেতু ;
সর্ব্ব অনিষ্টের সেতু
অলস সংসার উদ্দেশ্য আমার।
নিজ নিজ কার্য্যে রত রহুক সকলে
প্রাণনাশ কাহার না হবে।
দুর্ব্বলতা মানবের আলস্য প্রভাবে ;
মম রাজ্যে দুর্ব্বলতা কভু না রহিবে।
যাও—
নাহি কারো বাক্ আড়ম্বর বহ !

(চণ্ডগিরিকের প্রবেশ)

চণ্ড। মহারাজ, মহারাজ—

অশোক। কেন গণ্ড ভয়ে তোর আভা-
বিবর্জ্জিত ?
কেন তোর বচন জড়িত,
আপাদমস্তক কম্পমান,
ভীরুতার কিবা হেন উৎকট কারণ ?

চণ্ড। মহারাজ, ভিক্ষু এক জন—

অশোক। পশিয়াছে পুরে ?—বধো তারে।
প্রের নগরে নগরে দূতগণ,
ভিক্ষুগণে দানি প্রলোভন
আসুক সমীপে তোর, বধের কারণ।

চণ্ড। মহারাজ, শত শত ভিক্ষু বধ করেছি, এ বালক ভিক্ষু এলো, গায়ে অস্ত্র ভেঙে যায়, তপ্ত তেলে ফেল্‌তে গেলুম, মহারাজ, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য !—তপ্ত তেলে পদ্ম ফুটলো—সেই পদ্মফুলে বসলো, ক্রমে শূন্যে উঠলো, এক অঙ্গ দিয়ে জল পড়ছে, আর এক অঙ্গ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। আবার গা দিয়ে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। রাজপুরী কম্পমান, যেন ঘোর ভূমিকম্প হয়েছে।

ভাব্‌ছিস, না? রাজার পোষা তোর আর পছন্দ হচ্চে না—ভিক্ষে করতে পা লাগ্‌ছে না? রাজ-ভোগে আছ, দুধকেন শরীর শুক! ওরে আবাগের বেটা, এ সব তোর সইবে কেন—তা বুঝিস নে? রাজার উপর মমতা হচ্চে? তা কি করি। ও ভূত ছাড়াতে তোর বাবাও পারবে না!

(মারের প্রবেশ)

মার। কি মশায়, আপনি যেথায়?

আকাল। কই—না।

মার। আপনি কি রকম লোক? রয়েছেন আর বল্‌ছেন,—না!

আকাল। আর তুমি কি রকম লোক, দেখছ আবার জিজ্ঞাসা কচ্চ?

মার। আপনি রাজপুরী ছেড়ে এখানে, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

আকাল। বেশ—আহবা দিচ্চি,—পথ দেখ।

মার। আমার একটি উপকার করতে হবে।

আকাল। সেটি হবে না।

মার। কেন?

আকাল। আমাদের কোন পুরুষে যা কখনো করে নাই, তা কেমন ক'রে করবো বল?

মার। আপনি তো রাজপারিষদ?

আকাল। তুমি বুঝি রাজার ঘাড়ের ভূত?

মার। মশায়, রাজার মহা বিপদ উপস্থিত দেখ্‌ছেন না?

আকাল। দেখ্‌ছি তো সাম্‌নেই।

মার। সত্য বলছি, রাজার মহা বিপদ।

আকাল। আমিও সত্য বলছি, আমি তা বেশ বুঝেছি।

মার। আপনি জানেন না, রাজার কাছে এক জন বুজরুক এসেছে।

আকাল। তোমার বুজরুকিতেই প্রাণ ঠাণ্ডা আছে, আর বুজরুক দেখতে চাই না।

মার। কি বল্‌ছেন মশায়, ধর্ম্ম নষ্ট হবে।

আকাল। ওই একটু রেখে বলো, তোমার প্রভাবে তা অনেক দিন হয়েছে।

মার। আমি কি করেছি বল? মহারাজ পাপীদের প্রতি ধর্ম্ম করছেন, আমি পাপীর দণ্ড বিধান করতে উপদেশ দিয়েছি।

আকাল। পাপীর দণ্ডবিধান করতে গেলে তোমাকে ত আগে গিয়ে কূপের ভেতর সুড় সুড় ক'রে সেঁধোতে হয়।

মার। মশায়, হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করবার জন্ত এসেছে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যাবে, আবার যাগযজ্ঞ লোপ হবে, নাস্তিকতা প্রবল হবে, বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিক-ধর্ম্ম, তা কি জানেন না?

আকাল। আহা, তোমার দুঃখে আমার কান্না আস্‌ছে!

মার। আমার দুঃখ কি, রাজাই ধর্ম্মভ্রষ্ট হবেন।

আকাল। তোমার কষ্ট নয়? একে তো রাজার দুঃখে তুমি ভেবে সারা, তার উপর ছাগল, ভেড়া, মানুষের রক্ত খেতে পাবে না; আহা, এমন কষ্ট কি কারো হয় গা।

মার। আপনি পরিহাস করেন।

আকাল। সহ্য না হয়; স'রে গেলেই যেতে পারো।

মার। আমি আপনার কাছে এসেছিলুম—একটা বিদ্যা দিতে।

আকাল। কি—কেমন ক'রে মানুষের ঘাড়ে চাপতে হয়?

মার। পরিহাস করবেন না, শুনুন,—যে বিদ্যাকে আপনি যেখানে মনে করবেন, সেখানে যেতে পারবেন।

আকাল। আরে ছ্যাঃ, এ বিদ্যে নিয়ে কি করবো!

মার। তবে কি বিদ্যা চান?

আকাল। এমন বিদ্যে যদি দিতে পারো যে, উড়বো মনে করলে শুয়ে পড়বো, আর শোব মনে করলে উড়বো।

মার। সত্য, আমি এমন বিদ্যা দিতে পারি, যাতে কুবেরের মত ধন হয়, আর অপ্সরার মত স্ত্রী পান।

আকাল। কুবেরের ধন, অপ্সরা স্ত্রী, আপনি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করতে থাকুন, আমি পাঠ লিখে দিচ্চি।

মার। তুমি অবিশ্বাস কচ্চ, আমার শক্তি তো তুমি দেখেছ?

আকাল। তা যাও, তালের তালের তালগাছে গে ব'স গে।

মার। আমার তোমার প্রতি পুত্রের মত স্নেহ হয়েছে।

আকাল। আমার হুকুম বাবা বল্‌ছি, শুনে চ'লে যাও।

মার। আমার যদি কথা শোনো, তোমার ভাল হবে, নচেৎ তোমার অনিষ্ট করবো।

আকাল। আগে ইষ্ট হোক্, তার পর তো অনিষ্ট করবে?

মার। আমি কে জানো?

আকাল। তোমার সঙ্গে তো কুটুম্বিতে নাই, কেমন ক'রে জান্‌বো বল?

মার। তোমার প্রতি আমার বড় স্নেহ হয়েছে।

আকাল। ও গায়ের ঝাল গায়ে ঝালো না, বাবা! তোমার স্নেহে যে কেটে মর্‌বো, তা হ'লে পুত্রশোক পাবে; কাজ কি তোমার সে বালায়ে!

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীত। ওহে আকাল, সর্ব্বনাশ হয়েছে, মহারাজ ক্ষিপ্তপ্রায়! কে এক বুজরুক এসেছে, সে না কি আগুনে পোড়ে না;—মহারাজ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতে করতে তাঁর দর্শনে যাচ্ছেন, অবিরল জলধারায় অঙ্গ ভেসে যাচ্চে! এ যে ভারি বুজরুকি আরম্ভ হ'লো!

আকাল। কি হে—তোমার চেলাচামুণ্ডা ছেড়েছ না কি?

মার। সত্য কথা বল্লুম, বিশ্বাস তো করলে না, দেখ গে সর্ব্বনাশ হচ্চে।

বীত। চলো চলো, বিলম্ব করো না। (মারকে দেখিয়া) কে ও?

আকাল। চিন্‌তে পাচ্ছেন না?—চলুন বল্‌চি।

[আকাল ও বীতশোকের প্রস্থান।

মার। আমি কি শক্তিহীন হয়েছি! এই সামান্য ব্যক্তি ধনের প্রলোভন, নারীর প্রলোভন উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেল! একে বশীভূত করতে পারলে অশোক চিরদিনের জন্য আমার হস্তগত হ'ত। এইরূপ লোভবর্জ্জিত সামান্য ব্যক্তিই জগতের বেশী উপকার করে। বীতশোক সন্দিগ্ধচিত্ত, রাজার প্রিয় সহোদর,—দেখি, যদি ওর দ্বারা কার্য্য হয়।

(কুনালের প্রবেশ)

কুনাল। বুঝি এতদিনে সুদিন উদয় হয়েছে, মহাপুরুষ দর্শন দিয়েছেন। আমি এই ভোগ-ঐশ্বর্য্য পরিবৃত, স্নেহময়ী জননীর উপদেশে বঞ্চিত, ইন্দ্রিয়ের ছলনায় ভোগতৃষ্ণায় পীড়িত,—আমায় কি তিনি কৃপা করবেন! মা মা—স্নেহময়ী জননি! ভোগ-সাগরে সন্তানকে নিক্ষেপ ক'রে কোথায় গিয়েছ! অকূল সংসার-সাগরে তোমার চরণই আমার তরণী! মা, দুস্তরে কে আমায় নিস্তার করবে! আমার কি সুদিন হবে? সাধুর কৃপা কি পাব। প্রভু, প্রভু—দীন দাসের প্রতি কি দয়া হবে!

গীত।

বিনা তৃতীয় নয়ন, এ বিফল নয়ন
কিবা প্রয়োজন—
যদি বুদ্ধদেবে নাহি করে দরশন
সতত শ্রবণ করে চঞ্চল মন,
মধুর মোহিনী স্বরে সদা বিমোহন,
পরম শত্রু দেহে রয়েছে শ্রবণ।
কবে ধন জন মান, দিবে মোরে ত্রাণ
হবে বুদ্ধদেব-পদে লুণ্ঠিত প্রাণ;
দীনভাবে কবে ভ্রমিব ভবে,
মোর অভিমান নাশ হবে,
তৈলধারাবৎ, বুদ্ধদেবে চিত
রবে শ্রীপাদপদ্মে লীন জীবন।

[কুনালের প্রস্থান

মার। আর এই দেখ না,—এই এক রাজবংশীয় ভিক্ষু কি আশ্চর্য্য প্রার্থনা করছে! চক্ষু যাক্, কর্ণ যাক্, সমস্ত ভোগসুখ যাক্! এর ছায়া স্পর্শ করাও চলে না!

[মারের প্রস্থান।

মায়াপুরী—শূন্যে ন্যগ্রোধ।

অশোক, কহ্লাটিক, আকাল ও রাজ-সভাসদ্‌গণ।

অশোক। তেজঃপুঞ্জ অহে মহাজন,
কৃপায় রাখ হে পায় এই অভাগায়,
দুর্দ্দান্ত দানব এই মানব-শরীরে
পতিতপাবন কর পতিতে উদ্ধার।

মহা ভয়ে এসেছি আশ্রয়ে
রক্ষা করো না নিজ গুণে।

ন্যগ্রোধ। (শূন্য হইতে অবতরণ পূর্ব্বক)
কি কার্য্য হইবে করি ভূতো উপাসনা।
কর যদি মার্জ্জনা-কামনা মহাপাপে,
বুদ্ধদেবে করো উপাসনা,—
অপার করুণা তাঁর, ঘুচিবে যন্ত্রণা—
পাবে ত্রিতাপে নিস্তার।

আকাশ। তুমি উড়তেই শেখো, আর ধ্যানেই ব'সো, আর গা দিয়ে জলই বা'র করো, আর আগুনই বা'র করো,—কিন্তু তুমি এই ছেলে বয়সেই খুব রসবাজ।

ন্যগ্রোধ। কেন বাবা?

আকাশ। আর তোমার 'বাবা' বলতে হবে না! দোবে দোবে তোমাদের 'বাবা' বলা অভ্যেস, আমি খুব জানি!

অশোক। কি করো আকাশ!

আকাশ। আরে দাঁড়াও মহারাজ, একটু চানকে নিই, না চানকালে বাগ পাবে না।

ন্যগ্রোধ। বাপু, তুমি কি বলছ?

আকাশ। এই বড় বাপ টা তুলতে পারো, ভয় দেখাতে পারো, আসমানে উড়তে পারো,—আর কাতর হয়ে রাজা বল্লে 'রক্ষা করো', —তুমি বরাতি চিঠি কাটলে বুদ্ধদেবের উপর। বলে কি না সাগরে ঝাঁপ দিয়ে মাণিক তোলো। তোমার বুদ্ধদেব কেমন, কোথায় থাকে, সে আসমানে ওড়ে কি জলে ডুব দেয়,—তার কে সাত-পুরুষের ধার ধারে বলো?

ন্যগ্রোধ। শুন বৎস, অপূর্ব্ব কথন,
কপিলাবস্তুতে ছিল রাজার নন্দন—
সিদ্ধার্থ তাঁহার নাম।
দয়ার আধার, রাজ্যধন করি পরিহার
সংসারের জরা, মৃত্যু, বার্দ্ধক্যের ভয়,
কঠোর সাধনে বুদ্ধত্ব গ্রহণে
জীবের নিস্তার হেতু করেন প্রচার—
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" সংসার মাঝারে।
যেই লয় তাঁহার আশ্রয়
ভব-ভয় না থাকে তাহার।

আকাশ। বাঃ—বেশ বুঝলুম!

কক্সাটিক। কি বুঝলি বর্ব্বর?

আকাশ। বুঝলুম—তার বাগানে কি গাছ আছে, কিসের বড় ওষুদ হয়। (ন্যগ্রোধের প্রতি) বলি ও ঠাকুর, দিব্বি গল্প তো শোনালে,—এখন তারে কোথায় পাওয়া যায় বল? না হয় আপনি কিছু বাতলে দিয়ে চ'লে যাও, নইলে আসমানে উড়ে পালাবার চেষ্টা করলে, আমি ঠ্যাং ধ'রে ঝুলে পড়বো।

অশোক। প্রভু, যদি অজ্ঞানের প্রতি কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেন, আমায় মহাভয়ে পরিত্রাণ করুন।

ন্যগ্রোধ। নিজ পরিত্রাণ নৃপ,
আছে নিজ স্থানে,
পরিত্রাণ স্বার্থ বিসর্জ্জনে,—
আমার আমার—পুত্র পরিবার,
রাজ্য-অধিকার, বৈভব আদির অহঙ্কার,
যন্ত্রণার মূলাধার জানিহ ভূপাল
ত্যজি 'আমি' বিশ্বে হও লয়,
বিশ্ব-প্রেমে ভুল আপনায়,
প্রেমে পাবে নিস্তার এ ত্রিতাপ-জ্বালায়।
যত দিন "আমি আমি" রবে,
যন্ত্রণা না যাবে—
সার কথা শুন নৃপমণি।

অশোক। দয়াময় ব'লে দাও—কিরূপে আত্মত্যাগ করতে হয়?

ন্যগ্রোধ। ভোগতৃষ্ণা স্বার্থ বলিদান
দেহ বলিদান,
জনগণ-মঙ্গল-কামনা
একমাত্র স্বার্থ রাখ মনে।
জনসেবা মহাব্রতে অভিমান নাশে,
জ্ঞানরত্ন করগত হবে,
জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ করি সংস্কার
পাপের বন্ধন হ'তে লভহ উদ্ধার।

আকাশ। বাঃ, সোজা কথাটি বাতলে দিয়েছ—গোটা দুই তিন বলি দেবে, গোটা দুই তিন ছেড়ে দেবে, টপ্ ক'রে জ্ঞানটা হাতে ধ'রে নেবে,—সিধে রাস্তা বাৎলেছেন,—সোজা চ'লে যাও।

ন্যগ্রোধ। সত্য বলেছেন, অতি কঠিন পন্থা, একমাত্র অভ্যাসে সহজ হয়। দৃঢ়পণে অভ্যাস ব্যতীত অপর উপায় নাই।

অশোক। আজি হ'তে সর্ব্বত্যাগ করি
তব পদে,—
আজি হ'তে ধর্ম্মাশ্রয়ন,

অহীনারে অনশনে জীবন যাপন,—
বিলাইব রত্নাগারে আছে যত ধন,
আজি হ'তে দীন-সেবা জীবনের সার।

ন্যগ্রোধ। মহারাজ, সামান্য ধনরত্ন বিতরণে মনস্কামনা পূর্ণ হবে না, জ্ঞানরত্নই প্রকৃত রত্ন—সেই রত্ন বিতরণে কৃতসঙ্কল্প হোন।

অশোক। আমি অজ্ঞান, আমি কিরূপে সে রত্ন বিতরণ করবো?

ন্যগ্রোধ। ভিক্ষুগণে করিয়ে সন্ধান
রাজ্যে আনি করহ সম্মান;
প্রেরি দেশে দেশে
অতি দূর দূরান্তরে যথা নর বসে,
অহিংসা পরম ধর্ম করিতে স্থাপন
মহাজনগণে রাজা করহ প্রেরণ।
করি ঘোর কঠোর সাধন
মহাজ্ঞান করিয়া অর্জ্জন
জগতের কল্যাণ কারণ
করেছেন বুদ্ধদেব যে ধর্মপ্রচার—
"অহিংসা পরম ধর্ম" সর্ব্ব-ধর্ম্মসার।

অশোক। মন্ত্রী মশায়, এই পাপপুরী এই দণ্ডে ধ্বংস করতে আজ্ঞা দিন।

(সহসা পাপপুরী অন্তর্হিত হইয়া প্রান্তরে পরিণত হওন)

ন্যগ্রোধ। তব পুণ্য সঙ্কল্পে রাজন্,
মায়ায় সৃজিত পুরী হের নাহি আর,
পূর্ব্ববৎ হের ভূপ বিস্তৃত প্রান্তর।

অশোক। একি! সত্যই দানবীয় সৃষ্টি! প্রভু, সে দানব কোথায়?

ন্যগ্রোধ। এক দিন তার কুৎসিত স্বরূপ দর্শন করবেন। জানবেন, বুদ্ধদেবের কৃপাবলে দানবীয় শক্তি হ'তে রক্ষিত হয়েছেন। রাজ্যভার পরিত্যাগ করবেন না, নির্লিপ্ত ভাবে রাজ্য করুন। রাজসাহায্য ব্যতীত ধর্ম্মপ্রচার হয় না,—সেই প্রচার-কার্য্যের নিমিত্ত রাজমুকুট ধারণ করুন।

অশোক। না না, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আমায় ভিক্ষুবস্ত্র দিন।

ন্যগ্রোধ। মহারাজ, ত্যাগ নাহি ভিক্ষুর বসনে,—
কমণ্ডলু, কন্থা, কৌপিনে,
অঙ্গে ভস্ম বিভূষণে, কিবা
আহার সংযমে, তুচ্ছ শয্যা'পরে—
ত্যাগ নাহি বাহ্য আচরণে।
নিয়ন্ত্রিত বাসনা-বিবেকে,
সুখদুঃখে সমভাব বৈরাগ্যের বলে,
শোচনা আকাঙ্ক্ষা বিবর্জ্জিত,
রাজ্যজয়, ত্যাগের লক্ষণ।
চন্দ্রচূল সিংহাসন তুল্য জ্ঞান যাঁর,
বিরতি যাঁর অহঙ্কার,
সেই ত্যাগী,—
নহে ত্যাগ ভাণ মাত্র—আত্ম-প্রবঞ্চনা।
সেবকার্য্য করহ উদ্ধার,
হোক ধর্ম্ম ধরায় প্রচার,
মহাকার্য্যে প্রয়োজন সাহায্য রাজার।

(দেবী, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার প্রবেশ)

দেবী। মহারাজ, দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন। পদানত পুত্রকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অশোক। কল্যাণি, তুমি কে?

দেবী। ভুলেছ কি দাসীরে ভূপাল।
তব পুত্র কন্যা পালনের ভার
আছিল আমার,—
সেই পুত্র-কন্যা কামনায়
করেছিল বরমাল্য প্রদান কিঙ্করী।
করিয়াছে দাসী প্রভু সে কার্য্য সাধন,
আজ তব নন্দিনী-নন্দন,
চরণে অর্পিয়া দাসী মাগিছে বিদায়।

অশোক। দেবি, প্রাণেশ্বরি, আমি তোমায় ভুলি নাই। তুমি আমার শত আহ্বান উপেক্ষা ক'রে রাজপুরে এলে নাই। তোমার স্থান সিংহাসনে, তুমি তা উপেক্ষা ক'রে দীনহীনার ন্যায় গোপনে অবস্থান করেছ। আমি তোমায় ভুলেছি ব'লে অপরাধী ক'রো না।

দেবী। মহারাজ, যে দিন দাসীকে চরণে স্থান দিয়েছিলেন, সে দিনই দাসী নিবেদন করেছিল যে, দাসী সিংহাসনের শোভা নয়। দাসী বণিককুমারী, ক্ষত্রিয়ের সিংহাসনের অধিকারিণী হ'তে পারে না। পাটলিপুত্রের রাজবংশে কখনো কলঙ্ক-কালিমা পতিত হবে না। আমি দাসী, দাসী হওয়া আমার একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

কুণাল। মা মা, তুমিই একমাত্র রাজরাণী পাবার

উপযুক্ত! পাটরাণী নিরুদ্দেশ, তুমি শূন্য রাজগৃহ আলো ক'রে বসো মা!

দেবী। আপনি পিতৃতুল্য, অযথা প্রলোভনে মুগ্ধ করবেন না!

মহেন্দ্র। পিতা, মাতৃ-উপদেশে আমি বাল্যাবধি অবগত হয়েছি, আমি রাজপুরের যোগ্য নই, সেই জন্ম মাতার চরণে ভিক্ষুর আশ্রম-গ্রহণ প্রার্থনা করেছিলেম, যাতে বুদ্ধদেবের মহাধর্ম্ম প্রচারের অধিকার প্রাপ্ত হই। সে অনুমতি মাতা, মহারাজের আজ্ঞা ব্যতীত দিতে অস্বীকৃতা হন, সে কারণে মহারাজের পদে সেই প্রার্থনায় সন্তান দণ্ডায়মান।

সঙ্ঘমিত্রা। মহারাজ, কন্যারও রাজপদে ঐ নিবেদন,—পুত্রকন্যার আবেদন গ্রাহ্য করুন।

অশোক। তোমরা কুলতিলক, আমি তোমাদের পুণ্যে মহাপাপে পরিত্রাণ পাব। যাও বৎস, তোমাদের মহাকার্য্যে বাধা প্রদান করবো না। কিন্তু মায়াতন্ত্রী ছেদ ক'রে তোমাদের অনুমতি প্রদান কচ্চি; মহাকার্য্যে অভাগা পিতাকে ভুলো না। যদি জানিতে যে তোমাদের চন্দ্রবদন দর্শনে আমার হৃদয়ে কি ভাব উপস্থিত, তা হ'লে বোধ হয়, আমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করতে কাতর হ'তে। তোমরা নির্দ্দোষা মাতার উপদেশে ভোগসুখ-বর্জ্জনে সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে পালিত হয়েছ! তোমাদের মহাত্যাগে উৎসর্গীকৃত অন্তরে আমার এ মনোবেদনা অনুভব করবার স্থান নাই। (দেবীর প্রতি) দেবি, তুমি প্রকৃতই দেবী সত্য, কিন্তু নিষ্ঠুর জননী।

ন্যগ্রোধ। (মহেন্দ্রের প্রতি) দাদা—দাদা, আমি তোমার জ্যেষ্ঠতাত সুসীমের পুত্র। চলো—চলো—আমরা দু'জনে বুদ্ধদেবের কৃপায় বুদ্ধদেবের কার্য্যে দেশে দেশে ভ্রমণ করি।

অশোক। কি, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, নিগ্রোধ—কি আশ্চর্য্য!—আমি তোমায় পিতৃহীন বধ করতে পারি নাই, এ জন্য ক্ষুব্ধ হয়েছিলেম। হায় হায়, তুমি আমার ভ্রাতা, আমি নরাধম—তখন জানি নে,—কি আত্ম-সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম! তোমার জননী কোথায় বল? আমি নিজ স্কন্ধে বহন ক'রে তাঁরে রাজপুরে লয়ে আসি। আমি অনেক মহাপাপ করেছি, কিন্তু দেবজননীকে সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়ে, রাজ্য হ'তে বিতাড়িত করেছি, এ স্মৃতি জন্মান্তরে লুপ্ত হবে না। বৎস, এ মহাপাপে কি আমার মার্জ্জনা আছে? তোমার জননী কোথায় বল, যদি সম্ভব হয়, কথঞ্চিৎ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত তাঁর চরণে শরণাপন্ন হই।

ন্যগ্রোধ। মাতা আমার বুদ্ধদেবের চরণ-সেবায় নিমিত্ত তাঁর নিকট উপস্থিত। অনুতাপই পরম প্রায়শ্চিত্ত। সমস্ত সংবাদ আমার গুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত হবেন। তিনি আপনার প্রকৃত আশ্রয়। সন্তানের প্রতি পিতার যেরূপ দয়া, আপনার প্রতি গুরুদেবের সেইরূপ।

অশোক। কে তোমার গুরুদেব?

ন্যগ্রোধ। মহাপ্রভু উপগুপ্ত, তাঁরই কৃপায় বুদ্ধদেবের দর্শনলাভ করবেন।

কহ্লা। বাবা, আমিই তোমার জননীকে হত্যা করতে উপদেশ দিই, আমার উপায় কি?

ন্যগ্রোধ। আপনি রাজকার্য্যে কর্ত্তব্য বোধে উপদেশ দিয়েছিলেন, আপনি নির্দ্দোষা।

কহ্লা। ধন্য মার্জ্জনা—ধন্য মার্জ্জনা!

ন্যগ্রোধ। (মহেন্দ্রের প্রতি) চল ভাই, হেথায় কার্য্য অবসান।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। মহারাজ, বিদায় দিন।

অশোক। কি বলবো, আমি অজ্ঞান, তোমাদের মহিমা কি জানবো!

দেবী। আমিও রাজচরণে বিদায়প্রার্থী।

আকাল। বাবা, কখনো আমার তাক্ লাগে নাই, আজ তোমরা তিনজনে তাক্ লাগালে। তুমি আকাশে ঝুলেও আমায় তাক্ লাগাতে পারো নাই; কিন্তু আজ বাবা অবাক্ হয়েছি। লাউ-কুমড়োর মতন আগে ফল ধ'রে শেষে ফুল ধরে, দুনিয়া ঘুরে এ আমার জানা ছিল না। সে বেটা মায়া ক'রে সোনার বাড়ী করেছিল, কি সামনে মায়ার খেলা দেখছি, তা আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে। তোমাদের আমি ছাড়চি নি, তোমাদের বুদ্ধদেব কোন্ বেটা—আমাকে চিনতে হচ্চে।

ন্যগ্রোধ। নিশ্চয় চিনবেন,—হৃদয়ের ব্যাকুলতাই বুদ্ধদেবের কৃপালাভের একমাত্র মূল্য।

চতুর্থ অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজবাটীর সম্মুখ।

বীতশোক, আকাল ও ব্রাহ্মণগণ।

১ম ব্রাহ্মণ। ছোট রাজা, হ'লো কি? নাস্তিকগুলো এসে দেশ জুড়িয়ে ফেল্‌লে। "অহিংসা, অহিংসা" ক'রে ঢেউ উঠেছে; যজ্ঞে পশুবধকে কি হিংসা বলে? শাস্ত্রজ্ঞান নাই, ঋষি-বাক্যে অমান্য; মূর্খেরা জানে না যে, শাস্ত্রে বলেছে— যজ্ঞঃ মাংস ভক্ষণ প্রধান হবিষ্যান্ন।

আকাল। খুড়ো আমার খুব শাস্ত্র মানে। দাঁত নাই, তবু শক্তি ক'রে পাঁটার হাড়খানি চোষেন।

১ম ব্রাহ্মণ। কি তোমায়ও ভূতে ধরেছে না কি?

আকাল। এতদিন ধরে নাই, এবার ব্রহ্মদত্যি ধরবো ধরবো কচ্চে।

১ম ব্রাহ্মণ। আরে যাও যাও, এখন ফক্কেরা রাখো। (বীতশোকের প্রতি) ছোট রাজা, তোমায় এর উপায় করতেই হবে। নইলে আমরা কি অন্ন-ভাবে মারা যাব? মহারাজকে তো উপগুপ্ত না উপদেবতা পেয়ে বসেছে! সঙ্গে ক'রে নে সমস্ত ভারতবর্ষটা তো ঘোরালে! সমস্ত হিন্দু তীর্থ গেল, মহারাজের সে সব তীর্থ দর্শন হ'লো না, কোথায় ওর বুদ্ধদেব বসেছিল, কোথায় ধ্যান করেছিল, কোথায় বেড়িয়েছিল, কোথায় যমের বাড়ী গিয়েছিল, সেই সব জায়গা খুঁজে খুঁজে বেড়ান হয়েছে; মাটী খুঁড়ে সব অস্থি বার করা হয়েছে, সেই সব অস্থির উপর স্তূপ নির্ম্মাণ হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যে সব চেলাচামুণ্ড ছিলেন, তাঁদেরও অস্থির সব স্তূপ হবে।

৩য় ব্রাহ্মণ। এ সব কি সত্যি সব বুদ্ধদেবের অস্থি না কি?

১ম ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন, এতদিন সে সব অস্থি আছে! কোত্থেকে সব ভাগাড় খুঁড়ে অস্থি বার কচ্চে। ঐ উপগুপ্তটা কি কাহু কম!

বীত। না না, সে সকল অস্থি পরম যত্নে রক্ষিত ছিল।

১ম ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন, ছোট রাজা, ঐ উপগুপ্ত বেটা চ্যাঙাদের দিয়ে পোড়া বন্দী ক'রে রাখিয়ে ছিল।

বীত। না না, পুরাতন স্তম্ভের গর্ভে সুবর্ণ-পেটিকায় সে সব অস্থি রক্ষিত হয়েছিল।

১ম ব্রাহ্মণ। শোনেন কেন? তবে আর নূতন ক'রে স্তূপ হচ্চে কেন?

বীত। সেই অস্থি বিভাগ ক'রে ভারতবর্ষব্যাপী স[...] স্তূপ হবে।

১ম ব্রাহ্মণ। আর সঙ্গে সঙ্গে বিহার নির্ম্মাণ। হা[...] গুঁড়ি মাথার মুড়ফরাস সব মাথা কামিয়ে হল[দে] কাপড় প'রে পায়ের উপর পা দিয়ে খাবে। আ[...] বামুনগুলো ভেসে যাবে।

বীত। আচ্ছা, আপনারা তো বলেন—বুদ্ধ[দে]ব অবতার?

১ম ব্রাহ্মণ। নাস্তিক অবতার—নাস্তিক অবতার কলির লোককে নরকগ্রস্ত করতে এসেছেন!

বীত। তবে না শুনতে পাই,—অবতার ধর্ম্মরক্ষা করতে আসেন?

২য় ব্রাহ্মণ। শোনো কেন, কেউ বলে অবতার—কেউ বলে নয়।

১ম ব্রাহ্মণ। মহারাজ তো সব বড় বড় বিহার নির্ম্মা[ণ] ক'রে দিয়েছেন, পালে পালে সব বৌদ্ধ ভি[...] নাস্তিকের দল এসে হলদে কাপড় প'রে মাথা কিনে বসেছেন। হাঁড়া হাঁড়া ঘি যাচ্চে, কাঁধা ম[...] এতন সব, ভার ভার দুধ, মাখমের পর্ব্বত—এ সব বিহারে চলেছে। ব্যাটারা দিব্যি মজা মেরে পায়ের উপর পা দিয়ে খাচ্চে! রাত্রে সো[...] দিয়ে থাকেন, বোধ হয়, নিরিবিলি ভিক্ষুণীদের সেবা নেন।

বীত। ভিক্ষুণীরা না আলাদা থাকে?

১ম ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন ছোট রাজা, ও মাণিক জোড়ের পাতা—

আকাল। আহা, খুড়োকে তো সমস্ত রাত এ স[...] তদবির ক'রে বেড়াতে হয়। খুড়ো, গুনতি কখন[...]

১ম ব্রাহ্মণ। আরে যে যে ... ফেরিঙ্গিপনা রা[...] ছোট রাজা, তুমি রাজাকে এ সব [...] বলো? মহারাজকে দেখছি তো বাড় কচ্ছে[...]

বীত। কি বলবো, [...] যে বেটা দিনকতক তোমা[দের] বাড়ী দেখালে। [...] গেল, এখন ফের কা[...] পড়েছেন। আ[...] পারো, রাজ[...]

ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, ভাইপো কোথেকে আমদানি হ'লো ?

কঙ্কাল। গাছে ফলেছিল।

৩য় ব্রাহ্মণ। আর যেটা ভাইপো ব'লে এসেছে, আমি শুনেছি, ওটা চাঁড়াল ছিল।

বীত। চাঁড়াল কি দোষ ক'রেছে বলুন? যে জাতের ছায়া অস্পৃশ্য, তিনি রাজমহিষী, আর তাঁর গর্ভে রাজপুত্র, রাজকন্যা! তবে মা মানা ক'রে গিয়েছেন, দাদার কথায় কোন কথা কব না।

আকাল। আহা, ছোট বাবার মাতৃভক্তিটুকু খুব! মুখটি বুঁজেই আছেন, দাদার একটি কথাও কন না।

বীত। কি বল—ন্যায্য অন্যায্য বলতে হবে না?

আকাল। হবেই তো, নইলে মাতৃভক্তি জাহির হবে কিসে?

১ম ব্রাহ্মণ। যেতে দিন, যেতে দিন—ও বর্ব্বরের কথা! আপনি ঐ হলদে কাপড়ওয়ালা ব্যাটাদের একটু দাবিয়ে দেবেন।

বীত। আমার কাছে সে যো নেই, জানেন ঠাকুর পাল্লা, দরবাজী চলবে না। ব্যাটারা কি ভক্ত-বিটেল! রাজার গোলা ভাণ্ডার পেয়েছেন, দিনে চর্ব্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় সব খাচ্ছেন, আর রাত্রে দোর বন্ধ ক'রে সব ধ্যানে বসেন। আপনি ঠিক বলেছেন, ঐই ভিক্ষুণীদের সঙ্গে রাত্রে দেখা সাক্ষাৎ হয় বই কি?

১ম ব্রাহ্মণ। হয় না তো কি? না হয় তো জিব কেটে ফেল্‌বো!

আকাল। দোহাই মশায়, নাক কাটুন, কান কাটুন, ঐ জিবটি কাটবেন না, পরচর্চ্চার সোয়াদ এমন আর কোন জিবে বেরুবে না। জিব কেটে কেন আপনার বাক্যসুধায় বঞ্চিত করবেন?

১ম ব্রাহ্মণ। কথা কস্‌নে তোর সঙ্গে, তুই সরে যা।

আকাল। সয় না কি বলছ খুড়ো—মধুর স্রোত বইছে! আপনার সুখ্যাতি আর পরচর্চ্চার চেয়ে এমন কিছু আর কি মিষ্টি আছে খুড়ো, যেন টাটকা চাকের মধু!

১ম ব্রাহ্মণ। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) দেখুন, দেখুন, যেন রাহুর মত মহারাজকে ঘিরে আসছে। রাজসভায় আর ব্রাহ্মণ-সজ্জনের জায়গা নাই।

বীত। এ কথা বলছেন কেন? নিত্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মাত্রা তো নিয়মমত দিয়ে যায়। আপনাদেরও তো মহারাজা অযত্ন করেন না।

১ম ব্রাহ্মণ। করেন না কেমন ক'রে আর? ওদের কথাই বোল আনা।

আকাল। তা কি করবেন বলুন, আপনারা তো ঠোঁটই খোলেন না, পাছে দু'চারিটি কেলে ছাগল বেরিয়ে পড়ে।

১ম ব্রাহ্মণ। আরে নাও, কে ঐ বেল্লিকদের সঙ্গে তর্ক করে!

আকাল। আহা, খুড়োর ক্ষমা-গুণটি বড়।

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

(অশোক, কহ্লাটক এবং কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রবেশ)

অশোক। বীতশোক, তুমি সভায় যাও না কেন?

বীত। মহারাজ, ওঁরাই সভা আলো ক'রে আছেন।

অশোক। তুমি ব্যঙ্গ কচ্ছ—সত্যই এঁদের পদার্পণে আমার সভা উজ্জ্বল।

বীত। আজ্ঞে, নিত্য আহারাদি করেন,—চেহারার খুব জলুস!

কহ্লা। কুমার, নিষ্পাপ দেহ যে জ্যোতিঃপূর্ণ, এ কথা আপনার অজ্ঞাত নয়।

বীত। তা তো নয়ই—তা তো নয়ই। খুব সংযম আছে, কাম ক্রোধাদি রিপু সব দমন করেছেন, কি আজ্ঞা হয় সব ভিক্ষু ঠাকুরেরা?

১ম ভিক্ষু। কুমার, রিপুজয়ী এক বুদ্ধদেব, আমরা রিপুজয়ী ব'লে স্পর্দ্ধা করতে সমর্থ নই।

বীত। হাঁ, হাঁ, সত্য বলেছেন। বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি বায়ুভক্ষণ-রক্তপায় ভক্ষণ ক'রে রিপু জয় করতে পারেন নাই, রমণীর ললিত মুখদর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

অশোক। (ভিক্ষুগণের প্রতি) মহাশয়, আমার মিনতি, এ স্থানে এ সকল কথা আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। আপনারা নিজ নিজ স্থানে গমন করুন।

ভিক্ষুগণ। যে আজ্ঞে মহারাজ!

[বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রস্থান।

অশোক। বীতশোক, এ কি তোমার আচরণ?

বীত। কেন মহারাজ, সত্যকথা বলায় তো

আপনার নিষেধ নাই। যদি নিষেধ করেন, যারা-স্তরে এরূপ করবো না।

অশোক। ওঁরা পরম যোগী, ওঁদের প্রতি এরূপ সন্দেহ?

বীত। মহারাজ, মার্জ্জনা করবেন, ভোগী ব্যক্তি যে ইন্দ্রিয় দমন করতে পারেন, এ আমার ধারণা নাই।

অশোক। ভাল তুমি এসো, আমার অপর কার্য্য আছে। একদিন তোমায় বুঝিয়ে দেবো যে, তৃষ্ণা-বর্জ্জিত ভোগ সম্ভব। বহু তীর্থ ভ্রমণ ক'রে ও বহু পরীক্ষায় এ ধারণা আমার দৃঢ়ীভূত হয়েছে; ক্রমে তুমিও বুঝবে।

বীত। মহারাজ বুঝলে, অবশ্য স্বীকার করবো।

[বীতশোকের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রী মশায়, সাধু-নিন্দায় বীতশোকের যে মহা অকল্যাণ হয়!

কহ্লা। মহারাজ, আমি বিস্তর তর্ক ক'রে দেখেছি, উনি কোন মতেই স্বীকার করেন না যে, এঁরা সাধু। বলেন, বিজ্ঞানবলে কতকটা ভেল্কী দেখিয়ে মহারাজকে ভুলিয়েছেন।

অশোক। আচ্ছা দেখা যাক! সংবাদ পেয়েছেন যে, যারা আচারনষ্ট ব্রাহ্মণ, তারা রটনা করেছে যে আমি হিন্দুধর্মদ্বেষী। এতে নিষ্ঠাচার শত শত ব্রাহ্মণ ধর্ম্মরক্ষার্থে সভয়ে নির্জ্জন স্থানে বাস কচ্চেন। আপনি অদ্য প্রতি প্রদেশে, প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহে প্রচার করুন যে, হিন্দু হোক, জৈন হোক, যে ধর্ম্ম উপাসক হোন, যিনি এ রাজ্যে বাস করেন, যিনি নিষ্ঠাচার, স্বধর্ম্মের প্রতি যাঁর অনুরাগ, তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুর ন্যায় আমার সম্মানভাজন, বৌদ্ধের ন্যায় তাঁরাও রাজসাহায্য প্রাপ্ত হবেন।

কহ্লা। মহারাজ, কিরূপ আজ্ঞা কচ্চেন? হিংসা-বর্জ্জিত সনাতন বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত সকল ধর্ম্মই কুসংস্কারাবৃত। এরূপ সমুদ্ধি রাজাদেশে কুসংস্কার প্রশ্রয় পাবে, তাতে এই মহান্ ধর্ম্ম-প্রচারে হানি হওয়া সম্ভব।

অশোক। না মন্ত্রিবর, প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিপালক কদাচ [illegible] হবেনা। [illegible]

দেশাচারে কোনও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির মালিন্য থাকে, তা অচিরে অপনীত হয়। সদাচারের অপার মহিমা,—তাতে মালিন্য স্পর্শ করে না। জ্ঞানার্জ্জনে নিষ্ঠারত একমাত্র অবলম্বন। সত্বর যাতে এ আদেশ প্রচার হয়, যত্নবান হোন।

কহ্লা। যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থানোদ্যোগ)।

অশোক। আর এক কথা, রাজ্যে যাতে অনাথ, রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা হয়, যথায় চিকিৎসাশালা আবশ্যক, কিছুমাত্র ব্যয়কুণ্ঠ না হয়ে, তাহা যেন স্থাপিত হয়। পশুপক্ষীরাও মনুষ্যের ন্যায় শারীরিক নিয়মাধীন, তাদের রোগতাড়না দূরীকরণের নিমিত্ত ঐরূপ চিকিৎসাগার নির্ম্মিত হোক। যে সকল ওষধি দুষ্প্রাপ্য, তার বীজ আনয়ন ক'রে যত্নে রোপিত হোক। তীর্থ ভ্রমণ ক'রে দেখলেম—গমনাগমনের বিস্তৃত পথের অভাব, রাজ্যময় বিস্তৃত পথ নির্ম্মিত হোক। পথিকের জলকষ্ট নিবারণার্থে বহু কূপ খননের আদেশ দিন। যান, বহু কার্য্য, রাত্রিদিবা কার্য্য। রাজ্য—তার, ভোগ নয়।

কহ্লা। মহারাজের জয় হোক।

[কহ্লাটকের প্রস্থান।

অশোক। আকাল, একটি কাজ করতে পারবে?

আকাল। আজ্ঞা করলেই করতে হবে; পারবো কি না জানি না।

অশোক। যদি উড়তে বলি?

আকাল। লাফ মারবো।

অশোক। যদি ডুবতে বলি?

আকাল। ডুব দুব্বো।

অশোক। যদি আগুনে ঝাঁপ দিতে বলি?

আকাল। বোঁ ক'রে চম্পট দেবো।

অশোক। শোন্, তুই বীতশোককে কোনরূপে রাজসজ্জায় আমার সিংহাসনে বসাতে পারিস?

আকাল। আমায় নিজে বসতে বল্লে, বরং সোজা হতো, ওটা সোজা নয়,—তবে দেখি।

অশোক। আচ্ছা দেখ দেখি যদি পারিস! আমি রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ ক'রে স্নান-আহারাদি অন্তে বিশ্রাম কার জানিস তো? সেই সময়ে বীতশোককে রাজমুকুট পরিয়ে সিংহাসনে বসাতে

[illegible]

আকাল। আর কেউ তৈর পারে না, তবে মুকুট পরবে ছোট বাবা হাড়ে হাড়ে তৈর পাবেন।

অশোক। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছিস্ বুঝেছিস, দেখি তোর বাহাদুরী।

[আকালের প্রস্থান।

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দাসের,
কোন্ ভাগ্যোদয়ে আজ পবিত্র এ পুরী!

উপ। তীর্থস্থান যথা তথা করেছ ভ্রমণ
যথা প্রভুর গমন,
যেই যেই স্থানে পর্য্যটন,
তপস্যা যথায়
বোধিসত্ত্ব লাভ যে আসনে,—
সে সকল পুণ্যস্থলে
স্তম্ভ-স্তূপ-বিহার নির্ম্মাণ
নিরন্তর বাসনা তোমার।
চৌরাশি সহস্র স্তূপ নির্ম্মাণ কল্পনা
নিরন্তর পোষিত অন্তরে,
পূর্ণ যাহে হয় তব সাধু মনস্কাম
সেই হেতু আগমন মম।

অশোক। পরম উৎসাহ দাস আপনার কৃপায়;
কিন্তু দেব, লয়ে তপোধন
তবু সন্দ মনে হয়,
প্রতি তীর্থে স্তম্ভ, স্তূপ, বিহার সকল
কেমনে উঠিবে?
শিল্প-নিপুণতা হেন আছে রাজ্যে কার,
যাহার সাহায্যে হবে এ কার্য্য উদ্ধার?

উপ। এসো, আদ্য প্রতিশ্রুত বুদ্ধদেব স্থানে,
রাজাদেশ পালনে করহ অঙ্গীকার।

(মারের প্রবেশ)

মার। আমি তো রাজকিঙ্কর, আমি তো রাজকিঙ্কর চিরদিনই আছি।

অশোক। প্রভু, এ তো মায়াধর, মায়াপুরী নির্ম্মাণ করেছিল। কে জানে, কি শক্তি প্রভাবে এ অমানুষিক কার্য্যে সমর্থ। এ মহাপাপাচার, একে কি নিমিত্ত আহ্বান করলেন? এ ক্ষণমধ্যে মায়া স্তূপাদি নির্ম্মাণ করবে, কিন্তু অচিরে সে সকল ধ্বংস হবে।

উপ। না মহারাজ, এই পাপাচার-নির্ম্মিত স্তূপ চিরদিনের নিমিত্ত ভারতে মহারাজের মহিমা প্রচার করবে। আজ্ঞা প্রদান করুন। যে তীর্থে অনুমতি করবেন, তথায় যেন অচিরে স্তূপ নির্ম্মিত হয়। কুণ্ঠিত হবেন না, যেমন বলবান পশু আরোহণে অনায়াসে ভ্রমণ-কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপ পাশব প্রবৃত্তির সারভূত শক্তির আশ্রয় গ্রহণে সঙ্কুচিত হবেন না।

অশোক। প্রভু, ভারতের শিল্পীর পরিচয় কি এ স্তূপনির্ম্মাণে ধরাবাসী প্রাপ্ত হবে না।

উপ। বৎস, সমস্তই শিল্পীর কৌশলে নির্ম্মিত হবে। ভারতের শিল্প-নৈপুণ্য জগতে অবিদিত থাকবে না। কেবলমাত্র এর বিঘ্ন-উৎপাদনশক্তি হরণ করা প্রয়োজন। (মারের প্রতি) যাও—দূর হও, সময়ে আজ্ঞা পালন ক'রো।

[মারের প্রস্থান।

অশোক। প্রভু, কে এ ব্যক্তি?—ভূত, প্রেত, পিশাচ না দানব? আকার মানুষের ন্যায় দেখলেম!

উপ। এর স্বরূপ আকার এখনই তোমার দৃষ্টিগোচর হবে। দর্শন করো—(অশোককে স্পর্শ করণ)।

(পট পরিবর্ত্তন)

দৃশ্য—কুঞ্জবন।

[কুঞ্জবন মধ্যে সুন্দর বেশভূষায় সহচর ও সহচরীগণ-বেষ্টিত মারের বিহার। সহসা জ্যোতিঃ প্রকাশ; জ্যোতিঃস্পর্শে কুঞ্জবন নরকে পরিণত হওন এবং সহচর ও সহচরীগণসহ মারের কদাকার ও কুৎসিত মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হওন।]

অশোক। মরি মরি—কি পুষ্পরাজি-বিকসিত কুঞ্জসারি! যেন দেব-দেবী আনন্দে বিহার কচ্চেন! এই কি অমরাবতী! গোধূলি-ছায়াচ্ছন্ন কেন? একি! মহান্ জ্যোতিঃপ্রবাহ কোথা হ'তে আসছে! জ্যোতিঃস্পর্শে সমস্ত শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে! নরক—পূতি-মাংস-অস্থি-বিকীর্ণ মলমূত্র-বেষ্টিত—কি কুৎসিত স্থান! কোথায় সেই দেব-দেবী মূর্ত্তি—আলোক-প্রভাবে সকলই বিনষ্ট! কষ্টপূর্ণ কদাকার দেহী—মূর্ত্তিমান ঘৃণার আকার! গুরুদেব, এ সকল কি?

উপ। ক্ষতপূর্ণ আশীবিষমস্তক হের মার,
ওই তার স্থাপিত আগার।
হের হিংসা, তৃষ্ণা, সংশয় প্রভৃতি
যত মার-পরিবার, স্বরূপ অম্বর—
আচ্ছাদিত মায়ার মোহিনী-বেশে।
মহান্ এ পরম আলোকে
দগ্ধ আরোপিত কায়া,—
হের বৎস, স্বরূপ আকার সবাকার।

(পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য)

অশোক। কোথায় মিশিল সবে
আবাস সহিত ?
কহ প্রভু,
কোথা গেল অপরূপ স্বগণে দুর্জ্জন ?
কেন ধরে সুন্দর মূরতি ?
কিবা ওই মহা জ্যোতিঃ,
স্পর্শে যাহা
সকল কুৎসিত তনু প্রকাশ পাইয়ে
আবাস সহিত—মিশিল অনিলে যেন।
উপ। মানব-হৃদয় স্থান জেনো ও-সবার,—
মোহাচ্ছন্ন মানবে সদাই
নিত্য করে জীবলোকে জেনো,
রুদ্ধ কারে মোহিনী-আকার ধরি।
কভু কাম-বিলাসিনী,
কভু চাটুকার
কহে মৃদু সুমধুর বাণী ;—
কভু দুষ্ট উপদেষ্টারূপে,
ন্যায়-পরিচ্ছদে সাজাইয়া দোষ
নরে আনে বশে,
প্রেম-ছায়া কামে করে দান ;
পরনিন্দা, পরচর্চা করে সত্য ভাবে,
বসি হৃদে হেনমতে মোহি জনে জনে
পাপের সংসার তার করে সুবিস্তার।
কিন্তু এই মহান্ আলোকে,
দীপ্ত যদি হয় হৃদিস্থল,
সূর্য্যালোকে শিশির যেমন
পায় লয় পাপাচার কায়া,
পাপ-ধ্বংসকারী সেই মহা সূর্য্যকরে,
হৃৎপদ্ম হয় সুপ্রকাশ,
পদ্মাসনে বুদ্ধদেব বসেন তাহায়।

অশোক। প্রভু প্রভু, সংশয় দূর করুন। যদি
অন্তরে ওদের স্থান, তবে বহির্দৃষ্টিতে কি আমরা
দেখলেম ?
উপ। জেনো বৎস, বহির্দেশে অন্তরের ছবি ;
শূন্য—শূন্য—শূন্য সমুদয়—
কিছু নাই, কিছু আর নয়,
আত্ম-অভিমান করিয়া আশ্রয়
সহে নর অশেষ যন্ত্রণা ;
কেহ ভোগের আশায়
অন্তরের পাপবৃত্তি করে উত্তেজন,
বর্ণিত আকারে
মার কলেবরে দেখা দেয় তারে
জান অন্তরের ছবি ;
অতি তুষ্ট সাহস সাধনে
কুটিলের শক্তি তারে দান,
স্বার্থের বশে উচাটন-চালান
উৎপাত ঘটায় এ সংসারে ;
মায়া-শক্তি পায় সে দুর্জ্জন,
বাসনার প্রয়োজনে—
দুষ্ট শক্তি-আরাধনে
পূর্ণকাম সিদ্ধিলাভ করি।
কিন্তু এই মহা-জ্যোতিঃ নিহিত হৃদয়ে
ধ্যানযোগে হয় দীপ্তমান,
বোধিদ্রুম পাশে সেই বুদ্ধদেবে হেরি।
অশোক। প্রভু প্রভু, আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে,
আমার হৃদয়েও কি ওদের বাস ?
উপ। বৎস, চিন্তা করো না, শীঘ্র বিতাড়িত হবে।
কোনরূপ আত্ম-প্রতারণায় ক্রোধযুক্ত হয়ো না।
কামের নিকট সতর্ক থেকো! কাম হে রূপ-
ধারী, দয়া, মায়া, প্রেম,—বিশেষ ধর্ম্মের আকারে
তার ছলনা। কদাচ তারে প্রশ্রয় দিও না।
সংঘারামে গমন করো, আমি স্বস্থানে যাই।
অশোক। প্রভু, প্রণাম গ্রহণ করুন।
উপ। মার-জয়ী হও।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা।

ক্রন্দনরত আকাল।

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীত। কিহে আকাল, কাঁদ্‌ছ কেন?

আকাল। আর যাও ছোট রাজা, আমার মনের দুঃখ মনেই রাখ্‌বো, কারেও ব'ল্‌বো না।

বীত। কি বলই না শুনি?

আকাল। হ্যাঁ বলি, আর মহারাজকে ব'লে তুমি গর্দানা নেওয়াও।

বীত। না না—বল না?

আকাল। আমি এমন লোকা রাজার দেশে থাক্‌বো না; তা নয় তো কি, ঐ উল্লুক-ভাল্লুক ব্যাটাদের কথায় মাটীতে শোবে, একবার খাবে, মুখবায় নাবে না, ছুটো আমোদ কর্‌বে না, রাত্রদিন কাজ-কাজ-কাজ। আমিও হয়রাণ হয়েছি, দিবারাত্র ফরমাস্—ঐ দিয়ের মট্‌কি কটা নিয়ে আশ্রমে দিয়ে এসো, ঐ মন দুধের দরের খান বৈকালিক পাঠাও,—ঐ সকের পর্ব্বত, ছানার ঢিপি, সব চালান দাও,—আমি আজ চম্পট দিচ্ছি। তবে একটা মনের সাধ মনে রইলো।

বীত। কি সাধ হে?

আকাল। সে আবার আপনি তামাসা ক'রে উড়িয়ে দেবেন।

বীত। না না, তামাসা করবো না, বল না?

আকাল। আপনাকে একবার মুকুট মাথায় দিয়ে রাজসিংহাসনে দেখ্‌বার আমার বড় সাধ।

বীত। আজ তোমার এ কি ছেলেমি?

আকাল। ঐ জন্যেই বলি নাই, মনের সাধ মনে মেরেছি! আচ্ছা, চল্লুম—নমস্কার।

বীত। কিহে আজ ব্যাপারখানা কি?

আকাল। সে অনেক কথা।

বীত। বলই না?

আকাল। তবে সিংহাসনে চেপে বসে শুনুন। সে সব ভঙ্গী ক'রে দেখালে তবে বুঝ্‌তে পারবেন। এই বসুন, মাথায় মুকুট দিন। আপনি যেন রাজা আর আমি যেন ঐ হাড়গিলে মন্ত্রীটি,—এই যেন আপনি বসেছেন, আর এই যেন আমি দাঁড়িয়ে আছি। দিন, দিন—মুকুট মাথায় দিন,

(বীতশোকের সিংহাসনে উপবেশন এবং আকালের বীতশোকের মস্তকে মুকুট প্রদান)

দিয়েছেন তো? আর এই আমি দাঁড়িয়ে আছি, —দাঁড়িয়ে আছি তো—আছি।

বীত। দাঁড়িয়ে তো আছ, তারপর?

আকাল। এই—এ দিকে দাঁড়িয়ে আছি, এই ও দিকে দাঁড়িয়েছি, আবার—এ দিকে দাঁড়াচ্চি, তো ও দিকে দাঁড়াচ্চি। ওই মহারাজ আসছেন, বাপ্‌ রে পালাই—

[আকালের পলায়ন।

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। বীতশোক, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার মুকুট ধারণ করিস্—আমার সিংহাসনে উপবেশন করিস্।

বীত। মহারাজ, আকাল পরিহাস করে—

অশোক। রাজসিংহাসনে উপবেশন পরিহাস,—রাজমুকুট ধারণ পরিহাস? তুই বিদ্রোহী!

বীত। মহারাজ, আকালকে জিজ্ঞাসা করুন।

অশোক। বুঝেছি—বুঝেছি—আকালের সঙ্গে তোর পরামর্শ, তাই পলায়ন করলে।

(রাধাগুপ্ত ও অন্য পারিষদগণের প্রবেশ)

দেখুন, বীতশোকের ব্যবহার দেখুন। ইনি আমার সিংহাসনে—আমার মুকুট ধারণ ক'রে উপবেশন করেছেন। রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত, আপনারা সতর্ক হোন।

বীত। মহারাজ, দাসের কোনও অপরাধ নাই।

অশোক। আপনার নিরপরাধ নাই;

বীত। মহারাজ, যদি অপরাধ হয়ে থাকে, মার্জ্জনা করুন।

অশোক। বিদ্রোহীর অপরাধ অমার্জ্জনীয়। তবে তুমি আমার সহোদর, রাজ্য করবার ইচ্ছা হয়েছে, রাজভোগ তোমার লালসা; সাত দিন সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে যথেচ্ছা ভোগ করো! যেরূপ উৎসব তোমার অভিমত—সেরূপ করো! সপ্তাহ ভোগান্তে তোমার শিরশ্ছেদ হবে। মন্ত্রি, সাত-দিন আমার প্রতিনিধিস্বরূপ ইনি সিংহাসনে উপবেশন করবেন। যেরূপ রাজভোগ ওঁর অভিলাষ, যে সুন্দরী রমণীর প্রতি ওঁর দৃষ্টি, ওঁর বাসনা-তৃপ্তির জন্ত যেন ওঁর অভাব হয় না। ওঁর যেরূপ

অভিপ্রায়, সেইরূপ উঁর ভোগের আয়োজন কর্‌বেন। নগরে সাতদিন উৎসব হোক্, উনি উৎসব-আনন্দ করুন।

[অশোকের প্রস্থান।

রাধা। মহারাজের কি আজ্ঞা, প্রকাশ করুন?

বীত। আজ্ঞার আর কাজ নাই, অজ্ঞান হই নাই—এই ঢের।

রাধা। মহারাজ গাত্রোত্থান করুন, বিশ্রামের সময় উপস্থিত।

বীত। আর বিশ্রামে কাজ নাই, আজই বাইরে এনে কপালে সিঁদুরের টীপ দিয়ে যা কর্‌বার করুন।

[বীতশোক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(তৃষা ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

নৃত্য-গীত।

হয় যদি হবে মরণ, আজ কেন হেলে
মিছে মজা হারাবে;
ফোটে ফুল লোটায় মধু ভ্রমরে কি ভাবে॥
মর্‌বে তো সবাই মরে,
নিত্য কেবা ভেবে মরে,
মরণ হলে ফুরিয়ে যাবে, সাও
আমোদ করে,
এস হে সোহাগ ভরে, সোহাগীরে হৃদে ধরে
পিয়ে অধর-সুধা থাক বিভোরে;
আসুক মরণ, থাক্‌বো বিভোরে—
কি এসে যাবে॥

তৃষা। আসুন মহারাজ, উপবনে বিহার কর্‌বেন!

বীত। আর বিহার কর্‌বো কি, উপদেবতা যাকে চেপে যে হাড়ে হাড়ে বিহার করাচ্ছে।

তৃষা। আসুন আসুন, সময় বয়ে যায়।

বীত। গেলে আর কচ্ছি কি বল?

তৃষা। তোরা যা লো যা, আমি রাজাকে নিয়ে যাচ্ছি।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

মহারাজ এত ভাবছেন কেন,—সাতদিন তো আপনার অধিকার? সাতদিন যা আজ্ঞা কর্‌বেন, সম্পন্ন হবে।

বীত। সুন্দরী, জানি না তুমি কে? কিন্তু তোমার পাগলামা আমার অন্তরে ঢেকবার চেষ্টা কচ্ছ। তোমার অভিপ্রায়, আমি রাজাকে বধ কর্‌বার উদ্যোগ করি। কিন্তু শোন, যদি আমার দেহে হিংসা থাক্‌তো, অগ্রে তোমার শিরচ্ছেদ করতেম। যাও, কে তোমায় প্রেরণ করেছে জানি না, তাকে বলো, মহারাজ আমার ইষ্টদেব। আমি যদি হাস-পরবশ হয়ে রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছি, পিতা-পিতামহ-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সিংহাসন উপেক্ষা! তবে প্রাণের মমতায় এখনো বর্জ্জিত হই নাই, তাই আমায় বিমর্ষ দেখ্‌ছ। আমি নির্ব্বোধ, কিন্তু বংশের কলঙ্ক নই।

[বীতশোকের প্রস্থান।

(অশোক ও রাধাগুপ্তের পরস্পর বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ)

অশোক। কোথায় গেল, নর্ত্তকীদের সঙ্গে গেল কি?

রাধা। না মহারাজ, বিষণ্ণভাবে নিজ মন্দিরে গমন করলেন।

অশোক। কে তুমি?

তৃষা। আমি মহারাজের নিকট পত্র লয়ে এসেছিলুম।

অশোক। কে পত্র দিয়েছে?

তৃষা। গোপনে মহারাজকে নিবেদন কর্‌বো।

রাধা। মহারাজ, রাজাজ্ঞা হলে কার্য্যে গমন করি।

অশোক। আসুন।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

তৃষা। এই পত্রে সমস্ত অবগত হবেন, যদি ইচ্ছা হয়, দাসীর দ্বারা উত্তর প্রেরণ কর্‌বেন।

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি, তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম জান্‌তে ইচ্ছুক। বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী দ্বারা জান্‌তে পারেন।

তৃষা। জেনেছেন, কিন্তু তাতে তাঁর তৃপ্তি হয় নাই। তাঁর মনে সংশয় যে, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সামান্য অবস্থার ব্যক্তি, হয় তো কোন দীনদশায় ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী হ'য়ে ভিক্ষা দ্বারা সম্মানের সহিত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মহারাজ যদি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে থাকেন,—সে আশ্চর্য্য! আপনি কি তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে কঠোর আত্মসংযমে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সে কথা জান্‌বার তাঁর ইচ্ছা। আপনি যদি কৃপায় স্বয়ং তাঁরে দর্শন দিয়ে তাঁর সন্দেহ দূর করেন।

অশোক। আমি প্রতিশ্রুত হইতে পারি না। তুমি সময়ান্তরে এসো, আমি উত্তর দেব।

তৃষা। যে আজ্ঞে।

[অসাবধানতার ভাণে একখানি
চিত্রপট নিক্ষেপ করিয়া তথায় প্রস্থান।

অশোক। কে এ পত্রলেখিকা! কোন উচ্চবংশীয়া হবে। অবশ্য এরূপ সন্দেহ হওয়া সম্ভব; ভোগ-ইচ্ছা সহজেই দমন করা যায় না। একি—পত্রবাহিকা ফেলে গেল না কি? (ভূপতিত চিত্রপট তুলিয়া লইয়া) সুন্দর-ধ্যানস্থ নারী-মূর্ত্তি! নিম্নে "তিষ্যরক্ষিতা" লিখিত; সুন্দরীর নাম কি তিষ্যরক্ষিতা?

(আকালের প্রবেশ)

আকাল। মহারাজ কি ও?

অশোক। কিছু না, কি সংবাদ?

আকাল। মহারাজ আমি গুন্‌তে শিখেছি।

অশোক। বটে!

আকাল। পরীক্ষা করে দেখুন, ওখানা কোন স্ত্রীলোকের ছবি।

অশোক। কিসে?

আকাল। আপনার গোপন করায়, আর সিঁটিয়ে ওঠায়।

অশোক। যাও, বীতশোক কি কচ্চে, সন্ধান নাও।

আকাল। তা নিচ্চি। কিন্তু মহারাজ ভুঁয়েই শোন আর এক সন্দেহই থাক, আমি রাস্তায় পড়িয়ে উপোস ক'রে দেখছি, ও মেয়েমানুষের ফাঁড়া কাটে না। মহারাজেরও ফাঁড়া কাটে নাই, বোধ হয়।

অশোক। যাও যাও, এ কুলকামিনীর ছবি, তাই গোপন ক'রলেম।

আকাল। মহারাজ কষ্ট হন হবেন, যিনি আপনার ছবি আঁকিয়ে বিলোন, তিনি কুলকামিনী নন, কুলের ধ্বজা।

(আকালের প্রস্থান।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

অশোক। কি সংবাদ?

কঞ্চু। মহারাজকে দাস পূর্ব্বেই নিবেদন করেছিল যে, সনাতন অহিংসা ধর্ম্ম ব্যতীত, অপর কোন ধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া না হয়; কিন্তু রাজ-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। মহারাজের আজ্ঞামত প্রচারিত হয়েছে যে, সকল ধর্ম্মাবলম্বী অবাধে নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠান করুক, মহারাজ সকলকেই আশ্রয় প্রদান করবেন। তার ফল দেখুন। গর্ব্বিত নাস্তিক জৈন, তাদের উপাস্য মহাবীরের মূর্ত্তির পদতলে, ব'ল্‌তে জিহ্বা জড়িত হ'চ্চে—

অশোক। কি কি?

কঞ্চু। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত করেছে।

অশোক। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! রাজাজ্ঞা প্রচার করুন যে, প্রতি জৈনের মস্তকের মূল্য দশ স্বর্ণ মুদ্রা; রাজকর্ম্মচারীর নিকট মুণ্ড আনয়ন মাত্র প্রাপ্ত হবে। আজ হ'তে জৈন-নিধন আমার আমার সঙ্কল্প।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ, দাসও সেই প্রার্থনা করেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অলিন্দ।

বীতশোক।

বীত। এত দিনে জন্মেছে প্রত্যয়,
মৃত্যু মহাগুরু—মৃত্যু মহাশিক্ষাদাতা।
বুঝিয়াছি—বুঝেছি এখন,
কি কারণে নৃপতি নন্দন
ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, ভিক্ষু করি দরশন
হইলেন ঘরছাড়া।
বিনা মৃত্যু-জয়—
নাহি আর শান্তির উপায়।
ক'রেছেন বুদ্ধদেব পথ প্রদর্শন,—
করিবারে মৃত্যু পরাজয়,
এক মাত্র উপায় সে পন্থাবলম্বন।
বৃথা কার্য্যে কেটেছে সময়,
সাধনার নাহিক উপায়,
গত দিন—মরণ নিকট,
কাঁপে হৃদি অহর্নিশি বিষম চিন্তায়।
এই চক্ষু, সুন্দর এ ধরা না হেরিবে,
শ্রবণ, না শুনিবে পাখীর গান,

পুষ্পঘ্রাণ, নাসিকায় না পশিবে,
রসাস্বাদ বর্জ্জিত হইবে জিহ্বা,
কমনীয় কান্তি পরশনে—
আর কায়া প্রফুল্ল না হবে,
ফুরাইবে ফুরাবে সকলি!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ, এক দিন গত, ছয় দিন অবশিষ্ট। চলুন, সুন্দরীরা সুধাপাত্র ল'য়ে আপনার অপেক্ষায় রয়েছে।

দূতের প্রস্থান।

বীত। আর আঁখি নিদ্রা না করিবে আকর্ষণ,
মস্তিষ্ক উত্তপ্ত দিবানিশি,
তন্দ্রাচ্ছন্ন র'য়ে যায় দিন।

[বীতশোকের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চিত্তহরার কক্ষ।

"তিষ্যরক্ষিতা"রূপী চিত্তহরা।

চিত্তহরা। মা গো কি ঘেন্না—কি ঘেন্না! ঐ তো তো রূপ! মর পোড়ারমুখো, তার উপর একটু সুগন্ধ মাখ্—গায়ের বোট্‌কা গন্ধ ঢুকুক। মাগো—কাছে এলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে। এখনো খেল্‌ছেন—মনে কচ্চেন, গাথা গড়েন নাই! টেনে তুল্লেই হয়, ঘৃণায় তুলি নাই, যদ্দিন যায়—যাক্। কি চমৎকার বেশ করে দিয়েছে, কি চমৎকার চুলের রং করেছে, যেন চাঁদের আলো—চুলে বাঁধা। কি চমৎকার রং! রঙে মুখের ভাব একেবারে বদ্‌লে গেছে। কে বল্‌বে—আমার বয়স হ'য়েছে। সুসীম যা দেখে মরেছিল, বেশ-ভূষায় তার চেয়ে শতগুণে সুন্দরী হ'য়েছি। ঐ আস্‌ছে—ধ্যানে বসি। (ধ্যানমগ্নভাবে উপবেশন)

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। (স্বগত) কি সুন্দর! ধ্যানমগ্না—যেন ধ্যানে গঠিতা মূর্ত্তি! কি কঠিন পণ,—রূপ-যৌবন বিসর্জ্জন দিয়ে ইষ্টলাভের জন্য কুমারীব্রত অবলম্বন করেছে। (প্রকাশ্যে) আমি অশোক! (স্বগত) গভীর ধ্যানমগ্না। (উচ্চকণ্ঠে) আমি এসেছি!

চিত্ত। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করণ)

অশোক। (স্বগত) এ দীর্ঘ নিশ্বাস কেন?

চিত্ত। কই—কই—কোথা গেলে? (বাহু প্রসারণ করিয়া উত্থান)।

অশোক। কি, কি—কার অনুসন্ধান ক'চ্চ?

চিত্ত। না মহারাজ—না মহারাজ—কিছু না—আমি পাগল, আমার মনের ঠিক নাই।

অশোক। সুন্দরি, কার ধ্যানে নিমগ্না ছিলে? কারে হারা হ'য়ে ওরূপ বাহু-প্রসারণে আলিঙ্গনে উদ্যত হ'য়েছিলে।

চিত্ত। মহারাজ, মার্জ্জনা করুন, জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন না, রমণীকে লজ্জা দেবেন না। আমি আত্মহারা, আমার বামন হ'য়ে চন্দ্র আকিঞ্চন।

অশোক। কি—কি ব'লছ?

চিত্ত। মহারাজ—কেন উপদেশ দিতে আসেন? আমি কার ধ্যান করবো? আমি অষ্ট প্রহর এক ধ্যান মগ্ন, আমার হৃদয়-দেবতায় পূর্ণ,—সেথায় অন্য দেবতার স্থান নাই।

অশোক। কে সে ভাগ্যবান্?

চিত্ত। মহারাজ, কেন লজ্জা দেন? আমি দাসী, পদাশ্রিতা, আমায় লজ্জা দেবেন না।

অশোক। কি ব'লছ?

চিত্ত। মহারাজ, আপনি রাজা, আপনার অজ্ঞাত কি আছে? আপনি কি সকলই জানেন না, আমি কার ধ্যানে মগ্ন? কে আমার অন্তর অধিকার করেছে, তা কি আপনার অজ্ঞাত? এতদিনে যদি বুঝে না থাকেন, তা হ'লে [illegible] আমার ফুরুলো! আর মহারাজকে কষ্ট দেবো না, আর মহারাজকে আমন্ত্রণের জন্য অনুরোধ করবো না।

অশোক। তিষ্যরক্ষিতা, তিষ্যরক্ষিতা,—সত্য বলো, তুমি কি আমার অনুরাগিণী?

চিত্ত। (মৌনভাবে অবস্থান)।

অশোক বলো—বলো,—[illegible] কেন আমায় স্বর্গ-সুখে বঞ্চিত [illegible] গৃহ শূন্য, আমার গৃহ আলো ক'রে [illegible]! আনন্দ বিস্তার করো—

চিত্ত। মহারাজ, [illegible] করুন,—অজ্ঞানিতা,

অপরিচিতাকে গ্রহণ করে তো রাজপুরী অপবিত্র হবে না?

অশোক। না, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী—সাধনের সহায়। আমি অদ্যই চতুর্দ্দোল প্রেরণ করে তোমায় ল'য়ে যাব। এস হৃদয়েশ্বরী—হৃদয়ে।

চিত্র। না—না, মহারাজ—সময় দিন—বিবেচনা করুন; উতলা হবেন না। না—না—আমায় স্পর্শ করবেন না।

[চিত্রহস্তায় প্রস্থান।

অশোক। তিষ্যরক্ষিতা—তিষ্যরক্ষিতা—

[অশোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কাল রাত্রি। স্তূপ-নির্ম্মাণ-রত শিল্পীগণ।

দেবী।

(সহচরীগণ সহ বোধিবৃক্ষের শাখা হস্তে সঙ্ঘমিত্রার প্রবেশ)

সঙ্ঘ। সারীপুত্র মহোদয় বুদ্ধ-পারিষদ,
অস্থি তাঁর প্রতিষ্ঠা করিবে স্তম্ভ মাঝে,—
সুমহা কার্য্যভার তুমি লয়েছ জননি,
পতিভক্তি হৃদে ধরি সাহায্যে পতির।
সেই তনয়ার তার,
সাধারত দেবকার্য্যে জীবন যাপনে।
দিবস-রজনী প্রভেদ না মানি,
অন্নপানি করিয়ে বর্জ্জন
নিয়োজিত আছ মহাকার্য্য অনুষ্ঠানে।

দেবী। বৎসে,
রাজার সাহায্যে কার্য্য করিব সাধন—
নহি হেন ভাগ্যবতী;
হইয়াছি পিতার সম্পত্তি অধিকারী—
শ্রীচরণে তাঁহার
দেবকার্য্যে সে সম্পত্তি করিব অর্পণ—
এই ক্ষুদ্র বাসনা আমার।
কহ কল্যাণি, আমার,
কিবা কার্য্যে তুমি উৎসাহিতা?
বাহিনীতে আগমন তব যে কারণ;
চারুচুঃ নিরখিতে পরিপূর্ণ আঁখি।

সঙ্ঘ। মাতা, আশ্চর্য্য প্রস্তাব মম মহেন্দ্র ভ্রাতার—
লঙ্কাধামে বুদ্ধদেবে পূজে যত্নে অতি,
নরপতি তথা উৎসাহিত আদর্শে পিতার,
ব্যস্ত সদা বৌদ্ধসঙ্ঘ নির্ম্মাণ কারণ,
হইয়াছে শত শত স্তম্ভ উত্তোলিত।
রাজরাণী উন্মাদের প্রায়
সুনির্ম্মল বৌদ্ধধর্ম্ম-দীক্ষা-পিপাসায়।
কিন্তু,
সে দীক্ষাপ্রদানে অসমর্থ ভ্রাতা মম,
নারীসঙ্গ ভিক্ষুর নিষেধ।
সে কারণে ভিক্ষুণী প্রেরণে
করেছেন পত্রে ব্যক্ত নিজ অভিলাষ।
পত্রপাঠে উৎসাহিত হৃদয় আমার;
তাই আসিয়াছি শ্রীচরণ বন্দিতে জননি,
পতিসনে ভিক্ষুণী-বেষ্টিত
উপনীত হব লঙ্কাধামে!
পিতৃ-আজ্ঞা লয়েছি গ্রহণ;
প্রস্তুত অর্ণবতরী লয়ে যেতে তথা।
নন্দিনীরে বিদাও জননি!

দেবী। কোন্ বৃক্ষশাখা এই হেরি তোর করে,
প্রয়োজন সিদ্ধ কিবা হবে এ শাখায়?

সঙ্ঘ। চিনিতে কি হেতু শাখা নার গো জননি?
পবিত্র বৃক্ষের শাখা লঙ্কাধামে ল'য়ে
রোপন করিব তথা অতি সযতনে,
হবে তায় বুদ্ধগয়া সম তীর্থস্থান;
বৃক্ষে পূজি পবিত্র হইবে জনগণ।
যেই বৃক্ষতরুমূলে বসি ভগবান্,
লভিলেন বোধিসত্ত্ব ধরার কল্যাণে,
তাহারি পবিত্র শাখা নেহার জননি!

দেবী। শুভক্ষণে তোদের দিয়েছি গর্ভে স্থান,
সফল জীবন বৎসে, তোদের জনমে,
পতিকুল পিতৃকুল উজ্জ্বল উভয়।
যাও মা গো, করি আশীর্ব্বাদ,
অবাধে পূরুক মনস্কাম।
বলো মহেন্দ্রেরে—
কার্য্যে তার পিতৃলোক পুলকিত,

বলো রাজ-মহিষীরে—
পুত্রকন্যা সঁপি তাঁর করে
নিশ্চিন্ত জননী সে তোমার,
যথাযোগ্য সম্ভাষনে তুষিও রাজায় ;—
জামাতারে জানাইও কল্যাণ বচন।

(সঙ্ঘমিত্রা ও সহচরীগণের গীত)

যাঁর পদে সঁপেছি জীবন
তাঁরই কাজে যাই চলে।
চরণ ধ্যানে ধ'রে হৃদয়-কমলে ॥
কৃপাময় তাঁহার (ই) কৃপায়—
চিনেছি তো তাঁয়,
প্রাণ সঁপেছি তাইতে রাঙা পায় ;
কায়মনে যাঁর শরণ নিলে
চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে ;
যাই সকলে গগনভেদী রোল তুলে।
জয় জয় জয় বুদ্ধদেবের জয় ব'লে ॥

[সঙ্ঘমিত্রা ও তৎসহচরীগণের প্রস্থান।

দেবী। আমি কি কঠিনা জননী, পুত্রকন্যা বিদায় দিয়ে আমার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হচ্চে, আমি আপনাকে শত ধন্য জ্ঞান ক'চ্চি। যাই, যতক্ষণ দেখা পাই, দেখি।

[দেবীর প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজসভা।

রাধাগুপ্ত ও সভাসদগণ।

কুনালের প্রবেশ)

কুনাল। মন্ত্রিবর, শুনচি নাকি রাজকোপে কাকার আজ প্রাণদণ্ড হবে। আপনি আমার মিনতি রক্ষা করুন, আসুন মহারাজের চরণে সকলে মিলে মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

রাধা। আমরা অনেক প্রার্থনা করেছি, মহারাজ মার্জ্জনা করবেন না।

কুনাল। তবে মহারাজকে অনুরোধ করুন, কাকার পরিবর্ত্তে আমার প্রাণদণ্ড হোক।

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। কি কুনাল, তোমার খুল্লতাতের প্রতি যে তোমার বড় স্নেহ!

কুনাল। মহারাজ, কাকা স্বর্গীয়া রাজমাতার বড় আদরের ধন, ওঁর প্রাণবধে তিনি স্বর্গে চঞ্চলা হবেন। পিতা, পিতা—বাল্যকালে কাকার কোলে লালিত হয়েছি, জননীর অদর্শনে কাকা আমার জননীর মত তাঁহার স্নেহভরা হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। পিতা, সন্তানের প্রার্থনা রক্ষা করুন।

অশোক। কুনাল, তোমার কি ধারণা যে, তোমার পিতা তাঁর স্বর্গীয়া জননীকে বিস্মৃত হয়েছেন? তোমার কি ধারণা, জননীর শেষ বাক্য তিনি রক্ষা ক'রবেন না? তিনি হাতে হাতে সমর্পণ করেছেন—তা তোমার পিতা ভুলেছে? তুমি কি জান না, বীতশোক আমার প্রাণের প্রাণ, আমার রাজ্যের দোসর। শান্ত হও।

কুনাল। পিতা পিতা—মার্জ্জনা করুন, সন্তান অজ্ঞান।

(প্রহরিগণ-বেষ্টিত বীতশোকের প্রবেশ)

অশোক। বীতশোক, সাত দিন রাজ্যভোগ কিরূপ করলে?

বীত। মহারাজ, দিবারাত্র মৃত্যুমুখ দর্শন করেছি। চতুর্দ্দিকে মৃত্যুচ্ছায়া, স্বপ্নবৎ দিন গত হয়েছে। ভোজ্যবস্তু, মহোৎসব, নৃত্যগীত কিছুই আমার ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই।

অশোক। তোমার কি বোধ হয়, তৃষ্ণাবর্জ্জিত ভোগ সম্ভব?

বীত। মহারাজ, মৃত্যু যার সম্মুখে, তার তৃষ্ণা কোথায়?

অশোক। জেনো, ঐ যে, ভিক্ষু—সপ্তাহ পূর্ব্বে যাদের ব্যঙ্গচ্ছলে বলেছিলে যে বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি ফলাকুপর্ণাশী হয়েও নারীর ললিত মুখ দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, অতএব ভোগীর কামজয় অসম্ভব; সেই ভিক্ষুরা কি অবস্থায় কালযাপন করেন, অবগত ছিলে না, সেই নিমিত্ত ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করেছিলে! যে মৃত্যুচ্ছায়ায় তোমায় রাজ্যভোগে বঞ্চিত করেছিল, সেই মৃত্যু সম্মুখে রেখে তারা দিবানিশি সেবাকার্য্যে কালহরণ করেন। এসো, আমায় আলিঙ্গন প্রদান করো। তুমি স্বর্গীয়া মাতার আদরের ধন—কনিষ্ঠ সহোদর, তোমার হাত সিংহাসনে উপবেশন করো।

বীত। গুরু, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনকারী, পিতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর,—আর আমায় মোহে জড়িত করবেন না। আপনার কৃপায় আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত,—আমি বুদ্ধদেবের জ্যোতিঃ দর্শন করেছি,—সেই জ্যোতিঃ আমার মহাভরে আবাস প্রদান করেছে। মহারাজ, গুরু, আর ভোগ-বাসনায় আমায় জড়িত করবেন না।

অশোক। কি কি—তুমি ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করবে?

বীত। আপনার আজ্ঞা অপেক্ষা।

অশোক। বীতশোক, তোমার নিদারুণ বাক্যে আজ আমার সকল কথা মনে পড়ছে। শৈশবকালে তোমায় মাতার ক্রোড়ে যেরূপ দেখেছিলেম, আজ মানসনেত্রে সেইরূপ দেখছি। চলৎশক্তি প্রাপ্ত হয়ে ছায়ার ন্যায় আমার পাছে পাছে ভ্রমণ ক'রেছ—সে দৃশ্য উদয় হচ্ছে। যখন পিতৃবর্জ্জিত, আত্মীয়-স্বজনত্যজিত—তোমার সান্ত্বনাবচনে অন্তর-তাপ শীতল হয়েছে। আমায় সিংহাসনে উপবিষ্ট দর্শনে তোমার সেই হর্ষোৎফুল্ল বদন আমার চিত্ত আলোড়িত ক'চ্ছে। বীতশোক, আমায় পরিত্যাগ ক'রে যেও না।

বীত। মহারাজ, যে দিন বৌদ্ধধর্ম্ম আপনি গ্রহণ করেন, সেই দিন তো আপনি ভিক্ষু-আশ্রম প্রার্থনা করেছিলেন—কেবল মহাপুরুষের আদেশে দেবকার্য্যে রাজভিক্ষুরূপে রাজগৃহে বাস করেন। যে আশ্রম আপনার বাঞ্ছিত, সেই পরমাশ্রমে নিজ দাসকে কেন বঞ্চিত করেন? অনুমতি করুন—আমি সজ্জিত হয়ে আসি।

[বীতশোকের প্রস্থান।

অশোক। কুনাল—কুনাল, তোমার কাকাকে ফেরাও,—আমি কঠোর ভ্রাতা, আমার কথা উপেক্ষা করেছে, তোমার স্নেহ উপেক্ষা করতে পারবে না। যাও কুনাল, যাও—তোমার কাকাকে নিবারণ করো, যেন আমার হৃদয়-তন্ত্রী ছিঁড়ে রাজপুরী শূন্য ক'রে চ'লে যায় না।

কুনাল। কেন পিতা, মহানন্দে কেন নিরানন্দ হচ্চেন? অসার সংসারে মায়া বর্জ্জন করুন, আপনি জ্ঞানী, অসারকে সার বিবেচনা ক'রবেন না। আমার জ্ঞান হচ্চে—পিতৃদেবগণ আনন্দে নৃত্য ক'চ্ছেন, রাজবংশে আমার পিতৃ সন্তান। যেন চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ ক'চ্ছে। যেন দেবদেবীগণ মহামহোৎসবে নৃত্য ক'চ্ছেন। যেন বসুমতী আনন্দময়ী, আনন্দ-স্রোত বহে জলে—পবনে গগনে তপনে—মহা আনন্দ। আশীর্ব্বাদ করুন—আপনার সন্তান যেন খুল্লতাতের পথাবলম্বী হয়।

কুনালের গীত।

নিদারুণ বন্ধন কত দিন সহিব,
ত্রিতাপ-দহনে কত দিন দহিব,
শাহবাসে কত রহিব।
কবে পীতবসন হবে দেহের(ই) ছাদন,
ভ্রমিব স্বাধীন চিত্তে বিহগ যেমন,
নিতি শমন-শাসন, পীড়ার তাড়ন,
কবে হইবে মোচন;
একে মাটির কায়া, আছে বেড়িয়ে মায়া,
ভূত্য পাবে কবে চরণ-ছায়া,
শান্তি-বারি প্রাণ ভরি পিয়িব।

(ভিক্ষুবেশে বীতশোকের পুনঃ প্রবেশ)

বীত। গুরু, জ্ঞানদাতা—বিদায় দিন।

অশোক। (সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বীতশোককে আলিঙ্গন করিয়া) বীতশোক, বীতশোক—কি ব'লে বিদায় দেব। তোমার জননী জীবিতা থাকলে কি এমন নিষ্ঠুর হ'তে পারতে?

বীত। দাদা, আর কেন পথ প্রদর্শন ক'রে বাধা দেন? মৃত্যুসঙ্কুল সংসারে মমতায় আর আবদ্ধ ক'রবেন না।

কুনাল। কাকা, বিদায়ের সময় মহারাজের নিকট জৈন বধ ভিক্ষা নেন।

অশোক। কুনাল, ও কথা মুখে উচ্চারণ করিস্ নে। নাস্তিক জৈন মহাবীরের পদতলে বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত করে।—জৈনকুল নির্ম্মূল ব্যতীত এর প্রতিশোধ হবে না।

বীত। দাদা, বিদায় হলুম। যদি মৃত্যুঞ্জয় হ'তে পারি, কথঞ্চিৎ গুরু-দক্ষিণার নিমিত্ত গুরুর সমীপে উপস্থিত হব।

অশোক। চলো চলো, কোথায় যাবে, চলো—আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

[সকলের প্রস্থান।

চিরদিনের জন্য সে পাপচ্ছবি তাঁর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকবে।

পদ্মা। প্রভু, আপনার কথায় তো তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

উপ। বিশ্বাস,—সত্য; কিন্তু মা তুমি নির্ম্মল;—রূপ-মোহ যে কিরূপ বলবান্, তা জান না। তার চরিত্রের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ ব্যতীত রূপমোহ দূর হবে না। বিশেষতঃ সে মার সহচরী, ধর্ম্মভাণে মহারাজকে প্রতারিত ক'রেছে। প্রতারণা প্রত্যক্ষ না ক'রে সে মোহ দূর হবে না। তোমার সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। স্বার্থত্যাগিনি,তোমার আত্মবঞ্চনা এখনো অবসান হয় নাই,—ক্ষুব্ধা হয়ো না।

পদ্মা। প্রভু, আমি সে নিমিত্ত ক্ষুব্ধা নই। আমি পরম আহ্লাদে রাজসমীপে চণ্ডালিনীবেশে অবস্থান করবো,—রাজার গলায় মালা দিয়ে আমি রাণী, নচেৎ আমি কে? কিন্তু প্রভু, ভাবি, কি উপাদানে মানব-হৃদয় নির্ম্মিত, যে আপনার শ্রীচরণ-স্পর্শেও মোহ দূর হয় নাই!

উপ। মা, এ ঘোর পরীক্ষার স্থল। প্রবল ইন্দ্রিয়াদিকে সামান্ত প্রশ্রয়দানে দানবের ন্যায় বলবান হয়। রাজা কিরূপ মোহজড়িত, তুমি রাজপুরে অবস্থান ক'রে উপলব্ধি ক'রতে পারবে। মহারাজের জীবনরক্ষার তুমিই একমাত্র উপায়। জগতে সতীর আদর্শ প্রদান তোমারই কার্য্য—তোমার পূর্ব্বজন্মের বুদ্ধ-দর্শনের ফল। সত্বর প্রস্তুত হও।

পদ্মা। প্রভু, কবে দাসী বুদ্ধদেবের দর্শন পাবে?

উপ। স্বামীর সহিত একত্র দর্শন ক'রবে। সেই দিন তোমার কার্য্য অবসান।

(চণ্ডাল-সর্দ্দার ও তৎপত্নীর প্রবেশ)

চণ্ডাল। আরে বেটী, তুই টুব্‌রাগুলাকে কি বল্লি রে? সব "বুদ্ধু বুদ্ধু" ব'লে হল্লা তুলছে। বাপ্ রে—আমার ডর লাগে। তোর বুদ্ধুটা তো খাপা হবে না?

উপ। না বাবা, তাঁর তোমাদের প্রতি পরম প্রীতি।

চণ্ডাল। ঠিক তো?—তবে বেশ। হামি লোক আর শিকারে যাই না, পুছ কর।

উপ। তোমরা পরম মঙ্গল লাভ ক'রবে।

পদ্মা। (চণ্ডাল ও তৎপত্নীর প্রতি) বাবা, মা,—এতদিন তোমরা আমায় কন্যার ন্যায় রেখেছিলে, আজ আমি স্বামী-গৃহে যাব,—বিদায় দাও।

চণ্ডাল। না মা, সেটি হবে না, পরাণ ধরে পারবে না। তুই যে ক' বরষ আলি, ক্ষেতি ক্ষেতি ধান হলো, যই হলো, গম হলো, বুট হলো। গউকে আনাজ খাওয়াই, তবু কমতি হয় না, গোলা ভ'রে ভ'রে আছে।

চণ্ডাল-পত্নী। তুই ঘরের লছমী, তোকে ছাড়বে না। মিন্সে-মাগী বুকের ভেতর ধরে রাখ্‌বো।

পদ্মা। মা, আমি পতি-সেবায় যাব, তাতে তুমি কেন বাধা দেবে? হাস্যমুখে কন্যাকে স্বামীর ঘরে যেতে বিদায় দাও।

চণ্ডাল। হাঁ মা, হামাদের মায়া কাটবি তো কেমন করে থাকবো গো? পরাণটা যে ধক্‌ধক্ ক'রবে, মাগী মুখে ভাত তুলবে না, তুই রাঁধাবাড়া ক'রে না খেলে মাগী খায় না। তুই খাসি দেখলে তবে খাবে। ও দানাপানি ছোড়বে।

চণ্ডাল-পত্নী। না না মিন্সে—আমি কাঁদবে না। আয় বেটী আয়, তোর ঝুঁটি বাঁধি, ফুলের মালা জড়াই, পলাশফুলের মত রাঙ্গা ক'রে সিন্দুর দিই, আয় বেটী আয়। জামাইঘর যাবে না? যাবে,—হামিভি কাঁদবো না, তুই ভি কাঁদিস্ নে।

চণ্ডাল। স্বাথ—স্বাথ—মাগী কাঁদছে, আর হামায় মানা দিচ্ছে, বলচে—কাঁদিস্ না।

চণ্ডাল-পত্নী। ও মিন্সে—ও মিন্সে—কাপড়া বুনলি—কোথায় রাখলি? সেটীকে মন্না কাপড়া পিনিয়ে দামাদ ঘর ভেজ্‌বো না? আদমিলোক যে নিন্দা করবে, বুরা বলবে।

উপ। মা মা—কি প্রেমের সংসার স্থাপন ক'রেছিস্!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

পথ।

দেবী ও বীতশোক।

বীত। কহ ঠাকুরাণী, কেন হেন বিষাদিনী।
শান্ত দান্ত শুদ্ধ-আত্মা প্রচারকশ্রেণী,

যেপথে পাঁড়িজে গাঁথকের পারে
তুঙ্গ শৃঙ্গ করি উল্লঙ্ঘন,
অহিংসা পরম ধর্ম করেন বিস্তার।
আরোপিত যে ধর্ম প্রভাবে
য়ুরোপ, এসিয়া, মিসর, সিরিয়া
অবনত নৃপ শত শত—
বুদ্ধের চরণতলে।
মহান্ প্রতাপশালী রাজ্যেশ্বরগণ
ধর্মতত্ত্ব সংগ্রহ কারণ,
প্রেরিছেন যোগ্য দূত ভারতের দ্বারে।
মুক্ত দ্বার রাজার ভাণ্ডার—
পথ, ঘাট, কূপের খনন, নির্ম্মাণ চিকিৎসাগার—
নর, পশু, পক্ষীর পীড়ার শান্তি হেতু।
নন্দিনী-নন্দন তব—জন্ম শুভক্ষণে—
লঙ্কাদ্বীপ আলোকিত তাদের প্রভায়,
বোধিবৃক্ষ-পূত-শাখা রোপিত তথায়
করেছেন নন্দিনী আমাদের তব—
তবে কেন ভয়ে ভাব অবনতি?
দেবী। রাজধর্ম আছে নিরন্তর,
সাধনের যোগ নাহি পশে কর্ণে তব,
সে হেতু না জান—অনর্থ রাজ্যেতে কত।
অষ্টাদশ সহস্র জৈনের শিরশ্ছেদ
হইয়াছে একদিনে।
কিন্তু প্রজাগণে
নৃপতির প্রসাদ—স্বর্ণ প্রলোভনে—
করে অন্বেষণ কোথা কোন জৈন বসে,
নির্জ্জন অরণ্যে কিংবা পর্ব্বত-কন্দরে,
যারে দেখে তার নাহি ত্রাণ,
মুণ্ড আনে নৃপ বিদ্যমান,
মহাহিংসা প্রবল ভারতে।
নিষ্ঠুর আদেশে হেন, কহ উচ্চাশয়,
জনগণে কেমনে অহিংসা শিক্ষা পাবে?
উচ্ছেদ পরম ধর্ম হয় বা বপনে।
বীত। মহারাজের ক্রোধ শান্ত হয় নাই?
দেবী। বরং অধিক উত্তেজিত হয়েছেন। আজ সংবাদ পেয়েছেন যে, পুনর্ব্বার জৈনেরা প্রভুর মূর্ত্তি তাদের উপাস্য দেবতার পদতলে অঙ্কিত করেছে। তিনি আরও পর্য্যবেক্ষণে অবগত হয়েছেন যে, হত্যাকাণ্ড কঠোররূপে চালিত হয় কি না; পুনঃ আজ্ঞা,—যে জৈনের একটি বধ আনয়ন করবে, বা যে জৈনকে রক্ষা করবে—যে যেহ জৈনকে এক দুই অথবা এক গুরুত্ব অন্ন দান করবে, সে সপরিবারে নিহত হবে। ঐ দেখ, বধার্থে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে,—ঐ দেখ, রাজপ্রসাদ-লাভার্থে ছিন্নমুণ্ড ল'য়ে যাচ্ছে।

(জনৈক জৈনকে লইয়া দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

জৈন। বাপু, এইখানেই বধ করো।
১ম সৈনিক। না—তুমি একজন সর্দ্দার। তোমায় রাজার সম্মুখে কাটবো।
দেবী। বাবা, তুমি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে কেন জীবন রক্ষা করো না?
জৈন। মা, কেন এমন আজ্ঞা কচ্চেন? আমি পবিত্র জৈন ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে কুসংস্কার ও নিষ্ঠুরতা পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করবো? আমায় তুষানলে দগ্ধ করলে নয়, চর্ম্ম উৎপাটন ক'রে বধ করলে নয়, মৃত্তিকাগর্ভে আবদ্ধ ক'রে প্রাণনাশ করলে নয়। আমি কোন মহাপাপ করেছিলেম, সেই-জন্য, "বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করো" এরূপ বাক্য আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো।
দেবী। (সৈনিকদ্বয়ের প্রতি) তোমরা আমায় চেনো?
১ম সৈনিক। কে মা—রাজরাণী? আপনি এ ভিক্ষুণীর বেশে কেন? আমরা তক্ষশিলাবাসী, আমাদের সম্মুখেই রাজগণে মুহূর্ত্তে দিয়েছিলেন।
দেবী। তবে আমার এক অনুরোধ, এরে পরিত্যাগ করো।
১ম সৈনিক। মা, তা হ'লে রাজরোষে আমার প্রাণ-বধ হবে।
বীত। শোনো সৈনিক, মহারাজকে ব'লো যে, আমি অদ্য রাজদর্শনে যাব। যতক্ষণ না রাজ সমীপে উপস্থিত হই, ততক্ষণ এ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড না হয়। আমার নাম বীতশোক।
জৈন। আপনারা কি জৈন? তবে এ বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীর বেশে কেন? শোকের কথা কহবেন না, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হোন। এক দেহ যাবে, অপর দিব্য দেহ প্রাপ্ত হবেন।

[জৈনকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

বীত। ভগবতি, আপনি স্বস্থানে যান, অদ্যই এ হত্যাকাণ্ড নিবারিত হবে। আমি রাজসমীপে

২য় সৈনিক। মহারাজ, এইখানে ছিলেন।

(কুটীর হইতে পত্র হস্তে আভীরের বহিরাগমন)

আভীর। কেটেছি—মহারাজ কেটেছি, এই লেখা দেখুন।

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি সর্বনাশ!

(বীতশোকের মুণ্ড লইয়া আভীর-পত্নীর কুটীর হইতে বহিরাগমন।

আভীর-পত্নী। এই দেখ মুণ্ড দেখ, সোনার তাল দাও রাজা!

অশোক। বীতশোক—বীতশোক—! (মূর্চ্ছা)

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপ। মহারাজ, প্রকৃতিস্থ হোন।

অশোক। প্রভু, সর্বনাশ হয়েছে, বীতশোক ছেড়ে গিয়েছে, আমার বুকে দারুণ শেলাঘাত! আমার রাজ্য যাক্, ধন যাক্, সকল যাক—পৃথিবী আমায় গ্রাস করুক!—মা আমায় স্বর্গ হ'তে অভিশাপ দিচ্ছেন, আমার হাতে হাতে স'পে দিয়েছিলেন, তারই ছিন্নমুণ্ড আমি দেখলেম!

(কুনালের প্রবেশ)

কুনাল, দেখ—আমি ভ্রাতৃঘাতী!

উপ। মহারাজ, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

অশোক। প্রভু, আমি আমার ভ্রাতার মৃত্যুর কারণ হলেম। যখন আমি পিতৃস্নেহ বর্জ্জিত, ভ্রাতৃগণের ঘৃণিত, জনসমাজ-ত্যক্ত, বীতশোক ছায়ার ন্যায় আমার সাথী ছিল! আমি রুষ্ট ভাষা প্রয়োগ করলে কখনো অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই। যে দিন আমি পিতৃ-আজ্ঞা-পালনে তক্ষশিলা যাত্রা করি, বীতশোক আমার সাথী হবার জন্য কাতরভাবে আমার নিকট প্রার্থনা করেছিল। আমি নিবারণ করায় প্রতিজ্ঞা করে যে, একদিন আমার কার্য্যে তার দেহ অর্পণ ক'রে ভ্রাতৃবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করবে। মহাপুরুষ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে। যে দিন ভিক্ষুবেশে বিদায় গ্রহণ করে, সে দিন মৃত্যুঞ্জয় হয়ে পুনরাগমন করবো এই প্রবোধ আমায় দেয়,—সে মৃত্যুঞ্জয়—মৃত্যু উপেক্ষা করেছে, কিন্তু আমার মনে আমি কি প্রবোধ দেব? প্রভু! আমি কি করলেম—কেন তারে বিদায় দিয়েছিলেম,—এই কি আমার ভ্রাতৃ-স্নেহ!

(পত্র প্রদান)

কুনাল। পিতা, এ দারুণ শোক কথঞ্চিৎ নিবারণের একমাত্র উপায়, এই মহাপুরুষের আদর্শ গ্রহণ, জনহিতে নিজদেহ উৎসর্গীকৃত করণ, সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ। (জানুপাতিয়া, বীতশোকের উদ্দেশে) মহাপুরুষ, সন্তানকে কৃপা করো,—তোমার আদর্শ গ্রহণে বল দাও।

উপ। মহারাজ, মহাপুরুষের দেহত্যাগে শোক করা অনুচিত। সাধু ভ্রাতার অনুরোধ পালন করুন,—তিনি আপনার শোণিতে লিখেছেন,—রাজ্যে হত্যাকাণ্ড নিবারিত হোক, দীনদরিদ্র রাজ্যে না থাকে, আর এই হত্যাকারীকে মহাপুরুষের মস্তকের তুলায় স্বর্ণ প্রদান করেন। মহাপুরুষের আজ্ঞা পালন আপনার প্রায়শ্চিত্ত। ক্রোধরূপে যার আপনার হৃদয় অধিকার করেছিল, মহাপুরুষের কৃপায় আজ সেই পরম রিপু বহির্গত হ'লো। ধন্য বীতশোক—বুদ্ধদেবের কৃপায় তুমি সত্যই মৃত্যুঞ্জয়!

অশোক। বৎস বীতশোক, তোমার অনুরোধ আমি উপেক্ষা করেছিলেম—রোষান্ধ হয়ে জৈনহত্যায় নিরস্ত হই নাই। তুমি নিজ শোণিতদানে শোণিত প্রবাহ নিবারণ করেছ, জগতে তুমিই ধন্য! মন্ত্রিবর, দ্রুতগামী দূতের দ্বারা রাজ্যময় প্রচার করুন—হত্যাকাণ্ড নিবারিত হোক। রাজ্যে কোথাও কুটীর না থাকে, কোথাও অন্নাভাব না হয়,—ভাণ্ডার হ'তে অকাতরে অর্থ বিতরিত হোক। এ ব্যক্তির দীনতা দূর করুন।

জৈন। মহারাজ, আমায় উপদেশ দেন, আজ হ'তে আমি জৈন নই, আমি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করলেম যে ধর্ম্মে এরূপ আত্মত্যাগ, সেই সনাতন ধর্ম্ম।

উপ। মহারাজ, মহাপুরুষের প্রভাব দেখুন।

উচ্চধ্বনিতে বন্দি,—মহারাজের জয় হোক, মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন।

অশোক। দূতবর, আমি অকপট চিত্তে আপনাদের নিকট প্রকাশ কচ্ছি, এ সমস্তই ভগবানের কার্য্য, আমাদ্বারা নয়—ভগবানের কৃপায় সাধিত হয়েছে এবং সেই ভগবৎকৃপা অচিরে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলে ব্যাপ্ত হবে। আপনারা নিজ নিজ ভূপালকে আমার ভ্রাতৃ-সম্বোধন জ্ঞাপন করবেন। এ ভ্রাতৃভাব ভগবানের করুণায় স্থাপিত হয়ে জননী মেদিনী বিদ্বেষশূন্য হ'ন ও মানবমণ্ডলী এক পরিবারের ন্যায় বাস করুক। সভা ভঙ্গ হোক, আপনারা বিশ্রাম করুন।

[প্রণামপূর্ব্বক দূতগণের প্রস্থান।

মন্ত্রিবর, আপনাদেরও বিশ্রামের সময়, আমিও বিশ্রামের অবকাশ গ্রহণ করি।

(ভূতলে উপবেশন)

রাধা। কি করেন মহারাজ!

অশোক। কার্য্যান্তে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছে।

আকাল। মহারাজ তো শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমনের নিয়ম করেছেন। কিন্তু একবার আমার রাজবুদ্ধির পরীক্ষা করবার ইচ্ছা হচ্ছে—দেখি কতদূর দৌড়। বলুন,—যদি এক ব্যক্তি সমস্ত রাজ-নিয়ম ভঙ্গ করে, তারে কি সাজা দেবেন?

অশোক। আমার তোমার মত বুদ্ধি নাই। তোমার নিকট শিখি, তোমার বুদ্ধিতে কি হয় বল দেখি?

আকাল। রাজা ক'রে দেওয়া।

রাধা। তা হ'লে তো বড় কঠোর দণ্ড হ'লো আকাল?

আকাল। মন্ত্রী মশায় কি বুঝ্বেন বলুন? কি পাকা বুদ্ধি দিয়েছি, তা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করুন।

রাধা। তুমিই ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দাও না?

আকাল। শুনুন, কারারুদ্ধ করলেন, আগুনে পোড়ালেন, জলে ডোবালেন, বিষ খাওয়ালেন, ছাগ খুল্লেন—খানিক ধড়ফড় ক'রে ফুরিয়ে গেল, আর তো নয়। আর মহারাজের মত রাজা হ'তে গেলে, এখন বাপে খ্যাদাবে, ভাই ভাইকে বধের চেষ্টা করবে, মা আগুন খেয়ে মরবেন, এক স্ত্রী নিরুদ্দেশ হবেন, আর এক স্ত্রী হলদে কাপড় প'রে দেশে দেশে ঘুরবেন; এক ছেলে এক মেয়ে যাবেন কি না বিভীষণের দেশে লঙ্কায়! আর এক পুত্র রাজা হ'তে গিয়ে দোরে দোরে সস্ত্রীক গান ক'রে বেড়াবেন আর ভিক্ষাবে উদর পূরণ করবেন; আর স্বয়ং আহার নিদ্রার অবকাশ নাই—কোথায় থাম তুল্বেন, কোথায় বাটালি দে' হরফ বসাবেন, আর দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে ঘুরে দেখবেন—কে কোথায় কি খাচ্চে, কোথায় শুচ্চে! এতেও নিস্তার নাই, ঝড়ে কোন্ পাখীটার ডানা ভেঙ্গেছে, কোন্ গরুটার পা ফুলেছে, এই আজীবন তদারক করবেন। বাবা, কি বুরনি, যদি জুতো পায়ে না থাক্‌তো, এতদিন হাঁটুতে চল্‌তেন।

অশোক। কেন তুই আমার সঙ্গে ঘুরেছিস্?

আকাল। গেরো কি এক রকম পাকে মহারাজ, তা হ'লে কি রাজভৃত্য হই!

অশোক। ইচ্ছা করলেই তো চ'লে যেতে পারো।

আকাল। ঐ হলদে কাপড় আর নেড়া মাথা নির্ব্বংশ না হ'লে পারবো না। ঐ যে ছোঁড়া আমখানে মুখে সে দিন কি ব'লে দিলে, সে দিন থেকে আমিও বিগড়ে গেছি।

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। মহারাজ, দাসীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অশোক। শুভে, এখন তো আমি সিংহাসনে নাই, এখন আমার পার্শ্বে উপবেশন করো।

দেবী। মহারাজ, আপনার পার্শ্বে উপবেশন করবার উপযুক্ত হ'লে অবশ্যই বসতেম।

অশোক। ভাল,—তোমার যেরূপ অভিরুচি। তোমার পুত্র-কন্যার সংবাদ কি?

দেবী। সেই সংবাদই দাসী রাজদ্বারে নিবেদন করতে উপস্থিত। মহেন্দ্র যে আপনার ঔরসজাত পুত্র, সিংহলে সে তা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে, তারই উপদেশে সিংহলরাজ ভিক্ষু মহারাজের আদর্শে সমস্ত সিংহলে ধর্ম্মপ্রচার, স্তূপ, স্তম্ভ ও বিহার নির্ম্মাণ ক'রে সিংহল দ্বীপ জম্বু দ্বীপের ন্যায় ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে পরিণত করেছেন।

আকাল। (উচ্চৈঃস্বরে) কোথাকার আবাগের বেটীকে নিয়ে এসো গো, ভাগ্ বল্‌ণা—এ চাঁড়ালের মেয়েকে কোথায় রাখি। (নিম্নকণ্ঠে) এসো মা—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্তূপ-সম্মুখস্থ পথ।

মার ও তৃষ্ণা।

মার। ভবে হায় অন্তর অপার,
বুঝি মম অধিকার যায় ;
দুরন্ত অশোক—অসম্ভব তার পরাভব।
করিলাম প্রতারণা যত,
সবই হত, অজ্ঞানিত কি মহা প্রভাবে !
বার বার পাপ-পঙ্কে করি নিমগন,
কিন্তু হ'ল বিফল যতন !
পুনঃ পুনঃ হইল উত্থান
শত গুণে নির্ম্মলতা লভি—
অগ্নিতাপে কাঞ্চন যেমতি !
অহো, মর্ম্মঘাতী কি দারুণ ব্যথা—
শত শত ধর্ম্মস্তূপ বিহার নির্ম্মিত !
হের সেই স্তূপ সম্মুখে উত্থিত,
এইমত অভ্রভেদী স্তূপরাজি কত
যেন বক্ষোপরি স্থাপিত আমার !
নিখিল ধরায় আর নাহি হিংসা দ্বেষ,
হেরি হিংস্রজন্তুগণ
জীবহিংসা করেছে বর্জ্জন—
অশোকের দুরন্ত শাসনে।
তৃষ্ণা। পিতা, চিন্তা করো দূর,
চিত্তহরা আছে রাজপুরে,
মায়াজাল করিয়া বিস্তার
সে মজাবে অশোকে নিশ্চয়।
মার। নীলাম্বরে ক্ষুদ্র মেঘমাত্র চিত্তহরা ;
কিন্তু,
মলয় মারুত সম অহিংসা বহিছে,
কেমনে সে ক্ষুদ্র মেঘে গগন ব্যাপিবে।
কিন্তু সাগরে নিমগ্ন জন ধরে ক্ষুদ্র তৃণ।
নিয়োজিত করো কোন অনিষ্ট সাধনে,
গোপনে যাহে বিনাশি তাহারে
লিপ্ত হয় নারী-হত্যা-পাতকে অশোক
মহা ইষ্ট হইবে সাধন।
তৃষ্ণা। চিত্তহরা আশ্রিত তোমার,
চাহ তার জীবন সংহার ?
মার। আশ্রিত আমার,
ভেবেছ কি মনে তুমি, বন্ধু আমি কার ?
তুই বিচারিণী,
কভু তুই রুষ্ট কার প্রতি,
পাপাচারে সহায় যেমন
পুণ্যকার্য্যে উত্তেজনা দানিস্ তেমন !
নহে তোর মত আমার প্রকৃতি।
নর নারী শত্রু মম, মিত্র কেহ নয়,
যারে প্রয়োজন,
করি তার সাহায্য গ্রহণ,
পরিশেষে দানি স্থান নরক কুণ্ডরে ;
যাও তথা যথা চিত্তহরা ;
কুনালের অনিষ্টসাধনে
করো প্রবর্ত্তিত তারে,
দেখি যদি মনস্কাম পূর্ণ হয় তায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজ-অন্তঃপুর।

শয্যায় উপবিষ্ট অশোক,—সম্মুখে উপগুপ্ত।

অশোক। প্রভু, এই তো আমার দেহ দিন দিন রোগে জীর্ণ। আর কতদিনে আমার হৃদয়ে সেই মহাজ্ঞানরূপজ্যোতিঃপ্রভাবে হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে বুদ্ধদেবের আনন্দের উপযুক্ত হবে ?
উপ। বৎস, সমস্তই সময়সাপেক্ষ। যে দিন তোমার দেহে মার সমূলে নির্ম্মূল হবে, সেই দিন সেই মহাজ্যোতিঃ দর্শন পাবে।
অশোক। প্রভু, এক্ষণে মার কিরূপে আমার দেহে অবস্থান করছে ?
উপ। বৎস, মোহবীজ এখনো নির্ম্মূল হয় নাই, সেই বীজে বহুশাখাবিশিষ্ট মহাপাদপ উৎপন্ন হয় ; কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য দেহাভিমান প্রভৃতি

মোহকীক্রোধপ্রমুখ রিপুর প্রতি সাবধানে লক্ষ্য রাখবে।

অশোক। প্রভু, বীতশোকের মৃত্যুতেই কি ক্রোধের শান্তি হয় নাই?

উপ। এক রিপু বহু রিপুর জনক। অবশ্যই ক্রোধ শান্ত হয়েছে।

অশোক। প্রভু, আপনি উদ্ধার করুন, আমি নিজ-চেষ্টায় অক্ষম।

উপ। বৎস, অদ্ভুত এ নর শরীর, এর চেষ্টায় সকলই সম্পন্ন হয়। মনুষ্য স্বয়ং আপনার উদ্ধারকর্ত্তা, বারবার নিষ্ফল হ'লেও চেষ্টায় বিরত হয়ো না। মঙ্গলদাতা অচিরে তোমার মঙ্গলবিধান করবেন।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ ও উপগুপ্তকে প্রণাম করণ)

সাধ্বি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

অশোক। প্রভু, দেখছি এ চণ্ডালিনীর আপনার পাদস্পর্শে অধিকার আছে।

উপ। মহারাজ, এর ন্যায় পুণ্যবতী রমণী ভারতবর্ষে দুর্লভ।

অশোক। প্রভু, আমারও এর প্রতি এরূপ ধারণা, আমি এর নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। দিবারাত্র আমার সেবায় নিযুক্ত। যদিও এখন সত্যাগ্রিণী যে, আমি এর মুখমণ্ডল কখনো দেখি নাই, কিন্তু কোন প্রকার সেবার এ ত্রুটি করে না। অন্য দাস-দাসীকে আমার শয্যাদি স্পর্শ করতে দেয় না, পাছে আমার ব্যাধিরোগে তাদের ঘৃণার উদ্রেক হয়। বোধ হয়, এর সেবা ব্যতীত এতদিনে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হতেম। দিবসে সেবা, সমস্ত রাত্রি আমার পরিচর্য্যার নিমিত্ত জাগরিত থাকে। প্রভু, সত্যই অদ্ভুত রমণী!

(তিষ্যরক্ষিতাবেশী চিত্রহরার প্রবেশ)

চিত্র। মহারাজ, এই ঔষধ নিন; আমি কয় দিন অনুপস্থিত ছিলেম, মহারাজের মনে কি উদয় হয়েছে জানি না, কিন্তু কঠোর দেবসেবার ফলে এই দণ্ডেই আরোগ্য লাভ করবেন; ঔষধ সেবন করুন।

অশোক। (ঔষধ গ্রহণ করিয়া) এ কি—এ যে পলাণ্ডু!

উপ। মহারাজ, পলাণ্ডু জ্ঞান করবেন না; এ ঔষধ—সেবন করুন।

(অশোকের ঔষধ সেবন)

চিত্র। মহারাজ, এ ঔষধ দেব-প্রদত্ত, এখনই ঔষধের গুণ উপলব্ধি করবেন।

উপ। মহারাজ, বিশ্রাম করুন, আমি আসি।

[উপগুপ্তের প্রস্থান।

চিত্র। দাসীকেও মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, দেবপূজায় গমন করবো।

অশোক। যাও সাধ্বি, আমার নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে, আমার শরীরের যন্ত্রণার অনেক উপশম বোধ হচ্ছে।

চতুর্থ গর্ভ

চিত্রহরার (তিষ্যরক্ষিতার) কক্ষ।

চিত্রহরার ও তৃষা।

চিত্র। ঔষুধ খেয়েছে—খেয়েছে। চাঁড়াল মাগী রইলো, আমি পালিয়ে এলুম। তুমি বলেছিলে, ঔষধের গুণে ক্রিমি নির্গত হবে, আমার মনে হলেই ঘৃণা বোধ হতে লাগলো। শুভক্ষণে মাগীকে পাওয়া গিয়েছে,—না হ'লে এই কুৎসিত কুরূপ, ব্যাধিরোগগ্রস্তের কাছে থেকে দাসীদের সেবা করাতে হ'তো। এক একবার মনে হয়, তা না স্নান ক'রে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ যায় না! আর ঐ মাগী দু'হাতে সেবা করে; মা গো,—চণ্ডাল-গুলোর কি ঘৃণা নাই! এখন কি করবো বল? কি ক'রে কুনালকে পাব? তাকে না পেলে আমার সকলই বিফল।

তৃষা। তুমি যদি তার নিমিত্ত এত ব্যাকুলা, তাকে তক্ষশিলায় যেতে দিলে কেন?

চিত্র। আমি যেতে দিয়েছি? সে আমার নিকট থেকে দূরে থাকবার জন্য তক্ষশিলার অধিকার নিয়েছে। বলো বলো—কি উপায়ে তাকে পাব? যার জন্য এই কুৎসিত রাজার আলিঙ্গন সহ্য করেছি, তারে না পেলে তোমাদের আর কোন কথা শুনবো না। তোমার বাপকে আমি মিথ্যা-বাদী জানবো। তার জন্য আমার শিরায় শিরায়

শত অগ্নি-স্রোত! একবার ক্রোধ হয়, আবার তার মুখ মনে পড়ে—প্রাণ গ'লে যায়। মনে হয়, তক্ষশিলায় গিয়ে আবার তার পায়ে ধ'রে বলি যে, আমার প্রাণ রাখ, অনন্যাকে বধ ক'রো না। কিন্তু ভয় হয়, সে নিষ্ঠুর, তার দয়া নাই। যে দিন রাজা তাকে তক্ষশিলায় পাঠায়, আমি কি না করেছি, নারীর লজ্জা মান সব বিসর্জ্জন দিয়ে তার পায়ে ধরেছি।

তৃষা। তবে তার মমতা ত্যাগ করো; তুমি তার কুনালের মত চক্ষু দেখে মুগ্ধ, সেই চক্ষু যাতে উৎপাটিত হয়, সেই রূপ যত্ন করো। তা হ'লে আর তোমার প্রতি আসক্তি থাকবে না। তোমার অন্তর্দ্দাহ নিবারিত হবে।

চিত্ত। হাঁ—চক্ষু! ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ, তার চক্ষু দুটি উৎপাটিত করবো, তার চক্ষুই আমার শত্রু, সে চক্ষু কাকের উদরে যাবে। ঠিক বলেছ— ঠিক বলেছ! কিন্তু কি ক'রে করবো—রাজার প্রিয় পুত্র।

তৃষা। তুমি রাজার প্রতি দৃষ্টি রাখ তার মন ভোলাবার জন্য সেরূপ যত্ন করো না! তুমি মায়াজাল বিস্তার ক'রে তাকে মুগ্ধ করো, অনায়াসেই পারবে।

চিত্ত। এখন আর হয় না, ও "বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব" ক'রেই উন্মত্ত।

তৃষা। কেন চিন্তা কচ্চ? তোমার ঔষধে রাজা আরাম হবেন, তুমি পুরস্কার স্বরূপ সাতদিন রাজ্যভার গ্রহণ করো।

চিত্ত। তার পর—

তৃষা। তুমি রাজার নামাঙ্কিত মোহর দিয়ে তক্ষশিলায় দু'খানি পত্র লিখবে, একখানি রাজকর্ম্মচারীদের, আর একখানি তারে। কি লিখতে হবে, আমি ব'লে দেবো, তুমি আগে রাজার নিকট রাজ্যভার গ্রহণ করো।

চিত্ত। কিন্তু তোমায় তো বল্লুম, রাজার আর আমার প্রতি সে ভাব নাই। আমি যে ধর্ম্মপিপাসু হয়ে রাজার নিকট এসেছিলুম, এ কথা বোধ হয়, আর বিশ্বাস করে না।

তৃষা। তারও উপায় আমি কচ্চি। যাতে রাজার নিশ্চয় ধারণা জন্মে যে, তুমি দেবপ্রিয়।

চিত্ত। কি ক'রে?

তৃষা। নগরে বোধিবৃক্ষ আছে। প্রবাদ—সেই বৃক্ষের মূলে বুদ্ধ সিদ্ধিলাভ করেছে। সেইজন্য রাজাদেশে প্রত্যহ সহস্র কলসী দুগ্ধ তার মূলে ঢালা হয়, প্রত্যহ সমারোহে পুষ্পচন্দন-নৈবেদ্য দিয়ে পূজা হয়। আমি সেই বৃক্ষে মন্ত্রপূত ক'রে একটি সূতা বেষ্টন ক'রে দেবো। তাতে সেই বৃক্ষ দিন দিন শুষ্ক হবে। কিন্তু সেই সূতাটি কেটে দিলেই আবার সেই বৃক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় সজীব হবে। তুমি সেই সূত্র ছেদন ক'রে গাছটি পুনর্জ্জীবিত করলেই রাজা তোমায় পরম ধার্ম্মিকা বিবেচনা করবেন, আর পূর্ব্বের অধিক তুমি আদরণীয়া হবে। যাও, অগ্রে রাজ্যভার গ্রহণ করো। পরের কথা পরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর।

অশোক ও পদ্মাবতী।

অশোক। তুমি কি কোন দেবী! চণ্ডালিনীবেশে কৃপা করবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়েছ? তোমার ঋণ আমার ইহজীবনে পরিশোধ হবে না।

পদ্মা। (ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করিয়া পদতলে পতিতা হওন।)

অশোক। না না, তুমি দাসী নও, তুমি গুরুদেবের কৃপাপাত্রী, আমার মস্তকের মণি! সত্যই তোমার ন্যায় রমণী জম্বুদ্বীপে বিরল। তোমায় দেখে আমার নানাভাবের উদয় হয়; এক একবার ভ্রম হয়; বুঝি অভাগিনী পদ্মাবতী আমার পাপাচার দৃষ্টে নির্জ্জনে কোন কুটীরবাসিনী ছিল, দুঃখতাপে এরূপ মলিনা হয়েছে। তুমি চণ্ডাল-গৃহে পালিতা হ'তে পার, কিন্তু কদাচ চণ্ডাল-ঔরসে তোমার জন্ম নয়।

(চিত্তহরার প্রবেশ)

চিত্ত। মহারাজ, কেমন?

অশোক। আশ্চর্য্য ঔষধ, রোগ ক্রমি নির্গত হয়েছে। আমার রোগের লেশমাত্র নাই, তবে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল।

চিত্ত। (পদ্মাবতীর প্রতি) তুমি এখন যাও, কাঁদিন

দিবারাত্র পরিশ্রম করেছ; একটু বিশ্রাম কর গে। আমি রাজার কাছে আছি।

[পদ্মাবতীর প্রস্থান।

মহারাজ, যদি আরোগ্যলাভ ক'রে থাকেন, দাসীকে পুরস্কৃত করুন।

অশোক। আমিই তোমার নিকট বিক্রীত, আর কি পুরস্কার তুমি প্রার্থী? তোমার অদেয় আমার কিছুই নাই।

তিষ্য। আমি সপ্তাহ মহারাজের নিকট রাজ্যভার প্রার্থনা কচ্চি।

অশোক। তিষ্যরক্ষিতা, তোমার ব্যবহারে দিন দিন আমি বিস্মিত হচ্চি! আমার ধারণা ছিল যে, তুমি সর্ব্বলিপ্সায় আমায় বরণ করেছ। ভেবেছিলুম, সন্ত্রীক বুদ্ধদেবের কার্য্যে দিবারাত্র নিযুক্ত থাকবো। আমি রাজভিক্ষু, তুমি রাজভিক্ষুণী হবে। কিন্তু সে ধারণা আমার দিন দিন অপনীত হচ্চে। যে দিন তুমি আমার সঙ্গে রাজ্য-পরিদর্শনে যেতে অসম্মত হও,—বলেছিলে—অন্তঃপুরবাসিনীর অন্তঃপুরেই কার্য্য—প্রাচীন কার্য্য নয়,—আমার তখনই মনে সন্দেহ হয়েছিল। আমার এখন মনে হয়, তোমার ভোগ-বাসনা অতৃপ্ত; ভোগের নিমিত্ত রাজগৃহে আগমন করেছ।

তিষ্য। মহারাজের তিরস্কার আমার শিক্ষা। অবশ্যই আমার ত্রুটি আছে, নচেৎ মহারাজ কেন তিরস্কার করবেন! কিন্তু যে নিমিত্ত দেবসেবা পরিত্যাগ ক'রে রাজকার্য্যভার-গ্রহণ বাসনা করেছি, অনুমতি হ'লে শ্রীচরণে নিবেদন করি।

অশোক। কি বল?

তিষ্য। মহারাজ, আপনি রাজভিক্ষু, ভিক্ষুর কর্ত্তব্য ও রাজার কর্ত্তব্য——উভয় কর্ত্তব্যই আপনার। আপনার পিতামহ-স্থাপিত ও আপনার বাহুবলে বর্দ্ধিত এই বিশাল সাম্রাজ্য যাতে স্থায়ী হয়, যাতে ভিন্নদেশে ভিন্ন রাজ্যেশ্বর হয়ে পরস্পর দ্বন্দ্ব না হয়, যাতে এক পরিবারের ন্যায় সমস্ত জম্বুদ্বীপ পাটলিপুত্রের অধিকার স্বীকার পূর্ব্বক শান্তিলাভ করে, এই বৃহৎ কার্য্য যদি মহারাজের কর্ত্তব্য কার্য্য হয়, তা হ'লে—দাসীকে মার্জ্জনা করবেন, সে কার্য্যে মহারাজের ত্রুটি হচ্চে।

অশোক। কেন?

তিষ্য। মহারাজ, দেহ চিরস্থায়ী নয়। আপনার অবর্ত্তমানে এ বিপুল রাজ্যভার কার উপর ন্যস্ত করবেন? পাটরাণীর একমাত্র পুত্র ভাবী সিংহাসন-অধিকারী কুনাল দূর তক্ষশিলায় থেকে কিরূপে রাজকার্য্যে দীক্ষিত হবে? মহারাজ যখন কুনালকে তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন, দাসী নিষেধ করেছিল, মহারাজ তা গ্রাহ্য করেন নাই। বলেন, তক্ষশিলায় রাজকার্য্য শিক্ষা করুক, কিন্তু সে শিক্ষার পরিচয় মহারাজ নিজমুখে দিয়েছেন। কুনাল সপত্নীক ভিক্ষার নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে গান করে।

অশোক। কিন্তু তুমি যে ভিক্ষুকের দেশের রাজ্য-স্থাপন দেখলে, কদাচ এ কথা বলতে না। তথায় রাজদণ্ডের প্রয়োজন নাই—শান্তিরক্ষকের প্রয়োজন নাই,—কুনালের শিক্ষায় তক্ষশিলাবাসী পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাবে অবস্থান কচ্চে।

তিষ্য। মহারাজ, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমার মনে হয়, তক্ষশিলাবাসীরা জানে যে, কুনাল মহারাজ অশোকের বাহুবলরক্ষিত, সেই ভয়ে কুনালের বশীভূত। কিন্তু যে দিন সে ভয় দূর হবে, প্রেমের সম্ভ্রমও বর্জ্জন করবে। সাধারণ মানবচরিত্রে এরূপ আমার ধারণা। শাসন ও প্রেম রাজ-কার্য্যে উভয়ই প্রয়োজন।

অশোক। তোমার মন্তব্য কি?

তিষ্য। আমার মন্তব্য কতদূর আমার মুখে শোভা পাবে জানি না, পদ্মাবতী জীবিতা থাকলে তাঁর শোভা পেতো,—আমি বিমাতা, আমার পুত্র নাই, আমার কুনালের জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল। আমি রাজ্যভার পেলে যেরূপে হয়, তারে গৃহে আনবো।

অশোক। ভাল, তোমার যেরূপ অভিরুচি, আমি রাজ্যভার তোমায় সপ্তাহের জন্য প্রদান কচ্চি। কল্য আমি গয়াধামে গমন করবো, বহুদিন বোধিবৃক্ষ দর্শন করি নাই, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।

[অশোকের প্রস্থান।

(কুষার প্রবেশ)

কুষা। এই পত্র শোনো,—"কুনাল, তুমি রাজ-মহিষীর সহিত দুর্ব্যবহার করেছ, যদি মার্জ্জনা

প্রার্থনা ক'রে তাঁর কৃপালাভ করো, নচেৎ নিজ-হস্তে চক্ষু উৎপাটন পূর্ব্বক তক্ষশিলা হ'তে দূর পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস করো।" আর এই পত্র তক্ষশিলার কর্ম্মচারীদের উপর;—"পাষণ্ড কুনালের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক রাজসমীপে প্রেরণ করো, আর দুষ্টকে তক্ষশিলা হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দূর পর্ব্বতশৃঙ্গে স্থান দিও।" এসো, রাজার নামাঙ্কিত মোহর দিয়ে পত্র প্রেরণ করো।

চিত্ত। যদি সে চক্ষু উৎপাটন করে, এ কথা গোপন থাকবে না, তা হ'লে আমার নিশ্চয় প্রাণবধ হবে।

তৃষ্ণা। চিন্তা ক'রো না, রাজা স্বয়ংই মরবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

তক্ষশিলা—রাজকক্ষ

কুনাল ও কাঞ্চনমালা।

কাঞ্চন। কুসুম সুন্দর যদি নয়,
কেন তায় পূজে দেবতায়?
ভোজ্য বস্তু সুস্বাদু সকল
দেবতার পদতলে কি হেতু অর্পিত?
দেবমূর্ত্তি সুন্দর গঠন কোন্ প্রয়োজন—
নর-দৃষ্টি যদি নাথ, প্রয়োজন হীন?
আমি তো তোমায়
কুসুমমালায় সাজায়ে জুড়াই প্রাণ,—
অঙ্গের সৌরভে গরবে উথলে হৃদি,
শ্রবণবিবর মধুস্বরে তৃপ্ত মম,
প্রসাদ অমৃত হয় জ্ঞান,
স্পর্শে হয় স্বর্গ অনুভব।
হয় হোক্ নশ্বর এ সব,
তোমা ছাড়া নিত্য সুখ নহি অভিলাষী।

কুনাল। অন্তরের ফুলরাজি দেখ নাই ধ্যানে,
তাই—তব নশ্বর কুসুমে অনুরাগ।
প্রকৃতির শোভা বা দেহের,
অস্ফুট অন্তর ছবি মাত্র সে তুলনা;
নয়ন, শ্রবণ, নাসিকা, রসনা
কিংবা স্পর্শেন্দ্রিয়—
অংশে অংশে করে মাত্র সুখ অনুভব।
পঞ্চ সুখ একত্র মিলিত,
বর্দ্ধিত সহস্রগুণে—
সমাধিষ্ট পুরুষের হয় উপভোগ।
সে সুখ-আশায়, নশ্বর ইন্দ্রিয়-লালসায়,
মুগ্ধ নহে চিত্ত মম।
নশ্বর এ দেহে তব কেন অনুরাগ?
এসো বসি দোঁহে ধ্যানে,
ধ্যান সংমিলনে—
উভয়ে অনন্তে যাই মিলি।

কাঞ্চন। নিরত অনন্ত ভাবে তুমি মোর হৃদে,
সান্ত নহে—অনন্ত সে ভাব!
অন্তরে বাহিরে সমভাবে সে ভাব বিহরে;
ধ্যানে বা নয়নে পার্থক্য না হেরি নাথ,
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি হৃদয়-ঈশ্বর।

(দূতের প্রবেশ)

কুনাল। কে তুমি?

দূত। পাটলিপুত্র হ'তে মহারাজের পত্র এনেছি

কুনাল। (পত্র মস্তকে স্পর্শ করিয়া পাঠ পূর্ব্বক) এতদিনে মহারাজের কৃপায় আমার মমতা দূর হ'লো।

কাঞ্চন। কি পত্র?

কুনাল। এই দেখ। (পত্র প্রদান।)

কাঞ্চ। (পত্র পাঠ করিয়া) নাথ, নাথ, তুমি তো কারো নিকট দোষী নও। তবে কেন মহারাজ লিখেছেন, তুমি মহারাণীর নিকট অপরাধী।

কুনাল। মহারাণী আমার শিক্ষার জন্য মহারাজকে এইরূপ বলেছেন। সকলে বলে,—আমার নয়ন দু'টি সুন্দর, সেইজন্য বোধ হয়, আমার চক্ষের উপর মমতা আছে, রাজরাণীর কৃপায় সে মমতা দূর হবে।

দূত। কুমার, মহারাজের আদেশে আপনাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি, আপনি পাটলিপুত্রে যেতে প্রস্তুত?

কুনাল। না। (প্রণামান্তর দূতের প্রস্থানোদ্যোগ) যাবেন না, আপনি রাজদূত—আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।

দূত। আমার বহুকার্য্য, মার্জ্জনা করবেন।

কুনাল। আপনি কি উত্তর লবে পাটলিপুত্রে গমন করবেন? তবে যদি কৃপা ক'রে আমার নিকট

পুনর্ব্বার আসেন, আমি কোন উপঢৌকন রাজ-রাণীর নিকট প্রেরণ করবো।

দূত। যে আজ্ঞা।

[দূতের প্রস্থান।

কাঞ্চন। নাথ নাথ, তুমি কি তোমার চক্ষু উৎপাটন করবে?

কুনাল। তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, সহধর্ম্মিণী, কর্ত্তব্যে বাধা দিও না।

কাঞ্চন। প্রভু—প্রভু,—এ ছল, কদাচ এ মহারাজের পত্র নয়। কে ও দূত,—এমন বিকট আকৃতি তো আমি কখনো দেখি নাই! আমার মাত্র আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠেছে।

কুনাল। দূত যেই হোক, এ মহারাজের নামাঙ্কিত পত্র, আমি কদাচ রাজাদেশ লঙ্ঘন করবো না।

কাঞ্চন। চলো, আমরা পাটলিপুত্রে যাই, মহারাজকে বলি, তুমি নিরপরাধ।

কুনাল। এতো আমার অপরাধের দণ্ড নয়, এ আমার —শিক্ষা,—পাটলিপুত্র যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

কাঞ্চন। নাথ নাথ, কি করছ,—কি সর্ব্বনাশ করবে?

কুনাল। সর্ব্বনাশ নয়; বার বার গর্ভযন্ত্রণা, মৃত্যুযন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভ করবো।

কাঞ্চন। নাথ, দাসীর বুকে কেন শেলাঘাত করেন?

কুনাল। প্রিয়ে, মন বাঁধ, উচ্চ কার্য্যের সহায় হও, আমার আদেশ—আমার মিনতি।

কাঞ্চন। তবে আমার চক্ষু উৎপাটন করো।

কুনাল। প্রিয়ে, তুমি আমার সেবা করতে জন্মেছ, মঙ্গলময় তোমায় সম্পূর্ণ সেবার সুযোগ দিচ্ছেন। তুমি কোন সূত্রে অন্ধ হ'লে এ অন্ধের সেবা তো হবে না। শান্ত হও।

কাঞ্চন। (নীরবে রোদন।)

কুনাল। প্রিয়ে, রোদন করো না, কারা আসছেন।

[অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া কাঞ্চনমালার প্রস্থান।

(মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারিগণের প্রবেশ)

কি মন্ত্রী মহাশয়, আপনারা বিষণ্ণ কেন?

মন্ত্রী। কুমার, দেখুন, এ কঠোর আজ্ঞা কে প্রতিপালন করবে? এ নিশ্চিত কোন শত্রুর প্রবোচনায়,—নতুবা, রাজা ক্ষিপ্ত।

(কুনালের হস্তে আদেশ-লিপি প্রদান)

কুনাল। (লিপি পাঠ করিয়া) পত্র তো মহারাজের নামাঙ্কিত।

মন্ত্রী। হোক নামাঙ্কিত,—রাজা স্বয়ং এসে আদেশ দিলেও আমরা এ কঠোর কার্য্যে প্রস্তুত নই।

কুনাল। রাজ্যপরিচালনায় অনেক কঠোর কার্য্যের প্রয়োজন হয়, এ তো মন্ত্রী মশায় অবগত আছেন।

মন্ত্রী। না, এরূপ কঠোর কার্য্যের প্রয়োজন হয় না। এ রাজকার্য্য নয়,—এ বাতুলতা।

কুনাল। ছিঃ ছিঃ, ওরূপ বলবেন না।

মন্ত্রী। বলবো না কি? আমরা বিদ্রোহী হ'তে প্রস্তুত। এ কার্য্য করবার আগে নিজের চক্ষু উৎপাটন করবো, স্ত্রীর চক্ষু উৎপাটন করবো, বাহু ছেদন করবো! এই প্রেমিক পরমপুরুষের চক্ষু উৎপাটন! এ কথা শ্রবণেও পাতক আছে; আমরা একমতে দৃঢ়বাক্যে বলছি, আমরা এ পত্রের আদেশ পালন করবো না।

কুনাল। মন্ত্রিবর, আপনাদের বিদ্রোহাচরণের প্রয়োজন হবে না, নিশ্চিন্ত হয়ে গৃহে যান।

মন্ত্রী। হ্যাঁ হাঁ, মহারাজ আপনার উপর আমাদের কিরূপ শ্রদ্ধা, তা পরীক্ষা করবার জন্য পত্র লিখেছেন। বোধ হয়, আপনার নিকট অপর পত্রে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

কুনাল। যদিচ পত্রের মর্ম্ম ওরূপ নয়,—আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে আবাসে যান।

সকলে। জয় কুমার কুনালের জয়—জয় ধর্ম্মপ্রচারক কুনালের জয়, জয় প্রজাপালক কুনালের জয়, জয় মানবরক্ষক কুনালের জয়, জয় পরম শিক্ষাদাতা কুনালের জয়।

[মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারিগণের প্রস্থান।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। আমি অদ্যই প্রত্যাগমন করবো, কি উপঢৌকন আছে—দিন।

কুনাল। আমি আনছি—অপেক্ষা করুন।

[কুনালের প্রস্থান।

দূত। উঃ! বুক কেঁপে দিবারাত্র কোলে বসে অবস্থান করছে। এ কি উচ্চ মানবপ্রকৃতি! এ কি দেহের মমতা বিসর্জ্জন! এর নরকেও তো শান্তিভঙ্গ

বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ ক'রে একেই কি গৌরব প্রদান করবে।

(উৎপাটিত চক্ষুদ্বয় কৌটায় লইয়া অন্ধ কুনালের প্রবেশ)

কুনাল। মহাশয়, গ্রহণ করুন।

[কৌটা লইয়া দূতের প্রস্থান।

(কাঞ্চনমালার পুনঃ প্রবেশ)

কেমন, তুমি প্রস্তুত ?

কাঞ্চন। আমি দাসী, তোমার যা আজ্ঞা, তাই হবে। কিন্তু কোথায় যাবে ?

কুনাল। প্রিয়ে, অন্ততঃ ছদ্মবেশে এ পুরী পরিত্যাগ করা বিশেষ প্রয়োজন। আমি রাজাদেশে চক্ষু উৎপাটিত করেছি, আমার এ অবস্থায় দেখে সকলে রাজদ্রোহী হবে। আজ গভীর রাত্রে আমরা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বেশে নগর হ'তে বহির্গত হব। জেনো প্রিয়ে, সে বেশ ছদ্মবেশ নয়, আজ হ'তে ভিক্ষা আমাদের জীবিকা।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—রাজ-অন্তঃপুর।

চিত্তহরা ও তৃষা।

চিত্ত। তোমাদের কথায় আর আমার বিশ্বাস নাই, তোমরা আমার সর্ব্বনাশ করবে। আমি পত্র প্রেরণ ক'রে ছদ্মবেশে স্বয়ং তত্ত্ব নিতে গিয়েছিলুম। কুনাল চক্ষু উৎপাটন ক'রে গভীর নিশীথে সস্ত্রীক তক্ষশিলা পরিত্যাগ ক'রে কোথা চ'লে গিয়েছে। রাজকর্ম্মচারীরা চতুর্দ্দিকে তার অনুসন্ধান কচ্ছে। আমার পত্র লয়ে রাজার নিকট উপস্থিত হবার পরামর্শ করেছে। তাদের মনে দৃঢ় ধারণা যে, পত্র জাল। সংবাদ পেলেই রাজা আমার প্রাণবধ করবে। কুনালকেও পেলুম না—আমার প্রাণবধ হবে।

তৃষা। তুমি রাজার প্রাণবধ ক'রে সুখে রাজ্যভোগ করো।

চিত্ত। সুখের কথা ত বল্লে! আমি রাজপুরী ছিলেম না, এ সংবাদ পেয়ে রাজা আমার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট।

তৃষা। শোনো—আমি গয়ায় মন্ত্রপূত সূত্র দ্বারা বোধিবৃক্ষ বেষ্টন ক'রে এসেছি, বৃক্ষ শুষ্ক হচ্ছে। সে সূত্র অপর হস্তে ছেদিত হবে না। তুমি এই অস্ত্র নাও, এই অস্ত্র দ্বারা সূত্র ছেদিত হ'লেই বৃক্ষ হ'তে বহুশাখা নির্গত হ'য়ে বৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হবে। তখন তুমি রাজাকে যা বলবে—রাজা শুনবে। তুমি বলবে—"আপনার রোগের শেষ আছে, এই ঔষধ সেবন করুন।" তা হ'লে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করবেন ও দীর্ঘজীবী হবেন। রাজা ম'লে তুমিই রাজরাণী, আমরা তোমায় সাহায্য করবো। আর তোমায় বাধা দেয় কে!—এই অস্ত্র নাও, আর এই বিষ নাও। তুমি আমাদের অবিশ্বাস করো।—অচিরে বুঝবে, তুমি আমাদের আপনার লোক। আর, ভাণ্ডার তো তোমার হাতে, ভাণ্ডারের ধন বিতরণ ক'রে সেনাদের বশীভূত করো। আর রাজার বিরোধী লোক অনেক আছে, নানাপ্রকার উৎসব ক'রে তাদেরও বশে আনো, তা হ'লেই রাজ্য তোমার। এক অশোককে ভয়, সে ম'লে কে আর তোমায় বাধা দেবে ?

[তৃষার প্রস্থান।

চিত্ত। আমার ভয়ে প্রাণ কাঁপ্‌চে। এর মুখের ভাব দেখে বোধ হয়, যেন আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ কচ্চে। আমি ওদের আপনার লোক। ওরা তো দানব-দানবী—ভূত প্রেতিনী! কি ব'লে গেল! অদৃষ্টে যা থাকে হবে, তক্ষশিলার সংবাদ না আস্‌তে আস্‌তে রাজাকে বিষ দেব।

[চিত্তহরার প্রস্থান।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। কি হবে, কি করবে! কুনাল সম্বন্ধে কি বল্লে বুঝ্‌তে পারলুম না। নিশ্চয় বাছার কোন অনিষ্টসাধন করেছে। রাজাকে বিষ দেবার কথা কি বল্লে। আমি আকালকে সমস্ত কথা বলি, সে যদি কোন উপায় করতে পারে।

ষষ্টম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত-সম্মুখস্থ পথ।

পর্ব্বতগাত্রে অশোকের "আদেশ" ক্ষোদিত।

[কয়েক জন পথিকের প্রবেশ
ও "আদেশ" পাঠ করণ।]

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। (স্বগত) আমার প্রাণ কেন আজ এত ব্যাকুল হচ্ছে। আমার প্রাণের ভেতর যেন হাহাকারধ্বনি উঠছে, যেন "কুনাল—কুনাল" ব'লে আমার প্রাণ কাঁদছে। বাছার কি কোন অমঙ্গল হলো। আমি তো স্থির থাকতে পাচ্ছি নে!

১ম পথিক। ওরে, ওরে—এঁকে জিজ্ঞাসা করি আয়—

২য় ঐ। ও মেয়েমানুষ—ভিক্ষুণী; ও কি বল্‌বে?

১ম ঐ। আরে না না, উনি সর্ব্বস্থানে ঘুরে বেড়ান—লোককে বুঝিয়ে দেন, এর মর্ম্ম কি।

২য় ঐ। ইনি কে?

১ম ঐ। জিজ্ঞাসা কচ্চি দাঁড়া। (অগ্রসর হইয়া) হাঁ মা,—এই পর্ব্বতের গায়ে কি লেখা?

দেবী। মহারাজ পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত ক'রে প্রজাদের আদেশ দিয়েছেন যে—"সকলে দানধর্ম্ম আচরণ কর, ইহকাল ও পরকালের কার্য্য করো। উচ্চ-নীচ সকলেই মুক্তির অধিকারী। কঠোর আত্মত্যাগই সাধন। এ সাধন হীন অপেক্ষা উচ্চ ব্যক্তির কঠিন।"

১ম পথিক। মা, আমরা ব্যাপারী, দেশেবিদেশে বেড়াই; সকল জায়গাই তোমাকে দেখি, যেখানে যেখানে এমনি সব লেখা আছে, তুমি বুঝিয়ে দাও, তুমি কে মা?

দেবী। আমি রাজদাসী, আমার এই কার্য্য।

২য় পথিক। ওঃ—খুব পাকা পাকা কথা সব রাজা লিখে দেয়। আমরা কি সব বুঝতে পারি? তবে এই বুঝি—এক মুঠো পাবে, কেউ খেতে চায়, আধ মুঠো দিয়ে খাব।

দেবী। বাবা, ক্রমে সব বুঝবে।

৩য় পথিক। কি ক'রে লিখ্‌লে?

দেবী। (স্বগত) না, আমি স্থির হ'তে পারি নে। আমার আরও প্রাণ আকুল হচ্ছে। কোথাও নির্জ্জনে ব'সে ধ্যান করি।

[দেবীর প্রস্থান।

(অন্ধ কুনালের হাত ধরিয়া কাঞ্চন,
মালার প্রবেশ)

উভয়ের গীত।

কুনাল। মানস-সরে চিত্ত-কমল-কলি,
জ্ঞানারুণ হেরি হাসে।

কাঞ্চন। হৃদয়চাঁদ মম অন্তরের বাহিরে,
চিত কুমুদিনী সনে বিহরে বিলাসে॥

কুনাল। নশ্বর নয়ন নাহি আর কাজ,

কাঞ্চন। শত আঁখি পেলে মম হেরি
হৃদিরাজ;

কুনাল। পূর্ণ পূর্ণ কিবা নির্ম্মল জ্যোতিঃ,

কাঞ্চন। পূর্ণ পূর্ণ প্রাণ পাশে প্রাণপতি,

কুনাল। মুক্ত মুক্ত গেল বন্ধন-পাশ,

কাঞ্চন। পতি-পদ আশ—
সোহাগে প্রাণবাঁধা পতি-প্রেম-ফাঁসে।

উভয়ে। মাধুরী-সাগরে অন্তর ভাসে।

(জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। আহা, কার বাছা রে! আহা ছ'টি চক্ষু নাই; বুঝি খায় নাই, রোদে রোদে ঘুরে ঘুরে বাছাদের মুখ দু'খানি শুকিয়ে গিয়েছে। আহা বাছারা, আমাদের বাড়ীতে এসে একটু জিরুবি? আয়, খুদকুঁড়ো যা ঘরে আছে, খেয়ে যাবি।

কুনাল। চলো দয়াময়ী!

১ম পথিক। ওগো ওগো, পয়সা নেবে? আমরা দিচ্চি—এই নাও।

কাঞ্চন। না বাবা, আমরা ভিক্ষু, আমাদের উদর পূর্ণ হ'লেই যথেষ্ট, আর আমাদের প্রয়োজন নাই।

বৃদ্ধা। এসো বাবা, এসো—

[বৃদ্ধার পশ্চাৎ কুনালের হস্ত ধরিয়া
কাঞ্চনমালার প্রস্থান।

২য় পথিক। দেখ, বড় ঘরের ছেলে—বড় ঘরের মেয়ে। এখন এই সব হয়েছে। যে সে ভিখিরী হ'লে কি পয়সা ছাড়ে!

(দেবীর পুনঃ প্রবেশ)

দেবী। নিশ্চয় কুনালের কণ্ঠস্বর। (পথিকগণের প্রতি) বাবা, এইখানে কে গান কচ্ছিল নয় ?

১ম পথিক। হাঁ, মা—একটি অন্ধ ব্যাটা ছেলে, আর তার সঙ্গে একটি টুক্‌টুকে মেয়ে! আমরা পয়সা দিতে চাইনুম—নিলে না, এক বুড়ী তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে।

দেবী। তারা কোন দিকে গেলো বাবা—কোন্ দিকে গেলো ?—

(নেপথ্যে কুনালের সঙ্গীত)

কায়বাক্যমন নহে তো আমারি—
সকলই তোমারই
বারি সনে করে মিশাইবে বারি ॥

দেবী। ঐ যে আমার কুনাল—ঐ যে আমার কুনাল!

[বেগে দেবীর প্রস্থান।

২য় পথিক। আহা, এই মাগীর বুঝি কেউ হবে রে! চল—চল—দেখি গে।

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

বুদ্ধগয়া—শুষ্ক বোধিবৃক্ষ সম্মুখ।

অশোক, বৌদ্ধগণ, রাধাগুপ্ত ও পরিষদগণ।

অশোক। আমরা নিষ্ফল তিন দিন অনাহারে প্রার্থনা কচ্চি, বৃক্ষ দিন দিন অধিক শুষ্ক হচ্চে; —অবশ্য রাজ্য কোন মহাপাপে কলুষিত। রাজার পাপেই রাজ্য কলুষিত হয়, এর কি প্রায়শ্চিত্ত—আপনারা আজ্ঞা করুন।

১ম বৌদ্ধ। মহারাজ, অকারণ কেন আত্মনিন্দা কচ্চেন? আপনি রাজর্ষি, পরম নির্ম্মলাত্মা এর কোন গূঢ় তত্ত্ব আছে, গুরুদেব উপগুপ্তের নিকট তাঁর শিষ্যেরা গিয়েছেন, অচিরে তাঁরে লয়ে হেথা উপস্থিত হবেন।

অশোক। মন্ত্রিবর, রাজ্যে প্রচার করো, যে এই বোধিবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত করবে, আমি তারে রাজ্যেশ্বর করবো, জগতে যে যে প্রিয় বস্তু তার প্রার্থনা—সমস্তই তারে প্রদান হবে।

(চিত্তহারার প্রবেশ)

এ কি তুমি হেথায় কেন? সংবাদ পেলেম, তুমি অতি দুর্নীত কার্য্য করেছ। আমার অনুপস্থিতিতে নগরে কুৎসিত উৎসবাদি সম্পন্ন হয়েছে, সেনাদের ভাণ্ডার হ'তে ধন বিতরণ করেছে, তারা রাজ-মন্ত্রীদের উপেক্ষা করে। তুমি গুপ্তবেশে যথায় ইচ্ছা গমন করো, তোমার বিরুদ্ধে এ সকল কি সংবাদ?

চিত্ত। মহারাজ, আমার কার্য্য—আমি কার্য্যে পরিচয় প্রদান করবো। সমস্ত কার্য্যই দেবাদেশে করেছি, দেবতার প্রসাদে আমি এই জীর্ণ বোধি-বৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত করবো। এই দণ্ডেই বৃক্ষ পূর্ব্বাপেক্ষা বহু নবশাখা বিস্তার ক'রে আমার নিন্দুকের মস্তক অবনত ও আমার প্রতি দেব-কৃপা সপ্রমাণ করবে। এই সূত্ররূপ বৃক্ষনাশক কীট অপর অস্ত্রে ছেদিত হবে না, যদি কারো ইচ্ছা হয়, পরীক্ষা করুন।

অশোক। না না, পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, তুমি বৃক্ষ সজীব করো, আমারও প্রাণদান করো!

(চিত্তহরার সূত্র কর্ত্তন এবং বৃক্ষের পুনর্জ্জীবিত হওন)

সকলে। ধন্য রাজরাণী ধন্য!

চিত্ত। মহারাজ, দেবাদেশে আমি অর্থ ব্যয় করেছি, নিন্দুকেরা অপবাদ দিয়েছে। দেবকৃপায় আমি আর এক পরম মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছি। মহারাজের এখনও পীড়া উপশম হয় নাই, পীড়ার শেষ আছে। এই ঔষধ সেবনে রোগ হ'তে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করবেন। কার্য্যান্তে দাসী রাজচরণে বিদায় গ্রহণ করবে।

(নেপথ্যে কুনালের গীত)

শ্বাসবায়ু তুমি জীবন প্রাণ,
নাথ হর অহমিতি অভিমান;
ধায় ধায় চিত উধাও ধারে
চাহে চাহে যায় বিশ্বে মিশাইয়ে;

অশোক। এ কে গান কচ্চে—যেন কুনালের কণ্ঠস্বর অনুমান হচ্চে। মন্ত্রিবর, দেখ, গায়ককে সত্বর হেথায় লয়ে এসো।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

চিত্ত। (স্বগত) আর বিলম্ব নয়, কুনাল এসেছে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ—মহারাজ, ঔষধ সেবন করুন।

অশোক। প্রিয়ে, বোধ হয়, তোমার কুনাল আসছে।

চিত্ত। মহারাজ—মহারাজ, শুভক্ষণ ব'য়ে যাচ্ছে, আর এক মুহূর্ত্ত গত হ'লে ঔষধের ফল হবে না।

(ঔষধ প্রদানোদ্যতা)

(বেগে আকালের প্রবেশ)

আকাল। দুষ্টা, বারবিলাসিনী—(চিত্তহরার হস্ত হইতে ঔষধ কাড়িয়া লওন।)

অশোক। আকাল, আকাল—তুমি কি ক্ষিপ্ত? রাজ্ঞীকে কি বলছ?

আকাল। মহারাজ, এ বারবিলাসিনী, আপনার ভ্রাতা সুসীমের উপপত্নী ছিল। এ বিষ,—মহারাজকে বিষ দিয়ে মহারাজের প্রাণ নষ্ট করতে এসেছে।

চিত্ত। মহারাজ, এত অপকলঙ্ক আমার অদৃষ্টে ছিল! আমাকে বিদায় দিন, আমি চল্লুম।

আকাল। মহারাজ, যেতে দেবেন না, দুষ্টার প্রাণদণ্ড করুন।

চিত্ত। মহারাজ, কত অপমান সহ্য করবো?

অশোক। প্রিয়ে, স্থির হও, দোষীর সমুচিত দণ্ড এখনই বিধান হবে। (আকালের প্রতি) তুমি কিরূপে জানলে—এ বিষ?

আকাল। মহারাজ, এ দুষ্টা—পিশাচিনীর সখী, পৈশাচিক কুহকে বোধিদ্রুম শুষ্ক হয়েছিল, পৈশাচিক শক্তিতে পুনর্জ্জীবিত হয়েছে।

অশোক। এ সংবাদ তুমি কিরূপে অবগত?

আকাল। যে চণ্ডালিনী আপনার পরিচর্য্যা করেছিল, সে সমস্ত পরামর্শ শুনেছে, তার নিকট আমি শ্রবণ করেছি।

চিত্ত। মহারাজ, বিচার করুন,—তার বাক্‌শক্তি নাই! আমি চল্লুম।

(গমনোদ্যতা)

আকাল। মহারাজ, ধরুন, আমি প্রমাণ দিচ্ছি। আপনি আমার জীবন দান করেছিলেন, সেই জীবন আপনাকে পুনরর্পণ কচ্চি। আমার মৃত্যুতে আপনি পিশাচিনীর হস্তে মুক্তিলাভ করুন। (বিষ পান)

অশোক। আকাল—আকাল, বিষ যদি তো কেন পান করলে?

আকাল। নচেৎ মহারাজ এ পাপিনীকে অবিশ্বাস করতেন না। আমার কণ্ঠস্বর রোধ হচ্চে; মহারাজ—বিদায়—

(আকালের পতন)

চিত্ত। মহারাজ, এ আমার শত্রু ছিল। আমার সঙ্গে এত শত্রুতা, এ স্থলে আমি আর থাকবো না।

(গমনোদ্যতা)

অশোক। কদাচ যেতে পাবে না, বিষ বা আকালের কপটতা পরীক্ষিত হোক।

(রাধাগুপ্ত ও পশ্চাৎ কুনালকে লইয়া কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

কুনালের গীত।

কায়বাক্যমন নহে তো আমারি
সকলই তোমারই—
বারি সনে কবে মিশাইবে বারি॥
শ্বাসবায়ু তুমি জীবন প্রাণ,
নাশ হয় অহমিতি অভিমান;
ধায় ধায় চিত উধাও ধায়ে,
চাহে চাহে যায় বিশ্বে মিশাইয়ে;
বিস্তৃত জীবন, বিস্তৃত প্রাণমন,
ভুবনবিহারী, শুদ্ধ বোধোদয় মোহ-তমোহারী
মাগে ভিখারী!

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। মহারাজ, আপনার পুত্র, পুত্রবধূকে গ্রহণ করুন। বাছারা পথে পথে ভিক্ষা ক'রে উদর পূরণ করেছে। হা অদৃষ্ট!

অশোক। এ কি, দেবি! আমার কুনালের এ দশা কেন?
(কুনালের প্রতি) বাবা কুনাল, তোমার এ দুর্দ্দশা কে করেছে?

(তক্ষশিলা হইতে প্রেরিত দূতের প্রবেশ)

দূত। কঠিন পিতৃ-আজ্ঞায়! (পত্র প্রদান)

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! দুশ্চারিণি, এ তোরই কার্য্য!

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। বাবা—বাবা—কুনাল, তোমার এ দশা হ'লো। আমি কেমন ক'রে প্রাণ ধরবো। আমি তোমায় পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছিলুম, সেই জন্য কি আমায় মুখদর্শন করবে না। বাবা, ক'বাসে তোমার ওই অশোক-সুন্দর মুখমণ্ডল মনে ক'রে জীবন ধারণ করেছি। তোমায় রাজ্যেশ্বর দেখবো, যে দিন তোমায় প্রসব করেছি, সেই দিন থেকে আমার সাধ ;—সে সাধে কেন বজ্রাঘাত হ'লো। বাবা, তোমায় অন্ধ দেখে এখনও আমার চক্ষু উৎপাটিত হ'লো না। বাবা বাবা, কুনাল, আমার অঞ্চলের নিধি—এ কি হ'লো।

অশোক। এ কি পদ্মাবতী! আমি এতদিন তোমায় চিনেও চিন্‌তে পারি নাই।

কুনাল। মহারাজ, বনে চণ্ডালগৃহে বাস ক'রে জননী আমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্রকে ধাত্রীরূপে পালন করেছিলেন,—সেই পালনের নিমিত্তই অজ্ঞাতবাস করেছেন। ইনি আমার গর্ভধারিণী, তদপেক্ষা মহাত্মা ভগোধের ধাত্রী জননী!

অশোক। দেবি, তোমার আত্মত্যাগের তুলনা হয় না। তুমি চণ্ডালিনী-বেশে এই পাপিনীর কিঙ্করী হয়ে রাজগৃহে বাস করেছ! (কুনালের প্রতি) বাবা কুনাল, তোমার নৃশংস পিতার কি প্রায়শ্চিত্ত বলো?

কুনাল। পিতা, আমি জড়চক্ষুহীন, কিন্তু বুদ্ধদেবের কৃপায় আমার দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত। অলীক দৃষ্টির পরিবর্তে দেবদৃষ্টি লাভ করেছি। সমস্তই বিমাতার কৃপায়!

অশোক। মন্ত্রী, এই পাপিনীর কি শাস্তি বিধান করো? কিরূপে এর প্রাণদণ্ড করা উচিত?

কুনাল। মহারাজ, দাসকে ভিক্ষা দিন, প্রাণদণ্ড হ'লে পরম-প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপে বঞ্চিত হবে। অভাগিনীকে অনুতাপের সময় দিন।

অশোক। না বৎস, তোমার ন্যায় দেবত্ব আমার লাভ হয় নাই।

তিষ্য। (বিষের মোড়ক বাহির পূর্ব্বক সেবন করিয়া) কুৎসিত রাজা, তুই আমায় কি দণ্ড প্রদান করবি? আমার নিকট এখনো ঐ তীব্র বিষ ছিল। আমার জ্বালার এখনই অবসান হবে; তুই যাবজ্জীবন জ্বালা ভোগ কর! (কুনালের প্রতি) কুনাল, তোর দশা আমার পক্ষে মৃত্যু-জ্বালা। তুই আমায় উপেক্ষা করেছিলি, তোর চক্ষু উৎপাটন ক'রে শাস্তি দিয়েছি। কিন্তু দেখছি, সে তোর শাস্তি নয়। মৃত্যুর পর যদি আসবার উপায় থাকে, আমি তোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরে দেখবো—কিসে তোর শাস্তি হয়। (পতন ও মৃত্যু।)

দেবী। মহারাজ, সাধ্বী রাজকুলবধূকে আশীর্ব্বাদ করুন। কি যত্নে তোমার অন্ধপুত্রের সেবা করেছে, আমার কণ্ঠে বাগ্‌দেবী এলেও বর্ণনা করতে অক্ষম।

অশোক। দেবি, আমি এই সাধ্বী জননীর কি পুরস্কার দেবো, যাঁর আমায় চিত্তপ্রসাদ পুরস্কার। মা গো, তোমার স্বামী অন্ধ, তুমি রাজরাণী হবে না—এই খেদে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে।

কাঞ্চন। পিতা, আক্ষেপ করবেন না,—পতিপ্রেমে আমি ইন্দ্রাণী অপেক্ষা বৈভবশালিনী। আমি পরম সম্পদ পতিসেবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছি, আমি অন্য সম্পদ প্রার্থী নই।

পদ্মা। (কাঞ্চনমালাকে আলিঙ্গন করিয়া) মা—মা—আমার—

(উপগুপ্তের প্রবেশ।)

অশোক। গুরুদেব—গুরুদেব—! দেখুন—কত দিনে আমার শান্তির অবসান হবে? ধিক্ রাজ্য, অশোক নামে ধিক্!—বীতশোকের ছিন্ন মস্তক দেখেছি, রাজরাণীকে বনবাসিনী করেছি, আজ আমার বংশধর কুনাল চক্ষুহীন! প্রজমসুধাংশ প্রভুভক্ত আকাল, বিষপানে মৃত! প্রভু, আমি কি ক'রে জীবন ধারণ করবো!

উপ। মহারাজ, দেহীর ধৈর্য্যাবলম্বনই শান্তির একমাত্র উপায়। সংসার যদি কণ্টকশয্যা না হ'তো, কে নির্ব্বাণ কামনা করতো? মহারাজ, প্রভুর পরম কৃপায় সংসার বিষবৎ জ্ঞান হয়। আকাল, ওঠো, তোমার রাজভক্তির আদর্শ প্রদান সম্পূর্ণ হয় নাই।

আকাল। (ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া) প্রভু, আবার ফেরালেন! আস্তে আস্তে দিব্বি আলো দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম

উপ। বৎস, অচিরে নরকুলে দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন

কাঞ্চন। বৎস কুনাল, বুদ্ধদেব তোমায় যেরূপ অন্তরে দর্শন দিয়েছেন, জড় দৃষ্টিতেও সেইরূপ দর্শন দেবেন, সেই জন্য তোমার কুনাল চক্ষু পুনরায় প্রাপ্ত হও।

পদ্মা। কৃপাময়—নিরানন্দ হৃদয়ে আনন্দদাতা—

অশোক। প্রভু প্রভু যদি কৃপা করেছেন, আর আমায় রাজকার্য্যে লিপ্ত রাখবেন না। কুনালকে সিংহাসন প্রদান ক'রে দাসকে আপনার পদ-সেবায় নিযুক্ত করুন।

কুনাল। মহারাজ, মার্জ্জনা করুন, আমি ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করেছি, সে ব্রত ভঙ্গ করাবেন না।

উপ। মহারাজ, পাটলিপুত্রে চলুন।

অশোক। প্রভু, আর আমার সিংহাসনে ইচ্ছা নাই।

উপ। কুনালের পুত্র সম্প্রীতিকে সিংহাসনে অভিষেক ক'রে সেরূপ ইচ্ছা করবেন। (তিষ্যরক্ষাকে নির্দ্দেশ করিয়া) এ হতভাগিনী রাজাঙ্গনে মাল্য-প্রদান করেছিল, এর সৎকারের আজ্ঞা দিন।

আকাল। প্রভু, কৃপা ক'রে একবার বাঁচিয়ে দিন, বেটীর চক্ষুলজ্জা হয় কি না দেখি।

উপ। বৎস, এ পাপিষ্ঠাকে মার নরকে লয়ে স্থান দিয়েছে। পাপিষ্ঠার প্রাণ আর দেহে নাই।

আকাল। বেটীকে নিয়ে মার বেটাও ত্রাহি ত্রাহি ডাক্‌ছে। আর প্রভু, ও তো মারের নফরী, মার কেন ওকে নরকে দিলে?

উপ। নরক মারের রাজ্য,—মার স্বয়ং নরকবাসী—সমস্ত পাপীর উপর তার অধিকার। প্রজাবৃদ্ধির জন্য মানবকে প্রতারিত করে। চলুন মহারাজ, বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

[রাধাগুপ্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান

(দুইজন মার-অনুচরের প্রবেশ)

১ম চর। মন্ত্রী মশায়, আমরা সৎকার করবো।

রাধা। কি পুরস্কার প্রার্থনা করো?

২য় চর। কার্য্য শেষ ক'রে পুরস্কার গ্রহণ করবো। আপনি যান।

রাধা। (স্বগত) ও বাবা—এরা কে। যে হোক, আমি নিশ্চিন্ত।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

(মারের প্রবেশ)

মার। ল'য়ে যাও, রাখ অগ্নি নরকের দ্বারে।

[শব লইয়া মার-অনুচরদ্বয়ের প্রস্থান।

বোধিবৃক্ষ,
তব মূল কলুষিত করিব নিশ্চয়;—
রহ রহ সময় সাপেক্ষ মাত্র তাহা।
তব মূল শান্তিময় স্থান না রহিবে,
ত্রিভুবনে মহা দ্বন্দ্ব বৌদ্ধের বাধিবে,
কিন্তু এই নিদারুণ খেদ,
নির্ম্মূল না হবে কোনকালে,—
লঙ্কাদ্বীপে শাখা তব যত্নে আরোপিত।
থাক্, যা হবার হবে—
উপস্থিত উপায় কি করি?
পরাভব নেহারি শিহরি,
তবু নাহি ক্ষমা দিব রণে;
দৃঢ় দুর্গ আছে মম অশোক-হৃদয়,
অহঙ্কার—রাজ্য-অহঙ্কার তার মনে,
তবে কি হেতু নিরাশ,
অহঙ্কার কে পারে ত্যজিতে?
করে যদি সসাগরা ধরণী প্রদান,
শতগুণে অহঙ্কার হবে বলবান,
পারে তার কিরূপে নিস্তার।
না না, ভয় হয়,
অশঙ্কিত কি আছে আশ্রয়—
যাহে পদে পদে পরাজয় মম।
থাকে যেবা থাকুক আশ্রয়,
অহঙ্কার দুর্ম্মদ সহায় মম।
কি হেতু সংশয়,
কি হেতু আশঙ্কা আর,
রণজয় নিশ্চয় হইবে।

[প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

পাটলিপুত্র—অশোকের কক্ষ

(রাধাগুপ্ত ও আকালের প্রবেশ)

রাধা।—আকাল, সর্ব্বনাশ হচ্চে—দেখ্‌ছ না?

আকাল। মশায়, আমার সর্ব্বও কখনো ছিল না, নাশও কার নাম জানি না।

রাধা। ব্যঙ্গ ক'রো না, মহারাজ স্বর্ণপাত্রে ভোজন করতেন, প্রতিদিন সে স্বর্ণপাত্র সঙ্ঘকে পাঠিয়েছেন।